আদি-লীলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্। | বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যেতি। বালোঽপি শাস্ত্রাদ্যনভিজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তৎকৃপালেশেন শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা আলোচ্য ব্রজবিলাসিনঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপস্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপস্য বিনির্ণয়ং বস্তুতত্ত্বনিরূপণং কুরুতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং বর্ণ্যতে ॥১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় নমঃ।

শ্লো।১। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহে) বালঃ (বালক) অপি (ও) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া—আলোচনা করিয়া) ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) তদ্রূপস্য (শ্রীগৌরাঙ্গরূপের) বিনির্ণয়ং (বিশেষরূপে নির্ণয়) কুরুতে (করে)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্য-প্রসাদে বালকও (অজ্ঞ ব্যক্তিও) শাস্ত্র-আলোচনা করিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। ১।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-নিরূপণে তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপা হইলে বালকের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। আর তাঁহার কৃপা না হইলে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা এই যে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-নিরূপণে আমি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তবে তাঁহার কৃপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে পারে—এই ভরসাতেই, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে আমি চেষ্টা করিতে উৎসাহী হইতেছি।"

তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে হইলে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপতঃ কে, কেনই বা তিনি গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও নির্ণয় করা দরকার; অর্থাৎ অবতারের প্রয়োজন-নির্ণয় করা দরকার। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অবতারের একটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অবতারের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ যাহা, তাহা এই পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইবে; তজ্জন্যও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাই একমাত্র ভরসা।

শ্লোকের "ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রূপং" অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরই একটী রূপ বা আবির্ভাব-বিশেষ—দ্বারকা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ নহে। **ব্রজবিলাসী**—শ্রীনন্দ-নন্দন অভিমানে যিনি ব্রজে দাস, সখা, মাতা, পিতা, প্রেয়সী প্রভৃতি স্বীয় পরিকর-বর্গের সহিত লীলা করিয়াছেন।

"শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা" অংশের ধ্বনি এই যে, এই পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে তত্ত্ব লিখিত হইবে, তাহা কেবল ভক্ত-বিশেষের অনুভব-লব্ধ তত্ত্বমাত্র নহে, পরন্তু ইহা শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। ভক্ত-বিশেষের অনুভব-লব্ধ তত্ত্বের প্রতি কেবল ভক্তগণেরই শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তাহাতে আস্থা না থাকিতেও পারে; কিন্তু শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই শ্রদ্ধেয়।

এই পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মুখ্য কারণই নির্ণীত হইয়াছে; এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁহার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৩

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার—।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ—॥ ৫
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। সপরিকর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার তত্ত্ব ও অবতারের মূল প্রয়োজন নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২। **চতুর্থ শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের; "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের। **অর্থ কৈল বিবরণ**—অর্থ বিবৃত করা হইল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে। **পঞ্চম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের; "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" শ্লোকের।

৩। **মূল শ্লোকের**—"রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ"-শ্লোকের। **লাগাইতে**—আরম্ভ করিতে। **আগে**—পূর্ব্বে। **অর্থ লাগাইতে আগে**—অর্থ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে।

আভাস—ভূমিকা, উপক্রমণিকা। কোনও শ্লোকের বা বিষয়ের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে, যে যে তত্ত্ব বা ঘটনার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা দরকার; এই সমস্ত তত্ত্ব বা ঘটনার বিবরণকেই ভূমিকা বা উপক্রমণিকা বলে। ৪—৪৭ পয়ারে গ্রন্থকার পঞ্চম শ্লোকের ভূমিকা বিবৃত করিয়াছেন।

৪। আভাস বা ভূমিকা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীনাম ও প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। **এই অবতার**—শ্রীচৈতন্যাবতার।

৫। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য কারণই; কিন্তু তাহা বহিরঙ্গ কারণ মাত্র; তাহা ব্যতীত আরও একটী অন্তরঙ্গ কারণ আছে।

বহিরঙ্গ—বাহিরের; গৌণ; আনুষঙ্গিক। **অন্তরঙ্গ**—ভিতরের, হার্দ্দ, মুখ্য। নিজের যে আন্তরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহাকে বলে অবতারের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ। আর যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্ত তাঁহার অবতরণ প্রার্থনা করেন এবং অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইল অবতারের বহিরঙ্গ বা গৌণ কারণ। নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং নাম-প্রেম প্রচারের ইচ্ছা হইল শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ।

৬। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ বুঝাইতেছেন। ৬-১২ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ এবং ১৪শ পয়ারে অন্তরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে—দ্বাপর যুগে। **যেন**—যেমন। "যৈছে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **পৃথিবীর ভার**—দৈত্যগণ-কৃত উপদ্রবাদি। দৈত্য-প্রকৃতি রাজগণের উৎপীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া প্রতিকার লাভের আশায় গাভীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখ-কাহিনী জানাইয়াছিলেন। শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণকে লইয়া ব্রহ্মা তখন ক্ষীরোদ-সমুদ্র-তীরে যাইয়া সমাহিত-চিত্তে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা অবগত হইলেন যে, ভূভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মলীলা প্রকট করিবেন (শ্রীভা, ১০।১)।

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ ৭

কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **শাস্ত্রেতে প্রচারে**—শাস্ত্রের প্রচলিত সাধারণ অর্থে—জানা যায় (ভূভার-হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রের বাস্তব গূঢ় অর্থ তাহা নহে)।

"যেমন" শব্দ থাকিলেই তাহার পর "তেমন" একটা শব্দ থাকিবে; এই পয়ারে "যেমন" (যেন) শব্দ আছে, কিন্তু "তেমন—(এইমত)" শব্দটী আছে পরবর্ত্তী ৩৩শ পয়ারে। যেমন শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে—পৃথিবীর ভার-হরণ যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র (অন্তরঙ্গ কারণ নহে), তদ্রূপ নাম-প্রেম-প্রচারও শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নহে।

৭। পৃথিবীর ভার-হরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ কেন হইল, তাহা বলিতেছেন।

পৃথিবীর ভারহরণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্য নহে; যিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে জগতের পালনকর্ত্তা, অসুর-সংহারাদি দ্বারা বিঘ্ন দূর করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করা তাঁহারই কার্য্য। স্বাংশ-অবতার ক্ষীরাব্ধিশায়ী-বিষ্ণুর উপরেই এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে; এই বিষ্ণুই যুগাবতারাদি দ্বারা অসুর-সংহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং অসুর-সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; তাই ভূভার-হরণ তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ হইতে পারে না। গীতাতেও অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, তখনই তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণের এবং দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ দুষ্কৃতকারীদিগের উৎপাতেই ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সাধুদিগের উৎপীড়ন হইতে থাকে, অর্থাৎ জগতের অমঙ্গল হইতে থাকে। সুতরাং দুষ্টদমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ভূভার-হরণেরই কাজ এবং এই কাজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপে ব্রহ্মার একদিনে মাত্র অবতীর্ণ হয়েন, যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না; ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র যুগ। প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন যুগাবতার। ইহাতেই বুঝা যায়—ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ হয়েন, যুগাবতার দ্বারাই সেই কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে, তজ্জন্য স্বয়ংরূপের অবতরণের প্রয়োজন হয়না। তথাপি যে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি যুগে যুগে" অবতীর্ণ হই—"সম্ভবামি যুগে যুগে", ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুগে যুগে তিনি যুগাবতার-রূপেই অবতীর্ণ হয়েন, স্বয়ংরূপে নহে। যুগাবতারও শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ। এরূপ অর্থ না করিলে সকল শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি থাকেনা। পরবর্ত্তী ১৪শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভার-হরণ—অসুর-সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীর উপদ্রব দূরীকরণ। **স্থিতিকর্ত্তা**—জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু; দুগ্ধাব্ধিশায়ী নারায়ণ। **জগত পালন**—অসুর-সংহারাদি করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত।

৮। ভূ-ভারহরণ যদি শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যই না হয়, তাহার সঙ্গে যদি সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হইল কেন? ইহার উত্তর দিতেছেন ৮-১০ পয়ারে।

পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক তখনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও অবতরণের সময় হইল। একটী নিয়ম এই যে, যখনই পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ—নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে অবতীর্ণ হয়েন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভুত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন,

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বতন্ত্র বিগ্রহে নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও আসিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূর্ত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু হইলেন আধেয়, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার আধার। নিজের অন্তর্ভূর্ত বিষ্ণু দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর-সংহারাদি করাইয়া ভূ-ভার হরণ করিলেন। বিষ্ণুর তখন স্বতন্ত্র বিগ্রহ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; তাই সাধারণ-দৃষ্টিতে মনে হয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহারাদি করিয়াছেন। এজন্য ভূভার-হরণকে কৃষ্ণাবতারের একটী কারণ বলা হয়। বস্তুতঃ ভূভার-হরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; বিষ্ণুর সঙ্গেই তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং এই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূর্ত রহিয়াছেন বলিয়াই এবং তজ্জন্য ভূ-ভার-হরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম্পরাক্রমে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভূ-ভার-হরণকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলা হয়।

কিন্তু—ভূভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য না হইলেও। **সেই হয় অবতার কাল**—ভূ-ভারহরণের নিমিত্ত যখন বিষ্ণুর অবতরণের সময় হইল, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণেরও অবতরণের সময় হইল। কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই" স্থলে "যেই" পাঠ আছে; এইরূপ পাঠের অর্থ—যে সময় শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় হইল, সেই সময়ই ভূ-ভার-হরণার্থ বিষ্ণুরও অবতারের সময় হইল। ঝামটপুরের গ্রন্থেও "সেই" পাঠ আছে। **ভার-হরণ-কাল**—ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময়। **তাতে**—কৃষ্ণের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে। **হইল মিশাল**—মিলিত হইল। উভয়ের অবতরণ-কাল একই সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণাবতারের সময়ের সঙ্গে ভূভার-হরণের সময় মিলিত হইল; অর্থাৎ ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণু আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হইলেন না, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভূর্ত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্যান্য সমস্ত অবতারই তখন তাঁহার সঙ্গে (তাঁহার শ্রীবিগ্রহে) আসিয়া মিলিত হয়েন।

পূর্ণ ভগবান্—সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত স্বয়ং ভগবান্। সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত বস্তুকেই পূর্ণবস্তু বলা যায়; যখনই কোনও পূর্ণবস্তু প্রকাশ পায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সমস্ত অংশ ঐ বস্তুর সহিত সম্মিলিত আছে, নচেৎ ঐ বস্তুকে পূর্ণবস্তুই বলা যায় না। এইরূপ, পূর্ণ ভগবানের মধ্যে তাঁহার সমস্ত অংশ সম্মিলিত আছেন, নচেৎ তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ই বলা যায় না; এবং তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সমস্ত অংশও তখন তাঁহার সহিত সম্মিলিত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েন। অন্যান্য যত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। লঘুভাগবতামৃতও বলেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি প্রাদুর্ভূর্ত হয়েন। তাই প্রকট-বৃন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের লীলা প্রকট দেখা যায় (ইহাতেই বুঝা যায়, এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন)। "স্বাংশমহাস্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥ বাসুদেবাদয়োব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥ ইত্যেতে পরব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্। স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥ অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ। নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥ এভির্যুক্তঃ সদা যোগম্ অবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণামৃতম্। ৩৬৮-৩৭২॥"

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন—"একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। ২।৪।১৮৬॥" এই তত্ত্বটী প্রত্যক্ষভাবে লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। নবদ্বীপলীলায় তিনি তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ, ভা, মধ্য ১০), মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি

নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ। ১১
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥ ১২
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ—॥ ১৩
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ন (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ (চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, ভা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। এসমস্ত রূপ দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, দর্শনসময়ে তাঁহারা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তৎস্থলে তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপের রূপই দেখিয়াছেন। রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থলে ষড়ভুজরূপেও দর্শন দিয়াছিলেন।

১০।১১। পূর্ব্ব পয়ারোক্ত "আর সব অবতারের" বিশেষ বিবরণ দিতেছেন।

নারায়ণ—পরব্যোমাধিপতি নারায়ন। **চতুর্ব্যূহ**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ; দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের উক্ত নামে চারিটী ব্যূহ আছেন এবং পরব্যোমনাথ নারায়ণেরও উক্ত নামের চারিটী ব্যূহ আছেন। পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বিলাস (কৃষ্ণব্যূহানাং বিলাসা নারায়ণব্যূহাঃ—ল, ভা, কৃষ্ণামৃত ৩৭১ শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ)। **মৎস্যাদ্যবতার**—মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতার। **যুগমন্বন্তরাবতার**—যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার। **যত আছে আর**—অন্যান্য যত অবতার আছেন। **সভে**—নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপ। **কৃষ্ণ-অঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে। **ঐছে**—এইরূপে। **অবতরে**—অবতীর্ণ হয়েন। **ঐছে অবতরে** ইত্যাদি—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই (নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হইয়াই) অবতীর্ণ হয়েন।

১২। **অতএব** ইত্যাদি—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কালে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করেন। **বিষ্ণু-দ্বারে** ইত্যাদি—স্বীয় দেহান্তর্ভূত বিষ্ণুদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর-সংহার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাহা করেন না।

১৩। অসুর-সংহার শ্রীকৃষ্ণের নিজের কার্য্য নহে বলিয়া, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত বিষ্ণুরই কার্য্য বলিয়া ইহা কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্ম, মুখ্যকর্ম্ম নহে।

আনুষঙ্গ কর্ম্ম—সঙ্গে অনু অনুগতস্য স্থিতস্য ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্ম ইতি আনুষঙ্গিকম্—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে (দেহাভ্যন্তরে) স্থিত বিষ্ণুর কর্ম্ম বলিয়া আনুষঙ্গ কর্ম্ম (চক্রবর্ত্তী)।

শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন স্বরূপ; কৃষ্ণাবতার-সময়ে ভার-হরণ-কাল উপস্থিত হওয়ায় অসুর-সংহার করিয়া ভূভার-হরণের নিমিত্তই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ভূভার-হরণ হইল কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন (বহিঃ) বিষ্ণুর অবতরণ-বিষয়ে কারণ, তাই ইহা বহিরঙ্গ কারণ। অঙ্গাৎ স্বরূপাৎ নন্দ-নন্দনরূপাৎ ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্নস্য বিষ্ণোরবতারে কারণমিতি বহিরঙ্গম্—ইহা অঙ্গ (অর্থাৎ নন্দ-নন্দনরূপ) হইতে বহিঃ (অর্থাৎ ভিন্ন) বিষ্ণুর অবতরণ-বিষয়ে কারণ বলিয়া বহিরঙ্গ কারণ (চক্রবর্ত্তী)।

যে লাগি—যেই মূল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত। **মূল কারণ**—অবতারের মুখ্য কারণ।

১৪। শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ।

প্রেম—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞানশূন্য নির্ম্মল-প্রীতি। **রস**—কৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন বিভাব-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুভাবাদির সহিত মিলনে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে, তখন তাহাকে ভক্তিরস বলে। "স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ ২।১৯।১৫৪-৫৫" শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ রকমের কৃষ্ণরতি; পাঁচ রকমের রতি পাঁচরকমের রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তিরসের মধ্যে এই পাঁচটীই প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও সাতটী গৌণ রস আছে; যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।) ব্রজে শান্তরস নাই, অপর চারিটী রস আছে। **প্রেমরস**—বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে পরমাস্বাদন-চমৎকারিতা-প্রাপ্ত প্রেম। **নির্য্যাস**—সার।

রাগ—"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥২।২২।৮৬॥" স্বসুখবাসনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেবাদ্বারা ইষ্টবস্তু-শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত যে স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা, তাহাকে রাগ বলে। যাঁহার চিত্তে এই রাগের উদয় হয়, তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই আবিষ্ট থাকেন—চক্ষুতে যাহা কিছু দেখেন, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোনও বস্তু বলিয়াই মনে করেন; কর্ণে যাহা কিছু শুনেন, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়াই মনে করেন; নাসিকায় যে কিছু সুগন্ধ অনুভব করেন, তাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর গন্ধ বলিয়া মনে করেন; ইত্যাদি রূপই তাঁহার অনুভব হয়; আর, তাঁহার মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় এইরূপ রাগ নিত্য বিরাজিত; এইরূপ ভাবের সহিত তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকে বলে রাগাত্মিকাভক্তি। "রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। ২।২২।৮৫।" এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে অর্থাৎ ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে, তাঁহাদের কিঙ্কর বা কিঙ্করী ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে বলে রাগানুগাভক্তি।

রাগ মার্গ ভক্তি—রাগমার্গের ভক্তি; রাগানুগাভক্তি। মার্গ শব্দের অর্থ পন্থা—এস্থলে সাধনপন্থা। রাগাত্মিকা-ভক্তি সাধন লভ্যা নহে; কারণ, ইহা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, (বিশেষ বিচার মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং রাগমার্গ-ভক্তি বলিতে এস্থলে রাগাত্মিকা ভক্তিকে বুঝাইতে পারে না। রাগানুগাভক্তি সাধনলভ্যা; এস্থলে রাগমার্গ-ভক্তি শব্দে রাগানুগা ভক্তিকে বুঝাইতেছে। **লোকে**—জগতে; লোকের মধ্যে। **করিতে প্রচারণ**—প্রচার করিতে; সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে।

পূর্ব্ব পয়ারের "যে লাগি অবতার" বাক্যের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয় হইবে। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার—ইহাই এই পয়ারের অন্বয় (অবতার-শব্দটী উহ্য)।

স্বসুখ-বাসনাশূন্যা ও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ পায়, সেই প্রেম-রস-সার আস্বাদন করিবার নিমিত্ত এবং কলিতে জীবের মধ্যে রাগানুগাভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণাবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ২৯।৩০ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারের হেতু কি? গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে জানা যায়, দুষ্কৃতকারীদিগের অত্যাচারে যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং তদ্দ্বারা সাধুদিগের রক্ষার জন্য তখনই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। দুষ্টলোকদিগের অত্যাচার জগতের শান্তিভঙ্গের কারণ; অত্যাচার যখন বর্দ্ধিত হয়, তখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সাধুলোকদের অশেষ দুঃখ উপস্থিত হয়; তাহাতে জগতের রক্ষণব্যাপারেই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জগৎরক্ষার জন্য এই অশান্তি দূর করা প্রয়োজন। সুতরাং এই রকম অশান্তি দূরীকরন জগৎরক্ষণেরই অঙ্গীভূত কার্য্য। এই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ শ্রীকৃষ্ণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"যুগে যুগে" অর্থাৎ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই জগৎরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিযুগে শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হয়েন, না অন্যকোনও স্বরূপে? কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—স্বয়ংভগবান্ "ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকটবিহার॥ ১।৩।৪॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রহ্মার একদিনে (অর্থাৎ এককল্পে) একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন; যুগে যুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। কিন্তু গীতার উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি "যুগে যুগে" অবতীর্ণ হয়েন; "কল্পে কল্পে" অবতরণের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন না। প্রতিযুগে যিনি অবতীর্ণ হয়েন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। প্রতিযুগে যুগাবতারই অবতীর্ণ হয়েন এবং যুগাবতার তাঁহার অংশ। গীতার উক্তির আলোচনা হইতে ইহাও জানা যায়—জগতের রক্ষার উদ্দেশ্যে অসুর-সংহারাদিদ্বারা ভূভারহরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং ইহাও জানা যায়, যুগাবতাররূপেই তিনি তাহা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও জানা যায় যে, ভূভার-হরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন যুগাবতারেরই কার্য্য, সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।১।৪।৭॥" এই কার্য্য তবে কে করিবেন? কবিরাজগোস্বামী বলেন—"স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগত-পালন॥ ১।৪।৭॥" জগৎ-রক্ষার ভার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উপর; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ; তিনিই যুগাবতারাদিরূপে ভূভার-হরণ করেন। জগৎ-রক্ষার অঙ্গীভূত ধর্ম্মসংস্থাপনও সাক্ষাদ্ভাবে যুগাবতারাদিরই কার্য্য, এজন্য স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হইয়াছে "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে॥ ১।৩।২০॥ * * * পূর্ণভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ ১।৪।৩৩॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভূভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানের কার্য্যই না হইবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কংসাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন কেন? দৈত্যদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িতা ধরণীর প্রার্থনায় ব্রহ্মাদিদেবগণ যখন ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ধরণীর দুঃখের কথা জানাইলেন, তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় তিনি অবতীর্ণই বা হইলেন কেন? যুগাবতারকে পাঠাইলেই তো ধরণীর দুঃখ দূর করা হইত। উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনাতেই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহাদের ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা জানিয়াছিলেন—পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা ভগবান্ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। "পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ। শ্রীভা, ১০।১।২২॥" এবং ব্রহ্মা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্ বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। "বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃপরঃ। জনিষ্যতে॥ শ্রীভা, ১০।১।২৩॥" যখন স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারেরও অবতরণের সময় হইয়াছে। "কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥ ১।৪।৮॥" আকাশবাণী একথাই ব্রহ্মাকে জানাইলেন। ইহাতে ব্রহ্মাদিদেবগণের এবং উৎপীড়িতা ধরণীর আশ্বস্ত হওয়ার হেতু এই যে, "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥১।৪।৯-১১॥ (টীকা দ্রষ্টব্য)॥" তাঁহারা যখন জানিলেন যে, স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইতেছেন, তখন ইহাও তাঁহারা বুঝিলেন যে, জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুও এবং যুগাবতারাদিও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং সেই বিগ্রহের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষ্ণুই অসুরসংহারাদি করিয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশা দূর করিবেন; "বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥ ১।৪।১২॥" শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তাতেই বিষ্ণুই অসুর-সংহার করিয়াছেন বলিয়াই আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন। যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারাই যখন অসুর-সংহার করা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একথাও তো বলা যায়; তাঁহার একটী নামও তো কংসারি। উত্তরে বলা যায়—বিষ্ণুরূপেও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই জগতের রক্ষা করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণই মূল-স্বরূপ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন, একথা বলা চলে। কিন্তু এই অসুর-সংহারের নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হয়েন নাই, ইহা তাঁহার আনুষঙ্গিক কাজ। "আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ ॥ ১।৪।১৩ ॥" আনুষঙ্গ বলার হেতু এই যে, তাঁহার অবতরণের অন্য উদ্দেশ্য না থাকিলে, কেবল অসুর-সংহারের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইতেন না, তাঁহার অবতরণের প্রয়োজনও হইত না। যুগাবতারাদিদ্বারাই তিনি অসুর-সংহার করাইতে পারিতেন। অসুর-সংহারাদির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বলেন নাই। দেবকী-গর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা শ্রীভা, ১০।২।৩৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিতেছেন, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া পৃথিবীর দৈত্যকৃত উৎপীড়নের কথা জানাইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ক্ষীরোদশায়ীর যোগে তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাই আমরা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার ফলেই তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে। "অস্মদ্বিজ্ঞাপিতোঽস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোঽসি ইত্যস্মাকমভিমান এব।" (শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মাদিদেবগণের উক্তি নিম্নে আলোচিত হইতেছে)।

যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, অসুর-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ইহাকে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র বলা যায়। কিন্তু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর উক্তি, ব্রহ্মার নিজের উক্তি, ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের উক্তির আলোচনা আবশ্যক।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকুন্তীদেবী স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, যদিও তোমার স্বরূপাদি সমস্তই দুর্জ্ঞেয়, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিন্যহীন জীবন্মুক্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি আমি কিরূপে অনুভব করিব? তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা, ১।৮।২০॥ কুন্তীদেবী এস্থলে বলিলেন—ভক্তিযোগবিধানার্থই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভূভার-হরণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা কুন্তীদেবী বলিলেন না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কি রকম ভক্তিযোগ-বিধানের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? যে ভক্তি দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়, সেই ভক্তিযোগ? উত্তরে বলা যায়—তাহা নয়। কারণ, সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল মুক্তি দিতে পারেন। "স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ। ১।৫।২৩॥ সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ ১।৫।২৬॥" প্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্য কোনও স্বরূপের দ্বারা সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের জন্যই স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০॥" যে পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তিবাসনা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত যে প্রেম তিনি কাহাকেও দেন না, সেই পরম দুর্ল্লভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতাদৃশী প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল সাধন হইতেছে—রাগমার্গের ভক্তি। সুতরাং রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই কুন্তীদেবীর উক্তির তাৎপর্য্য। রাগমার্গের ভজনে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮ ॥" এবং যে মাধুর্য্যবিস্তারি "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে স্বাদ উঠে মনে ॥ ২।২১।৮৬ ॥"—সেই আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ পর্য্যন্ত যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে, তদনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাময় পরম দুর্ল্লভ বস্তুটী—যাহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, সেই জগতের জীবের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা কেন? তাঁর করুণাই ইহার একমাত্র হেতু। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্—এই করুণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাঁহার সুন্দরত্ব। এই করুণাবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।" এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাঁহার অবতার।

শ্রীকুন্তীদেবীর স্তবে আরও একটী কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটী যে কুন্তীদেবীর অত্যন্ত হার্দ্দ, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, তোমার নরলীলার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অনুকরণ কর, তাহাই বা কে বুঝিবে?" ইহার পরেই বলিলেন—"স্বয়ং ভয়ও ভীত হইয়া যাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করে এবং যাঁহার নাম-স্মরণেই সমস্ত অপরাধ দূরীভূত হয়, সেই তুমি গোপী যশোদার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছ। সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুব্যাপ্ত-নয়নে তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, তোমার তখনকার সেই অবস্থার কথা মনে পড়িলে আমি যেন বিমোহিত হইয়া পড়ি। গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য স চ মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ শ্রীভা, ১।৮।৩১॥" এস্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশ্যতার ইঙ্গিত দিলেন। সমস্ত ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তিনি যশোদার ভয়ে ভীত। সকলের অতি দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্জুবন্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-ভগবত্তা, বিভুতা, তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সমস্তই যেন যশোদার অনাবিল প্রেমসিন্ধুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়া তাঁহাকে যশোদার বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়াছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলা—ইহাই শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই এই রূপ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা।

কংসপ্রেরিত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানা কথাই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল; তাহার একটী কথা এই যে,—আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য করার উদ্দেশ্যেই জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি নরলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম্! কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ম্॥ বি, পু, ৫।১৭।১২॥ কিন্তু তাঁহার এই আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য কি? আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য বলিতে— যে বাসনা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং যে বাসনা তাঁহার স্বরূপভূতা, তাহার পরিপূরণমূলক কার্য্যকেই বুঝায়। তিনি রসিকশেখর বলিয়া রসাস্বাদন-বাসনা এবং পরমকরুণ বলিয়া তাঁহার লীলাপরিকরগণকে এবং অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। এই বাসনার পরিপূরণার্থেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—অক্রূরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি এবং শ্রীঅক্রূরের উক্তির সূচনা একই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন—(জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে) আপনার জন্মাদি কিছুই নাই। হে ভগবন্, বিনোদ (লীলা বা ক্রীড়া) ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিনা। ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে॥ শ্রীভা, ১০।২।৩৯॥ টীকাকার আচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—বিনোদ অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। লীলার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলার সঙ্কল্প, সূচনা, অনুষ্ঠানাদি সমস্তই আনন্দের প্রেরণায় উদ্ভূত; সুতরাং সমস্তই আনন্দময়; যাঁহারা একসঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দময়। (ইহাদ্বারা অসুরসংহারাদি-লীলা অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল; কারণ, অসুর-সংহার অন্ততঃ অসুরদের পক্ষে আনন্দময় নহে)। লীলায় পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় প্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ বিধানও তিনি করিয়া থাকেন। আবার প্রকট-লীলায় তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাঁহার পরিকর-বহির্ভূত মায়াবদ্ধ জীবও তাঁহার চরণ-সেবায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সেরূপ ভাবেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥ সুতরাং তাঁহার লীলা বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহির্ম্মুখ-জীবদিগকে স্বীয় লীলারস ও মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা—অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের বাসনাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুন্তীদেবীর ও ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তির তাৎপর্য্য একই।

ব্রহ্মমোহনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—প্রভো, আপনি প্রপঞ্চের অতীত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সম্ভার বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩৭॥ এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরণাগত বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদিগকে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করান; তিনিও তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের উপস্থাপিত বা পরিবেশিত প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আর ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক ভক্তগণও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যাকুল; তাঁহাদের এই প্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভব জন্মাইয়া, এমন কি স্বীয় আনন্দঘন বিগ্রহে তাঁহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শনাদি দিয়াও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ প্রপন্ন-শব্দে ভাবী প্রপন্ন ভক্তদিগকে, যাঁহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ বলিয়া মায়ারই শরণাগত,—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত নহেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পূর্ব্বোদ্ধৃত "অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতোক্তির সার্থকতা থাকেনা। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, যাহাতে তাঁহারা তাঁহারই শরণাগত হইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও তিনি করিয়া থাকেন—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের কথাই সূচিত হইতেছে। এইরূপে বুঝা গেল, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপই ব্রহ্মার উক্তিরও অভিপ্রায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আলোচ্য পয়ারে কবিরাজগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসন্তার বৃদ্ধির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবগণের মধ্যে রাগভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ব্রহ্মার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥ তিনি যত কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তের মূলে রহিয়াছে তাঁহার ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের স্পৃহা। এই স্পৃহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পৃহা-বশতঃই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।" কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ॥ ১।৪।১৫॥" তাঁহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, না পরমকরুণত্বই বড় গুণ—বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণত্বই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো তিনি ভক্তবশ। তাঁহার ভক্তবশ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; দামবন্ধনলীলায়—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভক্তবশ্যতা যখন করুণা হইতেই উদ্ভূত, তখন করুণাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা যায়—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। একভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহার রসিকশেখরত্বকে তাঁহার পরমকরুণত্বেরই অঙ্গ বলা চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিনি রসিক না হইলে তাঁহার করুণা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুষ্পে শাখাপ্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাঁহার প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাঁহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলিয়া ভক্তের এই প্রীতিরসকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন—কেবল ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য। সুতরাং ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেই প্রীতিরসের আস্বাদন এবং প্রীতিরসের আস্বাদনেই তাঁহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা—যাহার মুল হইল করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গৌণ। করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়, তাঁহার রসিশেখরত্ব হইল তাঁহার করুণাময়ত্বেরই অঙ্গ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাঁহার রসাস্বাদনস্পৃহা এবং এই স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা—এইরূপও তো হইতে পারে? ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে রসিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ। এই উক্তি বিচারসহ নহে। রসাস্বাদনস্পৃহার পরিপূরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয়; সর্ব্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তুতে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। ঐরূপ মনে করিলে কৃষ্ণ-কৃপার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অহৈতুকীত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। আর এক দিক্ দিয়াও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তেমনি প্রীতি। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রী, ভা ৯।৪।৬৮॥" এইরূপই ভগবদুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী—বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রীতিবিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ ১।৪।১৬৯॥" ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবান্ও চহেন একমাত্র ভক্তের সুখ, নিজসুখবাসনার গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগপ্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এজন্যই লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যত্বেন পারস্পারিকাৎ।" এই পারস্পারিকী সুখবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, স্বতঃস্ফূর্ত্তা, নিরুপাধিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ হয়। রস আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহাহইলে ভগবানের ভক্তপ্রীতি স্বসুখবাসনাপ্রসূত হইত, নিরুপাধিকী হইত না। একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তপ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন-

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ। | এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য; ভগবানের ভক্তপ্রেমরসমাধুর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—ভক্তের আনন্দসম্ভার-বর্দ্ধনের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। অপ্রকটলীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকটলীলাতেও। অপ্রকটলীলাতে যে আনন্দবৈচিত্রীর প্রকটন সম্ভব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরিকর ভক্তগণকে তাহা আস্বাদন করান। অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত আনন্দদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত লীলার প্রবর্ত্তকই হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনেচ্ছা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ।" ইহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্ব, ইহাতেই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয় ইত্যাদ্যুক্তদিশা সত্যপি আনুষঙ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কার্য্যে, স্বেষাম্ আনন্দ-চমৎকারপোষায়ৈব লোকেঽস্মিন্ তদ্রীতি-সহযোগ চমৎকৃত-নিজজন্মবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাত্মকলৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিতশ্রীমদানকদুন্দুভি-গৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দসংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি।—আমরা স্ত্রীজাতি, কিরূপে তোমার তত্ত্ব বুঝিব—এইরূপ কুন্তী-বাক্যানুসারে জানা যায়, ভূভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর সম্বন্ধীয় লৌকিকলীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবসুদেবকে প্রকটিত করিয়া তত্তুল্যযদুবৃন্দসম্বলিত সেই বসুদেবের গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৭৪॥" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূভারহরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র; মুখ্য কারণ হইল—স্বেষাম্ আনন্দচমৎকারিতাপোষণায়ৈব—স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমৎকারিতাবর্দ্ধন, তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা সম্পাদন।

১৫। পূর্ব্বপয়ারোক্ত দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তাহা বলিতেছেন। এই দুইটী ইচ্ছা অপর কেহ তাঁহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তাঁহার দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ হইতেই এই ইচ্ছা দুইটীর উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব এবং তাঁহার পরম-করুণত্বই এই দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ। তিনি রসিক-শেখর বলিয়া উৎকৃষ্ট রসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার স্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা। অপরের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখ দূর করার এবং তাহার সুখ-বিধানের ইচ্ছাতেই করুণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ-জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের এই সংসার-দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীয় চরণ-সেবার অন্তরঙ্গতম অধিকার দিয়া পরমসুখের অধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে **পরম-করুণ** শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধিভক্তি দ্বারা ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না (১।৩।১৩)—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবাও পাওয়া যায় না; এবং আত্যন্তিকী স্থিতিও লাভ করা যায় না (১।৩।১২)। একমাত্র রাগানুগাভক্তি দ্বারাই ব্রজ-ভাব, অন্তরঙ্গ-সেবা এবং আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্তু এই রাগানুগাভক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না; তাই শ্রীকৃষ্ণ এই রাগানুগাভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন; তিনি পরমকরুণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উদ্গম। জীবের প্রতি তাঁহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করুণা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।৩।২।৫॥"

রসিক-শেখর—রসিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-চাতুর্য্যের

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরাকাষ্ঠাদ্যোতক। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ—তিনি রস-স্বরূপ।" রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—যাহা আস্বাদন করা যায়—তাহা রস, যেমন মধু। আর রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—যে আস্বাদন করে, তাহাকেও রস বলে; যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে রস-শব্দের অর্থ হইল আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রসিক। এই পয়ারে—আস্বাদক রসিক—কেবল এই একটী অর্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবস্তু বলিয়া সর্ব্ববিষয়েই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ; রসিক-হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠ—তিনি রসিক-শেখর। অথবা শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়া রসিক-হিসাবেও তিনি অদ্বয়—ভেদশূন্য; তাঁর মতন রসিক আর কেহ নাই, তাই তিনি রসিক-শেখর। শ্রুতি-উক্ত রস-শব্দের অর্থই রসিক-শেখর।

এই দুইহেতু—রসিক-শেখরত্ব ও পরম-করুণত্ব-হেতু। **ইচ্ছার উদ্গম**—রসিক-শেখর বলিয়া প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং পরমকরুণ বলিয়া রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছার উদয়।

এই দুইটী ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল হেতু হইলেও এই দুইটী ইচ্ছার উভয়টী তুল্যরূপে প্রধান বলিয়া মনে হয় না। রসাস্বাদন-স্পৃহাটী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী হেতু; আর রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার তাঁহার স্বরূপ-গুণানুবন্ধী হেতু। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—রসিক, তাই তাঁহার রসাস্বাদনস্পৃহা; রসাস্বাদন তাঁহার নিজকার্য্য, নিজের নিমিত্ত। "রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ। ১।৪।৯০।" আর, কারুণ্য তাঁহার একটী স্বরূপগত গুণ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি জীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ।৩।২।৫॥" এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্য—রসাস্বাদন-স্পৃহা-পরিপূরণের আনুষঙ্গিক ভাবেই মুখ্যতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৯.৩০ পয়ারে বলা হইয়াছে "এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মলরাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥" ইহাতে বুঝা যায়, প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কারণ; আর এই রস-নির্য্যাস-আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবেই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার আনুষঙ্গ অন্তরঙ্গ কারণ বলিয়াই মনে হয়। (পরবর্ত্তী ৩০শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি উভয় কারণকেই অন্তরঙ্গ বলিবার হেতু এই যে, উভয় কার্য্যই তাঁহার—তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন-কার্য্যও যেমন অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই নিষ্পন্ন হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাতেই ইহারও প্রচার হয়; উভয় কার্য্যই অন্তরঙ্গাশক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গ কারণ।

১৬। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু যেরূপ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্ত জগতে আছে কিনা? না থাকিলে কিরূপে তাঁহার এই রসাস্বাদনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরেই ১৬—২৪ পয়ারে বলা হইতেছে যে, রসাস্বাদনের অনুকূল ভক্ত জগতে নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; (পরবর্ত্তী ২৪শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।) এই সকল নিত্য-পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন করিয়াই তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জগতে রসাস্বাদনের অনুকূল ভক্তই না থাকে এবং যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহার অপ্রকট-লীলার নিত্য-পরিকরদের প্রেমরসই আস্বাদন করিতে হয়, তাহা হইলে অবতীর্ণ হওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অপ্রকট ধামেই তো এই সমস্ত পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি নিত্য আস্বাদন করিতেছেন? উত্তর—অপ্রকট-লীলাতেও এই সমস্ত নিত্যপরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাসের যে অপূর্ব্ব-চমৎকারিতাটুকু আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা

আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭

আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছিল, প্রকট-লীলা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না বলিয়াই তাঁহাকে জগতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে (পরবর্ত্তী ২৫—২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬—৩০ পয়ার, অবতরণ-বিষয়ক সঙ্কল্প-কালে অপ্রকট ধামে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ পয়ারের টীকায় এই পয়ারের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

১৭। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। কোনও ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তের প্রেমের অধীন হইতে হয়; প্রেমাধীনতা ব্যতীত প্রেম-রসের আস্বাদন হয় না। যেই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া অধীন করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের অধিকারী ভক্তেরও অধীন হইয়া পড়েন, এজন্যই রস-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ—আমি ভক্তের পরাধীন।" শ্রীভগবান্ যে ভক্তির বশীভূত, শ্রুতিও তাহা বলেন। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। মাঠরশ্রুতিঃ।" ভক্তিবশ-শব্দে ভক্তির আধার ভক্তেরই বশীভূত বুঝায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন এবং নিজকে পৃথিবীর তুলনায় বালুকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপ্রার্থী, শ্রীকৃষ্ণের অধীন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধীন নহেন। প্রেম যে অবস্থায় উন্নীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হইতে পারেন, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তের প্রেম সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে না। যেহেতু, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার প্রেম শিথিলীকৃত হইয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমের (সুতরাং তাঁহার) অধীন হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার প্রেমে তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন না।

আমারে—শ্রীকৃষ্ণকে (ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)। **ঈশ্বর মানে**—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপাদির ও ভগবদ্ধামাদির ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। অথবা, আমাকে ঈশ্বর মনে করিয়া আমার প্রতি ঈশ্বরোচিত সম্মান প্রদর্শন করে (মানে—মান্য করে)। ইহাতে গৌরব-বুদ্ধি আসে বলিয়া প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। **আপনাকে**—ভক্ত নিজকে। **হীন**—ক্ষুদ্র। পৃথিবীর তুলনায় বালুকা-কণা যত ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় জীব তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র, হীনশক্তি, তুচ্ছ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত এইরূপই মনে করেন। **প্রেমে বশ**—প্রেমবশ; প্রেমাধীন (ইহা "আমির" বিশেষণ)। **প্রেমে বশ আমি**—যিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত বা অধীন, অন্য কিছুর বা কাহারও অধীন নহেন—সেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। **তার**—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করেন এবং নিজকে হীন মনে করেন, তাঁহার। "অধীন" শব্দের সহিত "তার" শব্দের সম্বন্ধ। তার অধীন। **তার না হই অধীন**—সেই ভক্তের অধীন হইনা।

এই পয়ারের অন্বয়:—যে আমাকে ঈশ্বর (বলিয়া) মানে (ঈশ্বরোচিত সম্মান প্রদর্শন করে) এবং আপনাকে (নিজকে) হীন (বলিয়া) মানে (মনে করে), প্রেমে-বশ (প্রেমবশ) আমি তাহার অধীন হইনা। **অথবা**, পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্বয় এইরূপও হইতে পারে:—আমি তার প্রেমে বশ (বশীভূত) হইনা, তার অধীনও হইনা।

১৮। পূর্ব্ব পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের অধীন হয়েন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন না। ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন—যে ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদনুরূপভাবেই অনুগ্রহ করেন; যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অধীন মনে করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে নিজের অধীন ভক্ত মনে করিয়া অধীনতাসূচক অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আর যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ প্রেম প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অয়মর্থঃ। যে মৎপ্রভো র্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নন্নেব তদ্‌ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়ামরত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্যচ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং স্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষাণাং অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব-সংপাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যকজন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি। তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম প্রদান করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ভক্ত যেরূপ চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তদনুরূপ কৃপা করেন ; ইহাই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্ম। সুতরাং ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। যদি তিনি কাহাকেও ভাবানুরূপ কৃপা করিতেন, আর কাহাকেও ভাবানুরূপ কৃপা না করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত।

অথবা, পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইল—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর এবং নিজেকে হীন মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধীন হইতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার প্রেমেও প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ঐ ভক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাঁহাকে স্ববশীকরণ প্রেম দিতে পারেন না ? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন—ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বা স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম এই যে, ইহা আগুনকে নিবাইয়া ফেলে। জলের অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব যেমন কোনও অবস্থাতেই পরিবর্ত্তিত হয় না ; তদ্রূপ ভক্তের ভাবানুকুল অনুগ্রহ প্রকাশরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মেরও কোনও সময়ে পরিবর্ত্তন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তের ভাব-পরিবর্ত্তন করেন না।

আমাকে—শ্রীকৃষ্ণকে (ইহাও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)। **ভজে**—ভজন করে। **তারে**—সেই ভক্তকে। **সে-সে ভাবে ভজি**—ভক্তের ভাবের অনুরূপ ভাবে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করি। **স্বভাব**—প্রকৃতি ; স্বরূপগত ভাব বা ধর্ম্ম। **এ মোর স্বভাবে**—ইহাই আমার স্বরূপগত ধর্ম্ম, সুতরাং ইহার অন্যথা অসম্ভব।

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপ নিম্নে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। হে পার্থ (হে অর্জ্জুন)! যে (যাহারা) যথা (যে প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজন করে), অহং (আমি) তথৈব (সেই প্রকারেই—তাহাদের ভাবানুসারেই) তান্ (তাহাদিগকে) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারেই) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে পার্থ, যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে—যাঁহারা। ভক্ত হউক, কর্ম্মী হউক, জ্ঞানী হউক, যোগী উক, কি ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার উপাসক হউক, যে কেহই হউক না কেন, তাঁহারা। **যথা মাং প্রপদ্যন্তে**—যে প্রকারে আমার (সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে। জগতে নানাভাবের—নানা স্বরূপের উপাসক আছে; তাহাদের মধ্যে কেহ বা সকাম, কেহ বা নিষ্কাম। কেহ বা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মকর্ম্মাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে, কেহ বা অনিত্য বলিয়া মনে করে। কেহ বা পরতত্ত্বকে সাকার সবিশেষ বলিয়া মনে করে, কেহ বা নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করে। কেহ বা আমার বিগ্রহকে (ভগবদ্-বিগ্রহকে) সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া মনে করে, কেহবা মায়িক বলিয়া মনে করে। এইরূপ নানা ভাবের সাধকগণের মধ্যে যে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যে ভাবে ভজন করে। **তান্**—সেই সমস্ত ভক্ত-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী প্রভৃতিকে। **তথৈব ভজাম্যহং**—তাহাদের ভাবানুরূপভাবেই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। যাহারা আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে নিত্য মনে করিয়া ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের সহিত আমার ভজন করে, আমিও সেই ঈশ্বররূপে তাহাদিগের জন্ম-কর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের নিমিত্ত আমার ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহের নিত্য-লীলাস্থল ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া থাকি এবং যথাসময়ে তাহাদের সহিতই জগতে অবতীর্ণ হই এবং যথাসময়ে অন্তর্ধান করি। যাহারা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমাকে তাহাদের নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া আমার মাধুর্য্যময়ী লীলাতে মনোনিবেশ করে এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, আমিও সচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়া আমার মাধুর্য্যময় ব্রজধামে তাহাদিগকে আমার পরিকর করিয়া অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকি। যে সমস্ত জ্ঞানমার্গের সাধক আমার বিগ্রহকে মায়িক মনে করে এবং আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে অনিত্য মনে করে, আমিও তাহাদিগকে মায়াপাশে পাতিত করি, তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্মকর্ম্মের বিধান করিয়া থাকি। আর যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক, আমার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করে, আমিও তাহাদিগকে অনশ্বর ব্রহ্মানন্দ দান করিবার নিমিত্ত আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্ম-মৃত্যু ধ্বংস করি। যাহারা আমাকে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর-রূপে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট কর্ম্মফল দিয়া থাকি। এইরূপে যে সাধক যে ভাবে আমার উপাসনা করুকনা কেন, আমি তাহাকেই তাহার ভাবানুরূপ ফল দিয়া থাকি। আমি পূর্ণতম বস্তু, আমাতেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং সমস্ত ভাবের সমাবেশ। আবার আমিই বিবিধ ভগবৎস্বরূপ-রূপে এবং দেবতান্তর-রূপে বিরাজিত; সুতরাং যে কোনও ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনও দেবতান্তরের উপাসনাই করা হউকনা কেন, সকলে আমার ভজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়া থাকে; যে কোন ভজন-পন্থারই অনুসরণ করা হউক না কেন, তাহাও আমার ভজনেরই পন্থা, সকল পন্থার লক্ষ্যই আমি। তাই কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থার সাধকগণের ভাবানুরূপ সাধন ফল আমিই দিয়া থাকি।

সর্ব্বশঃ—সর্ব্বপ্রকারে; কর্ম্মমার্গেই হউক, কি জ্ঞানমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক, কি অন্য যে কোনও মার্গেই হউক, সকল প্রকারেই। **মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে**—আমার ভজন-মার্গেরই অনুসরণ করে। সকল ভজন-পন্থার লক্ষ্যই আমি; বিভিন্ন ভজন-পন্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও, আমিই যখন সকলের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি, তখন মূলতঃ আমিই সকলের লক্ষ্য।

এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সাধকের ভাবানুরূপ ফলই শ্রীকৃষ্ণ দিয়া থাকেন, ভাবের অতিরিক্ত কোনও ফল তিনি দেন না; কারণ, ভাবানুরূপ ফল দেওয়াই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই বিভিন্ন সাধককে বিভিন্ন প্রার্থিত ফল দেওয়ায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব হয় না; কিম্বা, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে ভগবদ্বশীকরণ-সমর্থ প্রেম না দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-শক্তিমত্তারও হানি হয় না।

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত" বলিয়া এবং "ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে" শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয় না বলিয়া, যেরূপ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে তিনি ইচ্ছুক, সেই রূপ ভক্ত যে জগতে নাই, তাহাই এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ ১৯

আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সর্ব্ব-ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯-২০। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভক্তের অধীন হয়েন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন, দুই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই, শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, বরং মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে (নিজেদের অপেক্ষা) হীন বা নিজেদের সমান মাত্র মনে করেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র তাঁহাদেরই বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই দুই পয়ারের অন্বয় ঃ—আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণপতি—এই (ত্রিবিধ ভাবের কোনও এক) ভাবে যে (ব্যক্তি) আমাকে শুদ্ধ-ভক্তি করেন—যিনি আপনাকে (আমা অপেক্ষা) বড় মনে করেন, আমাকে (তাঁহা অপেক্ষা) হীন, (অন্ততঃ) সমান মনে করেন—সর্ব্বভাবে আমি তাঁহার অধীন হই (ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)।

মোর পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা বা পিতা ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আমা-অপেক্ষা ছোট, আমি শ্রীকৃষ্ণ-অপেক্ষা বড় ; শ্রীকৃষ্ণ আমার লাল্য, অনুগ্রাহ্য ; আমি তাহার লালক, অনুগ্রাহক। এইরূপ ভাবকে বাৎসল্য-ভাব বলে। ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। **মোর সখা**—শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা, আমিও শ্রীকৃষ্ণের সখা ; শ্রীকৃষ্ণ আমা-অপেক্ষা বড় নহেন, ছোটও নহেন ; আমরা উভয়েই সর্ব্ববিষয়ে সমান, পরস্পরের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। এইরূপ ভাবকে সখ্য-ভাব বলে। ব্রজে শ্রীসুবলাদির এইরূপ ভাব। **মোর প্রাণপতি**—শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কান্ত, আমি তাঁহার কান্তা, প্রেয়সী। এইরূপ ভাবকে কান্তাভাব বা মধুর ভাব বলে। ব্রজে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। **এই ভাবে**—উক্ত তিনটী ভাবের যে কোনও একটী ভাবে ; পুত্র-ভাবে, সখা-ভাবে, অথবা কান্ত-ভাবে। **যেই**—যে ভক্ত। **শুদ্ধভক্তি**—নির্ম্মল-ভক্তি ; স্বসুখ-বাসনা-শূন্যা এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-শূন্যা কেবলা রতি। ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা ; সুতরাং ভক্তি-শব্দেও সেবা বুঝায়। সেব্যের প্রীতি-সাধনই সেবার এক মাত্র তাৎপর্য্য ; সুতরাং স্বসুখ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের অভিপ্রায়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, তাহাই শুদ্ধ-ভক্তি। যাঁহার প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি নাই, যিনি আমার নিজ জন নহেন, তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত সাধারণতঃ আমরা কেহই স্বসুখ-বাসনাদি ত্যাগ করিতে পারি না ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি না থাকিলেও কেহ তাঁহাতে শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি—মদীয়তাময় ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই—এইরূপ-ভাব—তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকে, শ্রীকৃষ্ণ আমারই সমান বা আমারই-লাল্য ইত্যাদি অভিমান যখন থাকে। এইরূপে শুদ্ধভক্তি-শব্দে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-শূন্যতা ও স্বসুখ-বাসনা-শূন্যতা সূচিত হইতেছে। নিজের সুখাদির বাসনা সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র, সখা বা প্রাণপতি-আদি মনে করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত যে সেবা-বাসনা, তাহাই শুদ্ধভক্তি বা নির্ম্মল প্রেম। ব্রজের নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদিগের মধ্যেই এইরূপ নির্ম্মল প্রেম দৃষ্ট হয়। দ্বারকায় দেবকী-বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধিও আছে; তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; এইরূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবশতঃ তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনাকে শুদ্ধভক্তি (কেবলারতি) বা নির্ম্মল প্রেম বলা যায় না। দ্বারকার সখ্য বা কান্তাপ্রেমও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় বলিয়া উক্ত-অর্থে নির্ম্মল প্রেম নহে। এই পয়ারে "শুদ্ধ"-শব্দে বোধ হয় দ্বারকা-মথুরার ভাবকেই নিরস্ত করা হইয়াছে। **আপনাকে বড় মানে**—যে ভক্ত নিজকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-ভাবে শ্রীনন্দ-যশোদা)। **আমারে সমহীন**—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-প্রেমে নন্দ-যশোদা), ছোট মনে না করিলেও অন্ততঃ সমান মনে করেন (যেমন সখ্য-প্রেমে সুবলাদি), কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে আপনা-অপেক্ষা বড় মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নমু কেচিৎ ত্বামেব পরমেশ্বরং বদন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥

নমু ভো বাগ্মিশিরোমণে! যস্মিন্ দোষমারোপয়সি স ভগবাংস্ত্বমেব সর্ব্বলোকবিখ্যাতো ভবসীত্যস্মাভির্জ্ঞায়ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়াই যে তাঁহাকে হীন বা সমান মনে করা হয়, তাহা নহে; কারণ, যেখানে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, সেখানে প্রীতিহেতুক সেবা-বাসনা থাকিতে পারে না। মদীয়তাময় প্রেমের বা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি লোপ পাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে ছোট—লাল্য বা সমান—সখা মনে করা হয়। মমতা-বুদ্ধির আধিক্যই ঘনিষ্ঠতার হেতু। সন্তান যদি ধনে, মানে, বিদ্যায় দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-পূজ্যও হয়েন, তথাপি তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি লাল্য-বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের পায়ের ধূলাও তাঁহার মাথায় দিতে আপত্তি করেন না; কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করিতে, কিম্বা তাঁহার নমস্কারাদি-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতে মাতাকে দেখা যায় না। **সর্ব্বভাবে**—সর্ব্বপ্রকারে; সর্ব্বতোভাবে; কায়মনোবাক্যে। **অধীন**—বশীভূত।

পুত্র যেমন পিতামাতার বাৎসল্যের অধীন, সখা যেমন সখার প্রণয়ের অধীন, পতি যেমন কান্তার প্রেমের অধীন হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রেমের ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, গোবর্দ্ধন-ধারণ ও অসুর-সংহারাদিতে শ্রীকৃষ্ণের অমিত বিক্রম দেখিয়া গোপগণ প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কি মানুষ, না দেবতা, না যক্ষ, না কি গন্ধর্ব্ব—তাহা যেন তাঁহারা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধের জ্ঞানই শেষকালে প্রাধান্যলাভ করিল; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তুতে॥ —তুমি দেবতাই হও, বা দানবই হও, কিম্বা যক্ষই হও বা গন্ধর্ব্বই হও—আমাদের সে বিচারের প্রয়োজন কি? তুমি আমাদের বান্ধব; তোমাকে নমস্কার। ৫।১৩.৮॥" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্॥ যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্ব্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা॥—হে গোপগণ! আমার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমাকে যদি তোমরা শ্লাঘ্য (তোমাদের রক্ষা করিয়াছি মনে করিয়া প্রশংসার্হ) মনে কর, তবে আমি কি—এরূপ বিচারে তোমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং যদি আমাকে শ্লাঘ্য মনে কর, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বলিয়াই মনে কর। আমি দেবতাও নই, গন্ধর্ব্বও নই, যক্ষও নই, দানবও নই; আমি তোমাদের বান্ধব, অন্য কিছু নই। ৫।১৩।১০—১২॥" দেবতাদির চিন্তাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি তোমাদের বান্ধব,—সুতরাং তোমাদের মতই গোপ। তোমাদের অপেক্ষা বড় নই, তোমাদের তুল্যই। শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগহইতে বড় মনে করিলে যে ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত হয়, সেই প্রীতিতে যে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন না, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল। আর তাঁহাকে বন্ধু—আপন জন—নিজেদের সমান বা নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করিলেই যে বান্ধবত্ব রক্ষিত হইতে পারে এবং বান্ধবত্ব রক্ষিত হইলেই যে প্রীতিও অক্ষুন্ন থাকে, তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যে শুদ্ধভক্তের প্রেমের অধীন হয়েন, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ময়ি (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তিঃ (ভক্তি) হি (ই) ভূতানাং (প্রাণি-সমূহের)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

এব। ভোঃ সখ্য! এবঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানেব তদপি ভবতীনাং স্নেহাধীন এব অস্মীত্যাহ। ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে। যত্তু ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীত্তদ্দিষ্ট্যা মদ্ভাগ্যোনৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাং আপয়তি বলাদাকৃষ্য যুষ্মৎসমীপমানয়ত্যানীয়াচিরেণৈব যুষ্মদন্তিক এব স্থাপয়িষ্যতীতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব বা নিত্যপার্ষদত্ব-লাভের পক্ষে) কল্পতে (যোগ্যা হয়)। ভবতীনাং (তোমাদের) মদাপনঃ (মৎপ্রাপক) মৎস্নেহঃ (আমার প্রতি স্নেহ) যৎ (যে) আসীৎ (জন্মিয়াছে), [তৎ] (তাহা) দিষ্ট্যা (অতিভদ্র —আমার ভাগ্য)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগেকে বলিলেন—"আমার প্রতি (নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে কোনও একটী) ভক্তিই প্রাণিগণের সংসার-মোচনে (বা মৎপার্ষদত্ব-প্রদানে) সমর্থ। আমার ভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদিগের মদাকর্ষক স্নেহ জন্মিয়াছে।" ৩।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ নিভৃতে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"সখীগণ! শত্রুক্ষয় কার্য্যে আবদ্ধ থাকায় বহুদিন পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; তোমরা কি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ?" তারপর প্রিয়জন-পরবশ শ্রীকৃষ্ণ পরমার্ত্তিবশতঃ নিজের ঐশ্বর্য্যাদি বিস্মৃত হইয়া বলিলেন (বৃহদ্-বৈষ্ণব-তোষণী)—"দেখ সখীগণ! ভগবান্‌ই জীবগণের বিচ্ছেদ ও মিলন ঘটাইয়া থাকেন, এবিষয়ে মানুষের কোনই স্বাধীনতা নাই; সুতরাং তোমাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা হইলেও আমার ভাগ্যে মিলন ঘটিতেছে না।" এ কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো বলিবেন—"হে কৃষ্ণ! ঈশ্বরের দোহাই দিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ কেন? তুমিইতো ঈশ্বর, সংযোগ-বিয়োগের কর্ত্তা; তুমি ইচ্ছা করিলেই তো আমাদের সহিত মিলিত হইতে পার।" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—"আমার সহিত তোমাদের যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে; কারণ, এই বিরহ আমাবিষয়ক তোমাদের প্রেমাতিশয়কে বর্দ্ধিত করিয়া আমার এবং তোমাদের চিত্তের পরমার্দ্রতা-সম্পাদক এমন এক স্নেহে পরিণত করিয়াছে, যাহা—আমি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন—আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ। যাহারা নববিধা ভক্তির যে কোনও একটী ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ঐ একাঙ্গ সাধনভক্তিই যখন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করিতে সমর্থ, তখন—সমস্ত সাধনভক্তির চরম লক্ষ্য যে প্রেমপরিপাক-বিশেষরূপ স্নেহ,—তোমাদের সেই স্নেহ যে অতি শীঘ্রই আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

অথবা, ভগবান্‌ই সংযোগ-বিয়োগের কর্ত্তা—এ কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো বলিবেন—"ওগো! কেহ কেহ তো তোমাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন; অথবা হে বাগ্মিশিরোমণে! বিচ্ছেদের জন্য তুমি যাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছ, সেই সর্ব্বলোক-বিখ্যাত ভগবান্ তো তুমিই; ইহা আমরা জানিয়াছি।" এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সখীগণ! যদি তোমরা আমাকে ভগবান্ বলিয়াই মনে কর, তথাপি আমি তোমাদের স্নেহের অধীন। যখন আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আমার পার্ষদত্ব দিতে সমর্থ হয়, তখন আমার প্রতি তোমাদের প্রগাঢ় স্নেহ—যাহা যে কোন স্থান বা যে কোনও অবস্থা হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ, সেই প্রগাঢ় স্নেহ—যে শীঘ্রই বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্য বশতঃ আমাসম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ স্নেহ জন্মিয়াছে।" এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের শুদ্ধপ্রেমের অধীন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেম যে কোনও অবস্থা বা যে কোনও স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। | অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ময়ি ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তি; একবচনান্ত ভক্তি-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, নববিধা সাধনভক্তির যে কোনও একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানেই জীব ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করিতে পারে। **ভুতানাং**—প্রাণিসমূহের; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে কোনও প্রাণীই শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকারী। **অমৃতত্ব**—মোক্ষ বা ভগবৎপার্ষদত্ব। **মদাপন**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত করাইতে পারে যে (স্নেহ)। **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশতঃ। আমার সৌভাগ্যবশতঃ (চক্রবর্ত্তী)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের যে প্রীতি, শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, তাঁহার পরমসৌভাগ্যবশতঃই গোপীগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রীতি-পোষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরস-লোলুপ বলিয়াই তাঁহার এইরূপ মনোভাব। আমি যদি কোনও একটী বস্তুর জন্য অত্যন্ত লালায়িত হই, সেই বস্তুটী পাইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি এবং যিনি আমাকে সেই বস্তুটী দেন, আমি মনে করি তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরস-লোলুপ বলিয়া তিনি মনে করেন—প্রেমিকভক্ত তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপাযুক্ত, যেহেতু ঈদৃশভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পরম-লালসার বস্তু প্রীতিরসকে, শ্রীকৃষ্ণেরই উপভোগের জন্য, স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার সান্নিধ্য পাইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন। তাই, ভক্ত যেমন ভগবানের চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান্‌ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে দেখা যায়, মাথুরবিপ্র-শ্রীজনশর্ম্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "ক্ষেমং শ্রীজনশর্ম্মং স্তে কচ্চিদ্রাজতি সর্ব্বতঃ॥ ক্ষেমং সপরিবারস্য মম ত্বদনুভাবতঃ। ত্বৎকৃপাকৃষ্টচিত্তোঽস্মি নিত্যং ত্বদ্‌বর্ত্ম বীক্ষকঃ॥—হে জনশর্ম্মন্! সর্ব্ববিষয়ে তোমার কুশল তো? তোমার প্রভাবে আমি সপরিকরে কুশলে আছি। আমা-বিষয়ক যে কৃপা তোমাতে বর্ত্তমান্, তদ্দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আমি নিত্যই তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছি—(কবে জনশর্ম্মা আসিবে, এই আশায়)। ২।৭।৩৮॥ দিষ্ট্যা স্মৃতোঽস্মি ভবতা দিষ্ট্যা দৃষ্টশ্চিরাদসি।—তুমি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছ, ইহা আমার সৌভাগ্য, বহুকাল পরে তুমি যে আমাকে দেখা দিয়াছ, ইহাও আমার সৌভাগ্য। ২।৭।৩৯।" ভক্ত যেমন ভগবানকে প্রীতি করেন, ভগবান্‌ও তেম্‌নি ভক্তকে প্রীতি করেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিকেই আমরা ভক্তবাৎসল্য বলি। আর ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতিকে ভগবান্ তাঁহার প্রতি ভক্তের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন। ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য ভগবান্ যে কত উৎকণ্ঠিত, ইহাতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাই ভজনীয় গুণের পরাকাষ্ঠা। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভবতীনাং—তোমাদের; ভবতীনাং শব্দ সম্ভ্রমার্থক; ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রজসুন্দরীদিগের পরিত্যাগজনিত অপরাধক্ষালনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকট অনুনয়-বিনয় করিতেছেন।

২১। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত তিন ভাবের ভক্তদের মধ্যে কোন্ ভাবের ভক্তের কতদূর অধীন হয়েন, তাঁহাদের আচরণের উল্লেখ করিয়া তাহার দিগ্‌দর্শন করিতেছেন, তিন পয়ারে।

মাতা—বাৎসল্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতা। **পুত্রভাবে**—আমি তাঁহার পুত্র—এইভাব চিত্তে পোষণ করিয়া। **করেন বন্ধন**—দামবন্ধন-লীলার ইঙ্গিত করিতেছেন। একদিন প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণকে বিছানায় শোওয়াইয়া যশোদা-মাতা স্বয়ং দধি-মন্থনের নিমিত্ত বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দধিমন্থন করিতেছেন, আর গুন্ গুন্ রবে শ্রীকৃষ্ণের বাল-চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্তনপান করিবার অভিপ্রায়ে মন্থন-দণ্ড ধারণ করিলেন। মাতা তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কিঞ্চিদ্দূরে চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইতেছিল, অতিশয় উত্তাপহেতু তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল; তাহা দেখিয়া মাতা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন। স্তনপান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তখনও তৃপ্তি হয় নাই; এমতাবস্থায় মাতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তিনি কুপিত হইয়া মাতার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নবনীত নিজেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরদিগকেও বিতরণ

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। 'তুমি কোন্ বড়লোক?—তুমি আমি সম॥' ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে লাগিলেন। মাতা মন্থনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ভগ্ন দধিভাণ্ড দেখিয়া ইহা যে কৃষ্ণেরই কাজ, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন যষ্টিহস্তে কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে পালায়ন করিলেন, মাতাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন এবং কিছুকাল পরে বামহস্তে কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ হস্তে যষ্টি দেখিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইলে স্নেহময়ী জননী যষ্টি ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে কোমল রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঁধিতে পারিলেন না, দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া গেল; নূতন রজ্জু সংযোজিত করিলেন, অন্যান্য গোপীগণও রজ্জু যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাঁধিতে পারিলেন না, প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া যায়। এদিকে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনবরত কাঁদিতেছিলেন, যশোদা-মাতাও পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মাতার শ্রম ও ক্লান্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহাই দামবন্ধন-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও ভক্তের প্রেমের কত দূর অধীনতা স্বীকার করেন এবং বিভুবস্তু হইয়াও ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া কিরূপে তাঁহার হস্তে বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল। এই দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের ও প্রেমাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই লীলায় যশোদা-মাতার নির্ম্মল-প্রেমও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তিনি যে বিভুবস্তু—প্রেমের আতিশয্যে যশোদা-মাতার সেই জ্ঞান নাই। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান; শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি দায়ী; তাঁহার শিশু গোপাল দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে; তাঁহার সংশোধনের জন্য তিনি তাঁহাকে শাসন না করিলে আর কে করিবে? তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে গেলেন, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন। **অতি হীন জ্ঞানে**—আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে সমস্ত বিষয়ে নিতান্ত হীন মনে করিয়া।

শুদ্ধবাৎসল্যের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতার শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিলনা; তিনি মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত নিরাশ্রয়, নিতান্ত দুর্ব্বল; নিজের গায়ের মশামাছি তাড়াইতেও অক্ষম, ক্ষুধা পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। তিনি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের আর গতি নাই, তিনি খাওয়াইলে তাঁহার খাওয়া, তিনি বাঁচাইলে তাঁহার বাঁচা। নিজের ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তাঁহার নাই; শাসন করিয়া, মারিয়া, ধরিয়া, বকিয়া তাই তিনি কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন; কৃষ্ণের দুরন্তপনার জন্য তিনি তাঁহাকে বন্ধন পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এতদূর মমতাবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া যশোদা-মাতার লালন-পালন, তাড়ন-ভর্ৎসন সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন।

দেবকীরও শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য ছিল; কিন্তু তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে; কারণ, দেবকীর বাৎসল্য-প্রেম বিশুদ্ধ ছিলনা; তাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত ছিল। কংস-কারাগারে যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটিত হয়, তখন দেবকী-বসুদেব ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। কংস-বধের পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের চরণ-বন্দনা করিলেন, তখনও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন—ভগবান্ তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেছেন বলিয়া। যশোদা-মাতার ন্যায় কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের হেয়তাবুদ্ধি ছিলনা, কৃষ্ণকে তাঁহারা তাড়ন-ভর্ৎসনও করিতে পারেন নাই; কারণ, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি যশোদামাতার ন্যায় গাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমের কতদূর অধীন হয়েন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল।

২২। এই পয়ারে শুদ্ধসখ্যভাবের প্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রজের সুবলাদি সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ সখ্যভাব ছিল। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধি ছিলনা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ও মনে করিতেন না, নিজেদের সমান মনে করিতেন। সমান-সমানভাবে তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত খেলা করিতেন, খেলায় হারিলে খেলার

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পণ অনুসারে কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন, আবার কৃষ্ণ হারিলেও তাঁহারা কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। বনভ্রমণ-কালে কোনও একটী ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া যখন দেখিতেন যে, তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু, সুতরাং তাহা কৃষ্ণকে না দিয়া তাহারা খাইতে পারেন না, তখন ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই কৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিতেন, কৃষ্ণও পরমপ্রীতির সহিত তাহা আস্বাদন করিতেন। সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সখাদিগকে কাঁধে পর্য্যন্ত করিতেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাইতেন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল।

সখা—সুবলাদি ব্রজের সখাগণ। **শুদ্ধসখ্য**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন নির্ম্মল সখ্য। **সখ্য**—সখার প্রণয়। **স্কন্ধে আরোহণ**—কাঁধে চড়া, কৃষ্ণ খেলায় হারিলে। **তুমি কোন্** ইত্যাদি—কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ-কালে, কিম্বা অন্যান্য সময়েও সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণকে বলিতেন—"কৃষ্ণ! তুমি আমাদের অপেক্ষা বড়লোক কিসে? তুমিও যেমন, আমরাও তেমন; উভয়েই সমান। তুমিও গরুর রাখাল, আমরাও গরুর রাখাল।" শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা তো দূরে, তিনি যে রাজপুত্র, মমতাধিক্যবশতঃ সখাগণ তাহাও যেন ভুলিয়া যায়েন।

দ্বারকা-মথুরাদির সখাদের সখ্যভাব এই পয়ারের লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও সুবলাদি সখাগণের এইরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই।

২৩। এই পয়ারে কান্তাভাবের মহিমা দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ মানবতী হইয়া অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণকে অনেক তিরস্কার করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে রুষ্ট হইতেন না, বরং এতই আনন্দ পাইতেন যে, বেদস্তুতি শুনিয়াও তিনি কখনও তত আনন্দ পায়েন নাই। ব্রজসুন্দরীদিগের নির্ম্মল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকটে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন (ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি। শ্রীভাঃ ১০।৩২।২২॥); শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত, স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়াছেন।

প্রিয়া—প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ। **মান**—পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র (বা পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত) নায়ক-নায়িকার স্বস্ব-অভিমত আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ উঃ নীঃ মান ৩১॥" কৃতাপরাধ নায়কের প্রতিই সাধারণতঃ নায়িকার মান হইয়া থাকে। সময় সময় নায়িকার প্রতিও নায়কের কারণাভাসজনিত মানের উদয় হয়। **যদি** মান করি—যদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের মান হয় না, সময় সময় হয় এবং সময় সময়ই তদ্দরুণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। **ভৎর্সন**—তিরস্কার। **বেদস্তুতি**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত বলিয়া এবং নির্ম্মল প্রেম নাই বলিয়া বেদস্তুতি শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিজনক হয় না। **হরে**—হরণ করে, আনন্দমুগ্ধ করে। **সেই**—প্রেয়সীদিগের ভৎর্সন।

শুদ্ধপ্রেমই একমাত্র অস্বাদ্য বস্তু; ভক্তদের ব্যবহারাদিতে ঐ প্রেম অভিব্যক্ত হইয়া বৈচিত্রীধারণ করে মাত্র; তাই, তাঁহাদের ব্যবহারও রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরম-আস্বাদ্য। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের চিত্তও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; (বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। উঃ নী, স্থা, ১১২)। ইন্দ্রিয়সমূহও চিত্তেরই বৃত্তিবিশেষ প্রকাশের দ্বার স্বরূপ বলিয়া এবং চিত্ত মহাভাবাত্মক হইয়া যায় বলিয়া, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সমূহও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; তাই ব্রজসুন্দরীগণের যে কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই—এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও—শ্রীকৃষ্ণ পরম-পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। "ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ ব্রজসুন্দরীণাং

এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মন আদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাং তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্ব্বৈরেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব ভবেং। উঃ নীঃ স্থাঃ ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

বেদস্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণযোগ্য প্রেম নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হয়েন না। গোপীপ্রেমামৃতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ন তথা রোচতে বেদঃ পুরাণাদ্যা স্তুথেতরাঃ। যথা তাসান্তু গোপীনাং ভর্ৎসনং গর্ব্বিতং বচঃ॥ বেদ-পুরাণাদির স্তুতিবাক্য তেমন রুচিকর নহে, গোপিকাদিগের ভর্ৎসন ও গর্ব্বিতবাক্য যেমন তৃপ্তিজনক হয়।"

দ্বারকা-মহিষীদের কান্তাভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহাও শ্রীকৃষ্ণের তত তৃপ্তিদায়ক নহে; তাই দ্বারকায় মহিষীদের সান্নিধ্যে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের মন ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহ-যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিত। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীদিগের মমতাবুদ্ধিও ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় গাঢ় ছিল না; তাই সময় সময় তাঁহারা মানবতী হইলেও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না, বরং শ্রীকৃষ্ণই সময় সময় তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতেন; এই তিরস্কারেই তাঁহারা কখনও কখনও মান পরিত্যাগ করিতেন—পরিত্যাগ না করিলে পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়েন, এই আশঙ্কায়। কিন্তু তিরস্কারের কল্পনাও দূরের কথা, কাকুতি-মিনতি—এমন কি চরণ-ধারণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় ব্রজসুন্দরীদিগের মানভঞ্জনে সমর্থ হয়েন নাই। পরিহাস-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট পরমাত্মা বলিয়া স্বীয় নির্লিপ্ততার পরিচয় দিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে রুক্মিণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসের উত্তরে বাক্‌চাতুরীময় প্রতিপরিহাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অনেক সময়েই নির্ব্বাক্ করিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যবহারেই মহিষীদিগের প্রেম অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমই এই পয়ারের লক্ষ্য, মহিষীদিগের প্রেম নহে;

২৪। "ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত" বলিয়া এবং জগতে শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের অভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহার মাতা-পিতা, সখা, কান্তা-আদি নিত্যপরিকর-রূপ শুদ্ধভক্তগণকে লইয়াই তিনি জগতে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অদ্ভুত লীলা-বিলাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবেন।

এই শুদ্ধভক্ত—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে উল্লিখিত মাতা-পিতা, সখা ও কান্তাগণ। কোন কোন গ্রন্থে "শুদ্ধভক্তি" পাঠ আছে; অর্থ—শুদ্ধভক্তির আশ্রয় নন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধিকাদি। **লঞা**—লইয়া। **করিমু অবতার**—অবতীর্ণ হইব। এই পয়ারার্দ্ধ হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা, সুবলাদি সখাগণ এবং শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণ জীব নহেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, অনাদিকাল হইতে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত লীলা-বিলাস করিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট-লীলার রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পিতা-মাতা, সখা, কান্তাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, অনাদি; নন্দ-যশোদা হইতে স্বরূপতঃ তাঁহার জন্ম হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত অনাদি-কাল হইতেই নন্দ-যশোদা এই অভিমান পোষণ করিয়া আছেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র। শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের কান্তাত্বও নিত্যধামে কোনওরূপ বিবাহজাত নহে; অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের এই অভিমান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কান্ত, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। বিবাহ হইতে এই সম্বন্ধের উদ্ভব হইলে ইহার অনাদিত্ব থাকিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণলীলার এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্বসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—"নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥ মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ।—এই মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনানদী, গোপরমণীগণ এবং গোপবালকগণ—এই সমুদয়কেই আমার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিত্যবস্তু বলিয়া জানিও এবং আমার এই অবতারও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও না। ৪২।২৬-২৭॥" আবার উক্ত পুরাণেই নারদের প্রতি শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তৎতুল্যা গুণশালিনঃ। যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥—হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীবর্গ—ইঁহারা সকলেই নিত্য; ইঁহারা কৃষ্ণের ন্যায় (অপ্রাকৃত) গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় ইঁহাদের কথা পুরাণে যেমন বর্ণিত আছে, অপ্রকট নিত্যলীলাতেও বৃন্দাবনে ইঁহারা ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত। ৫২।২-৪॥" এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, একই নিত্যপরিকরদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট ও অপ্রকটলীলা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অপ্রকটলীলার পরিকরগণকে লইয়াই তিনি প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হয়েন। গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি (৪।১১) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি, অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্ধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্ণন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাঁহারা আমার জন্ম (অবতার) ও কর্ম্মাদিকে (লীলাদিকে) নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবানুরূপ) সেই সেই লীলাতে সেবাবাসনাপোষণ করতঃ ভজন করিয়া আমাকে সুখী করেন, আমিও তাঁহাদের জন্মকর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হই; এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ভজনের ফল দিয়া থাকি।" এস্থলে দেখা গেল, অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও সঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ হয়েন; সুতরাং নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকেও যে অবতরণের সময় সঙ্গে নিয়া আসেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড (৪৫শ অধ্যায়) হইতেও জানা যায়, দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়াছিলেন; সেস্থানে গোপরমণীগণের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে স্ত্রীপুত্রাদিসহ নন্দ-উপানন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে এবং ব্রজস্থ পশু-পক্ষি-মৃগাদিকেও অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করাইলেন। নন্দ-ব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়া তিনি দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ। ১৭৫। দ্রষ্টব্য)। এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরদিগকে অপ্রকটধামে পাঠাইয়া দিয়া ব্রজলীলা অপ্রকট করিলেন। ইহাতেও অনুমিত হয় যে, অপ্রকট পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাঁহাদিগকে অপ্রকটলীলায় লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার অপ্রকট ব্রজলীলার পরিকরদের সহিতই প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে (১৭৪) শ্রীজীবগোস্বামী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অথ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহেঽবতীর্য্য চ তদ্বদেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপিস্থিত্বৈব স্বয়ং প্রকটীভূতস্য সব্রজশ্রীব্রজরাজস্য গৃহেঽপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোঽয়ং নন্দয়তি বালোঽয়ং রিঙ্গতি পৌগণ্ডোঽয়ং বিক্রীড়তীত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ পুনর্নবীকর্ত্তুং সমায়াতি। পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ১।৩।৩ এবং ১।৩।৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসীদিগের জীবনস্বরূপ; আর ব্রজও আমার জীবনসদৃশ। ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। আমি ব্রজের সহিত অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলায় আবির্ভূত হই; তাহার সহিত আবার অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করি। বিশেষতো ব্রজস্য জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ প্রাণেন মৎপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরপ্রসৃতির্বিবরাদপ্রকটলীলাতঃ প্রসৃতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্ পুনস্তু হাং অপ্রকটলীলামেব প্রবিষ্টঃ। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভঃ। ১৮০॥ ১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকট-লীলাতেও যদি অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই লীলা করিতে হয়, তাহা হইলে জগতে অবতীর্ণ হওয়ারই বা প্রয়োজন কি? অপ্রকট-লীলাতেই তো ঐ সকল পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করিতেছেন? ইহার উত্তরে এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন—নিত্যপরিকরদের সহিত জগতে অবতীর্ণ

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥২৫

মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভুত লীলা করিবেন, যাহা অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নহে। (পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারে এসকল অদ্ভুত লীলার দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে)।

বিবিধ-বিধ—নানাপ্রকারের। **অদ্ভুত বিহার**—অপূর্ব্ব লীলা; যাহা অপ্রকট লীলায় কখনও হয় নাই, হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, এমন সব লীলা। এই সমস্ত লীলা করার নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

২৫। কি রকম অদ্ভুত লীলা করিবেন, তাহাই একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—"বৈকুণ্ঠাদি-ধামেও যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমি সেই সমস্ত লীলা করিব; এই সমস্ত লীলার এমনি অদ্ভুত বৈচিত্রী থাকিবে যে, তাহাদের আনন্দ-চমৎকারিতায় আমিও বিস্মিত হইয়া যাইব।"

বৈকুণ্ঠাদ্যে—পরব্যোমে অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; ইহাদের প্রত্যেকটীকে বৈকুণ্ঠ বলে; এই বৈকুণ্ঠ-সমূহের সমষ্টির নামই পরব্যোম, পরব্যোমকেও বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই পয়ারে বৈকুণ্ঠ-শব্দে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠকে, অথবা পরব্যোমকেই বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে গোলোকাদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা-স্থানকে বুঝাইতেছে। তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদ্যে বলিতে পরব্যোম (পরব্যোমের অন্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ) এবং অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদিকে বুঝাইতেছে। **প্রচার**—প্রসিদ্ধি, প্রচলন। **চমৎকার**—বিস্ময়। অপ্রকট-লীলায় যে সকল লীলা কখনও হয় নাই, প্রকট-লীলায় সে সমস্ত লীলার অপূর্ব্ব আনন্দ-বৈচিত্রী দেখিয়া বিস্ময়। পরব্যোমের অন্তর্গত বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ-রূপেও, এমন কি অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা বা গোলোকেও কখনও যে সকল লীলা করা হয় না—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল লীলা করিবেন। এই সকল লীলা পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া তাহাদের রস-বৈচিত্রী দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইবেন।

২৬। যে সকল লীলা অপ্রকট ধামে অনুষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রকট-লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাদের দিগ্‌দর্শন-রূপে একটীর—কান্তাভাবের লীলার বৈশিষ্ট্যের—উল্লেখ করিতেছেন।

মো-বিষয়ে—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিষয়ে; শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে। **গোপীগণের**—শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণের। **উপপতি**—যে ব্যক্তি আসক্তিবশতঃ ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং ঐ রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ঐ রমণীর উপপতি বলেন। "রাগেনোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ উঃ নীঃ নায়কভেদ ।১১॥" পরস্পরের প্রতি গাঢ়-আসক্তিবশতঃ—যাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এমন নায়ক-নায়িকার মিলন হইলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। উপপতি-শব্দ হইতেই পতি-শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহদ্বারা যে নায়িকার পতিলাভ হইয়াছে, সেই নায়িকা যদি পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহা হইলেই ঐ পুরুষকে তাহার উপপতি বলা হয়। এইরূপ পরকীয়া নায়িকারই ঔপপত্য-ভাব সুষ্ঠুরূপে বিকাশ পায়। পরস্পরের প্রতি গাঢ় আসক্তিবশতঃ যদি কোনও নায়কের সহিত কোনও অবিবাহিতা কুমারীর মিলন হয়, তাহা হইলেও ঐ নায়ককে ঐ কুমারীর উপপতি বলা যায়; এইরূপ মিলনও ধর্ম্মসঙ্গত নহে; বিবাহিতা পরকীয়া রমণীর ন্যায় এইরূপ কুমারীরও নায়কের সহিত মিলনে স্বজন-আর্য্য-পথাদির বিঘ্ন আছে।

উপপতি-ভাব—ঔপপত্য-ভাব; শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া মনে করা। **যোগমায়া**—কৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি-বিশেষ। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি ।২।২১।৮৫॥" ইনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী—যাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, এরূপ ঘটনাও ইনি ইঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। **আপন প্রভাবে**—যোগমায়া স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির মহিমায়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমে ও গোলোকাদি ধামে যে সকল লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অদ্ভুত লীলা করিবেন; এই সকল অদ্ভুত লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরী-দিগের যোগমায়া-সম্পাদিত উপপতি-ভাবের উল্লেখ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, অপ্রকট-বৃন্দাবনে বা গোলোকে উপপতি-ভাব নাই, সুতরাং উপপতি-ভাবাত্মিকা-লীলাও নাই; তাহার সম্ভাবনাও নাই; সম্ভাবনা থাকিলে অপ্রকট-বৃন্দাবনেই উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলা করার আর প্রয়োজন হইত না। উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার রসবৈচিত্রী-আস্বাদনই প্রকট লীলার মুখ্য অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য।

অপ্রকট-বৃন্দাবনে উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার সম্ভাবনা হইতে পারেনা কেন? উত্তর—উপপতি-ভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত নায়িকার পরকীয়াত্ব প্রয়োজন; অর্থাৎ নায়িকা কৃষ্ণের ধর্ম্ম-পত্নী নহেন, অপরেরই ধর্ম্ম-পত্নী, অথবা অপরের কুমারী কন্যা—এইরূপ জ্ঞান সকলেরই থাকা দরকার। তজ্জন্য ধর্ম্মপতির বা পিতামাতার গৃহেই নায়িকার অবস্থিতি প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের একগৃহে অবস্থিতি উপপতি-ভাবের অনুকূল নহে। অপ্রকট-বৃন্দাবনে (গোকুলে) নন্দ-যশোদা ও গোপসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ একই গৃহে (সহস্রদল-পদ্মের কর্ণিকার-স্থানীয় মহদন্তঃপুরে) নিত্য অবস্থান করেন। গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াশক্তি; সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা। গোকুলবাসীদের অনুভূতিও তদ্রূপ। অনাদিকাল হইতেই গোপীগণ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বকান্ত; শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন, গোপীগণ তাঁহার স্বকান্তা; নন্দ-যশোদাদি অন্যান্য সকলেরও এইরূপই জ্ঞান। সুতরাং অপ্রকট বৃন্দাবনে গোপসুন্দরীগণের অন্যের সহিত ধর্ম্ম-বিবাহ বা অন্যগৃহে অবস্থিতি সম্ভব নহে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া এস্থানেও শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদের মনে ঔপপত্যভাবের সঞ্চার করিতে পারিতেন এবং গোকুলবাসীরাও যোগমায়ার প্রভাবে মনে করিতে পারিতেন যে গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী নহেন। কিন্তু এইরূপ করিলে জুগুপ্সিত রসদোষ জন্মিত; সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতসারে পিতামাতার (নন্দ-যশোদার) সহিত একই অন্তঃপুরে পরনারীকে লইয়া বাস করা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্যই হইত। আর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণের অনুমোদন করিলেও নন্দ-যশোদার বাৎসল্যে দোষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু প্রকট-লীলায় এইরূপ রসদোষের সম্ভাবনা নাই। নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকটলীলায় জন্মাদিলীলা প্রকটিত করিতে হয়; তাই বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন পরিকরদের জন্মলীলা প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যোগমায়া কৃষ্ণ-পরিকরদের স্বরূপের স্মৃতি আবৃত করিয়া দেন; তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও ভুলিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ মনে করেন, তাঁহারা গোপকন্যা, শ্রীকৃষ্ণও এক গোপ-নন্দন,—নন্দ-গোপের তনয়। অবশ্য পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধি আকর্ষণ তাঁহাদের রূপ-গুণের ব্যপদেশে অভিব্যক্ত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইলে গোপসুন্দরীগণ আপনাদিগকে কৃতার্থাও মনে করিতেন। কিন্তু বিবাহ হইল না—হইতে পারিল না; সুন্দরী-রমণী-লুব্ধ কংসের ভয়ে গোপগণ যখন বিবাহযোগ্য বয়সের একটু পূর্ব্বেই তাঁহাদের কন্যাদের পাত্রস্থা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন হয় নাই; সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, জ্যোতির্ব্বিৎ-শিরোমণি গর্গাচার্য্যও শ্রীরাধিকাদি গোপ-সুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ মঙ্গলজনক হইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বাধ্য হইয়াই গোপগণকে অন্য গোপগণের সহিত তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ স্থির করিতে হইল। তখন এক সমস্যার উদয় হইল। শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; সুতরাং অন্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহই হইতে পারে না, হইলে তাঁহাদের নিত্যকান্তাত্ব থাকে না। অথচ গোপগণও তাঁহাদের বিবাহ স্থির করিয়াছেন; কন্যাগণের স্বরূপতত্ত্ব তাঁহারা জনেন না, তাঁহাদিগকে তাহা জানানও যায় না; জানাইলে নর-লীলাত্ব থাকে না। আবার ঔপপত্য-ভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত গোপকন্যাগণের অন্যত্র বিবাহের প্রবাদও প্রয়োজন। যোগমায়া অপূর্ব্ব-কৌশলে এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের অনুরূপ গোপীমূর্ত্তি কল্পনা করিলেন;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সমস্ত কল্পিত গোপমূর্ত্তিদের সহিতই গোপদের বিবাহ হইয়া গেল—বিবাহ হইয়া গেল বলাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, কোনওরূপ বিবাহ-ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয় নাই; হইতেও পারে না; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তির সহিতও অন্যের বিবাহ হইতে পারেনা। যোগমায়ার প্রভাবে গোপকন্যাগণ ব্যতীত অপর সকলে স্বপ্ন দেখিলেন যে, গোপকন্যাদের সহিত গোপদের প্রস্তাবিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই স্বপ্নকেই সকলে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিল; ইহাও যোগমায়ার কৌশল। এমতাবস্থায়, অভিমন্যু-আদি গোপগণ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে তাঁহাদের পত্নী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীরাধিকাদি কখনও অভিমন্যু-আদিকে পতি বলিয়া মনে করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ তাঁহারা সতী-শিরোমণি; পূর্ব্বেই তাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সত্য যে, অন্যান্য সকলে যখন বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিলেন, তখন যদিও যোগমায়া গোপকন্যাগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্বাপ্নিক বিবাহ সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারেন নাই, তথাপি সকলের কথা শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে উক্ত বিবাহের সংবাদ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। যাহাহউক, যথাসময়ে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণকে তাঁহাদের তথাকথিত পতির গৃহে আসিতে হইল; যোগমায়াই তাহাও সংঘটিত করিয়া দিলেন। এই তথাকথিত পতিদের গৃহ ছিল নন্দালয়েরই নিকটবর্ত্তী যাবট-গ্রামে; সুতরাং যাবটে আসিলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিতে পারে বলিয়াই যোগমায়ার কৌশলে ব্রজসুন্দরীগণ যাবটে আসিতে সম্মতা হইলেন। তাঁহারা আসিলেন বটে, কিন্তু অভিমন্যু-আদি তথাকথিত পতিগণ কখনও তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই স্থানে আসার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিল, পরে নিভৃতে মিলনাদিও হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন যোগমায়া-কল্পিত তাঁহাদের অনুরূপ মূর্ত্তি গৃহে থাকিত; গোপগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ গৃহেই আছেন। কিন্তু যোগমায়ার কৌশলে গোপগণ এই কল্পিত গোপীমূর্ত্তিকেও কখনও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। (বিশেষ বিবরণ গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূ ১৫শ পূরণে দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, এইরূপে যোগমায়ার কৌশলে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরীদিগের উপপতি-ভাব জন্মিল। এই ঔপপত্যও বাস্তব নহে; কারণ, অন্য গোপের সহিত গোপীদিগের বাস্তবিক কোনও বিবাহই হয় নাই; বিশেষতঃ গোপসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য-স্বকান্তা। প্রকট-লীলায়ও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই মনে মনে পতি বলিয়া স্বীকার করিতেন; তবে লৌকিক-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বজন-কথিত বিবাহের প্রবাদকেও মন হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন না। ইহার ফল হইল এই যে, যদিও তথাকথিত পতিদের সহিত তাঁহারা কখনও কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, রাখিবার ইচ্ছাও করিতেন না, তথাপি তাঁহাদের বিবাহের প্রবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনে বাধাবিঘ্ন উৎপাদন করিত, গৃহ হইতে বহির্গমন-কালে তাঁহাদের মনে তথাকথিত গুরুজনের ভয়ে সঙ্কোচ আনয়ন করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের কথা গোপনে রাখিবার বলবতী চেষ্টা জন্মাইত। এই সমস্তের ফলে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাই বর্দ্ধিত হইত। যাহা কষ্ট-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই প্রভূত আনন্দ। "চৌরী পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রঙ্গ।"

প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়ায় পরকীয়া-ভাব; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব, তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন, তখন যোগমায়া বিবাহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত রহস্য সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন; সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ তখনও অবিবাহিতা। তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐ সমস্ত গোপকন্যাদের বিবাহ হইয়া গেল। (গোপালচম্পূ, উঃ চঃ ৩২—৩৫ পূঃ)। ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্ধান করেন এবং শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণও উক্ত বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবের সংস্কার লইয়াই অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব—পরকীয়াভাব নহে। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের ১৭৭ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও বিশেষ বিচার সহকারে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং

আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ। | দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ সিদ্ধান্ত যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত এবং শ্রীরূপগোস্বামী যে ললিতমাধব-নাটকে স্বকীয়াত্বেই গোপীভাবের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; "শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্ —শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ।১৭৭॥" ভগবৎসন্দর্ভই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ; এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্বই দার্শনিক-বিচারের সহিত নিরূপিত হইয়াছে; বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীজীবগোস্বামী এই গ্রন্থে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুগতভাবেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করা সমীচীন হইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর—ব্রজলীলায় তিনি শ্রীবিলাসমঞ্জরী; সুতরাং প্রকট ও অপ্রকটে গোপসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কি পরকীয়া কান্তাভাব, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী বিশেষরূপেই জানেন; তাই তাঁহার উক্তি উপেক্ষার বা সমলোচনার বিষয় হইতে পারে না। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রশ্ন হইতে পারে—ঔপপত্যভাব যদি অবাস্তবই হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কিরূপে রস-আস্বাদন হইতে পারে? নাটকের অভিনয়ে যাহারা রাজা-রাণীর ভূমিকা অভিনয় করে, তাহাদের রাজারাণীর ভাব অবাস্তব বলিয়া বাস্তব-রাজারাণীর সুখ-দুঃখ তাহারা অনুভব করিতে পারে না; কারণ, তাহারা জানে, তাহারা বস্তুতঃ রাজারাণী নহে; তাহাদের প্রকৃত-অবস্থার স্মৃতি অভিনীত ভূমিকায় তাহাদের গাঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে দেয় না; গাঢ় অভিনিবেশ না জন্মিলে সুখ-দুঃখের প্রকৃত অনুভব হয় না। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের ঔপপত্যভাব অবাস্তব বলিয়া তাহাতে তাঁহাদের গাঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে পারে না; স্বরূপগত স্বকীয়-ভাব তাহাতে বিঘ্ন জন্মায়। এমতাবস্থায় কিরূপে রস আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, প্রকট-লীলার ঔপপত্য-ভাব স্বরূপতঃ অবাস্তব হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ তাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করেন; কারণ, গোপসুন্দরীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিত্য-স্বকান্ত এবং যোগমায়ার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই যে তাঁহাদের ঔপপত্য-ভাবের সঞ্চার হইয়াছে—এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা কেহই জানেন না। যোগমায়া গোপীদিগের স্বরূপের স্মৃতি আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার যোগমায়ারই কৌশলজাত বিবাহসম্বন্ধীয় প্রবাদবশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা মনে করিতেন—অভিমন্যু-আদি গোপগণই তাঁহাদের পতি—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি নহেন, উপপতিমাত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও এইরূপই অনুভূতি ছিল। সুতরাং এই ঔপপত্য-ভাবকে তাঁহারা বাস্তব বলিয়াই মনে করিতেন; স্বকীয়া-ভাবের কোনও স্মৃতিই তাঁহাদের ছিল না। তাই, ঔপপত্য-ভাবাত্মক-লীলায় তাঁহাদের গাঢ় অভিনিবেশের অভাব হইত না, রসাস্বাদনেরও কোনও বিঘ্ন জন্মিত না।

আমিহ—আমিও (শ্রীকৃষ্ণ নিজেও)। **তাহা**—যোগমায়া যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা এবং যোগমায়াই যে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে স্বকান্তা-ভাব আবৃত করিয়া ঔপপত্য-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা (শ্রীকৃষ্ণও জানিতেন না, গোপীগণও জানিতেন না)। আমিহ-শব্দের হ (ও)-এর সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও একথা জানিতেন না; ইহাও যোগমায়ারই প্রভাব। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী শ্রীরাধিকার আশ্রিতা হইয়াও যে যোগমায়া তাঁহাদিগের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মুগ্ধত্ব সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার প্রতি তাঁহাদের কৃপাধিক্যেরই পরিচয়। নর-লীলার রসমাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই ইঙ্গিতে যোগমায়াকর্ত্তৃক তাঁহাদের এইরূপ মুগ্ধত্ব; এইরূপ মুগ্ধত্ব না থাকিলে নর-আবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অথবা—প্রেমের অনির্ব্বচনীয়-শক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের এই মুগ্ধত্ব; প্রেমের স্বভাবই এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় রসমাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত প্রয়োজন-স্থলে তাঁহার

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। | কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বরূপৈশ্বর্য্য-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে; তখন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মুগ্ধত্ববশতঃ স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান থাকে না।

"জানি" স্থলে "জানিমু" এবং "জানে" স্থলে "জানিবে" পাঠান্তরও আছে।

দোঁহার—উভয়ের; শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের। **নিত্য হরে মন**—সর্ব্বদা মনকে হরণ করে; মিলনের নিমিত্ত মনকে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত করে। তাঁহাদের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যের শক্তি এমনই অদ্ভুত যে, শত সহস্র বার আস্বাদন করিলেও আস্বাদন-স্পৃহা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। সর্ব্বপ্রথম দর্শনে বা সর্ব্বপ্রথমে রূপ-গুণের কথা শ্রবণে পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত চিত্তে যেরূপ বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে—শত শত বার দর্শনের বা গুণ-শ্রবণের পরেও যদি কখনও দর্শনের বা গুণ-শ্রবণের সুযোগ ঘটে, তখনও মিলনের নিমিত্ত ঠিক তদ্রূপ বলবতী উৎকণ্ঠাই জন্মিয়া থাকে। রূপগুণ-মাধুর্য্য সর্ব্বদাই যেন অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়াই মনে হয়।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-সংঘটনে তাহাদের সম্বন্ধই প্রধান প্রবর্ত্তক; কিন্তু ঔপপত্য-ভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই, রূপ-গুণের মাধুর্য্যই তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলনের প্রধান প্রবর্ত্তক। রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের প্রীতি উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য এবং তাহা স্বরূপানুবন্ধি; তাই তাঁহারা যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন—তাঁহারা পরস্পরের স্বরূপতত্ত্ব ও স্বরূপানুবন্ধি সম্বন্ধের কথা জানুন আর না-ই জানুন—এই নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। চুম্বক-খণ্ডদ্বয় কর্দ্দমাবৃত হইলেও পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া থাকিলেও, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের নিত্য-প্রীতি পরস্পরের রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঔপপত্য-ভাবকে তাঁহারা বাস্তব বলিয়া মনে করাতেই, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি-অভিব্যক্তির অন্য কোনও দ্বার তাঁহাদের জানা না থাকাতেই রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

২৮। ঔপপত্য-ভাবের প্রভাবের কথা বলিতেছেন। এই ঔপপত্য-ভাবের ব্যপদেশে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের যে প্রীতি উন্মেষিত হইল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল—যাহাতে, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, গৃহ-ধর্ম্ম-আদি সমস্তে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই মিলন যে সর্ব্বদাই বাঞ্ছানুরূপ ভাবে সংঘটিত হইত, তাহা নহে; কখনও বা মিলন সম্ভব হইত, কখনও বা হইত না। যখন যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও মিলন সম্ভব হইত না, তখন মিলনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠা অত্যধিক রূপে বর্দ্ধিত হইত; তাহাতে মিলনানন্দের আস্বাদন-চমৎকারিতা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিত। ঔপপত্য-ভাবে মিলনের প্রয়াস বলিয়াই শ্বাশুড়ী-ননদী-আদি হইতে নানারূপে নানা বাধাবিঘ্ন সময় সময় আসিয়া উপস্থিত হইত এবং মিলনকে অসম্ভব করিয়া তুলিত।

প্রথম পয়ারার্দ্ধে "উপপতি-ভাব" শব্দ উহ্য রহিয়াছে; ইহাই বাক্যের কর্ত্তা। অন্বয়:—"উপপতি-ভাব চিত্তে রাগ জন্মাইয়া সেইরাগের প্রভাবে ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উভয়কে উভয়ের সহিত মিলিত করায়।"

ধর্ম্ম—বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদি। **ছাড়ি**—ছাড়াইয়া, ত্যাগ করাইয়া। **রাগ**—শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি; এস্থলে রাগ-শব্দে অনুরাগের চরম-অবস্থা মহাভাবকেই বুঝাইতেছে। কারণ, লোকধর্ম্ম-গৃহধর্ম্মাদি-বিষয়ে কোনওরূপ অনুসন্ধানের ইচ্ছা না জন্মাইয়া পরস্পরকে মিলিত করাইবার পক্ষে একমাত্র মহাভাবই সমর্থ (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

অথবা, "উপপতি-ভাব" শব্দ উহ্য আছে বলিয়া মনে না করিলেও রাগ-শব্দকে কর্ত্তা করিয়াও অর্থ করা যায়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথা :—রাগে (রাগ—কর্ত্তা) ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উভয়কে মিলিত করে। রাগই মিলন-কার্য্যের কর্ত্তা। পরস্পরের রূপ-গুণাদির দর্শন-শ্রবণে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের যে প্রীতির উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, যে অবস্থায় তাঁহারা ধর্ম্ম—স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তে বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহাদের নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—কুলবতী হইয়াও পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও অনুরাগের প্রভাবে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—অবিবাহিত এবং অনুপনীত অবস্থায় পর-রমণীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

দৈবের ঘটন—যে ঘটনার উপর কাহারও কোনও হাত নাই, অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই দৈব-ঘটনা বলে; শ্রীরাধাদিগোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন; তথাপি কোনও কোনও সময়ে আকস্মিক কারণে তাঁহাদের মিলন হইত না। ইহাই দৈব-ঘটনা।

মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে, নিশীথে নিকুঞ্জ-মন্দিরাদিতে মিলনের দৃষ্টান্ত লীলা-গ্রন্থাদিতে যথেষ্টই আছে। মিলনের চেষ্টা সত্ত্বেও মিলনাভাবের একটী সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পদ্যাবলী-গ্রন্থ হইতে এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো দ্বারোন্মোচন-লোল-শঙ্খ-বলয়-ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভ-জরতী-বাক্যেন দূনাত্মনো রাধা-প্রাঙ্গণ-কোণ-কোলিবিটপি-ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥ ২০৬॥" একদা রাত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশায় তাঁহার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত একটী কুল-বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ কোকিলাদি-পক্ষীর ন্যায় শব্দ-উচ্চারণ করিয়া শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিলেন। শ্রীরাধা গৃহমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া বহির্গত হওয়ার অভিপ্রায়ে যখন দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়াদির শব্দে তাঁহার শ্বাশুড়ী জরতী কে-ও কে-ও শব্দ করিয়া উঠিলেন; মিলনোদ্যোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যতবার এইরূপ বহির্গমনের চেষ্টা হইতেছিল, তত বারই উক্ত প্রকারে জরতীর বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাত্রিই কুলবৃক্ষতলে অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার সহিত মিলন আর সেই রাত্রিতে ঘটিল না।

দৈব-বলিতে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মকেই বুঝায়। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাভাব অবশ্য তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল নহে; কারণ, তাঁহারা নিত্য বস্তু, তাঁহাদের জন্মাদি নাই; জীবের ন্যায় তাঁহাদের কর্ম্মও নাই। মিলন-জনিত আনন্দের চমৎকারিতা-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়াই সময় সময় মিলনে বাধা উৎপাদন করিতেন।

অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে, তাহা বলিতে যাইয়া ২৬-২৮ পয়ারে দিগ্‌দর্শনরূপে কান্তাভাবের লীলারই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল। বাস্তবিক, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য-ভাবের লীলাতেও প্রকট-লীলায় অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। অপ্রকট-গোলোক-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোর; কিশোর-পুত্রের প্রতি যতটুকু বাৎসল্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, গোলোক-লীলায় শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্য ততটুকু মাত্রই বিকশিত হইয়া থাকে। সেই ধামে জন্ম-লীলা নাই, সুতরাং বাল্যলীলা ও পৌগণ্ড-লীলাও নাই—শিশু-সন্তানের লালন-পালনে, তাহার মনের ভাব-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গী-আদি দর্শনে, তাহার মুখে আধ আধ "মা-বা" শব্দ শ্রবণে, তাহার শৈশব-ক্রীড়াদি এবং বাল্যচাঞ্চল্যাদি-দর্শনে, তাহার মঙ্গলার্থ সময়োচিত শাসনে পিতামাতার মনে যে অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসের অমৃত-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, অপ্রকট গোলোক-লীলায় তাহা নাই। প্রকট-বৃন্দাবনে এই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবাপন্ন ভক্তদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং নিজেও বাৎসল্যরস-চমৎকারিতা আস্বাদন করিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তের উপরে যত বেশী নির্ভরতার সুযোগ হয়, প্রেমরস-নির্য্যাসও ততই বেশী আস্বাদ্য হয়। শিশু-পুত্রকেই পিতামাতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়; শিশু-পুত্রের রক্ষক, সখা, ভৃত্য—সমস্তই মাতাপিতা; কিশোর-পুত্রকে পিতামাতার উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় না; তাহার সুখাস্বাদনের অন্য উপায়ও আছে। সুতরাং

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিশু-পুত্রের লালন-পালনেই বাৎসল্য-রসের পরাকাষ্ঠা। ইহাই প্রকট-লীলায় বাৎসল্যরসের অদ্ভুতত্ব। নিজের বা পরের ঘরে ক্ষীর-মাখন চুরি, সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বৎসতরীর পুচ্ছধারণ, গৃহবদ্ধ বৎসদিগের উন্মোচন, ধৃতপুচ্ছ-বৎসকর্ত্তৃক সবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রামণ, বৎস-চারণ, বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া গোদোহনের অনুকরণাদি লীলাও অপ্রকট গোলোকে নাই, প্রকট-বৃন্দাবনে আছে। এই সমস্ত লীলায় পৌগণ্ড-লীলার অপূর্ব্বত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিশু-কৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি অপ্রকটে নাই; প্রকট-বৃন্দাবনে তাহা প্রকটিত করিয়া দাস্যরসের অপূর্ব্বত্ব অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে চারি ভাবের লীলাতেই অপ্রকট অপেক্ষা প্রকট-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

২৯। ১৪শ পয়ারোক্ত "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন"-বাক্যের উপসংহার করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "অপ্রকট ধামে যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত নির্য্যাস আস্বাদন করিব এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব।"

এই সব রসনির্য্যাস—পূর্ব্বোল্লিখিত লীলার রস-নির্য্যাস (রসের সার)। **এই দ্বারে**—ইহা দ্বারা; নিজে ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করা উপলক্ষ্যে। **সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ**—সমস্ত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিবেন, তাহাতে তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণ, জাতপ্রেম ভক্তগণ, সাধক ভক্তগণ এবং ভজনোন্মুখ ভক্তগণ—সকল রকমের ভক্তগণই অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইবেন। অপ্রকট গোলোকে যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে সেই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব্ব বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া—দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তাগণকে (পরিকরগণকে) অপূর্ব্ব-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যে সমস্ত জাতপ্রেম ভক্তের যথাবস্থিত দেহের সাধন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাস্থানে আহিরী-গোপের ঘরে তাঁহাদের জন্ম সংঘটিত করেন; তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সংসর্গে লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত প্রকটলীলায়, তাঁহাদের ভাবানুকূল সেবা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন। প্রকটলীলার যোগেই সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এইরূপে প্রকটলীলা জাতপ্রেম ভক্তদেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করেন, সাধক ভক্তগণ সেই সমস্ত লীলারই স্মরণ-মননাদি করিয়া সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ সাধক-ভক্তদিগকে দর্শনাদি দিয়াও কৃতার্থ করেন। সুতরাং প্রকটলীলা সাধক-ভক্তদিগেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। আর যাঁহারা ভজন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ভজনপন্থার অনুসরণ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের কথা শাস্ত্রাদি হইতে বা মহাজনদের মুখে অবগত হইয়া তাঁহারাও অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী ব্রজলীলার উপাসনা করিতে প্রলুব্ধ হয়। এইরূপে প্রকটলীলা ভজনোন্মুখ-ভক্তগণের কৃতার্থতার হেতু হয়। আর যাহারা বিষয়াসক্ত সাধারণ লোক, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া তাহারাও বিষয়সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং রাগানুগীয়মার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইতে পারে; সুতরাং প্রকটলীলায় বিষয়াসক্ত লোকের প্রতিও ভগবানের অপরিসীম করুণা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু লীলা, সমস্তের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন; কারণ, ভক্তেরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের সুখ ব্যতীত অপর কিছু জানেন না। "মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি। শ্রী-ভা, ৯।৪।৬৮॥" প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার মুখ্য হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে; বস্তুতঃ কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা-পোষণার্থই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিক-লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাঁহার রসাস্বাদনের বাসনাও ভক্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যেই। "অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং * * * * স্বেষামানন্দ-চমৎকার-পোষায়ৈব লোকেঽস্মিং-স্তদ্রীতিসহযোগ-চমৎকৃত-নিজ-জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমত এবাবতারিত-শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধযত্নবৃন্দ-সংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥" ১।৪।১৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৩০। প্রকটলীলাদ্বারা কিরূপে রাগভক্তি প্রচারিত হইবে তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা আদি পরিকরবর্গের সহিত যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করিবেন, সেই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরবর্গের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা শুনিয়া, ঐ প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তির কথা শুনিয়া, এবং ঐ প্রেম-সেবালব্ধ পরিকরদের অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া—সমস্ত সংসার-সুখের, এমন কি স্বর্গাদিসুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় ভজনে প্রলুব্ধ হইবে। এইরূপেই প্রকটলীলাদ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ব্রজের—প্রকট ব্রজলীলার; দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা-আদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদিগের। **নির্ম্মল-রাগ**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম, শাস্ত্রাদিতে ঐ প্রেমাত্মিকা সেবার বর্ণনা। **শুনি**—শাস্ত্রাদিতে বা মহাজনমুখে শুনিয়া। **ভক্তগণ**—শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ সাধক ভক্তগণ। **রাগমার্গে**—ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় সাধন-পন্থায়। **ভজে যেন**—যেন অবশ্য ভজন করে। **ছাড়ি**—পরিত্যাগ করিয়া (ফলের অকিঞ্চিৎ-করতা বুঝিয়া)। **ধর্ম্ম**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি; বেদ-ধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি। **কর্ম্ম**—যাগাদি বৈদিক কর্ম্ম। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ; ইহা অনিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।

পূর্ব্বপয়ারে বলা হইয়াছে—"করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ"; আবার এই পয়ারেও বলা হইল—"ভক্তগণ রাগমার্গে ভজে যেন।" দুই পয়ারেই কেবল ভক্তের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা বলা হইল; তবে কি তিনি অভক্তের প্রতি কৃপা করেন না? না করিলে কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ হয় না? উত্তর :—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পায় না। তাঁহার আপন-পর ভেদ নাই, তিনি সমদর্শী। সূর্য্য সর্ব্বত্র সমভাবেই কিরণ বিতরণ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি রৌদ্রময় স্থানে আসিয়া উপবেশন করে, সেই ব্যক্তিই রৌদ্র সেবন করিতে পারে, যে ব্যক্তি গৃহমধ্যে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি যেমন রৌদ্র সেবন করিতে পারে না এবং তাহাতে যেমন কিরণ-বিতরণে সূর্য্যের পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইতে পারে না; অথবা, কল্পবৃক্ষ সকলের প্রতি সমান হইলেও যেমন সেবাকারী ব্যক্তিই তাহার ফল ভোগ করিতে পারে, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের সেবা করে না, সে যেমন ফলভোগ করিতে পারে না; তদ্রূপ, যিনি যেভাবে ভগবানের সেবা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে তদনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। "ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ। সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র॥ শ্রী-ভা, ১০।৭২।৬॥" যদি সেবাকারীদিগের মধ্যে কাহাকেও সেবানুরূপ ফল দিতেন, আর কাহাকেওবা না দিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইত।

যদি বলা যায় যে, ভগবান্ ভক্তের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, অভক্তের প্রতি করেন না,—ইহাতেই তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহাকে বৈষম্য মনে করিলেও এই ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, বিভিন্নযোনিতে জন্মাদির ন্যায় ভক্তরক্ষাদি কর্ম্মসাপেক্ষ নহে; ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা শক্তি-দ্বারাই ভক্তরক্ষণকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; স্বরূপভূতবৃত্তির কার্য্য বলিয়া ইহাতে দোষপ্রকাশ পাইতে পারে না; ভক্ত-পক্ষপাতিত্বটী ভগবানের গুণ বলিয়াই কীর্ত্তিত হয়। "ভক্তবৎসলস্যাস্য প্রভোস্তৎ পক্ষপাতো বৈষম্যমেব

তথাহি—(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুগ্রহায়েতি। যদ্বা অধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ সন্ ক্রীড়নায় তৎক্রীড়ার্থং দেহঃ অবতারো যেষাং গোপীজনানাং ব্রজজনানাং বা তান্ ভজতি রময়তি তথা সঃ অতস্তেষামন্তর্ব্বহিশ্চরতঃ ক্রীড়াসাধনত্বান্ন তস্য ক্রীড়য়া কস্যাপি কোঽপি দোষঃ প্রসজ্জেদিতি ভাবঃ ইত্যেষা দিক্ অলমিতি বিস্তরেণ। ভক্তানামনুগ্রহায়। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনাৎ মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ প্রকটিতবান্। যদ্বা প্রকট-য়ামাসেতি বাক্যসমাপ্তিঃ, ইতি ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতং, তত্র ভক্তশব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে তথা কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবাঃ। যদ্বা ভক্তানাং মুখ্যাঃ শ্রীব্রজদেব্য এব উক্তাঃ তথাপি মুখ্যানামনুগ্রহেণান্যেষামপি সর্ব্বেষামনুগ্রহঃ সিদ্ধ্যেদেব অতএব ক্রীড়া ভজতে প্রীত্যা সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ ভজতে অনুসরতি প্রকাশয়তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদুপপদ্যতে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতশক্তিসাপেক্ষত্বাৎ ন চ নির্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ, তদ্রূপস্য বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ; গুণবৃন্দমগুনমিদং ইত্যপি বাহ ॥ গোবিন্দভাষ্য।২।১।৩৬ ॥"

ভক্তকৃপা ও ভগবৎকৃপা একই জাতীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫।২৪ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সা হি অন্তঃকরণস্য গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্ত্যৈব ধ্বংসে সতি তস্যৈব দ্রবীভাবমাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে আবির্ভবেৎ।—ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বত্রই সমান কৃপা; কিন্তু গুণকৃত চিত্তকাঠিন্য ভক্তির প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই এবং সেই ভক্তিদ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হইলেই তাহাতে সেই কৃপার আবির্ভাব হয়।" ইহাতে বুঝা যায়, চিত্ত যখন ভক্তকৃপার বা ভগবৎকৃপার আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, কেবল মাত্র তখনই ঐ কৃপা চিত্তে আবির্ভূত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। আবরণ দূরীভূত না হইলে সর্ব্বত্র-বিতরিত সূর্য্যরশ্মি কোনও কোনও স্থানে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের হৃদয় কৃপাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, অভক্তের হৃদয় ভক্তির অভাবে তাহা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে ভক্তের প্রতি কৃপাবিতরণে এবং অভক্তের সম্বন্ধে তদভাবে শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দোষ লক্ষিত হয়। আবির্ভাব-যোগ্য হৃদয়ে যে তাঁহার কৃপা আবির্ভূত হয়, তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এই ব্যাপারকেই ভগবানের ভক্তবৎসলতা বলা হয়।

নরম মাটীতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পাষাণে অঙ্কুরিত হয় না; ইহাতে বীজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না; চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না; ইহাতে চুম্বকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না। তদ্রূপ, ভক্তিকোমল হৃদয়েই ভগবৎকৃপার আবির্ভাব হয়, বিষয়-কঠিন চিত্তে হয় না বলিয়া কৃপার বা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভক্তের হৃদয় ভক্তিপ্রভাবে কোমল হয় বলিয়া ভগবৎকৃপায় ভক্তগণ ভগবল্লীলার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; অভক্তগণের চিত্ত কঠিন বলিয়া তাহারা তাহা পারে না।

অথবা, এই পয়ারে ভবিষ্যদ্ বিবক্ষাবশতঃই "ভক্ত" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে—এইরূপও মনে করা যায়। পরবর্ত্তী প্রমাণ-শ্লোকের একটী অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, মানুষ-দেহধারী জীবমাত্রই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার কথা শুনিয়া ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রকটন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তগণ তো ভজন করিবেনই, যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহারাও লীলা-কথার মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া ভজনে উন্মুখ হইয়া ভক্তের ন্যায় ভজন করিতে পারেন; এই সমস্ত হইলে-হইতে-পারেন-ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারে "ভক্তগণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপও মনে করা যায়।

শ্লো। ৪। অন্বয়। [ভগবান্] (ভগবান্) ভক্তানাং (ভক্তদিগের প্রতি) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহ-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্রীড়ানাং নিত্যসিদ্ধত্বং স্থচিতং, তেন চ সর্ব্বদোষঃ স্বত এব নিরস্তঃ। তাদৃশীঃ অনির্ব্বচনীয়াঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষণীরিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রাসসদৃশক্রীড়াশ্রবণেনাপি তৎপরো ভবেৎ কিমুত রাসক্রীড়ামিত্যর্থঃ। তচ্ছন্দেন ভগবান্ ভক্তাঃ ক্রীড়া বা সর্ব্বোঽপি জনো ভবেৎ। যদ্বা মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীবস্তৎপরো ভবেৎ মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভক্তিযোগ্যসাধনেন ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ মনুষ্যাণামেব স্থখং তচ্ছ্রবণাদিসিদ্ধেঃ। যদ্বা অপি-শব্দমবতার্য্য ব্যাখ্যেয়ং—মানুষং দেহমাশ্রিতোঽপি (কিংপুনর্মুনিদেবাদয় ইতি, ততশ্চ ভক্তানুগ্রহোঽয়মিতি ভাবঃ)। "ভূতানাং" ইতি পাঠে সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িণাং মুমুক্ষুণাং মুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ ইত্যর্থঃ। ইতি পরমকারুণ্যমুক্তম্। এবং "স কথং ধর্ম্মসেতূনাম্" ইত্যনেন ধর্ম্মবিরুদ্ধং কথং কৃতবান্ ইত্যেকস্য প্রশ্নস্য পরিহারঃ "ধর্ম্মব্যতিক্রম" ইত্যাদিভিঃ, তথা "আপ্তকাম" ইত্যনেন পরিপূর্ণস্য কা তত্র স্পৃহেতি দ্বিতীয়স্য "অনুগ্রহায়" ইত্যনেন ইতি বিবেচনীয়ম্॥ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী॥

জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহং আশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যা অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশীঃ মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকাশের নিমিত্ত) তাদৃশীঃ (সেইরূপ—সর্ব্বচিত্তহারিণী) ক্রীড়াঃ (লীলা) ভজতে (প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন করেন), যাঃ (যে সকল লীলা—লীলাকথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) মানুষং দেহং (মনুষ্যদেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়কারী—জীব) তৎপরঃ (ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-শ্রবণ-পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে)।

অথবা—[ভগবান্] (ভগবান্) ভক্তানাং (ভক্তদিগের প্রতি) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত) মানুষং (নরাকার) দেহং (দেহ) আশ্রিতঃ (প্রকটিত করিয়া) তাদৃশীঃ (সেইরূপ—সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী) ক্রীড়াঃ (লীলা) ভজতে (প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন কারন), যাঃ (যে সকল লীলা বা লীলাকথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) [জনঃ] (লোক—লোক সকল) তৎপরঃ (ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথা শ্রবণ পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে)।

অনুবাদ। ভক্ত-সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা (ভক্তাদির মুখে) শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহাধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ (বা সেই সমস্ত লীলাকথা-পরায়ণ) হইবে। ৪।

অথবা—ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ নরাকার-দেহ (স্বয়ংরূপ) প্রকটিত করিয়া সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ (বা সেই লীলাকথা পরায়ণ) হইবে। ৪।

রাসলীলা-শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে,—শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কেবল **ভক্তানাং অনুগ্রহায়**—ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত। এস্থলে "ভক্ত" বলিতে ব্রজদেবীগণকে, অন্যান্য ব্রজজনকে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কাল-সম্বন্ধীয় বৈষ্ণবগণকে বুঝাইতেছে; ইঁহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া নিত্যসিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন; যাঁহারা অতীত কালে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে) সাধন করিয়া সাধনপূর্ণতার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রকট-লীলায় দর্শনদানাদিদ্বারা তাঁহাদের ভজন-পুষ্টিসাধন করিয়া এবং তাঁহাদের অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তির অনুকূল প্রেম দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। (১।৪।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়েই ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, লীলাদির মাধুর্য্য দর্শন করাইয়া তাঁহাদের ভজনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী-লীলার কথা শুনিয়া তাঁহারাও যেন ভজনে প্রলুব্ধ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লীলা-প্রকটন করিয়া তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা শুনিলেই সাধারণ লোক ভজনে প্রলুব্ধ হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ**—তিনি এমন সব লীলা করেন, যাহা শুনিলেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযোগী মনোরমত্ব তো আছেই, তদ্ব্যতীত মণিমন্ত্র-মহৌষধির ন্যায় এমন এক অচিন্ত্য-শক্তিও আছে, যদ্দ্বারা শ্রোতাদের চিত্ত ভজনে প্রলুব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল কর্ত্তব্য-বোধেই এই সকল লীলা করেন? তাহা হইলে তো এই সমস্ত লীলায় তাঁহার কোনও প্রীতি থাকিতে পারে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—**ভজতে**—তিনি অত্যন্ত প্রীতির সহিত এই সকল লীলা করিয়া থাকেন; ইহাতে নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (ভজতে এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই সমস্ত লীলার নিত্যসিদ্ধত্বও সূচিত হইতেছে।) এই সমস্ত লীলাকথা শ্রবণের ফল এই যে—**মানুষং দেহমাশ্রিতঃ**—মনুষ্য-দেহধারী জীব মাত্রই ভগবৎ-পরায়ণ হইবে। এস্থলে মনুষ্য-দেহধারী শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যেরই ভগবল্লীলানুসরণরূপ ভজনে মুখ্য অধিকার এবং লীলানুশীলনে সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যই সমধিক আনন্দ পাইতে পারে; ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া তাঁহার লীলার অনেক ভাব মানুষের চিত্তের অনুকূল; তাই লীলানুশীলনে অপর জীব অপেক্ষা মানুষই বেশী আনন্দ পায় এবং লীলানুশীলরূপ ভজনেও মানুষই বেশী প্রলুব্ধ হইতে পারে। আরও সূচিত হইতেছে যে, যে কোনও মানুষই লীলাকথা শুনিয়া লীলানুশীলনরূপ ভজনে রত হইতে পারে; ইহাতে কোনওরূপ অধিকারি-বিচার নাই। "সর্ব্বদেশকাল পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার।" তৎপরো **ভবেৎ**—ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইবে। ভূ-ধাতুর বিধিলিঙে ভবেৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, বিধি অর্থে; লীলাকথা শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই বিধি; না হইলে বিধি-লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায় জন্মিবে, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। **তৎপর**:—এই স্থলে তৎ (সেই) শব্দের অর্থ ভগবান্‌ও হইতে পারে, ক্রীড়া (লীলা)ও হইতে পারে। তৎ-শব্দে যখন ভগবান্‌কে বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে—ভগবৎ-পরায়ণ, ভগবান্‌ই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি বা আশ্রয়) যাহার; ভগবানে অনন্যনিষ্ঠ। আর তৎ-শব্দে যখন লীলা বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে—লীল-পরায়ণ, ভগবল্লীলাই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি বা আশ্রয়) যাহার; অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া যিনি একমাত্র ভগবল্লীলাকেই আশ্রয় করেন, যিনি লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করেন—এবং অন্য কোনও বিষয়কেই মনে স্থান দেন না, তিনিই লীলাপরায়ণ। তৎপর অর্থ "লীলানুষ্ঠানে রত" নহে; কারণ, জীব ভগবল্লীলানুষ্ঠানে রত হইতে পারে না; যেহেতু, জীব ভগবান্ নহে। ভগবান্ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে এবং স্বরূপশক্তির প্রেরণায়; কিন্তু স্বরূপশক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ক্রীড়া সম্ভব নহে; স্বরূপশক্তির সংশ্রবই প্রাকৃত জীবে অসম্ভব। তৎপর-শব্দের অর্থ "ভগবল্লীলার অনুকরণে রত"ও হইতে পারে না; কারণ ভগবল্লীলার অনুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥ শ্রীভা-১০।৩৩।৩০॥—অনীশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ (বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা দূরের কথা) মনেও কখনও এই সমস্তের (রাসাদি লীলার বা লীলানুকরণের) সমাচরণ (একাংশও আচরণ) করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অপর কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাবশতঃ (কোনও জীব ঈশ্বরা-চরণের অনুকরণ) করিলেও তদ্রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" পরকীয়ারতি-প্রসঙ্গে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—"বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ। ১২॥—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণতুল্য আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না; এইরূপই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপর্য্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"শৃঙ্গার-রসের কথা তো দূরে, অন্য রসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নহে;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্তাং তাবদস্য রসস্য বার্ত্তা রসান্তরেঽপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ॥" কৃষ্ণবৎ আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবৎ আচরণের বিধি দেওয়া হইল। ভক্তের আচরণের অনুকরণেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। সিদ্ধ ভক্তের সমস্ত আচরণও অনুকরণীয় নহে; কারণ, লীলাবিষ্ট-অবস্থায় প্রেমবৈবশ্য-বশতঃ অনেক সময় তাঁহাদের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়া থাকে; রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আবার সাধক-ভক্তের আচরণও সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে; কারণ, "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" এই গীতা (৯৷৩০)-শ্লোকের মর্ম্মে জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও সুদুরাচার—পরস্বাপহারী, পরস্ত্রীগামী-আদি—আছেন; তাঁহাদের এসমস্ত গর্হিত আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্তি-শাস্ত্রের বিধি সমূহ পালন করেন, তাঁহাদের আচরণই (ভক্তি-শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই) অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে। "নন্থ ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোঽনুসরণীয়ঃ। নাদ্যঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ যথাহি যৎপাদপঙ্কজ-পরাগেত্যত্র স্বৈরংচরন্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেষু মধ্যে দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদিভিঃ। মৈবম্। বর্ত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশাস্ত্রোক্তা যে বিধয় স্তদ্বন্ত এবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ নতু কৃষ্ণবৎ॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ১২ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী॥"

প্রশ্নহইতে পারে, অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, অপর লোকও তাহারই অনুসরন করিয়া থাকে। ত্রিলোকে আমার কোনও কর্ম্মই নাই; কিন্তু তথাপি আমি যদি কোনও কর্ম্ম না করি, আমার অনুকরণে অপর লোকও কর্ম্ম করিবে না; তাতে লোক উৎসন্ন যাইবে, সমাজের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিবে। তাই লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করা উচিত। গীতা। ৩৷২০-২৫॥" এ সকল উক্তি হইতে তো বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণীয়; আদর্শ-স্থাপনের জন্যই তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন; তাঁহার আচরণ অনুকরণীয় হইবে না কেন? উত্তর:—এস্থলে কোন্ জাতীয় কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের বধের ভয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ একভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে, ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের বধে পাপ নাই। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাঁহার স্বধর্ম্ম। তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য ভাবে বুঝাইতেছেন। এস্থলেও স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথাই বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিলে লোক জ্ঞানমার্গের সাধন এবং ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিলে ভক্তিমার্গের সাধন অবলম্বন করিতে পারে। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্ম করার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যথাযথভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গেলে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা আছে; চিত্তশুদ্ধ হইলে কোনও ভাগ্যবশতঃ ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে রতি জন্মিতে পারে। তৎপূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে, ভক্তির অনুষ্ঠানও হইবে না, অথচ চিত্তশুদ্ধির আনুকূল্যবিধায়ক কর্ম্মও ত্যাগ করা হইলে, চিত্তসংযমের কোনও সম্ভাবনাও থাকিবে না। গীতার আলোচ্য-শ্লোকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী এক শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। ৩৷১৯॥—অনাসক্তভাবে কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।" যিনি আত্মরতি, তাঁহার নিজের জন্য কর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ৩৷১৭॥ কিন্তু সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ লোকগণও অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন। কারণ, তাঁহারা হইলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আদর্শস্থানীয়; তাঁহারা যদি কোনও কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান না করেন, সাধারণ লোক তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কেবল বাহিরের আচরণ দেখিয়া মনে করিবে—কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইঁহারা কর্ম্ম করেন না; তাই সাধারণ লোকও কর্ম্ম না করিয়া অধঃপাতে যাইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম, বর্ণোচিত কর্ম্ম; অন্ততঃ সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াও তোমার এই কর্ম্ম করা উচিত। লোকসংগ্রহমেবাপিসংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩৷২০॥ দেখ, আমি তো ঈশ্বর; সাধারণ জীবের ন্যায়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও কর্ম্মের ফলে আমার জন্ম হয় নাই; আমি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছি। আমি অজ (জন্মমরণাদিশূন্য), অব্যয়, নিত্য। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্। ৪।৬॥ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ ৪।৯॥ আমার আবির্ভাব (জন্ম)ও দিব্য, আমার নিজের কর্ম্ম (লীলা)ও দিব্য—অপ্রাকৃত। স্বরূপতঃ আমার কোনও বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই; সুতরাং বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম বা কর্ম্ম)ও আমার নাই। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। ৩।২২॥ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম জীবের জন্য, জীবের চিত্তশুদ্ধির এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য। আমার জন্য নয়—তথাপি আমি যখন নরলীলা করিবার উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের অভিনয় করিতেছি, কর্ম্মের আমার প্রয়োজন না থাকিলেও আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি; না করিলে আমার অনুকরণে লোকসকলও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অধঃপাতে যাইবে।" এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—যাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে করার কোনই প্রয়োজনই নাই, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা কর্ম্ম তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ম্ম নয়; তাই তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তথাপি, যাহারা কোনওরূপ সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী নয়, তাহাদের আদর্শ স্থাপনের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ হোম করিয়াছেন, পঞ্চশূনাযজ্ঞ করিয়াছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদিও করিয়াছেন। (১০।৬৯।২৪-২৫॥) শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় প্রকটলীলায় তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায়—আর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা অনুষ্ঠিত হয় আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেরণায়।

কিন্তু "অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" শ্লোকে তাঁহার লীলার কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার লীলা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য, যেহেতু তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তিনি রসিক-শেখর। রস-আস্বাদনের জন্য তাঁর লীলা; পরমভক্তবৎসল বলিয়া পরিকর-ভক্তদের আনন্দচমৎকারিতা পোষণার্থই তাঁর লীলা। এই লীলা বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম নহে; এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন না এবং অর্জ্জুনের নিকটে এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলেনও নাই—ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। লীলা করেন তিনি তাঁহার পরিকরবর্গের সঙ্গে; তাঁর পরিকরবর্গ হইলেন তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অভিব্যক্তিবিশেষ; তাই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতে তাঁহাদের অধিকার; আর তাঁহাদের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীবও তাঁহাদের আনুগত্যে লীলায় তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যখন মায়ামুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়া লীলায় তাঁহার সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করার কথাও তাহার মনে জাগিবেনা; কারণ, জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে এবং লীলানুকরণ হইবে তাহার স্বরূপবিরোধী কার্য্য। সাধক জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং দাসোচিত সেবার ভাব চিত্তে স্ফুরিত করার জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই হইবে তাহার কর্ত্তব্য। তদ্‌বিপরীত কিছু করিলে তাহার শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণে কেবলমাত্র অপরাধই সঞ্চিত হইবে। দাস প্রভুর স্বরূপানুবন্ধি কার্য্যের অনুকরণ করিলে দণ্ডনীয়ই হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া যদি কোনও অধস্তন কর্ম্মচারী বিচারকার্য্য করিতে চেষ্টা করে, তাহার কি অবস্থা হয়? বিচারের যোগ্যতা বা অধিকারই বা তাহার কোথায়? জীব লীলার অনুকরণ করিবেই বা কিরূপে? লীলা কাকে বলে? আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে,—আনন্দঘনবিগ্রহ-শ্রীভগবানের আনন্দঘনবিগ্রহ-পরিকরদের সঙ্গে আনন্দময়ী খেলার নামই লীলা। লীলার প্রেরণা যোগায় চিদানন্দ এবং স্বরূপ-শক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি। জীবের চিদানন্দ কোথায়? লীলাশক্তিই বা জীবের সেবা করিবেন কেন? মায়াপুষ্ট দুর্ব্বাসনার প্রেরণাতেই জীব শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে; মায়াপুষ্ট কোনও দুর্ব্বাসনা বা সেই দুর্ব্বাসনাজনিত কোনও কার্য্য জীবকে মায়ামুক্ত করিতে সমর্থ নহে, বরং অপরাধের অতল সমুদ্রেই ডুবাইতে পারে। বিশেষতঃ লীলানুকরণ সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং লীলানুকরণে ভক্তির কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভেরও কোনও সম্ভাবনাও দেখা

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়—। কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায় না। বরং শাস্ত্রাদেশ-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সম্ভাবনাই দেখা যায়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসপ্রবর শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে; লীলানুকরণের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই; বরং "নৈতৎ সমাচরেদিত্যাদি" শ্লোকে লীলানুকরণের চিন্তাপর্য্যন্তও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়, শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে—একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ॥ গী, ১৬।২৪ ॥ আর শাস্ত্রবিধিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিলে যে সিদ্ধি বা সুখ বা শ্রেষ্ঠগতি পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ গীতা, ১৬।২৩॥ বস্তুতঃ শাস্ত্রবহির্ভূত পন্থায় আত্যন্তিকতার সহিত ভজনও উৎপাতবিশেষেই পরিণত হয়। স্মৃতিশ্রুতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ভ, র, সি, পূ, ২।৪৬ ধৃতযামলবচন ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

অথবা, দ্বিতীয় প্রকারের অন্বয়ানুগত অর্থ। নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।২।২১।৮৩॥" "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। বিষ্ণুপুরাণ।৪।১১।২॥" আলোচ্য শ্লোকে **মানুষং দেহং** বলিতে শ্রীকৃষ্ণের এই নরাকৃতি স্বয়ংরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। **আশ্রিতঃ**—প্রকটিত। মানুষং দেহং আশ্রিতঃ—নরাকৃতি স্বয়ংরূপকে প্রকটিত করিয়া। নরাকৃতি স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এমন সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার কথা শুনিয়া লোকে ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইতে পারে। মানুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ—"মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া" এইরূপ হইতে পারে না; এইরূপ অর্থ করিলে অনেক সিদ্ধান্ত-বিরোধ জন্মে। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিয়াছেন বলিলে বুঝা যায়, নরাকৃতি তাঁহার স্বরূপ নহে। দ্বিতীয়তঃ, শক্ত্যাদি দ্বারা মানুষ-ভক্ত-বিশেষের দেহে যখন ভগবানের আবেশ হয়, তখন তাঁহাকে আবেশাবতার বলে; আবেশাবতার জীব; তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরদের কোনও লীলা হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই যদি কৃষ্ণের স্বরূপ মনে করা যায়, তাহাহইলেও গুরুতর দোষ জন্মে। শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণরূপের সঙ্গে, কেবল হস্ত-পদাদির সংখ্যা ব্যতীত মনুষ্য-দেহের অপর কোনও সামঞ্জস্যই নাই। গুণেরও সামঞ্জস্য নাই। অধিকন্তু জীব অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়াধীন; শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, অজ, মায়াধীশ; সুতরাং মানুষ মাত্রের দেহই যে কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা বলা সঙ্গত নহে। এইরূপে মানুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ—"মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া"—হইতেই পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ স্বরূপে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, ভক্তদের প্রতি এবং সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটন; ইহা তাঁহার পরম-করুণত্বের পরিচায়ক। আরও দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা শুনিয়া লোক ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলানুশীলনে রত হইবে; এইরূপেই প্রকট লীলা দ্বারা রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচারিত হইয়া থাকে। ১৪শ পয়ারে যে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার একটী হেতু—"রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।" এই শ্লোকে তাহাই প্রমাণিত হইল।

৩১। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ভবেৎ" ক্রিয়ার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

ভবেৎ ক্রিয়া—শ্লোকস্থ "তৎপরো ভবেৎ" বাক্যের অন্তর্গত "ভবেৎ" শব্দটী ক্রিয়াপদ। **বিধিলিঙ**—ইহা ব্যাকরণের একটী পারিভাষিক শব্দ; কোনও ক্রিয়াপদ যদি বিধি-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর বিধিলিঙের প্রত্যয় প্রয়োজিত হয়। বিধিলিঙে, প্রথমপুরুষের একবচনে ভূ-ধাতুর রূপ হয় "ভবেৎ"—ইহার অর্থ—

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রকট্য-কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩২
এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৩
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"হওয়া উচিত, হওয়াই বিধি।" **সেই ইহা কয়**—বিধিলিঙ বলে; বিধিলিঙের তাৎপর্য্য এই যে। কি বলে? **কর্ত্তব্য অবশ্য এই**—ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য (বিধিলিঙে ইহা বলে)। তৎপর (ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ) হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই বিধি। যাহা পালন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অপালনে পাপ-সঞ্চার হয়, তাহাকে বলে বিধি। **অন্যথা**—না করিলে; ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ না হইলে। **প্রত্যবায়**—বিঘ্ন, অমঙ্গল, পাপ।

বিধিলিঙ্-নিষ্পন্ন "ভবেৎ"-ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষমাত্রকেই ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই বিধি। যদি কেহ ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল হইবে।

৩২। ১৪শ পয়ারোক্ত "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ"-বাক্যের উপসংহার করিতেছেন।

এই বাঞ্ছা—২৯শ পয়ারোক্ত "রস-নির্য্যাস-আস্বাদনের" এবং "রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের বাঞ্ছা (বাসনা)"। ১৪শ পয়ারে এই দুইটী বাসনার উল্লেখ করিয়া ১৬—২৯ পয়ারে রস-নির্য্যাস-আস্বাদন-বাসনার এবং ২৯-৩১ পয়ারে রাগ-ভক্তি-প্রচারের বাসনার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। এই দুইটী বাসনাই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য হেতু। **যৈছে**—যেমন; যেরূপ। **কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যের কারণ; ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার (প্রকট-লীলা করার) হেতু। **প্রাকট্য**—প্রকটন; শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহকে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের নয়নগোচর করা। **অসুর-সংহার**—কংসাদি অসুরের বিনাশ। **আনুষঙ্গ প্রয়োজন**—আনুষাঙ্গিক বা গৌণ কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিতেছেন—প্রথমে শ্রীচৈতন্যাবতারের গৌণ কারণ বলিতেছেন।

এই মত—তদ্রূপ। **চৈতন্যকৃষ্ণ**—শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **পূর্ণ ভগবান্**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন**—কলিকালের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-প্রচার। **নহে তাঁর কাম**—তাঁহার কার্য্য নহে। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অসুর-সংহারাদি যেমন পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে, তদ্রূপ যুগধর্ম্ম-নামকীর্ত্তনের প্রচারও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পূর্ণ-ভগবান্, যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার অংশ যুগাবতার দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

৩৪। যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য না হইলে, তিনি নাম-প্রচার করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তখন যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনেরও সময় হইয়াছিল; সুতরাং যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল; বিষ্ণু স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্ভূত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার মধ্যে থাকিয়াই যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহের সাহায্যেই বিষ্ণু এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারের মর্ম্মানুসারে এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়)।

অথবা, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য না হইলেও তাঁহার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন যগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের সময়ও উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার অন্তরঙ্গ-উদ্দেশ্য-মূলক কার্য্য-

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক-ভাবে যুগধর্ম্মেরও প্রবর্ত্তন করিলেন; তাই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হইল তাঁহার আনুষঙ্গিক কার্য্য মাত্র, মুখ্য কার্য্য নহে।

কোন কারণে—কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণে: এই কারণটী কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। **যবে**—যখন। **অবতারে মন**—অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা। **যুগধর্ম্ম-কাল**—যুগধর্ম্ম-প্রচারের সময়। **সে-কালে মিলন**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে মিলিত হইল; উভয় সময়ই একত্রে উপস্থিত হইল।

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের যেমন (প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন ও রাগমার্গ-ভক্তিপ্রচার—এই) দুইটী মুখ্য হেতু আছে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-অবতারেরও দুইটী মুখ্য হেতু আছে,—তাহাই বলিতেছেন। প্রেম-আস্বাদন একটী এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন একটী—এই দুইটী শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য হেতু।

দুই হেতু—দুইটী হেতুবশতঃ; দুইটী মুখ্য কারণে। **অবতরি লঞা** ভক্তগণ—স্বীয় পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি যেমন স্বীয় ব্রজপরিকরদের সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যরূপেও তিনি তাঁহার নবদ্বীপ-পরিকরদের লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৪।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। নবদ্বীপে যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-গৌর-পরিকর (সাধনসিদ্ধও কেহ কেহ থাকিতে পারেন)। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও এ কথা বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ—প্রার্থনা।" **আপনি**—স্বয়ং। **আস্বাদে প্রেম** ইত্যাদি—প্রেম আস্বাদন করেন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করেন। তাহা হইলে প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছা একটী এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন-আস্বাদনের ইচ্ছা একটী, এই দুইটীই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ।

শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-কথনে পরবর্ত্তী এক পয়ারে বলা হইয়াছে—"তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ। ১।৪।২২৩" ব্রজলীলায় যে তিনটী বাসনা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ হয় নাই (এই তিনটী বাসনার কথা পরে এই পরিচ্ছেদেই বলা হইবে), সেই তিনটী বাসনার পূরণের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারের মূল কারণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, প্রেম-আস্বাদন ও নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদনই মূল কারণ। ইহার সমাধান এই যে, তিনটী বাসনা পূরণের ইচ্ছাও নাম-প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছারই অন্তর্ভূত বলিয়া মুখ্যকারণের সামান্য-কথনে নাম-প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছাকেই মুখ্যকারণ বলা হইয়াছে।

প্রেমের আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে; যিনি প্রেমের বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োজিত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের; আর যিনি প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করেন, সেই শ্রীরাধিকাদিকর্ত্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের। ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্রয়রূপে তিনি ব্রজে প্রেমাস্বাদন করিতে পারেন নাই—এই আশ্রয়রূপে প্রেমের আস্বাদন-বাসনাই তিন রূপে অভিব্যক্ত হইয়া তিনটী বাসনা হইয়াছে; এই তিনটী বাসনাই শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য হেতু বলিয়া পরে বিবৃত হইয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদনও বিষয়রূপে ও আশ্রয়রূপে দুই রকমের; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে ব্রজলীলাতেই নামের আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই। নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আশ্রয়রূপে তিনি প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন করিয়াছেন।

৩৬। সূত্ররূপে শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্যকারণের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আনুষঙ্গিক কারণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে—এমন

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর শৃঙ্গার।
চারি-ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কি চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও—নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়াছে; পরম-করুণ শ্রীচৈতন্য যেন প্রেম-সূত্রে নামের মালা গাঁথিয়াই এইরূপে জগদ্‌বাসী জীব-সমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন।

সেইদ্বারে—নাম-প্রেম আস্বাদনের দ্বারা; নাম-প্রেম আস্বাদনের ব্যপদেশে। **আচণ্ডালে**—চণ্ডালকে পর্য্যন্ত। চণ্ডাল অত্যন্ত হীনজাতি; প্রচলিত স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহাদের অধিকার নাই; কিন্তু পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাদিগকে পর্য্যন্ত নাম-প্রেম দান করিয়া ভগবদ্‌ভজনে অধিকারী করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। **কীর্ত্তন-সঞ্চার**—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার। **নাম-প্রেম-মালা**—নাম ও প্রেমের মালা; প্রেমের সূত্রে গাঁথা নামের মালা। **পরাইল সংসারে**—সংসারস্থ (অথবা সংসারাবদ্ধ) জীবসমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন (নাম-প্রেমের মালা); শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলকেই প্রেমদান করিলেন এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করাইলেন; প্রেমের সহিত নামকীর্ত্তন করাইয়া সকলকেই অপ্রাকৃত আনন্দের অধিকারী করিলেন।

প্রতি কলিযুগে যুগাবতারও নাম প্রচার করেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেম প্রচার করিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রেমও দান করিয়াছেন এবং ঐ প্রেমের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনও প্রচার করিয়াছেন; ইহাই যুগাবতারের কার্য্য হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে যুগাবতার নহেন, এই প্রেম-প্রচার-কার্য্যদ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের প্রেম-রস-নির্য্যাসের আস্বাদন এবং ভক্তকৃত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন তো শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাতেই করিয়াছেন; নবদ্বীপ-লীলায় নাম-প্রেম-আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়াছেন প্রেমের ও নাম-কীর্ত্তনের বিষয়রূপে; আশ্রয়রূপে প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন—শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদন—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পায়েন নাই; এই আস্বাদন কেবলমাত্র ভক্তেরই প্রাপ্য; কারণ, ভক্তই প্রেমের আশ্রয় এবং নাম-কীর্ত্তনকারী। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া (শ্রীচৈতন্যরূপে) প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের আস্বাদন করিয়াছেন।

ভক্তভাব—ভক্তের ভাব; ভক্ত নিজ মনে যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব। **অঙ্গীকার**—স্বীকার, গ্রহণ। **আপনি আচরি** ইত্যাদি—ভক্তভাবে নিজে নাম-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; তিনি উপদেশও দিয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

৩৮। তিনি কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ৩৮—৪৫ পয়ারে।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি নানাভাবের নানারকম ভক্ত আছেন; এই সমস্ত ভাবের মধ্যে মধুর বা কান্তাভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যেহেতু অন্যান্য সকল ভাব এই কান্তাভাবেরই অন্তর্ভুক্ত আছে এবং শ্রীকৃষ্ণও এই কান্তাভাবেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বশীভূত, এই কান্তাভাবের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা লাভ হইতে পারে। গোপসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী; তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম রসই আস্বাদনীয়; সর্ব্বোত্তম রস আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বোত্তম ভক্তের ভাবই গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

দাস্য-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কান্তাভাবেই যে মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রথমতঃ তাহাই দেখাইতেছেন তিন পয়ারে।

নিজনিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে॥ ৩৯
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥ ৪০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫.২১)—
যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নম্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ কুচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তরক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসন একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্ত্যস্য চ রসাভাষিতাপর্য্যবসানান্নাস্তি ইতি সত্যম্। তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্যতু সামগ্রী-পরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ। শ্রীজীবগোস্বামী॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস্য—দাস্য-সখ্যাদিভাবের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯।২০শ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **শৃঙ্গার**—কান্তাভাব; স্ত্রীর সহিত পুরুষের এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীর সংযোগের অভিলাষকে শৃঙ্গার বলে; "পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ পুংসঃ সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্॥ ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ।" **চারিভাবের**—দাস্যসখ্যাদি চারি ভাবের। **চতুর্ব্বিধ ভক্ত**—চারি ভাবের ভক্ত; দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদি, বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তাভাবের ভক্ত শ্রীরাধিকাদি। **আধার**—আশ্রয়; যাঁহাদের মধ্যে দাস্যাদি ভাব থাকে, অর্থাৎ যাঁহারা দাস্যাদিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারাই ঐ সকল ভাবের আধার বা আশ্রয়। রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের আশ্রয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের আশ্রয়, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের আশ্রয় এবং শ্রীরাধিকাদি কান্তাভাবের আশ্রয়। ব্রজে শান্তরসের পরিকর নাই বলিয়া এস্থলে শান্তভক্তের কথা বলা হইল না। শান্তরসের ভক্তের ধাম বৈকুণ্ঠ।

৩৯। চারিভাবের ভক্তগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবকে অপর ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যিনি দাস্যভাবের ভক্ত, তিনি মনে করেন, দাস্যভাবই বাৎসল্যাদি ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ; সখ্যাদিভাবের ভক্তদের সম্বন্ধেও এই কথা। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

মানে—মনে করে। **কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে**—নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ উৎপাদন করেন, সেই সুখের আস্বাদন করেন; ভাবানুকূল সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করিয়াই আনন্দ অনুভব করেন; স্বতন্ত্রভাবে আত্মসুখের কোনও অপেক্ষাই রাখেন না।

৪০। যিনি যে ভাবে মগ্ন আছেন, তিনি সেই ভাবকেই অন্যান্য সকল ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, যদি কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্য ভাব অপেক্ষা কান্তাভাবেই রস-মাধুর্য্য অনেক বেশী, সুতরাং কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ।

সব রস—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রস। **শৃঙ্গারে**—কান্তাভাবে। **মাধুরী**—মাধুর্য্য।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অসৌ (ঐ) রতিঃ (পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি) যথোত্তরং (উত্তরোত্তর ক্রমে) স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী (স্বাদবিশেষের আধিক্যবতী) অপি (হইলেও) বাসনয়া (বাসনাভেদে) কা অপি (কোনও রতি) কস্যচিত (কাহারও—কোনও ভক্তের) স্বাদ্বী (অভিরুচিতা) ভাসতে (প্রতীয়মান হয়)।

অনুবাদ। (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) এই পঞ্চবিধা মুখ্যারতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট হইলেও বাসনা-ভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে। ৫।

অতএব 'মধুর-রস' কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪১

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট ; অর্থাৎ শান্তরতি অপেক্ষা দাস্যরতিতে, দাস্য-অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য ; এইরূপে আস্বাদ্যত্ব-বিষয়ে মধুরা-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (সমস্ত রস হইতে শৃঙ্গার-রসেই যে মাধুর্য্যের আধিক্য, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইল)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শৃঙ্গার-রসেই যদি মাধুর্য্যের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সকল ভক্তই শৃঙ্গার-রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন না কেন ? কোনও কোনও ভক্তকে অন্য রসে রুচিযুক্ত দেখা যায় কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাসনা-ভেদেই এইরূপ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা ; তাই সর্ব্বাধিক-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট একমাত্র শৃঙ্গার-রসেই সকলের রুচি হয় না, অন্যান্য রসেও কাহারও কাহারও রুচি হয়।

৪১। শৃঙ্গার-রসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া, শৃঙ্গার-রসেই মাধুর্য্যের পর্য্যবসান বলিয়া, শৃঙ্গার-রসকে "মধুর-রস" বলে। এই মধুর-রস দুই রকমের—স্বকীয়া-মধুর-রস ও পরকীয়া-মধুর-রস।

স্বকীয়া—নিজের বিবাহিতা পত্নীকে স্বকীয়া পত্নী বলে। "করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥ যাহারা পাণিগ্রহণ (বিবাহ)-বিধি-অনুসারে প্রাপ্তা এবং পতির অজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং যাহারা পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকে স্বকীয়া বলে। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৩॥" শ্রীরুক্মিণী-আদি দ্বারকা-মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী ; যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছেন (প্রকট-লীলায়)। অপ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র অভিমানবশতঃ তাঁহাদের স্বকীয়াত্ব, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা—এই অভিমানই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে মনে পোষণ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও স্বকীয়াভাব। **পরকীয়া**—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণাঃ। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি অনুসারে পত্নীরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারা পরকীয়া। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৬॥" ব্রজের প্রকট লীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা ; কারণ, প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অনুসারে পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিয়াই অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা আবার দুই রকমের—কন্যকা ও পরোঢ়া। যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং যাঁহারা পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন, এইরূপ যে সকল গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে **কন্যকা**-পরকীয়া বলে। ব্রজের কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা ধন্যাদি গোপকন্যাগণ কন্যকা-পরকীয়া কান্তা। আর অন্য গোপের সহিত যাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে (বলিয়া সকলের প্রতীতি), কিন্তু পতি-সঙ্গ না করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের নিমিত্তই লালসাবতী, তাঁহাদিগকে **পরোঢ়া** কান্তা বলে। বলা বাহুল্য, এই পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীদিগের কখনও সন্তানাদি জন্মে নাই, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুষ্পোদ্গমও হয় নাই। "গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ। পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ২৪॥" শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা (প্রকট-লীলায়)।

স্বকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় শ্রীকৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম স্বকীয়া-মধুর রস ; আর পরকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় তিনি যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম পরকীয়া-মধুর রস।

৪২। স্বকীয়া-কান্তার ভাব অপেক্ষা পরকীয়া কান্তার ভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। রসোচ্ছ্বাসের আধিক্যই এই উৎকর্ষের হেতু।

পরকীয়া-ভাব—শ্রীরাধিকাদি পরকীয়া কান্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরকীয়া-কান্তা-প্রেম। **রসের**—কান্তা-রসের ; মধুর-রসের। **উল্লাস**—উচ্ছ্বাস। **ব্রজবিনা**—প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত। **অন্যত্র**—অন্য কোনও ধামে। **ইহার**—পরকীয়া-ভাবে রসোল্লাসের। **বাস**—বসতি, অস্তিত্ব।

এই পয়ারে মর্ম্ম এই :—স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবে কান্তারসের উচ্ছ্বাস অত্যধিক ; কিন্তু প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদ্ধামেই এইরূপ পরকীয়া-কান্তাভাবে রসোল্লাসের অস্তিত্ব নাই।

তীব্রক্ষুধা যেমন ভোজন-রসের চমৎকারিতা-আস্বাদনের হেতু, তদ্রূপ বলবতী উৎকণ্ঠাই নায়ক-নায়িকার মিলন-জনিত আনন্দ-চমৎকারিতা-আস্বাদনের হেতু। মিলন-বিষয়ে যতই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির অবকাশ থাকে, মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও ততই আস্বাদ্য হয়। আবার মিলন-চেষ্টায় যতই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্বকীয়া-কান্তার সহিত মিলনে বেদ-ধর্ম্মের, লোক-ধর্ম্মের, স্বজনগণের—সকলেরই অনুমোদন আছে ; কেবল অনুমোদন মাত্র নহে, এই মিলন সকলেরই অভিপ্রেত ; তাই এইরূপ মিলনে বিশেষ কোনও বাধাবিঘ্ন নাই, সুতরাং মিলনোৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির অবকাশও বিশেষ নাই। এজন্য স্বকীয়া-কান্তার সহিত মিলনে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু আনন্দ-চমৎকারিতা নাই ; স্বকীয়া-কান্তা অনায়াস-লভ্যা ; তাই তাহার সহিত মিলনে সাধারণতঃ আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। যাহা বহু-আয়াস-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই চমৎকারিতার আধিক্য। পরকীয়-নায়ক-নায়িকার মিলন বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজনাদির অনুমোদিত নহে ; ইহা সকলেরই অনভিপ্রেত এবং সকলের নিকটেই নিন্দনীয়। সকলেই এইরূপ মিলনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। অথচ, পরকীয়-নায়ক-নায়িকা কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বশতঃই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদিকে উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়। বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিপথে কোনও প্রবল-বাধা উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনুরাগ বশতঃ মিলন-চেষ্টায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এই সকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা মিলিত হইবার সুযোগ পায়েন, তখন সম্বর্দ্ধিত-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মিলনানন্দও অপূর্ব্ব-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই স্বকীয়াভাব হইতে পরকীয়া-ভাবের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। "বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥ উঃ নীঃ নায়কভেদ। ১৫॥" ইহার অনুবাদ—"লোক-শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ। প্রচ্ছন্নকামুক যাথে দুর্ল্লভ মিলন॥ তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়। মহামুনি নিজশাস্ত্রে এই মত কয়॥ উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা, প্রথম অধ্যায়, নায়ক-ভেদ॥" যে রমণীর সহিত মিলন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এবং যে রমণী সুদুর্ল্লভা, নাগরদিগের হৃদয় সাধারণতঃ তাঁহাতেই বেশী আসক্ত হয়। "যত্র নিষেধ-বিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৯॥" বাস্তবিক নাগরীদিগের বামতা, দুর্ল্লভত্ব এবং পতি-আদিকর্ত্তৃক মিলন-বিষয়ে তাঁহাদের নিবারণই পঞ্চশরের পরমায়ুধের ন্যায় নাগরদিগের চিত্তকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়া থাকে। "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৯॥" এই সমস্ত কারণেই স্বকীয়া-কান্তা অপেক্ষা পরকীয়া-কান্তার সঙ্গমে আনন্দ-চমৎকারিতার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়।

এইরূপ মাধুর্য্য-চমৎকারিতাময় পরকীয়া-ভাব প্রকট-ব্রজলীলায় ব্যতীত অন্য কোনও ধামেই নাই—বৈকুণ্ঠে নাই, দ্বারকায় নাই, এমন কি গোলোকেও নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলা সম্বন্ধীয় কথাই বলা হইতেছে ; সুতরাং এই পয়ারে স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবের যে উৎকর্ষের কথা বলা হইল, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলা সম্বন্ধেই, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলন-সম্বন্ধে নহে। প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার মধ্যে স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়াভাবের উৎকর্ষ নাই, বরং অপকর্ষই সর্ব্বজন-বিদিত। কারণ, পরকীয়া প্রাকৃত-নায়িকার সহিত প্রাকৃত-নায়কের মিলনে আপাতঃ-রমণীয়তা থাকিলেও ইহার পরিণাম—ইহকালে নিন্দা, রোগ, মনস্তাপ, এমন কি অপমৃত্যু পর্য্যন্ত ; আর পরকালে নরক-যন্ত্রণা। আলোচ্য পয়ারে পরকীয়াভাবকে রস বলা হইয়াছে ; কিন্তু

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪৩

প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে প্রাকৃত পরকীয়াভাব রসমধ্যে পরিগণিত নহে। "উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতৌ চ তথাঽনুভবনিষ্ঠায়াম্। প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্র-তির্য্যগাদিগতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যমিতি। উঃ নীঃ নায়ক-ভেদ। ১৬। লোচনরোচনীধৃত-সাহিত্যদর্পণবচনম্।" শৃঙ্গার-রসে প্রাকৃত ঔপপত্য বিশেষরূপে নিন্দিত। ইহা হইতেও প্রতীতি হয় যে, এই পয়ারের পরকীয়াভাব প্রাকৃত ঔপপত্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে সাহিত্য-দর্পণের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণভাবে উপনায়ক-সংস্থা রতি বা ঔপপত্যই শৃঙ্গার-রসে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; কেবল যে প্রাকৃত-ঔপপত্য অনুচিত, তাহা বলা হয় নাই। এমতাবস্থায়, অপ্রাকৃত ব্রজলীলার ঔপপত্য-ভাব কিরূপে রসরূপে গণ্য হইতে পারে? অপ্রাকৃত হইলেও ইহা ঔপপত্য তো বটে? ইহার উত্তরে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি বলিতেছেন—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥—যে ঔপপত্যভাবকে ঘৃণিত বলিয়া রস-শাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক-সম্বন্ধেই; রস-নির্য্যাস-আস্বাদনার্থ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নহে। নায়কভেদ। ১৬॥" ইহার হেতু এই যে, বাস্তব-ঔপপত্যই দূষণীয়; কিন্তু ব্রজলীলার ঔপপত্য বাস্তব নহে, (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ব্রজে স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব মাত্র; ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা; তাঁহারা স্বরূপতঃ স্বকীয়াকান্তা বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে রসের উদ্ভব হইয়াছে; পরে পরকীয়া-ভাবের প্রভাবে সেই রসই উচ্ছ্বাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকট-ব্রজলীলা ব্যতীত অন্য কোথায়ও এইরূপ স্বকীয়াকান্তায় পরকীয়াভাব লক্ষিত হয় না; কারণ, অন্য কোনও স্থলেই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব নাই; জনসমাজেও ইহা নাই।

৪৩। পরকীয়া নায়িকার ভাব কাহাদের মধ্যে আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে ঐ ভাব কতটুকু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতেছেন। ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যেই এই পরকীয়াভাব দৃষ্ট হয়; তাঁহাদের মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগের ভাব চরমসীমার পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মাদনাখ্য-মহাভাবই প্রেমের শেষ সীমা। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ পর্য্যন্ত এবং অন্য গোপীদিগের প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

ব্রজবধূগণের—ব্রজগোপীদিগের। বধূ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপগণের সহিত কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীদিগের বিবাহের প্রতীতি সূচিত হইতেছে; ইহাতেই তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে। **এই ভাব**—এই কান্তাভাব; মধুর-ভাব। **অবধি**—সীমা। **নিরবধি**—নিঃ+অবধি; নিঃ উপসর্গের অর্থ সামীপ্য (শব্দকল্পদ্রুম); যাহা অবধির (সীমার) সমীপে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নিরবধি। ব্রজবধূগণের কান্তাপ্রেম, প্রেম-বিকাশের সীমার (মাদনাখ্য-মহাভাবের) সমীপে অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত (নিরবধি) উপনীত হইয়াছে। **তার মধ্যে**—ব্রজবধূগণের মধ্যে। **ভাবের**—কান্তাপ্রেমের। **অবধি**—শেষ সীমা; মাদনাখ্য-মহাভাব। প্রেমের চরম-পরিণতি হইল মাদনাখ্য-মহাভাব; ইহাই প্রেমের অবধি; শ্রীরাধিকার প্রেম এই মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাই শ্রীরাধিকার প্রেমের বৈশিষ্ট্য। অন্য গোপীদের মধ্যে মাদনাখ্য-মহাভাব নাই, মাদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য সমস্ত স্তরই তাঁহাদের মধ্যে আছে।

৪৪। শ্রীরাধার প্রেমের আরও বিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। ইহা অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত, স্বসুখ-বাসনা-শূন্য এবং সর্ব্বোত্তম; একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে পারে।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যুবক-যুবতীর যে ভাব-বন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বলে প্রেম। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস-কারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উ, নী, স্থা-৪৬ ॥" এই ভাব-বন্ধনের মূল হইল পরস্পরের প্রীতি-ইচ্ছা; শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির এবং শ্রীরাধিকাদিকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহাদের ভাব-বন্ধনের হেতু এবং তাহাই প্রেম। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে বিচ্ছেদ একেবারেই অসহ্য, তখন তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। "প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্র স্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা। উঃ নীঃ স্থা, ৫২॥" **প্রৌঢ়**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। **নির্ম্মল**—স্বসুখ-বাসনাদিরূপ মলিনতাশূন্য। **ভাব**—রতি, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনা। **সর্ব্বোত্তম**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দাস্য-সখ্যাদি ভাব হইতে কান্তাভাব শ্রেষ্ঠ; কান্তাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (প্রৌঢ়) কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীরাধিকার ভাবই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **মাধুরী**—মাধুর্য্য। **কারণ**—হেতু, উপায়। **কৃষ্ণের মাধুরী** ইত্যাদি—শ্রীরাধিকার প্রৌঢ় নির্ম্মল প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়। প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়; যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন। "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ১।৪।১২৫-শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥" সুতরাং যাঁহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ। শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (ভাবের অবধি); সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমই, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়।

৪৫। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ৩৭শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। সর্ব্বোত্তমরূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তজ্জন্য সর্ব্বোত্তম প্রেমের প্রয়োজন। ৩৮—৪৪ পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোত্তম এবং শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই সর্ব্বোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাইতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিলেন।

অতএব—শ্রীরাধিকার প্রেম সর্ব্বোত্তম বলিয়া এবং পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের কারণ বলিয়া। **সেই ভাব**—শ্রীরাধিকার ভাব। **সাধিলেন**—সিদ্ধ করিলেন, পূর্ণ করিলেন। **নিজ বাঞ্ছা**—নিজের ইচ্ছা, স্বীয়-মাধুর্য্য আস্বাদনের ইচ্ছা। যে ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যায়, সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজের বাসনা পূর্ণ করিলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য (স্ব-মাধুর্য্য) আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল।

গৌরাঙ্গ শ্রীহরি—গৌরাঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণ; যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গৌরবর্ণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত বর্ণ শ্যাম, গৌর নহে; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়া স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সময়ে তিনি গৌরবর্ণও হইলেন, ইহাই "গৌরাঙ্গ শ্রীহরি" বাক্য হইতে বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে শ্রীরাধার গৌর-কান্তিও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কান্তিদ্বারা স্বীয় স্বাভাবিক-শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহাও সূচিত হইতেছে।

পরবর্ত্তী প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া গৌরাঙ্গ হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতন্যস্তবে
(১ম চৈতন্যাষ্টকে ২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এষ চৈতন্যদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ কৃষ্ণস্বাংশঃ। কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তী রক্তস্ত্রেতাযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলৌ চাপি শ্যামলাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইতি। তস্য শ্যামবর্ণত্বস্মরণাৎ কিন্তু প্রেয়সীভাবকান্তিভ্যাং পিহিতস্বভাবকান্তিঃ কৃষ্ণ এবাবিরভূৎ ইতি ভাবেনাহ সুরেশানামিতি। দুর্গং নির্ভয়স্থানং গতিঃ পরতত্ত্বসঞ্চারঃ। সর্ব্বস্বং তপোবিজ্ঞান-লক্ষণমৈহিকঞ্চ ধনম্। প্রণতপটলীনাং দাসভক্তবৃন্দানাং মধুরিমা দাস্যভক্তিমাধুর্য্যম্। সংঘাতে প্রকরৌঘবারনিকরব্যূহাঃ সমূহশ্চঃ যঃ সন্দোহঃ সমুদায়রাশি বিসরব্রাতাঃ কলাপো ব্রজঃ। কূটং মণ্ডলচক্রবালপটলস্তোমোগণঃ পেটকং বৃন্দং চক্রকদম্বকং সমুদয়ঃ পুঞ্জোৎকরৌ সংহতি রিতি হৈমঃ। নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং সমস্তব্রজবনিতানাং প্রেম্নঃ কৃষ্ণবিষয়কস্য বিনির্য্যাসঃ সারঃ স চৈতন্যঃ কিমিত্যাদি। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সুরেশানাং (ইন্দ্রাদি-দেবগণের) দুর্গং (দুর্গ—নির্ভয় স্থান), উপনিষদাং (শ্রুতি সকলের) অতিশয়েন (অতিশয়রূপে—একমাত্র) গতিঃ (লক্ষ্য), মুনীনাং (মুনিদিগের) সর্ব্বস্বং (সর্ব্বস্ব), প্রণতপটলীনাং (ভক্ত-সমূহের) মধুরিমা (মাধুর্য্য), নিখিল-পশুপালাম্বুজদৃশাং (সমস্ত ব্রজবনিতাদিগের) প্রেম্নঃ (প্রেমের) বিনির্য্যাসঃ (সার) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি (আবার) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ পদং (দৃষ্টির পথে) যাস্যতি (যাইবেন)।

অনুবাদ। যিনি ইন্দ্রাদি-দেবগণের পক্ষে দুর্গের ন্যায় নির্ভয়স্থান-তুল্য, যিনি শ্রুতিসকলের একমাত্র গতি বা লক্ষ্য, যিনি মুনিগণের সর্ব্বস্ব, যিনি প্রণত ভক্তগণের পক্ষে মাধুর্য্যস্বরূপ এবং যিনি পঙ্কজ-নয়না ব্রজবনিতাদিগের প্রেমের সার স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন? ৬।

দুর্গ—প্রাচীরাদি-বেষ্টিত সুরক্ষিত বাসস্থান। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং দুর্গ অত্যন্ত নিরাপদ স্থান। শ্রীচৈতন্যকে ইন্দ্রাদি-দেবগণের সম্বন্ধে দুর্গস্বরূপ বলা হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রাদিদেবগণ যদি শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে অসুরাদির আক্রমণ হইতে তাঁহাদের আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না, তাঁহারা নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন। **উপনিষদামিত্যাদি**—শ্রুতিই (উপনিষৎ) সমস্ত শাস্ত্রের মূল এবং শীর্ষস্থানীয়। শ্রুতিসকল বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রতিপাদ্যবিষয় একই—পরতত্ত্ব; সেই পরতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং তিনিই সমস্ত শ্রুতির একমাত্র লক্ষ্য। **সর্ব্বস্ব**—সর্ব্ব-সম্পত্তি; ধন-আদি মুনিগণের ইহকালের এবং তপোবিজ্ঞানাদি পরকালের সম্পত্তি। শ্রীচৈতন্য মুনিদিগের সম্বন্ধে যথাসর্ব্বস্ব; ইহকালে মুনিগণের যাহা কিছু আছে এবং পরকালের উদ্দেশ্যে তাঁহারা তপস্যা-আদি যাহা কিছু করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই তৎসমস্তের পর্য্যবসান। **প্রণতপটলীনাং**—প্রণত-জনসমূহের অর্থাৎ ভক্তদের। **মধুরিমা**—মাধুর্য্য। ভক্তি-রাণীর কৃপায় ভক্তগণ যখন ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীবিগ্রহই যেন মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমাকর্ষকত্ব সূচিত হইতেছে। **প্রেম্নঃ নির্য্যাসঃ**—প্রেমের সার; প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা। মাদনাখ্য-মহাভাবই কান্তাপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা, ইহাই কান্তাপ্রেমের নির্য্যাস; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে এই প্রেম-নির্য্যাস-স্বরূপ বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার সমগ্র বিগ্রহ মাদনাখ্য-মহাভাব-রসে পরিনিষিক্ত হইয়াছে, তিনি মাদনাখ্য-মহাভাবেরই যেন প্রকট বিগ্রহ। ২।৮।১৫৩-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

তথৈব দ্বিতীয়স্তবে (২য় চৈতন্যাষ্টকে ৩)—
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ চতুর্থযুগাবতারঃ শ্যামলাঙ্গঃ। কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তিরিত্যাদি স্মারণাৎ। অস্ততু চৈতন্যস্য তদ্যুগাবতারস্য গৌরত্বং কুতস্তত্রাহ অপারমিতি। যঃ কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য স্নিগ্ধভক্তনিচয়স্য কমপ্যনির্ব্বাচ্যং মধুরং শৃঙ্গারাপরপর্য্যায়ং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্বাদয়িতুং স্বাং রুচিং দ্যুতিং আবব্রে পিদধে। কিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ। তদীয়াং তদ্বৃন্দসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্ উপরি প্রকাশয়ন্। অন্যোঽপি চৌরঃ স্বরূপমাবৃত্য চোরয়তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ। এবং কুতশ্চকার তত্রাহ কুতুকীতি। তাসাং ভাবাস্বাদে বিনোদবান্। যদ্যপ্যুক্তস্মৃতেঃ প্রতিকলিযুগাবতারঃ শ্যামলস্তথাপি বৈবস্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশতিতম-চতুর্যুগীয়-কলিসন্ধ্যায়াং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এব স্বপ্রেয়স্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কান্তিভাবাভ্যাং স্বকান্তিভাবৌ সমাবৃণ্বন্নবততার ইতি স্বীকর্ত্তব্যঃ। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। অন্বয়। কুতুকী (কৌতূহলবিশিষ্ট) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) কস্য অপি (কোনও) প্রণয়িজনবৃন্দস্য (প্রণয়িজনবৃন্দের—শ্রীরাধার) কমপি (কোনও—অনির্ব্বচনীয়) অপারং (অপরিসীম) মধুরং (মধুর) রসস্তোমং (রস-সমূহকে) হৃত্বা (হরণ করিয়া) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে—আস্বাদন করিতে) ইহ (জগতে) তদীয়াং (তৎসম্বন্ধিনী—শ্রীরাধাসম্বন্ধিনী) দ্যুতিং (কান্তিকে) প্রকটয়ন্ (প্রকটিত করিয়া) স্বাং (স্বীয়—শ্রীকৃষ্ণের নিজের) রুচং (কান্তিকে) আবব্রে (আবৃত করিয়াছেন) সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অতিশয়রূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন)। অথবা, কুতুকী যঃ প্রণয়িজনবৃন্দস্য [মধ্যে] কস্যাপি [প্রণয়িজনস্য] ইত্যাদি।

অনুবাদ। যিনি কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের (অথবা প্রণয়িনী ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কোনও একজনের—শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের (অথবা, সেই শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্যাম-কান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন। ৭।

প্রণয়িজনবৃন্দ—কৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজাঙ্গনাসমূহ। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাসমূহের রস-স্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। কিন্তু প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমস্ত গোপীদের ভাব গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এই শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাসমূহের ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, ব্রজাঙ্গনাসমূহের মধ্যে শ্রীরাধাও অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীরাধাই অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মূল বলিয়া শ্রীরাধার ভাবে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার ভাবই অন্তর্ভুক্ত আছে; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাসমূহের ভাব বলিলে শ্রীরাধার ভাবই সূচিত হয়। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৌতুহলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। অথবা, প্রণয়িজনবৃন্দস্য কস্যাপি অন্বয়ে—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে কোনও একজনের রসস্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন। এস্থলে কোনও একজন বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়, যাঁহার রসস্তোম অন্য সমস্ত প্রণয়িনী অপেক্ষা সর্ব্বাধিকরূপে লোভনীয়; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধাই সূচিতা হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রসস্তোমই অপহরণ করিয়াছেন। কোনও চোর কোনও বাগানের আম খাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে যেমন বাগান-স্বামীর গাত্র-বস্ত্রখানা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে এবং সেই বস্ত্রদ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া বাগানে বসিয়াই আম খাইতে থাকে, তাহাতে সহজে যেমন লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না, দূর হইতে বাগান-স্বামী বলিয়াই মনে করে,—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের ভাবে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রসসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাদের রসস্তোম

ভাব গ্রহণ-হেতু কৈল ধর্ম্ম-স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৪৬
ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা-লাগি পঞ্চম-শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭
এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৮

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপহরণ করিয়া যেন ধরা পড়িবার ভয়েই তাঁহাদের (শ্রীরাধার) গৌরকান্তি দ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া আত্মগোপন করিলেন। গৌরকান্তি দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন রস আস্বাদন করিতে থাকেন, তখন তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। ১৩।১০ শ্লো, টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের (বা শ্রীরাধার) ভাব গ্রহণ করিয়া স্ববিষয়ক রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং তিনি যে শ্রীরাধার গৌরকান্তি দ্বারা স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। এই পয়ারের অন্বয়ঃ—ভাবগ্রহণ-হেতু কৈল (কহিল) এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনও (কহিল); মূলহেতু আগে-শ্লোকে (অগ্রবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী শ্লোকে) বিবরণ করি।

ভাবগ্রহণ-হেতু—ভাবগ্রহণের হেতু; অন্যান্য অনেক ভক্ত থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ কেন শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিলেন, তাহা। **কৈল**—কহিল; বলা হইল। শ্রীরাধার ভাবই কেন গ্রহণ করা হইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। **ধর্ম্ম-সংস্থাপন**—যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের সম্যক্ স্থাপন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬শ পয়ারে ধর্ম্মস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। **মূলহেতু**—মূল উদ্দেশ্য; যে উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা। **আগে-শ্লোকে**—অগ্রবর্ত্তী শ্লোকে; পরবর্ত্তী (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি) শ্লোকে। **করি বিবরণ**—বিবৃত করিতেছি; বলিতেছি।

৪৭। কি উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করা হইল, তাহা "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইল বটে; কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের বিচার করিতেছেন।

ভাবগ্রহণের এই ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন (বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন), তাহা বলিতেছি, শুন॥ সাধারণতঃ দেখা যায়, একজনের ভাব অপর একজন গ্রহণ করিতে পারে না; এমতাবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা বলিতেছি শুন। **তা-লাগি**—তাহার লাগিয়া; শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভাবগ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত। **পঞ্চম-শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত পঞ্চম শ্লোকের; "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের। **করিয়ে বিচার**—পঞ্চমশ্লোকের অর্থ আলোচনা করিতেছি; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণে যে শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতা আছে, পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

৪৮। **এইত**—ইহাই; পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত মর্ম্ম। **আভাস**—সূচনা; ভূমিকা; স্থূল-বক্তব্য। **এবে**—এক্ষণে। **সেইশ্লোকের**—পঞ্চম শ্লোকের।

শ্লো। ৮। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ ৪৯

সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৯-৫০। "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন, দুই পয়ারে।

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক আত্মা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় এবং শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে অভেদ; অভেদ বলিয়া তাঁহারা স্বরূপতঃ এক, অভিন্ন। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে দেখা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—"রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। * *॥ সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্ব্বিদ্যতে ভেদং স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৩—৫৫॥" এই শিবোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি এবং উভয়ের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই, তাঁহারা একাত্মা। উক্ত পুরাণের অন্যত্রও দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—"অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥ অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ। সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥ অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণ-বিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥ ৪৪।৪৪-৬॥—দেখ, যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতাদেবী; নিত্যকামকলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমিই সনাতনী রমণী এবং ললিতাই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।" এই উক্তি হইতে ইহাও জানা গেল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তাঁহারা দুইরূপে, দুই দেহে, বিদ্যমান। তাঁহারা এবং তাঁহাদের লীলা যখন নিত্য, তখন অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহারা দুই দেহে বিদ্যমান, তাহাও বুঝা গেল। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও পার্ব্বতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধাকে "কৃষ্ণাত্মা—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন। ৪৬।৩৫। যাহা হউক, এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, তাঁহারা স্বরূপতঃ একই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুই ব্যক্তি যদি পরস্পর ভিন্ন হয়, তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা ভিন্ন বলিয়া তাহাদের মনও ভিন্ন; ভাব মনেরই অনুরূপ; ভিন্ন মনের ভাবও ভিন্ন হইবে; সুতরাং একজনের মনের ভাব অন্য জনের মনে যথাযথরূপে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ ভিন্নব্যক্তি নহেন বলিয়া একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা শ্লোকস্থ "একাত্মানৌ" শব্দের তাৎপর্য্য। **দুই দেহ ধরি**—ইহা "ভুবি পুরাদেহভেদং গতৌ তৌ" বাক্যের মর্ম্ম। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইলেও, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহাদের দেহ-ভেদ না থাকিলেও, তাঁহারা (অনাদিকাল হইতেই) দুই দেহ ধারণ করিয়া (আছেন)। কেন তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা শেষ পয়ারার্দ্ধে বলা হইয়াছে। **অন্যোন্যে বিলসে**—পরস্পরের সহিত বিলাস করেন; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত লীলা-বিলাস করেন। **রস আস্বাদন করি**—লীলারস আস্বাদন করিয়া (তাঁহারা বিলাস করেন)। লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া লীলা-বিলাস করিতেছেন। লীলার নিমিত্ত দুই দেহ প্রয়োজন; কারণ, একাকী এক দেহে লীলা বা ক্রীড়া হয় না। ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সেই দুই—যাঁহারা লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। **এক এবে**—এক্ষণে একরূপে (একই স্বরূপে বা বিগ্রহে) প্রকটিত হইয়াছেন। **এবে**—এক্ষণে; বর্ত্তমান কলিযুগে। সেই একরূপটী কি? **চৈতন্য গোসাঞি**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সেই একরূপ; শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১।৩।১০ শ্লো, টী, দ্রষ্টব্য)। কেন তাঁহারা এক হইলেন? তাহা বলিতেছেন—**রস আস্বাদিতে**—রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন। রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে দুই দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও দুই দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব নহে বলিয়া এবং দুই দেহে রসাস্বাদনে,

ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদন-পূর্ণতার যে টুকু বাকী থাকে, এক দেহ ব্যতীত তাহা আস্বাদিত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের দুই দেহ মিলিয়া এক (শ্রীচৈতন্যদেব) হইয়াছেন। রসাস্বাদন-পূর্ণতার নিমিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের দুই পৃথক্ দেহও দরকার এবং উভয়ের মিলিত দুই দেহও দরকার; কারণ, দুইদেহে যে রস আস্বাদিত হইতে পারে, একদেহে তাহা আস্বাদিত হইতে পারে না; আবার একদেহে যাহা আস্বাদিত হইতে পারে, তাহাও দুই দেহে আস্বাদিত হইতে পারে না। সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই রসাস্বাদনের পূর্ণতা। **দোঁহে**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। **এক ঠাঁই**—একস্থান; এক দেহ।

বলা বাহুল্য, দুইদেহে কিছুকাল রস আস্বাদনের পরেই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে একদেহ হইয়াছেন, তাহা নহে; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যেমন অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাঁহাদের মিলিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তেমনি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান (কলিতে প্রকটিত হইয়াছেন মাত্র)। কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ (১।৩।১০ শ্লো, টীকা দ্রষ্টব্য।); শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় আবির্ভাব বা স্বরূপই নিত্য, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। ল-ভা-পূঃ ৮৬॥" ১।৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১। **ইথি লাগি**—এই নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যে একাত্মা, তাহা প্রমাণিত করার নিমিত্ত। **আগে**—প্রথমে। **তার বিবরণ**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতার বিবরণ। **যাহা হৈতে**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতার বিবরণ হইতে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবরণ হইতেই শ্রীগৌরের মহিমা জানা যাইতে পারে।

৫২। এক্ষণে শ্লোকের বিস্তৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। এই পয়ারে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিঃ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

রাধিকা হয়েন ইত্যাদি—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিকার (ঘনীভূততম পরিণতি)-স্বরূপা; প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **প্রণয়**—প্রেম। **বিকার**—পরিণতি; ঘনীভূত অবস্থা। প্রেমের বিকার বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভাব-স্বরূপিণী; তাই, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৫৯।৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য। **স্বরূপ-শক্তি**—চিচ্ছক্তি; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি; এই তিনটী শক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপ-শক্তি বলে। সুতরাং হ্লাদিনীও স্বরূপশক্তি। হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; তাই প্রেম এবং প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি; এবং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া শ্রীরাধাও স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-শক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৯-৫০ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রীরাধা হ্লাদিনী-শক্তি, সুতরাং স্বরূপশক্তি। কেবল শ্রীরাধা কেন, সমস্ত ব্রজদেবীগণই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। "অথ বৃন্দাবনে তদীয়স্বরূপশক্তিপ্রাদুর্ভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ।—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৮৬॥" আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের টীকায়ও কলাভিঃ-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ—গোপীগণ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ।" সুতরাং গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাও হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। গোপীগণ সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—তাস্ত নিত্যসিদ্ধা এব। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৮৬॥" গোপীগণ সুতরাং শ্রীরাধাও—নিত্যসিদ্ধা।" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্; স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৫৩ ॥

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ—॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই; তাঁহারা একাত্মা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। (৪৯-৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **যাঁহার**—যে শ্রীরাধার। শ্রীরাধার নাম স্বরূপ-শক্তি, হ্লাদিনী। শ্রীরাধার নাম হ্লাদিনী বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীরাধাই মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী। অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণও হ্লাদিনী বটেন; কিন্তু হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ শ্রীরাধাতেই, অন্য কোনও গোপীতে নহে; তাই শ্রীরাধাই হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপা; তাই বলা যায় যে, শ্রীরাধার নামই হ্লাদিনী। প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির কোনও মূর্ত্তি থাকিতে পারে না; অথচ, শ্রীরাধার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ আছে; এমতাবস্থায় শ্রীরাধা কিরূপে শক্তি হইলেন? ইহার উত্তরে ষট্‌সন্দর্ভ বলেন—"তত্রচ তাসাং কেবলশক্তিরূপত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্‌বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেনস্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতিদিক্ ॥—ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮। শক্তি-সমূহ কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; এই অমূর্ত্ত-শক্তি ভগবদ্‌বিগ্রহাদিতেই ঐ বিগ্রহাদির সহিত একাত্ম হইয়া অবস্থান করে; তখন তাহাদের পৃথক্ বিগ্রহ থাকে না। কিন্তু ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহাদের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ থাকে; এই বিগ্রহরূপে শক্তি-সমূহ ভগবানের আবরণ বা পরিকরস্বরূপ। এইরূপে শক্তির দুই রূপে অবস্থিতি—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সুতরাং শ্রীরাধিকা হইলেন স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

৫৩। হ্লাদিনীর তটস্থ-লক্ষণ বা ক্রিয়া বলিতেছেন। আহ্লাদিত বা আনন্দিত করে বলিয়া এই শক্তির নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করায় এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করে। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে—তাতে নাম হ্লাদিনী। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ। ২।৮।১২০-১২১ ॥"

হ্লাদিনী করায় ইত্যাদি—হ্লাদিনী-শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ অনুভব করায়, বিশেষ ভাবে শৃঙ্গার-রসানন্দ দান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। শ্রীরাধা "কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী ॥ পদ্ম, পু, পা ৫০।৫৩ ॥" তিনি "সুরতোৎসব-সংগ্রামা। প, পু, পা ৪৬।২৫ ॥" **হ্লাদিনী দ্বারায়** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনী দ্বারাই ভক্তের পোষণ করেন। ভক্তির পুষ্টিতেই ভক্তের পোষণ। হ্লাদিনীরই বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ভক্তের চিত্তে এই ভক্তির উন্মেষ হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীকে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-শক্তি ভক্ত-হৃদয়ে স্থান পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে (প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫ ॥); এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিদ্বারাই ভক্তের অভীষ্ট-ভাবের পুষ্টি সাধিত হয়, তাহাতেই ভক্তের আনন্দের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই ভক্তের পোষণ এবং হ্লাদিনী দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভক্তের পোষণ করিয়া থাকেন।

৫৪। স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিতেছেন।

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটী বস্তু দ্বারা পূর্ণ। সৎ-শব্দে সত্তা বুঝায়; চিৎ-শব্দে চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তু বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এই যে, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের দ্বারা পূর্ণ; অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দ। সমস্ত সত্তার, সমস্ত চৈতন্যের এবং সমস্ত আনন্দের নিদান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ জড়াতীত চিদ্বস্তু; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-স্থিতা শক্তিও জড়াতীত চিন্ময়ী। এজন্য স্বরূপ-শক্তিকে চিৎ-শক্তিও বলে।

শ্রীকৃষ্ণ চিদেকরূপ—চিৎস্বরূপ, জ্ঞানতত্ত্ব, জড়াতীত বস্তু। এই চিৎই আবার আনন্দ-স্বরূপ এবং সৎ-স্বরূপ। সৎ-শব্দে সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝায়; এই চিদ্ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, অনাদিকাল হইতেই স্বয়ং-সিদ্ধরূপে-বিরাজিত, ইহাতেই তাঁহার নিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণিত হইতেছে; আবার যত স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তেরই সত্তার নিদান এই শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং এই চিদ্‌বস্তু শ্রীকৃষ্ণই সৎ-স্বরূপ। আবার এই চিদ্ বস্তুটী স্বয়ং আনন্দ, সমস্ত আনন্দের নিদান; সুতরাং চিৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-স্বরূপও বটেন। এইরূপে এই একই চিদ্ বস্তু সৎও এবং আনন্দও। ইহার অতি ক্ষুদ্রতম অংশও

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সৎ এবং আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ইহাদের যে কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—যে স্থানে একটী, সেই স্থানেই অপর দুইটী আছেই; ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও যুগপৎ-অবস্থান অপরিহার্য্য।

সৎ-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ চিৎই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্থিতা শক্তিই হইল চিৎ-এর শক্তি বা চিচ্ছক্তি—চৈতন্যময়ী শক্তি। ইহা জড়রূপা মায়া-শক্তির অতিরিক্ত কেবল-চৈতন্যরূপিণী শক্তি। চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্থিতা শক্তির সাধারণ নামই হইল **চিচ্ছক্তি** বা স্বরূপ-শক্তি।

চিৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন একটী মাত্র বস্তু, তাঁহার স্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তিও মাত্র একটী; তাই বলা হইয়াছে **"একই চিচ্ছক্তি।"** কিন্তু চিচ্ছক্তি কেবল একটী হইলেও ইহার অভিব্যক্তি তিন রকমের। **ধরে তিন রূপ**—তিনটী বৃত্তি ধারণ করে; তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়।

৫৫। স্বরূপ-শক্তির তিন রকমের অভিব্যক্তির কথা বলা হইতেছে। তাহাদের নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সৎ-অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাঁহার সৎ-এর দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, সত্তা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সন্ধিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-অংশের শক্তির নাম সংবিৎ—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাঁহার চিৎ-এর দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, চিৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সংবিৎ-শক্তি। আর তাঁহার আনন্দাংশের নাম হ্লাদিনী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন আনন্দের দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, আনন্দ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে হ্লাদিনী শক্তি।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম "আনন্দ," সেই অংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি। **সদংশে সন্ধিনী**—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম "সৎ", সেই অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী-শক্তি। **চিদংশে সংবিৎ**—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম চিৎ, সেই অংশের শক্তির নাম সংবিৎ-শক্তি। **যারে**—যে সংবিৎকে। **জ্ঞান করি মানি**—সংবিতের দ্বারা জানা যায় বলিয়া সংবিৎকে "জ্ঞান" বলিয়া মনে করা হয় অর্থাৎ জ্ঞান বলা হয়।

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সন্ধিনী অপেক্ষা সংবিতের এবং সংবিৎ অপেক্ষা হ্লাদিনীরই উৎকর্ষ; "অত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ।—ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদিত্যাদি (১।১২।৬৯) শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী।" এইরূপে হ্লাদিনীই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী; এজন্যই বোধ হয় হ্লাদিনীর নাম সর্ব্বপ্রথমে দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনীর কেবল স্বরূপ-লক্ষণের কথাই উপরে বলা হইল; সৎ, চিৎ ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিব্যক্ত চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হয়। এক্ষণে ঐ শক্তিত্রয়ের তটস্থ-লক্ষণ বা ক্রিয়াসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদক হইয়াও যাহা দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হয়েন এবং অপরকেও আহ্লাদিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান-রূপ হইয়াও যাহা দ্বারা তিনি জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যাহা দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সত্তাকে ধারণ করেন, এবং সত্তা দান করেন, তাহার নাম সন্ধিনী। "ভগবান্ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮।"

সৎ, চিৎও আনন্দ এই তিনটী বস্তুর কোনও একটীকে যেমন অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী এই তিনটী শক্তিরও (অথবা একই চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তিরও) কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে স্থলেই হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের যুগপৎ বিকাশ দৃষ্ট হয়। চিদ্ বস্তু স্বপ্রকাশ; চিচ্ছক্তিও স্বপ্রকাশ এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করে; স্বপ্রকাশ সূর্য্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়—সূর্য্য উদিত হইয়া নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তি বা চিচ্ছক্তির বৃত্তিও তদ্রূপ নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণবৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি—বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলে। "তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১১৮।" মায়ার সহিত ইহার কোনও সংস্পর্শ নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলা হয়। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিনটী শক্তি যুগপৎ অভিব্যক্ত থাকিলেও, তাহাদের অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান থাকে না; কোনও স্থলে তিনটী শক্তিই হয়তো সম-পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার কোনও স্থলে বা কোনও একটী শক্তি অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি; এই সন্ধিন্যংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের (আধার-শক্তির) পরিণতিই ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, আসন, পাদুকাদি। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন সংবিৎ-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আত্মবিদ্যা। আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা উপাসকদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। গুহ্যবিদ্যারও দুইটী বৃত্তি—ইহা ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি (বা প্রেমভক্তি) প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বলে মূর্ত্তি। "ইদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশ-প্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎশক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ।—ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১১৮॥" শক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শক্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্ত্বময়) বলিয়া ইহাকে "মূর্ত্তি" বলা হয়। "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিঃ। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥"

এই শক্তি-সমূহের আবার দুই রকমে স্থিতি—প্রথমতঃ কেবল-মাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; দ্বিতীয়তঃ শক্তির কেবল-অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে তাহারা ভগবদ্বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা ভগবৎ-পরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন। "তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্-বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ, তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্। —ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮॥"

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণে যে হ্লাদিনী-আদি তিনটী শক্তি আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। [হে ভগবন্] (হে ভগবন্)। একা (মুখ্যা, অব্যভিচারিণী, স্বরূপভূতা) হ্লাদিনী

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকরীমিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈঃ বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকর ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী, তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ংরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি। তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞান-বৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধত্বম্। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্তিঃ, সংবিদংশ-প্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা, যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্র আধার-শক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তম্। যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যত ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তি-রূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। তত্রৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে। যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ আত্মবিদ্যা জ্ঞানং তৎসর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামান্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥ ৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(হ্লাদিনী, আহ্লাদকরী) সন্ধিনী (সত্তা-সম্বন্ধিনী) সম্বিৎ (জ্ঞান-সম্বন্ধিনী) [শক্তিঃ] (শক্তি) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সকলের অধিষ্ঠানভূত) ত্বয়ি (তোমাতে) এব (ই) [অস্তি] (আছে)। হ্লাদকরী (মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী) তাপকরী (বিষয়-বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী) মিশ্রা (তদুভয়মিশ্রা বিষয়জনিতা রাজসী) [শক্তিঃ] (শক্তি) গুণবর্জ্জিতে (সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণশূন্য) ত্বয়ি (তোমাতে) নো (নাই)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধ-শক্তি, সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আর হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং (সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখ-জনিত তাপ এই উভয়) মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী) এই তিনটী শক্তি, তুমি প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত বলিয়া তোমাতে নাই (কিন্তু জীবে আছে)। ৯।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি কেবল শ্রীভগবানেই অবস্থিত আছে, জীবে নাই (স্বামী); কিন্তু প্রাকৃত জীবে প্রাকৃত-গুণময়ী তিনটী-শক্তি আছে—তাহাদের নাম সাত্ত্বিকী, তামসী ও রাজসী। মায়িক সত্ত্বগুণের শক্তিই সাত্ত্বিকী শক্তি; ইহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে। মায়িক জগতে মায়িক বস্তু হইতে জীব যে মায়িক আনন্দ পায়, তাহা এই সত্ত্বগুণোদ্ভূতা সাত্ত্বিকী শক্তির কার্য্য—হ্লাদিনীর কার্য্য নহে। মায়িক-তমোগুণের শক্তিই তামসী শক্তি। বিষয়ে আসক্তি এবং ধন-জনাদি-বিষয়-বিয়োগজনিত মানসিক তাপ এই তামসী শক্তির কার্য্য; এজন্য এই শক্তিকে তাপকরী শক্তিও বলে। মায়িক রজোগুণের শক্তিকে বলে রাজসিকী শক্তি। বিষয়-ভোগজনিত সুখের মধ্যেও যে ভোগ হইতেই উদ্ভূত এক রকম দুঃখ বা তাপ অনুভূত হয়, তাহা এই রাজসিকী শক্তির কার্য্য; ইহাতে সাত্ত্বিকী-শক্তির ন্যায় সুখও আছে, আবার তামসী-শক্তির ন্যায় দুঃখও আছে; এজন্য ইহাকে মিশ্রাও বলে। ভগবানে এই তিনটী মায়িকী শক্তি নাই, যেহেতু তিনি মায়াতীত, মায়িকগুণ তাঁহাতে নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোকে বলা হইল ভগবান্ "সর্ব্বসংস্থিতি"—সমস্তেরই অধিষ্ঠানভূত; অথচ আবার বলা হইল, ভগবানে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; কিন্তু সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী শক্তি তাঁহাতে নাই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাত্ত্বিকী-আদি তিনটী শক্তি যদি তাঁহাতে না-ই থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ কিরূপে সমস্তের অধিষ্ঠানভূত হইতে পারেন? উত্তর এই:—শ্রীভগবান্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত বলিয়া সাত্ত্বিকী-আদি শক্তির অধিষ্ঠানও তিনি, হ্লাদিনী-আদির ন্যায় সাত্ত্বিকী-আদিও তাঁহারই আশ্রিত; তবে পার্থক্য এই যে, হ্লাদিনী-আদি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া—স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া—তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র যুক্তভাবে অবস্থিতি করে। আর সাত্ত্বিকী আদি গুণময়ী শক্তি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি নহে বলিয়া—তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া, অর্থাৎ জড়ত্বপ্রযুক্ত জড়াতীত ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া—তাঁহার সহিত অযুক্তভাবে অবস্থিতি করে। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গুণময়ী শক্তির অধিষ্ঠাতা হইয়াও সেই শক্তি হইতে তিনি দূরে অবস্থিত; বাস্তবিক ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে॥ শ্রীভা ১।১১।৩৯॥" পদ্মপত্রে জলের মত।

আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—**জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই**। শ্লোকস্থ "একা"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতিযাবৎ—এই স্বরূপশক্তি অব্যভিচারিভাবে একমাত্র ভগবানের স্বরূপেই অবস্থান করে—ইহা ভগবানের স্বরূপভূতা।" অন্যত্র থাকে না। স্বামিপাদের উক্তি বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত। হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিদ্রূপা স্বরূপভূতা শক্তি "সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, নতু জীবেষু। জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। ভগবৎসন্দর্ভঃ ।১১৮॥" এই উক্তির অনুকূল কয়েকটী যুক্তি ও প্রমাণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) শুদ্ধজীব ভগবানের চিৎকণ অংশ; জীব অণুচিৎ, ভগবান্ বিভুচিৎ। বিভুচিৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত যুক্ত; এজন্য স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণকে শুদ্ধকৃষ্ণও বলা হয়; যেহেতু স্বরূপশক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা। শ্রীজীব তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব, স্বরূপশক্তিযুক্ত শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নহে—"জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ নতু শুদ্ধস্য ।৩১।" যদি জীবে স্বরূপশক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই হইত। ভগবৎ-স্বরূপসমূহই স্বরূপ-শক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, এজন্য তাঁহাদিগকে স্বাংশ বলে; জীব তাঁহার স্বাংশ নহে—বিভিন্নাংশ। "স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ ২।২২।৭॥" জীবে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই তাহার বিভিন্নাংশত্ব; স্বরূপশক্তি থাকিলে জীব ভগবানের স্বাংশই হইত।

(খ) বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকের (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত ১.৭.৭ শ্লোকের) উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (২৫শ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণের উক্ত শ্লোকে যখন স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি এই তিনটী শক্তিরই পৃথক্-শক্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও (ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তিও) একটী পৃথক্ শক্তি। অর্থাৎ জীবশক্তি অপর দুইটী শক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। জীব এই জীবশক্তিরই (এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই) অংশ। জীবশক্তির আর একটী নাম তটস্থাশক্তি। স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে এবং মায়াশক্তিরও অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থা (উভয় শক্তির মধ্যস্থিতা) শক্তি বলা হয়। "তত্তটস্থত্বঞ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ—পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥" ইহা হইতেও বুঝা যায়, জীবে স্বরূপশক্তি নাই; থাকিলে জীবশক্তির নাম তটস্থাশক্তি হইত না।

(গ) শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যের "ধাম্না"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্ত্যা"। এই অর্থে "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্" বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এই যে—সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবেই কুহককে (মায়াকে) নিরস্ত (দূরে অপসারিত) করিয়াছেন। আবার দশমস্কন্ধের ৩৭শ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকেও নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্।" এস্থলে "স্বতেজসা"-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্ত্যা" এবং শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্তিপ্রভাবেণ"। তাহা হইলে উল্লিখিত স্বতেজসা ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইয়াছে—অধিকন্তু "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা ১।৭।২৩॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থান করে। মায়া যে ভগবান্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়াকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আক্রমণ করা তো দূরে, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"—ইত্যাদি (শ্রীভা, ২।৫।১৩) শ্লোক-প্রমাণবলে জানা যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিত হয়েন। তাই দূরে দূরে—ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরেই—অবস্থান করেন। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দূরে দূরে অবস্থিতির কারণই হইল ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাব। ভগবানে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে—ইহাই "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্" প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্ম। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে—জীবে স্বরূপশক্তি থাকিলে মায়া জীবের নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারিতেন না। অথচ, সংসারী জীবমাত্রই মায়া-কর্ত্তৃক কবলিত। জীবের এই মায়াবদ্ধতাই প্রমাণ করিতেছে যে, জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তির অভাব। জীবে এই স্বরূপশক্তির অভাববশতঃই জীব মায়া-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং এই পরমানন্দময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছেন বলিয়াই ভগবান্ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর "তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ—হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। বি, পু, ১।১২।৬৯ শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামিধৃতবচন।

(ঘ) রসলোলুপ ভগবান্‌কে ভক্তি স্বীয় আনন্দ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া থাকে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ অনুচ্ছেদে) "ইহা নহে, ইহা নহে"—রীতিতে এতাদৃশী ভক্তির লক্ষণনির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভগবান্‌কে ভক্তি যে আনন্দ দেয়, তাহা (১) সাংখ্যমতাবলম্বীদের প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িক আনন্দের মত নহে; কারণ শ্রুতি হইতে জানা যায়—ভগবান্ কখনও মায়াপরবশ হয়েন না; বিশেষতঃ, ভগবান্ স্বতঃতৃপ্ত—আপনাদ্বারাই (স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারাই) তৃপ্ত; মায়া তাঁহার স্বরূপশক্তি নহে বলিয়া মায়িক আনন্দ তাঁহাকে উন্মাদিত করিতে পারে না; (২) ভক্তি নির্ব্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দের মতও হইতে পারে না; কারণ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দও স্বরূপানন্দই; এই স্বরূপানন্দ স্বস্বরূপে ভগবান্ নিত্যই অনুভব করিতেছেন; এই আনন্দের অনুভবে তিনি উন্মাদিত হয়েন না; ইহাতে আনন্দের আধিক্য এবং চমৎকারাতিশয্য নাই; (৩) ইহা যে জীবের স্বরূপানন্দরূপও নহে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তাহা অতি ক্ষুদ্র। "অতো নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাত্তস্য।" (জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু, সুতরাং আনন্দাত্মক, চিদানন্দাত্মক; কিন্তু ইহাও স্বরূপানন্দ; স্বরূপশক্তিহীন স্বরূপানন্দ; সুতরাং স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপানন্দের তুলনায় অতি তুচ্ছ; তাতে আবার জীবের এই স্বরূপ অতি ক্ষুদ্র, জীব চিৎকণ—আনন্দকণামাত্র; ইহা বিভু-ভগবান্‌কে উন্মাদিত করিতে পারেনা। এস্থলে শুদ্ধ-জীবস্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে)। এইরূপে বিচার করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—"ততো হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্যাতদীয়-স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষীভবতি। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপি অনুভাবয়তীতি।—তাহাহইলে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতিত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের (আলোচ্য) শ্লোক অনুসারে—যে ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অভূতপূর্ব্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন, সেই ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা হয়েন—ইহাই অবশেষে স্থিরীকৃত হইতেছে। এই ভক্তি সেই সেই আনন্দ অন্যকেও (ভক্তকেও) অনুভব করাইয়া থাকেন।" ইহার পরে শ্রীজীব বলিয়াছেন "অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ম্।—সেই হ্লাদিনীশক্তিও সর্ব্বদা শ্রীভগবানে বিরাজিত বলিয়া তাঁহার আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন হইতে পারে না বলিয়া, নিম্নলিখিতরূপ বিবেচনা করা হইতেছে। (হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিরূপে পরিণত হইলেই তাহা ভগবান্‌কে এবং ভক্তকে আনন্দাতিশয্য অনুভব করাইতে পারে, অন্যথা তাহা সম্ভব নয়। হ্লাদিনীশক্তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে স্বরূপানন্দই অনুভব করাইতে পারে মাত্র, কিন্তু আনন্দাতিশয্য বা আস্বাদন-চমৎকারিতা অনুভব করাইতে পারে না। অথচ এই হ্লাদিনী শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্রও নাই। শ্রীজীব এসমস্ত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে) "শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্য হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।—শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—সেই হ্লাদিনীরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ-প্রীতি নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন; এই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হয়েন।" অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে যে হ্লাদিনীশক্তি আছে, শ্রীভগবান্ তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত করেন; ভক্তের-বিশুদ্ধ চিত্তেই তাহা গৃহীত হইতে পারে, মলিনচিত্তে তাহা গৃহীত হয় না। ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হইয়া সেই হ্লাদিনী প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে এবং তাহাই তখন শ্রীভগবানের আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেও জানাগেল, জীবে স্বরূপশক্তি (সুতরাং হ্লাদিনী) নাই; থাকিলে ভগবানকে তাহা নিক্ষিপ্ত করিতে হইত না এবং জীবচিত্তে স্বভাবতঃ স্বরূপশক্তি থাকিলে, ভগবানের নিকট হইতে হ্লাদিনী না পাইয়াও শুদ্ধজীব ভগবানকে আনন্দাতিশয্য অনুভব কবাইতে পারিত, কিন্তু তাহা যে পারে না, পূর্ব্ববর্ত্তী (৩) আলোচনাতেই তাহা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীজীব উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি"-প্রমান বলে। শ্রুতার্থের—শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধ বস্তুর—অন্য প্রকারে অনুপপত্তি হয় বলিয়া—সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া, যে অর্থাপত্তি—যে অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত হয়, তাহাকে উক্তরূপ প্রমাণ বলে। ভক্তি আস্বাদন করিয়া ভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হয়েন, ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন, শ্রুতিই একথা বলেন। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—মাঠরশ্রুতিঃ।" কিন্তু শ্রীজীব একে একে দেখাইয়াছেন—এই পরমাস্বাদ্য বস্তুটী মায়িক বস্তুতে নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই, শুদ্ধ জীবেও নাই। পরে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে স্থির করিলেন—হ্লাদিনীই এই আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হ্লাদিনী থাকে ভগবানে, জীবে থাকেনা। অথচ ভক্তজীবের চিত্তস্থিত ভক্তিরসও তিনি আস্বাদন করেন। তাই, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"—এই শ্রুতিবাক্য-যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—ভগবান্‌ই তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে যুক্তিদ্বারা শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত হইতে পারেনা বলিয়া, ইহাকে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমান বলা হইয়াছে। যদি জীবচিত্তে স্বভাবতঃই হ্লাদিনী থাকিত, তাহা হইলে শ্রীজীবকে এই ভাবে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণের আশ্রয় নিতে হইত না।

(৬) শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবতরণের দ্বারাও শ্রীধরস্বামীর উক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। কলির যুগধর্ম্ম হইল নামসঙ্কীর্ত্তন। স্বয়ং ভগবানের অংশ যুগাবতার দ্বারাই নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইতে পারে। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ॥১।৩।২০॥" যুগাবতার কর্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলে, নামসঙ্কীর্ত্তনেই জীবের প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারিত। প্রেম লাভের উপায়টী যুগাবতারই বলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কেবল উপায়টী জানানই মহাপ্রভুর সঙ্কল্প ছিলনা—তাহা ছিল দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প—"রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিব প্রচারণ।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু আসিয়াছেন—প্রেমদান করার জন্য, প্রেম উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি প্রেমের ভাণ্ডার নিয়া আসিয়াছেন, যতদিন তিনি ধরাধামে প্রকট ছিলেন—যাকে তাকে প্রেম দিয়াছেন। যদি জীবচিত্তে হ্লাদিনী থাকিত, তাহা হইলে প্রেমদানের প্রশ্নই উঠিত না; জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিলেই কলুষাচ্ছাদিত হ্লাদিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারিত এবং চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন যুগাবতারই করিতে পারিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০॥"—ইহার হেতুই হইতেছে এই যে, প্রেমের কারণ যে হ্লাদিনী, তাহা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই; জীবের মধ্যে যে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৬। সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন, দুই পয়ারে। **সন্ধিনী**—সত্তাসম্বন্ধিনী বা সত্তারক্ষাকারিণী শক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সার অংশ**—ঘনীভূত বা গাঢ়তম অংশ; চরম পরিণতি। **শুদ্ধ সত্ত্ব**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সত্তা**—অস্তিত্ব। **হয় যাহাতে বিশ্রাম**—যাহাতে বিশ্রাম বা সুখে অবস্থান করেন।

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ :—সন্ধিনীর সার অংশের (চরম পরিণতির) নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের সত্তা অবস্থান করেন।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকায় ভগবৎ-সন্দর্ভের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শক্তির সম্মিলিত অভিব্যক্তি-বিশেষকেই শুদ্ধসত্ত্ব বলে; এই শুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তির প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে আধার-শক্তি বলে এবং এই আধার-শক্তি হইতেই ভগবানের ধাম-আদি প্রকটিত হয়—যে ধাম-আদিতে শ্রীভগবান্ বিশ্রাম বা অবস্থান করেন।

এই পয়ারের মর্ম্মেও বুঝা যায়, গ্রন্থকার আধার-শক্তির কথাই বলিতেছেন; কারণ, আধার-শক্তিতেই ভগবানের বিশ্রাম। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে (যে শুদ্ধসত্ত্বে) বিশ্রাম।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই পয়ারে, "শুদ্ধ-সত্ত্ব"-শব্দে "আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদ্ধসত্ত্বই" বুঝাইতেছে এবং "সন্ধিনীর সার অংশ" বাক্যেও তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

উক্ত আলোচনা সঙ্গত হইলে এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইতে পারে :—

যাহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর সার অংশ বিদ্যমান; অর্থাৎ সেই শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তিরই প্রাধান্য।

বিশ্রাম-শব্দে সুখাবস্থান—লীলারসাস্বাদন-জনিত সুখের সহিত অবস্থান—ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং সুখাবস্থানের ধামাদিই যে সন্ধিন্যংশপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই পরিণতি, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

ভগবানের ধাম যে আধারশক্তির বিলাস এবং ভগবান্ বিভু বলিয়া তাঁহার ধামও যে বিভু—তাহা শ্রীজীবও বলিয়াছেন। "তদেবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদত্বেন তান্যেব স্থানানি দর্শিতানি। তচ্চাবধারণং শ্রীকৃষ্ণস্য বিভুত্বে সতি ব্যভিচারি স্যাত্তত্র সমাধীয়তে তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাং তদাধারশক্তিলক্ষণস্বরূপবিভূতিমবগম্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥—ধামসমূহ আধারশক্তির বিলাস বলিয়া ভগবানের স্বরূপবিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপের বিভূতি বলিয়াই বিভু—সর্ব্বব্যাপক।" ধামসমূহ যে ভগবানের স্বরূপের বিভূতিবিশেষ, শ্রুতিও তাহা বলেন। নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূমাপুরুষ কোথায় অবস্থান করেন? উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—স্বীয় মহিমায় বা বিভূতিতে। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ইতি। ছান্দোগ্য। ৭।২৪।১॥" গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন—"সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরীতি।"

ভগবানের বিশ্রামস্থান বলিতে কেবল তাঁহার ধামমাত্রকেই বুঝায় না, আরও অনেক বস্তুকেই বুঝায়। যে কোনও বস্তুই আধাররূপে ভগবানকে ধারণ করেন, তাহাই আধারশক্তির বিলাস। সিংহাসনাদি বা অন্যরূপ আসন, শয্যা, গৃহ, পিতা, মাতা, পিতৃমাতৃস্থানীয় অন্য পরিকরগণ—যাঁহারা নরলীল শ্রীভগবান্‌কে ক্রোড়ে বা বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহারা—ইত্যাদি সমস্তই আধারশক্তির বিলাস। পরবর্ত্তী পয়ারে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১।৪।৬০ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ ৫৭

তথাহি (ভাঃ ৪।৩।২৩)—
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। আদ্যে তাবদগোচরগোচরতা-হেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্ত্বসাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। দ্বিতীয়েত্বয়মর্থঃ। বসুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ। স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে। অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসুঃ। তথা দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ। স চাসৌ স চেতি বাসুদেবঃ। ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণামিতি স্বয়ং ভগবদুক্তের্বসুভির্ভগবদ্ধর্ম্মলক্ষণৈ র্দৈবৈঃ প্রকাশত ইতি বা বাসুদেবঃ। তস্মাদ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বম্। ইত্থং স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরেকবিগ্রহভগবজ্জ্ঞান-হেতুত্বেন—কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধ-পদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণবিবক্ষা। স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে প্রাকৃতং সত্ত্বং চেৎ তর্হি তত্র প্রতিফলনমে-বাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বে নৈব প্রকাশঃ স্যাদিতিভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যতে চেত্যর্থঃ। তৎসত্ত্ব-তাদাত্ম্যাপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতম্। ননু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ। হি যস্মাৎ অধোক্ষজঃ। অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতি পাঠে হি-শব্দস্থানেঽপি অনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতাশক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনুবিধীয়তে সেব্যতে। ন তু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেবমদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ; ততঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৭। সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতিরূপ কোন্ কোন্ বস্তুতে ভগবানের সত্ত্বা সুখাবস্থান করেন, তাহা বলা হইতেছে।

মাতা-পিতা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাতার বা পিতার অভিমান পোষণ করেন যাঁহারা, তাঁহারা। শ্রীনন্দ-মহারাজ এবং শ্রীযশোদা-মাতা; শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী; শ্রীকৌশল্যা-দশরথাদি।

স্থান—ধাম; গোকুলাদি, বৈকুণ্ঠাদি। **গৃহ**—শ্রীকৃষ্ণের (বা অন্য ভগবৎ-স্বরূপের) বাসগৃহ বা কুঞ্জাদি। **শয্যাসন**—শয্যা (বিছানা) ও আসন (বসিবার উপকরণ, সিংহাসনাদি)। **শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার**—সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি।

ভগবানের মাতা-পিতাদি সমস্তই তাঁহার আধার-শক্তির পরিণতি। মাতা-পিতার ক্রোড়াদি আধাররূপে ভগবান্‌কে ধারণ করে; ধামাদিতে তিনি অবস্থান করেন; শয্যারূপ আধারে তিনি শয়ন করেন; আসন-রূপ আধারে তিনি উপবেশন করেন; এই সমস্ত বস্তু আধাররূপে সময় সময় শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন; তাহারা সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তির পরিণতি; তাই তাহারা শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই যে ভগবান্ অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ) সত্ত্বং (সত্ত্ব) বসুদেবশব্দিতং (বসুদেব-শব্দে অভিহিত); যৎ (যেহেতু) তত্র (তাহাতে—বিশুদ্ধসত্ত্বে) অপাবৃতঃ (আবরণ-শূন্য) পুমান্ (পুরুষ—বাসুদেব) ঈয়তে (প্রকাশিত

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎপ্রকরণসঙ্গতিশ্চ গম্যত ইতি। অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক-বিশুদ্ধসত্ত্বস্য **মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ** তত এব তৎপ্রাদুর্ভাববিশেষে ধর্ম্মপত্ন্যাং মূর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং শ্রীমদানকদুন্দুভৌ চ বসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ম্। অত্র শ্রদ্ধাপুষ্ট্যাদিলক্ষণ-প্রাদুর্ভূত-ভগবচ্ছক্ত্যংশবৃন্দস্য ভগিনীতয়া পাঠসাহচর্য্যেণ মূর্ত্তেস্তস্যাস্তচ্ছক্ত্যংশপ্রাদুর্ভাবত্বমুপলভ্যতে। তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ইত্যত্র কলা-শব্দেন শক্তিরেবাভিধীয়তে। ততঃ শক্তিলক্ষণায়াং তস্যাঞ্চ নরনারায়ণাখ্য-ভগবৎপ্রকাশ-ফলদর্শনাৎ বসুদেবাখ্য-শুদ্ধসত্ত্বরূপত্বমেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্যা মূর্ত্তিরিত্যাখ্যাপ্যুক্তা। তথা চ শ্রদ্ধাদ্যা বিশাদার্থতয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা চতুর্থে। মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী ইতি। সর্ব্বগুণস্য ভগবতঃ উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা তাবসূতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন নাম্নৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। তচ্চোক্তং নবমে—বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি। অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদিতি। তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহ্যে সম্পৎ-সম্পাদকরূপত্বং সম্পদংশরূপত্বঞ্চ ইত্যাদি ত্রিরূপত্বং জ্ঞেয়ম্। তত্র চ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী॥১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়েন)। মে (আমাকর্ত্তৃক) তস্মিন্ (তাহাতে—সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে) ভগবান্ বাসুদেবঃ (ভগবান্ বাসুদেব) চ মনসা (মনদ্বারা) বিধীয়তে (সেবিত হয়েন); হি (যেহেতু) [সঃ] (তিনি) অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর)।

অনুবাদ। বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বসুদেব বলে; যেহেতু, অপাবৃত পুরুষ (বাসুদেব) সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হয়েন। আমি (মহাদেব) সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবকে মন দ্বারা সেবা করি; যেহেতু তিনি অধোক্ষজ (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ১০।

এই শ্লোকটী শ্রীশিবের উক্তি। **বিশুদ্ধ সত্ত্ব**—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিন শক্তির সমবায়ের বৃত্তিবিশেষকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং ইহাতে প্রাকৃত সত্ত্বাদির ক্ষীণ অংশ মাত্রও নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধ-শব্দে রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে ইহার বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। এই শ্লোকেই পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হয়েন; সুতরাং এস্থলে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-শব্দ আধার-শক্তিকেই (অর্থাৎ যাহাতে সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তির প্রাধান্য আছে, এরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বকেই) বুঝাইতেছে। **বসুদেব**—যাহাতে বসেন (প্রকাশিত হয়েন), তাহাকে বলে বসু; আর যাহা দীপ্তিমান্, তাহাকে বলে দেব; যাহা বসুও, দেবও—তাহাই বসুদেব; দীপ্তিময় (সমুজ্জ্বল) বসতি-স্থান। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিহেতু স্বপ্রকাশ বলিয়া ইহাকে দীপ্তিময় বলা হইয়াছে। (অত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা-শক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্—টীকায় শ্রীজীব)। **বসুদেব-শব্দিত**—বসুদেব বলিয়া কথিত; ইহা "বিশুদ্ধ সত্ত্বের" বিশেষণ। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের একটী নাম বসুদেব। বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বসুদেব কেন বলে, তাহা বলিতেছেন "যৎ" ইত্যাদি বাক্যে। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে আবরণ-শূন্য ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন (বাস করেন) বলিয়া এবং স্বপ্রকাশতা-বশতঃ ইহা দীপ্তিমান বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলে। **তত্র**—তাহাতে, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে। এস্থলে করণ-অর্থে অধিকরণ অর্থাৎ তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ করণ দ্বারা শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন; অগ্নি যেমন কাষ্ঠের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ভগবান্‌ও বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন। **অপাবৃতঃ পুমান্**—আবরণশূন্য ভগবান্। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবান্ যখন প্রকাশিত হয়েন, তখন ঐ প্রকাশে কোনও রূপ আবরণ থাকে না—ইহাই অপাবৃত শব্দের ব্যঞ্জনা। অপাবৃত-শব্দে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীভগবান্ অনাবৃত-অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন, তাহা প্রাকৃত সত্ত্ব নহে; কারণ, প্রাকৃত সত্ত্ব যখন রজঃ ও তমো গুণের স্পর্শশূন্য ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহা স্বচ্ছ হয় বটে এবং স্বচ্ছ বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের প্রতিফলন মাত্র হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা শ্রীভগবান্‌কে আধার-রূপে ধারণ করিতে পারে না, প্রকাশও করিতে পারে না; যেহেতু রজস্তমোহীন সত্ত্বও প্রাকৃত গুণ মাত্র, আর ভগবান্ গুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তু; প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে আধাররূপে ধারণ করিতে পারে না; প্রাকৃত সত্ত্ব স্বপ্রকাশ নহে বলিয়া ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেও পারে না। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব যদি রজস্তমোহীন স্বচ্ছ প্রাকৃত সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে—(দর্পণে যেমন লোকের মুখ প্রতিফলিত হয়; তদ্রূপ)—ঐ সত্ত্বে ভগবান্ প্রতিফলিত হয়েন—এই কথাই বলা হইত, "তত্র ঈয়তে—তাহাতে প্রকাশিত হয়েন" এ কথা বলা হইত না। অধিকন্তু, ঐরূপ প্রতিফলনে—(মুখের প্রতিফলনে দর্পণের আবরণের ন্যায়)—সত্ত্বগুণের আবরণ থাকিত; এমতাবস্থায়,—"ভগবান্ অনাবৃত-অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন"—এই কথা বলা হইত না।

যাহা হউক, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীভগবান্ নিত্য প্রকাশমান্; তাই শ্রীশিব বলিতেছেন,—"আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ভগবান্ বাসুদেবকে মনদ্বারা চিন্তা (বা সেবা) করি।" যে মন দ্বারা শ্রীশিব বাসুদেবের চিন্তা করেন, তাহাও প্রাকৃত মন নহে; কারণ, শ্রীবাসুদেব **অধোক্ষজ**—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (অধঃকৃত বা অতিক্রান্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যদ্দ্বারা, যিনি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত, তিনিই অধোক্ষজ)। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু, ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত বস্তু; "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর।" ভগবান্ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই তিনি প্রাকৃত মনেরও অগোচর। ভজন-প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইলে, তাহাতে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, চিত্ত তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মনও তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই মন দ্বারা তখন শ্রীভগবানের চিন্তা সম্ভব হয়।

মথুরায় শ্রীমদানক-দুন্দুভিতে শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আনক-দুন্দুভি শুদ্ধ-সত্ত্বেরই আবির্ভাব-বিশেষ; এজন্য তাঁহার একটী নামও বসুদেব। "তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন নাম্নৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। তচ্চোক্তম্ নবমে—বাসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি॥ টীকায় শ্রীজীব॥"

লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎ-পরিকরগণের বিগ্রহও শুদ্ধসত্ত্বময়; তাঁহাদের কেহ বা হ্লাদিপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময়, কেহবা সন্ধিনীপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময় এবং কেহবা সম্বিৎ-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময়। "তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ-বিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতিনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥" যশোদা, দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি এবং নন্দ, উপানন্দ, বসুদেব প্রভৃতি সন্ধিনীপ্রধানশুদ্ধসত্ত্বের বা আধারশক্তির প্রাদুর্ভাব। ব্রজের কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ—হ্লাদিনীপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বের-প্রাদুর্ভাব। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ সর্ব্বাংশে কৃষ্ণতুল্য বলিয়া বোধ হয় শক্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই প্রাদুর্ভাব।

এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যে হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব না হয়, সেই হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন না। কারণ, শুদ্ধ-সত্ত্বই আধাররূপে শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিয়া থাকে, অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার আধার হইতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় বলিয়াই "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

শ্রীভগবানের পিতা, মাতা, ধাম, গৃহ, শয্যা, আসনাদি সমস্তই যে শুদ্ধসত্ত্বের বিকার, এই শ্লোক হইতে তাহাই সপ্রমাণ হইল।

কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৫৮

হ্লাদিনীর সার—'প্রেম,' প্রেমসার—'ভাব'।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব' ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৮। সন্ধিনী-শক্তির পরিচয় বলিয়া এক্ষণে সংবিৎ-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সংবিতের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আত্মবিদ্যা বলে। আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। ইহাদ্বারা উপাসকাশ্রয়-জ্ঞান (উপাসকই যে জ্ঞানের আশ্রয়, সেই জ্ঞান) প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের দ্বারা উপাসক তাঁহার উপাস্য ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। বিভিন্ন উপাসকের উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন; জ্ঞানের বা সংবিৎশক্তির অভিব্যক্তিও উপাসনার অনুরূপই হইয়া থাকে; সুতরাং বিভিন্ন উপাসকের নিকটে শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সংবিৎ-শক্তির পূর্ণতম-অভিব্যক্তিতে উপাসক স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞানই হইল সংবিৎ-শক্তির সার বা চরম-অভিব্যক্তির ফল। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার উপলব্ধি হইলেই উপাসক বুঝিতে পারেন—ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই আশ্রয়, সুতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এই জ্ঞান বা অনুভূতি। **সংবিতের সার**—সংবিৎ-শক্তির চরম-অভিব্যক্তির ফল। **ব্রহ্মজ্ঞানাদিক**—ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়-জ্ঞানাদি; ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপ-জ্ঞান। **তার পরিবার**—(তার) কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের পরিবার (অন্তর্ভুক্ত); শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—ইহা জানিতে পারিলেই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপও জানা যায়; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব বলিয়া ব্রহ্ম-পরমাত্মাদিও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপজ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা; অথবা ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির জ্ঞান কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত; এজন্যই ব্রহ্মপরমাত্মাদির জ্ঞানকে কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞানের পরিবারভুক্ত বলা হইতেছে।

৫৯। এক্ষণে, শুদ্ধসত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হ্লাদিনী-শক্তির কথা বলিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। "হ্লাদিন্যংশ-প্রধানং গুহ্যবিদ্যা। ভগবৎসন্দর্ভঃ।১১৮॥" এই গুহ্যবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—একটী ভক্তি, অপরটী ভক্তির প্রবর্ত্তক। ভক্তিরূপা বৃত্তিকেই প্রীতি-ভক্তি বলে। ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে।—ভগবৎসন্দর্ভ।১১৮॥" এই প্রীতি-ভক্তিরই অপর নাম প্রেম। এই প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের কথাই ৫৯শ পয়ারে বলা হইয়াছে।

হ্লাদিনীর সার—হ্লাদিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি; হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। "আসাং (গোপীনাং) মহত্তত্ত্ব হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষপ্রাধান্যাৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৮৮॥" পূর্ব্ববর্তী ১।৪।৯ শ্লোকটীকায় (ঘ) আলোচনা দ্রষ্টব্য। **প্রেম**—প্রীতি; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছাকে প্রেম বলে (১।৪।১৪১)। মনের একটী বৃত্তির নাম ইচ্ছা; কিন্তু প্রেমরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা প্রাকৃত মনের বৃত্তি নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির—হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। ভজন-প্রভাবে ভগবৎকৃপায় যখন চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি (হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধ-সত্ত্ব) তখন ভক্তচিত্তে স্থান লাভ করে; ভক্তের চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের সমান ধর্ম্ম লাভ করে। লৌহ যখন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন লৌহকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং ঐ ক্রিয়াও তখন তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের ক্রিয়া বলিয়াই পরিচিত হয়। তদ্রূপ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মনের যোগেই শুদ্ধসত্ত্ব স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাও ঐ মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহাই তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম নামে কথিত হয়। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহাদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়; অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিরূপা কৃষ্ণ-প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বিরাজিত। হ্লাদিন্যংশ-প্রধান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুদ্ধসত্ত্ব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্রেম বলে; তাই বলা হইয়াছে "হ্লাদিনীর সার—প্রেম।" ইহাই প্রেমের স্বরূপলক্ষণ। প্রেমের আবির্ভাব হইলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মস্থণ বা নির্ম্মল হয় এবং শ্রীকৃষ্ণে তখন অত্যন্ত মমতাবুদ্ধি জন্মে। "সম্যঙ্‌ মস্থণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥—ভ, র, সি, পূ, ৪।১॥"

এই প্রেম নিত্যসিদ্ধ-পরিকরে এবং শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজিত; পরিকররূপ ভক্তগণ চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে, আবার শ্রীকৃষ্ণ চাহেন তাঁহাদিগকে সুখী করিতে। এইরূপে পরস্পরের প্রীতির ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ ও পরিকরভক্তগণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, একটা ভাবের বন্ধনে যেন তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া পড়েন; "অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্‌ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয্যং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতোঃ পরস্পরমাবেশমাহ। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥" এই ভাব-বন্ধনের হেতুও প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বলিয়া কার্য্য-কারণের অভেদবশতঃ তাহাকেও প্রেম বলা হয়। এই প্রেমরূপ ভাব-বন্ধনের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই ভাব-বন্ধনের ধ্বংস হয় না—কান্তা-প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্‌ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥—স্থা, ৪৬॥"

প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। প্রেম-বিকাশের এই কয়টী স্তরের মধ্যে ভাবই সর্ব্বোচ্চ স্তর, ভাবই প্রেমের গাঢ়তম-পরিণতি। তাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রেম-সার ভাব।"

প্রেমসার—প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা বা পরিণতি। **ভাব**—প্রেমের অভিব্যক্তির সর্ব্বোচ্চ অবস্থার নাম ভাব। কিন্তু ভাবের লক্ষণ কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রেম যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। প্রেমেও উপলব্ধি আছে সত্য, কিন্তু তৈলাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতার আধিক্যের ন্যায় প্রেম অপেক্ষা স্নেহে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ও চিত্ত-দ্রবতার আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদি-দ্বারাও দর্শনাদির লালসার তৃপ্তি হয় না। যাহা হউক, এই স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও কুটিলতা ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। মানে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃই কুটিলতা সম্ভব হয়—ইহা স্বার্থমূলক ঘৃণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতিরই একটা বৈচিত্রী। যাহাহউক, মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ প্রেম মান হইতেও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়—যাহাতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন মনে করায়, তখন তাহাকে প্রণয় বলে। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত সুখকেও পরমদুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয় জনকেও প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়; এই অবস্থায় উন্নীত প্রেমকে বলে অনুরাগ। এই অনুরাগের চরম-পরিণতির নাম ভাব। যে দুঃখের নিকট প্রাণ-বিসর্জ্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরমসুখ বলিয়া মনে হয় (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভাব ও মহাভাব একার্থ-বোধক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিচরণ ভাব ও মহাভাবে একটা পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন—ভাবের পরবর্ত্তী ঊর্দ্ধতর স্তরকে তিনি মহাভাব বলিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী ভাবের দুইটী স্তর করিয়াছেন—রূঢ় ও অধিরূঢ়। কবিরাজ-গোস্বামী রূঢ়কেই ভাব এবং অধিরূঢ়কেই মহাভাব বলিয়াছেন কিনা তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না; কারণ, তিনি কোথাও কোনরূপ সীমা নির্দ্দেশ করেন নাই।

মহাভাবস্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমসার ভাব—প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার নাম ভাব (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)॥ **পরমকাষ্ঠা**—চরম-পরিণতি। গাঢ়তম-অবস্থা। ভাবের গাঢ়তম অবস্থা বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব। **মহাভাব**—প্রেমবিকাশের উচ্চতম স্তরের নাম মহাভাব। কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই মহাভাব বলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে মাদনের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—"সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ স্থাঃ ১১৫॥" হ্লাদিনীর সাররূপ প্রেমে যদি সমস্ত ভাব উল্লাস-শীল হয়, তবে তাহাকে **মাদন** বলে; এই মাদন মোদনাদি ভাব হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা কেবল শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় না। মাদন-ভাবোদয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত-বিলাস-বৈচিত্রীর সুখ একই সময়ে একই দেহে সাক্ষাদ্‌ভাবে (স্ফূর্ত্তিরূপে নহে) অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাই মাদনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

ভাব বা মহাভাব কেবলমাত্র কান্তা-প্রেমে বা মধুরা-রতিতেই দৃষ্ট হয়; দাস্য-বাৎসল্যে ভাব বা মহাভাব নাই। সখ্যেও সাধারণতঃ ভাব বা মহাভাব নাই; সুবলাদি দুয়েকজন সখার-প্রেম-মাত্র ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥ সখ্য-বাৎসল্য (রতি) পায় অনুরাগ সীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥ ২।২৩।৩৪-৩৫॥"

৬০। **মহাভাব-স্বরূপা**—মহাভাব (মাদন)ই স্বরূপ যাঁহার, তিনি মহাভাব-স্বরূপা; (মাদনাখ্য) মহাভাবই যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ (বা তত্ত্ব)। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য; এজন্য শ্রীরাধাকে (মাদনাখ্য)-মহাভাব-স্বরূপা বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা। **ঠাকুরাণী**—শ্রেষ্ঠত্ববাচক শব্দ; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে ঠাকুরাণী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারার্দ্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে, সর্ব্বগুণ-খনি ইত্যাদি বাক্যে। **সর্ব্বগুণ-খনি**—সমস্ত গুণের আকর (বা উৎপত্তি-স্থল); মৃদুতা, সুশীলতা, মধুরতা প্রভৃতি গুণ-সমূহের আধার (শ্রীরাধা)। শ্রীরাধার অনন্ত গুণ; তন্মধ্যে পঁচিশটী প্রধান গুণ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উক্ত হইয়াছে। তাহা এই ঃ—তিনি মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা (চঞ্চল-কটাক্ষযুক্তা), উজ্জ্বলস্মিতা (সমুজ্জ্বল-মন্দহাসিযুক্তা), চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা (যাঁহার হস্তপদাদির রেখা পরম সুন্দর এবং সৌভাগ্যের সূচক), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (যাঁহার সুমধুর অঙ্গ-সৌরভে শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদিত হয়েন), সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা (সঙ্গীত-বিষয়ে বিশেষ নিপুণা), রম্যবাক্‌, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণা-পূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা (সর্ব্ববিষয়ে পটুতাশালিনী), লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা (মর্য্যাদা-রক্ষণে নিপুণা), ধৈর্য্যশালিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা (ভাব-হাবাদি হর্ষাদিব্যঞ্জক স্মিত-পুলকাদি দ্বারা মনোহরভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে নিপুণা), মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী (মহাভাবের পরমোৎকর্ষ বা প্রাকট্যাতিশয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী), গোকুল-প্রেম-বসতি, জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ (যাঁহার যশোরাশিতে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত), গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা (গুরুজনসমূহের পূর্ণ স্নেহ যাঁহাতে বিরাজিত), সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা (শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা যাঁহার বচনে স্থিত, বাক্যের অনুগত), ইত্যাদি। (উঃ নীঃ রাধাপ্রকরণ।) রত্ন যেমন খনিতে জন্মে, খনি হইতেই লোকে তাহা গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, তদ্রূপ প্রেয়সীজনোচিত গুণসমূহের উদ্ভবও শ্রীরাধায়, অন্য প্রেয়সীগণের গুণাবলীর মূলও শ্রীরাধার গুণাবলীই। তাই শ্রীরাধাকে সর্ব্বগুণ-খনি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি**—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। যে মণি বা রত্ন মস্তকের ভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিরোমণি বলে। অত্যন্ত প্রীতি, আগ্রহ ও আদরের সহিতই লোকে শিরোমণি মস্তকে তুলিয়া দেয় এবং ঐ মণিকে মস্তকে সংস্থাপন করিয়া গৌরব অনুভব করে। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই অনুভূতি

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা-প্রকরণে (২)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র তাসু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবস্বরূপেয়মিতি। তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি-ভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি পূর্ব্বগ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মেত্যত্র পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন রসেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ। অতএব যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণাস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনেন সর্ব্বোত্তম-সর্ব্বগুণলক্ষণাভিরিতি চ লভ্যতে। তদেবং তাসাং ভক্তিবিশেষরসময়শক্তিরূপত্বে সতি তাসু সর্ব্বাসু বরীয়স্ত্বাং শ্রীরাধায়াং লভ্যতে এব মহাভাবস্বরূপতা গুণৈরতিবরীয়স্তা চ। এবমেবোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরেতি চ। শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে, পরন্তু অন্যান্য কৃষ্ণ-কান্তাগণও তাহাই মনে করেন এবং শ্রীরাধাকে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মনে করিয়া তাঁহারাও গৌরব ও আনন্দ অনুভব করেন।

৫৯।৬০ পয়ারে শ্রীরাধার স্বরূপ বলা হইল; হ্লাদিনীর চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। শ্রীরাধা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরাধার মহিমা প্রকাশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ পয়ারে বলিলেন যে, হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধা; সুতরাং হ্লাদিনীর মহিমা বর্ণনেই শ্রীরাধার মহিমা ব্যক্ত হইতে পারে; কিন্তু হ্লাদিনীর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার ৫৬।৫৭শ পয়ারে সন্ধিনীর এবং ৫৮শ পয়ারে সংবিতের মহিমা বর্ণন করিলেন কেন, এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান এইরূপ :—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—যুগপৎ বিদ্যমান থাকে বলিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), হ্লাদিনীর সঙ্গেও সন্ধিনী এবং সংবিৎ থাকে; সুতরাং শ্রীরাধাতেও সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; অবশ্য তাঁহাতে হ্লাদিনীরই আধিক্য। সুতরাং শ্রীরাধার মহিমা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে হইলে হ্লাদিনীর মহিমা-বর্ণন যেমন অপরিহার্য্য, সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা-বর্ণনও তদ্রূপ অপরিহার্য্য; তাই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরাধার মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। সন্ধিনী-শক্তির মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা ধাম শয্যাসনাদি সন্ধিনীর আধার-শক্তিত্বের বৃত্তিই বর্ণন করিয়াছেন (৫৬-৫৭ পয়ার); ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাধাতেও এই আধার-শক্তির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি আছে; বাস্তবিক তাহা দেখাও যায়; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার অঙ্গে স্বীয় অঙ্গাদি স্থাপন করেন, তখন আধার-শক্তির বৃত্তি দ্বারাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাদি ধারণ করিয়া থাকেন। আবার সংবিতের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে (৫৮ পয়ার)। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের অভিব্যক্তি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহার সমুজ্জ্বল অনুভব শ্রীরাধার চিত্তে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান না থাকিলেও, যাহা ভগবত্তার সার, তাহার পূর্ণ অনুভূতি তাঁহার ছিল; মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনুভব পূর্ণতমরূপেই যে শ্রীরাধার ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাতে যে সংবিতের অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত প্রীতি-আদির অনুভবও সংবিতের কার্য্য।

শ্লো। ১১। অন্বয়। তয়োঃ (তাঁহাদের—শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীর) উভয়োঃ (উভয়ের) মধ্যে (মধ্যে) অপি (ও) রাধিকা (শ্রীরাধা) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অধিকা (শ্রেষ্ঠা)। [যতঃ] (যেহেতু) ইয়ং (ইনি—শ্রীরাধা) মহাভাব-স্বরূপা (মহাভাব-স্বরূপা), গুণৈঃ (গুণ দ্বারা) অতি-বরীয়সী (অতি শ্রেষ্ঠা)।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। (শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী) এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা; যেহেতু ইনি (শ্রীরাধা) মহাভাব-স্বরূপা এবং গুণ-প্রভাবে অত্যধিকরূপে শ্রেষ্ঠা। ১১।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষ্ণ-বল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলীই শ্রেষ্ঠা। এই শ্লোকে বলা হইল—শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা; সুতরাং শ্রীরাধা যে সমস্ত-কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহাই বলা হইল। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতুও বলা হইয়াছে—তিনি মহাভাব-স্বরূপা। তাঁহাকে মহাভাব-স্বরূপা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সমস্ত ব্রজসুন্দরীর মধ্যেই মহাভাব বিদ্যমান আছে, তথাপি মহাভাবের পরমোৎকর্ষ যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীরাধাতেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই; যাঁহাতে মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিদ্যমান, তিনিই মহাভাব-স্বরূপা হইতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। ইহাতে বুঝা গেল, প্রেমের উৎকর্ষে শ্রীরাধিকা অদ্বিতীয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। প্রেমের পরমোৎকর্ষবশতঃ যে সমস্ত গুণ অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাতে সেই সমস্ত গুণও পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; সুতরাং গুণের আধার হিসাবেও শ্রীরাধিকা সর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিকরূপে শ্রেষ্ঠা—অদ্বিতীয়া।

৬১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। ৫৯।৬০শ পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, হ্লাদিনীর সার (বিকার) হইল প্রেম এবং প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা বা বিকার হইল মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ; সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিকারত্ব দেখান হইল। আর হ্লাদিনী যে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহাও ৫৪।৫৫শ পয়ারে দেখান হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধা যে হ্লাদিনী-শক্তি, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রকারে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেম-বিকারত্ব এবং স্বরূপ-শক্তিত্ব এক ভাবে প্রমাণ করিয়া এক্ষণে অন্য প্রকারেও তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

ভাবিত—ভূ-ধাতু হইতে "ভাবিত" শব্দ নিষ্পন্ন; ভূ-ধাতুর অর্থ জন্ম হওয়া বা গঠিত হওয়া; সুতরাং "ভাবিত" শব্দের অর্থ জাত বা গঠিত। **কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত**—কৃষ্ণপ্রেম হইতে জাত বা কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা গঠিত। **যার**—যাঁহার, যে শ্রীরাধার। **চিত্তেন্দ্রিয়-কায়**—চিত্ত, ইন্দ্রিয় এবং কায়। **চিত্ত**—মন, অন্তঃকরণ। **ইন্দ্রিয়**—চক্ষু-কর্ণাদি। **কায়**—দেহ, শরীর। শ্রীরাধিকার চিত্ত, তাঁহার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং তাঁহার দেহ—সমস্তই কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা গঠিত; সাধারণ জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যেমন রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত, শ্রীরাধার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি তদ্রূপ প্রাকৃত রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত নহে, পরন্তু কৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেম দ্বারা গঠিত। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির পরিণতি যে প্রেম, সেই প্রেমই কোনও এক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়াদিরূপে পরিণত হইয়া আছে। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বিকারও বটেন এবং সেই হেতু স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীও বটেন। প্রেমের পক্ষে এইরূপ বৈচিত্রী ধারণ করা অস্বাভাবিকও নহে। কারণ, প্রেম হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিতাত্মক শুদ্ধ-সত্ত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ; আর শ্রীরাধার (ভগবানের এবং ভগবৎ-পরিকরগণেরও) বিগ্রহও শুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের এবং ১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং স্বরূপ-লক্ষণে (বা উপাদান-গত ভাবে) শ্রীরাধার দেহাদি এবং প্রেম একই বস্তু; সুতরাং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক প্রেমের পক্ষে বৃত্তি-বিশেষ ধারণ করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদিতে পরিণত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে।

অথবা, কোনও বস্তু অন্য কোনও বস্তু দ্বারা যখন সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন বলা হয়—ঐ বস্তুটী অন্য বস্তু দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, যেমন চিকিৎসকগণ কোনও কোনও বটিকাকে পানের রসে ভাবিত করেন, বটিকার প্রতি অংশে পানের রস অনুপ্রবিষ্ট করান। জলের মধ্যে কর্পূর দিলে জলের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশেও কর্পূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়োরসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন প্রতিভাবিতাভিঃ। পূর্ব্বং তাবৎ বা রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতস্তস্তশ্চ ততশ্চ তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দাল্লভ্যতে যথা অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ। প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎ-পরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎ-কণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটনিত্যলীলাশীলময়দশার্ণ-ব্যাখ্যানে। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সেয়ং লীলাতু তাপি নান্যত্র বিদ্যতে ইতি প্রকাশ্যতে॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥১২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাকে কর্পূর-বাসিত করিয়া থাকে; জল এইরূপে কর্পূর দ্বারা ভাবিত হয়। লৌহের প্রতি অণুতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া যখন লৌহকে অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করায়, তখনও বলা যায়, লৌহ অগ্নি দ্বারা ভাবিত হইয়াছে। "ভাবিত"-শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে "কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার" ইত্যাদি অংশের অর্থ এইরূপও করা যায়ঃ—শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়—সমস্তের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তেন্দ্রিয়াদিকে প্রেম-ভাবিত করিয়াছে বা প্রেম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবের একটী ধর্ম্মই এই যে, ইহা মহাভাববতীদিগের মনকে এবং মনের বৃত্তি-স্বরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে মহাভাব-রূপত্ব প্রাপ্ত করায়; "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥ উঃ নীঃ স্থা ১১২॥ মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েৎ মহাভাবাত্মকমেব মনঃ স্যাৎ মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্থঃ। তেন ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং মনঃ আদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাদিত্যাদি॥ আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা॥" অগ্নি-ভাবিত লৌহ অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহার যেমন কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ প্রেম-ভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়-কায়াদিও প্রেম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে প্রেম হইতে তাহাদের আর পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায় চিত্তেন্দ্রিয়-কায়কেও প্রেমেরই পরিণতি-বিশেষ বা প্রেমেরই বিকার বলা যায়।

কৃষ্ণ-নিজ শক্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিজের শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। **ক্রীড়ার সহায়**—শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়-কারিণী; কান্তারসাস্বাদন-লীলার আনুকূল্য-বিধায়িনী। শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়াদি হ্লাদিনী-শক্তির পরিণতিরূপ প্রেম দ্বারা গঠিত বলিয়া এবং হ্লাদিনী কৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইলেন; এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী হইতে পারিয়াছেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বশক্ত্যেকসহায়; তিনি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাঁহার আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেকসহায়তা থাকে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি।

শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়কায় যে কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত এবং শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি, ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অখিলাত্মভূতঃ (সকলের—সমস্ত গোলোকবাসীর এবং অন্যান্য প্রিয়জনবর্গের—

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন। | ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ—॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রিয়জন) যঃ (যেই) [গোবিন্দ] (গোবিন্দ) এব (ই) আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দ-চিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিতা) নিজরূপতয়া (স্বদারত্ববশতঃ প্রসিদ্ধা) কলাভিঃ (হ্লাদিনী-শক্তিরূপা) তাভিঃ (সেই) [গোপীভিঃ] (গোপীগণের সহিত) গোলোকে এব (গোলোকেই) নিবসতি (বাস করিতেছেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। (গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জন) সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ—আনন্দচিন্ময়-রস (বা পরম-প্রেমময় মধুর-রস) দ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনীরূপা সেই ব্রজদেবী-গণের সহিত গোলোকেই বাস করিতেছেন—সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি। ১২।

আনন্দ-চিন্ময় রস—প্রীতিভক্তি-রস ; পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল-রস ; কান্তাপ্রেমরস। **প্রতি-ভাবিতা**—প্রতি-ক্ষণে (সর্ব্বদা, নিত্য) ভাবিতা সম্পাদিত-সত্ত্বা, অথবা জাতা বা গঠিতা। **আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রতি-ভাবিতা**—কান্তাপ্রেমরসের দ্বারা যাঁহাদের (যে গোপীদের) সত্ত্বা প্রতিক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ কান্তাপ্রেমরসদ্বারাই গঠিতা ; আবার, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণেই স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ; এই হ্লাদিনী শক্তি প্রতিক্ষণেই তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিতে পতিত হইয়া মধুরা প্রীতিরূপে পরিণত হইতেছে এবং তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি সাধন করিতেছে। "প্রতি" শব্দের একটা ধ্বনি এইরূপ—উপকার প্রাপ্ত হইয়া যিনি কাহারও উপকার করেন, তাঁহার উপকারকে বলে প্রতি-উপকার। এইরূপে, "প্রতি-ভাবিত" শব্দের প্রতি-অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে গোপীগণ কর্ত্তৃক ভাবিত (বা উপাসিত) হইয়াছিলেন, পরে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতি-ভাবিত করিয়াছেন, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপ পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল রসের দ্বারা প্রতিক্ষণে তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যুপাসনা করিয়াছেন ; অথবা, স্বকান্তারূপে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত গোলোকে বাস করিয়া তাঁহাদের প্রত্যুপাসনা করিয়াছেন। **নিজরূপতয়া**—স্ব-রূপতাহেতু। নিজ-রূপতা শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, গোপীগণ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা ; প্রকট-লীলার ন্যায়, গোলোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা নহেন। বস্তুতঃ গোপীগণ পরমলক্ষ্মী ; শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁহাদের পরদারত্ব সম্ভব নহে। কান্তারসের অপূর্ব্ব বৈচিত্রী-আস্বাদনের নিমিত্ত সমুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ যোগমায়ার সাহায্যে স্বদারত্বকেই পরদারত্বের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়াত্ব কেবল প্রকট লীলাতেই, অপ্রকট-গোলোক-লীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তা। **কলাভিঃ**—হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ —(শ্রীজীবগোস্বামী)। শক্তিভিঃ (চক্রবর্ত্তী)। গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের "কলা" বলা হইয়াছে ; কলা-শব্দের অর্থ অংশ বা শক্তি, বা বিভূতি। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা বলিয়াই তাহা-দিগকে কলা বলা হইয়াছে। এস্থলে মহাভাবরূপা হ্লাদিনী-বৃত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; সুতরাং "কলাভিঃ"-শব্দ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাদি গোপীগণ হ্লাদিনী-বৃত্তিরূপা ; শ্রীরাধা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া তিনি হ্লাদিনী-বৃত্তির চরম-পরিণতি-মহাভাব-স্বরূপা। **অখিলাত্মভূত**—সকলের (সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্যান্য প্রিয়-বর্গের) পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মার ন্যায় অব্যভিচারী। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্যান্য প্রিয়বর্গের পরম-প্রিয়তম ; সুতরাং আত্মা যেমন কখনও জীবকে ত্যাগ করে না, তিনিও তদ্রূপ তাঁহাদিগের সঙ্গ তাগ করিতে পারেন না—এতাদৃশ-গাঢ়ই তাঁহাদের প্রীতির বন্ধন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সঙ্গেই বাস করিয়া থাকেন। ইহাতে গোপীদিগের প্রেমের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি ; এই শ্লোকের "কলাভিঃ"-শব্দে তাহা প্রমাণিত হইল।

৬২। ৫৩শ পয়ারে বলা হইয়াছে "হ্লাদিনী (-রূপা শ্রীরাধা) শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান" এবং ৬১শ

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার—।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩

ব্রজঙ্গনারূপ আর কান্তাগণসার। ৬৪
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পয়ারে বলা হইয়াছে, "তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন।" কিরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান এবং তাঁহার ক্রীড়ার সহায় হয়েন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে।

করায়—শ্রীরাধা করান। **যৈছে**—যেরূপে। **রস আস্বাদন**—আনন্দাস্বাদন; লীলারস আস্বাদন।

৬৩। শ্রীরাধা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন, তাহা বলিতেছেন, ৬৩—৬৯ পয়ারে। এই কয় পয়ারের স্থূল মর্ম্ম এই:—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকুল-শিরোমণি; কান্তাভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন; এজন্য তাঁহাকে বহুরূপে আত্মপ্রকট করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়া ব্রজে, দ্বারকায় ও পরব্যোমে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল-স্বরূপের কান্তাই শ্রীরাধার আবির্ভাব। বহুকান্তা ব্যতীত কান্তারসের বৈচিত্রী সম্পাদিত হয় না বলিয়া একই ধামেও তিনি তাঁহার সখী-মঞ্জরীরূপে বহু মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—এইরূপে ব্রজের ললিতা, বিশাখা-আদি গোপসুন্দরীগণও শ্রীরাধারই প্রকাশ। শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি।

কৃষ্ণকান্তাগণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ; শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ যে সকল ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেয়সীগণ। **ত্রিবিধ প্রকার**—তিন রকম; তিন শ্রেণীর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ। **এক লক্ষ্মীগণ**—তিন শ্রেণীর কান্তার মধ্যে এক শ্রেণী হইলেন লক্ষ্মীগণ। পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের কান্তাগণকে লক্ষ্মী বলে। **পুরে**—দ্বারকা-মথুরায়। **মহিষীগণ আর**—আর এক শ্রেণী হইলেন মহিষীগণ, দ্বারকা-মথুরায় রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ।

৬৪। **ব্রজাঙ্গনারূপ আর**—আর একশ্রেণী হইলেন ব্রজাঙ্গনা (গোপসুন্দরী)। **কান্তাগণসার**—সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমে, দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ।

মন-প্রাণ-ঢালা অনাবিল আত্মবিস্মৃতি-সম্পাদিকা প্রীতির তারতম্যদ্বারাই কান্তাভাবের আস্বাদ্যতার তারতম্য সূচিত হয়। যে কান্তায় এইরূপ প্রীতি যত বেশী বিকশিত, সেই কান্তাই তত বেশী শ্রেষ্ঠ। এই প্রীতি আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—ঐশ্বর্য্যজনিত ত্রাসে মন-প্রাণ-ঢালা প্রীতির বিকাশে বাধা পড়িয়া যায়; সুতরাং যে কান্তার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যত বেশী জাগরূক, সেই কান্তার প্রীতিই তত বেশী নিকৃষ্ট; এবং যে কান্তার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যত কম, সেই কান্তার প্রীতিই তত বেশী উৎকৃষ্ট, তত বেশী আস্বাদ্য। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইলেও ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের অনুগত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত; সুতরাং ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ি প্রাধান্য, তাই কান্তাপ্রীতিও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। দ্বারকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত, সুতরাং দ্বারকা-মহিষীদিগের কান্তা-প্রেম ঐশ্বর্য্যদ্বারা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত; এজন্য ব্রজের কান্তাপ্রেম অপেক্ষা দ্বারকার কান্তাপ্রেম নিকৃষ্ট; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ অপেক্ষাও মহিষীগণ নিকৃষ্টা। আর পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যেরই পূর্ণ প্রাধান্য, মাধুর্য্য বিশেষরূপে স্তিমিত; লক্ষ্মীগণের কান্তাপ্রেমও বিশেষরূপে সঙ্কুচিত; সুতরাং দ্বারকার কান্তাপ্রেম অপেক্ষা পরব্যোমের কান্তাপ্রেম নিকৃষ্ট; তাই মহিষীগণ অপেক্ষাও লক্ষ্মীগণ নিকৃষ্টা। এইরূপে ব্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যেহেতু তাঁহাদিগের কান্তাপ্রীতি পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহে।

৬৫। **শ্রীরাধিকা হৈতে** ইত্যাদি—শ্রীরাধিকা হইতেই অন্যান্য সমস্ত কান্তাগণের বিস্তার (বা আবির্ভাব) হইয়াছে। শ্রীরাধাই তত্তৎ-কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই হইলেন সমস্ত কান্তার মূল। পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারদপঞ্চরাত্র হইতে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদের নিকটে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ। তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভবা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥ তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ॥ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ॥ সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধ যোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥—যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামপার্শ্ব হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিত (উপেন্দ্রাদির কান্তাশক্তি), তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী। না, পঃ রা, ২।৩।৫৫॥) পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতী দেবী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হন। স্বয়ংরূপে পরা দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত। ২।৩।৬০—৬৫॥" অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়, লক্ষ্মীদুর্গাদিশক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদ-ধৃত-বচন।" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, দ্বারকামহিষীগণ এবং সীতাদিও শ্রীরাধার অংশ।

৬৬। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, সমস্ত অবতারের মূল, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতারের উদ্ভব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী, আর অবতার-সমূহ তাঁহার অংশ। তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতেই অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-কান্তার উদ্ভব, শ্রীরাধা তাঁহাদের অংশিনী, তাঁহারা শ্রীরাধার অংশ। শক্তির তারতম্যানুসারেই অংশ-অংশি-ভেদ; যাঁহাতে অপেক্ষাকৃত ন্যূনশক্তি প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই অংশ বলে। মহিষী ও লক্ষ্মীগণে এবং ললিতাদি ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা কম শক্তি (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি) প্রকাশ পায়; শ্রীরাধিকায় কান্তাশক্তির পূর্ণতম-বিকাশ। তাই শ্রীরাধিকা অংশিনী, আর অন্য কান্তাগণ তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্, শ্রীরাধিকাও তেমনি স্বয়ং-কান্তাশক্তি।

অবতারী—যাঁহা হইতে অবতার-সকলের আবির্ভাব হয়; মূলস্বরূপ; অংশী। **করে অবতার**—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আবির্ভূত হয়েন। **তিনগণের**—তিন শ্রেণীর কান্তার; লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের এবং ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণের। **বিস্তার**—আবির্ভাব। কান্তাশক্তির বিস্তারের নিয়ম এই যে, যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও স্বয়ংরূপে (শ্রীরাধারূপে) বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার প্রকাশরূপে বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার বিলাসরূপে বিরাজিত, ইত্যাদি। কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাঁহার কান্তার সঙ্গেও শ্রীরাধার সেই সম্বন্ধ।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ তাঁহার অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। "শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৪৩॥" বেদান্তও একথা বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।৩।৩।৪০॥ শ্রীভগবৎপ্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলষিত-লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হয়েন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, বিষ্ণুর শ্রী (প্রেয়সী)

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা) ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা ॥১।৮।১৫॥" পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥—শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী। ১।৯।১৪৩॥" আরও বলিয়াছেন "এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥—দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমনরূপে তাঁহার সহায়কারিণী হয়েন। ১।৯।১৪০॥ রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥—রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী ॥১।৯।১৪২॥" পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৪।৬৫ পয়ার হইতে জানা যায়, শ্রীরাধাই মূলকান্তাশক্তি, তাই তিনি মূলভগবৎ-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাবিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই দ্বারকায় রুক্মিণী আদি মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে পরব্যোমে বিহার করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে তাঁহার সঙ্গিনী হয়েন। সুতরাং শ্রীরাধা যে অন্যান্য কান্তাশক্তির অংশিনী, তাহা প্রতিপন্ন হইল। পদ্মপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশিব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা "শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ * * চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধনিবাসিনী॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে॥ প, পু, পা, ৪৬।৩৬-৮॥" শ্রীশিব আরও বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রসীদতা।—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প, পু, পা, ৪৬।৩৮॥" সুতরাং শ্রীরাধা যে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি—সুতরাং মূলকান্তাশক্তি,—তাহাও প্রতিপন্ন হইল। ১।৪।৬৫ এবং ১।৪।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধা যে চিদচিৎ সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী, তাহাও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়। শ্রীসদাশিব পার্ব্বতীর নিকটে গোপীদিগের কথা বলিয়া তারপর বলিতেছেন—"তাসাং তু মধ্যে যা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা। দ্যোতমানা দিশঃ সর্ব্বাঃ কুর্ব্বতী বিদ্যুদুজ্জ্বলাঃ। প্রধানং যা ভগবতী যয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥ সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা। স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণম্। চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যন্মায়াপরিরঞ্জিতম্॥ বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্রানুকরণাৎ।—সেই গোপীদিগের মধ্যে যে দেবী তপ্তস্বর্ণ-কান্তিসম্পন্না হইয়া দিঙমণ্ডলকে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধানরূপে সমুদয় বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী এবং বিদ্যা, অবিদ্যা ও পরা-রূপে পরিচিতা, যিনি স্বরূপশক্তিরূপা এবং চিন্ময়ী মায়া (যোগমায়া)-রূপা, যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতিরও দেহকারণেরও কারণরূপা, চরাচর সমস্ত জগৎ যাঁহার মায়াদ্বারা আবৃত, তিনি শ্রীরাধানাম্নী বৃন্দাবনেশ্বরী। ৪৬।১৩-১৭॥" পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে একটী অতিরিক্ত পয়ার দেখা যায়; তাহা এই:—"লক্ষ্মীগণ তাঁর অংশবিভূতি। বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥" পরবর্ত্তী পয়ারেই লক্ষ্মী ও মহিষীগণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই পয়ারটী অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়; অধিকাংশ গ্রন্থে ইহা দৃষ্টও হয় না, ঝামটপুরের গ্রন্থেও না।

৬৭। এই পয়ারে লক্ষ্মীগণের ও মহিষীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন। **বৈভব-বিলাসাংশরূপ**—বৈভব-বিলাসরূপে অংশরূপ। যাঁহারা স্বরূপে মূলস্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে যাঁহারা মূলস্বরূপ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে বৈভব ও প্রাভব বলে। প্রাভব ও বৈভবের মধ্যে আবার প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির

আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিকাশ অধিক (ল-ভা, কৃষ্ণামৃত। ৪৫।)। লীলা-বিশেষের নিমিত্ত স্বয়ংরূপ যখন ভিন্ন-আকারে আত্ম-প্রকট করেন, তখন তাঁহাকে "বিলাস" বলে; শক্তির প্রকাশ-হিসাবে বিলাসরূপ স্বয়ংরূপেরই প্রায় তুল্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন (ল, ভা, কৃষ্ণামৃত। ১৫)। এক্ষণে বুঝা গেল, যে স্বরূপের আকার স্বয়ংরূপের আকার অপেক্ষা অন্যরূপ এবং যে স্বরূপে শক্তির বিকাশও স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে স্বরূপ লীলাবিশেষের নিমিত্তই প্রকটিত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বৈভব-বিলাস বলে; শক্তির বিকাশে স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া এই স্বরূপ মূল-স্বরূপের অংশ-তুল্য; এজন্য এই স্বরূপকে বৈভব-বিলাসাংশ অর্থাৎ বৈভব-বিলাসরূপ অংশও বলা যায়। এই বাক্যে লক্ষ্মীগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ স্বরূপে শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন; কিন্তু শ্রীরাধা দ্বিভুজা, লক্ষ্মী চতুর্ভুজা; সুতরাং শ্রীরাধার আকার ও লক্ষ্মীর আকার একরূপ নহে। শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, লক্ষ্মী তদ্রূপা নহেন, লক্ষ্মীতে ঊনশক্তির বিকাশ। এ সমস্ত কারণে লক্ষ্মীকে শ্রীরাধার বৈভব-বিলাসাংশ বলা হইয়াছে।

বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ—মূলস্বরূপের তুল্য আবির্ভাব-সমূহকে প্রকাশ বলে। শ্রীরাধা দ্বিভুজা, মহিষীগণও দ্বিভুজা; এজন্য মহিষীগণকে শ্রীরাধার প্রকাশ বলা হইয়াছে এবং মহিষীগণের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা কম শক্তির (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির) বিকাশ বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীরাধার বৈভব বলা হইয়াছে। এইরূপে মহিষীগণ শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হইলেন। ইহাই মহিষীগণের তত্ত্ব।

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-বিলাস, তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস। দ্বারকানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ; তাঁহার মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ। এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রকাশ, তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতে তাঁহাদের কান্তাগণেরও অনুরূপভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে।

কোনও কোনও গ্রন্থে দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে, মহিষীগণের পরিচয়ে "বৈভব-প্রকাশ" স্থলে "বৈভব-বিলাস" পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "বৈভব-প্রকাশ" পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। দ্বারকানাথ যখন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ (বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। ২। ২০। ১৪৬॥), তখন দ্বারকা-মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রথম-পয়ারার্দ্ধের "বৈভব-বিলাস"-শব্দ সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য আছে। বৈভব অপেক্ষা প্রাভবে ন্যূন-শক্তির বিকাশ; দেবকী-নন্দন অপেক্ষাও পরব্যোমাধিপতিতে ন্যূনশক্তির বিকাশ; দেবকী-নন্দন বৈভবরূপ, সুতরাং পরব্যোমাধিপতি প্রাভব-রূপ হওয়াই সঙ্গত; মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্ভুজ-রূপকে প্রাভব-বিলাসই বলা হইয়াছে (চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস। ১৪৭।)। নারায়ণ প্রাভব-বিলাস হইলে তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস না হইয়া "প্রাভব-বিলাস" হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই এই পয়ারে প্রাভব-বিলাস লিখিত হইয়া থাকিবে।

৬৮। এক্ষণে শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজদেবীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন। তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপা।

আকার-স্বভাব-ভেদে—আকারের ও স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে। আকার অর্থ এস্থলে রূপ—মুখের ও অন্যান্য অবয়বের গঠন, বর্ণের বৈচিত্র্য ইত্যাদি। **ব্রজদেবীগণ**—শ্রীললিতাদি গোপসুন্দরীগণ। দেবী-অর্থ ক্রীড়া-পরায়ণা; যে সমস্ত গোপসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কান্তাভাবের ক্রীড়া করিয়াছেন, ব্রজদেবী-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। **কায়ব্যূহরূপ**—আবির্ভাব বা প্রকাশ; আদি-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪২শ পয়ারের টীকায় কায়ব্যূহ-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **তাঁর**—শ্রীরাধার। **রসের কারণ**—রসপুষ্টির বা রসের বৈচিত্রী বিধানের নিমিত্ত। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়—শ্রীরাধা বলিতেছেন—"আমিই ললিতাদেবী—অহঞ্চ ললিতাদেবী

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত-প্রকাশ ॥ ৬৯

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাধিকা যা চ গীয়তে॥ ৪৪। ৪৪০” ললিতার উপলক্ষণে, সমস্ত ব্রজদেবীগণই যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধা, তাহাই এই প্রমাণবলে জানা গেল। শ্রীরাধা যখন সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, কৃষ্ণকান্তাগণের মূল অংশিনী (১।৪।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন তিনিই যে বিভিন্ন ব্রজদেবী-রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, ব্রজদেবীগণ যে তাঁহারই কায়ব্যূহ, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়সীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন। তথাপি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড বলিতেছেন—“গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা।—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একজন মাত্র গোপীর (শ্রীরাধার) সঙ্গে ক্রীড়া করেন। ৪৬।৪৬॥” এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সূচিত হইতেছে এবং ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়াই; যেহেতু শ্রীরাধাই অনন্তগোপী-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদির সাফল্যে যেমন পরতত্ত্ববস্তুর লীলার সাফল্য—যেহেতু অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংরূপেরই অংশ; তদ্রূপ অনন্ত গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফল্য; যেহেতু গোপীগণ শ্রীরাধারই অংশ। নারদ-পঞ্চ-রাত্র শ্রীরাধাকে “গোপীশা—গোপীদিগের ঈশ্বরী” বলিয়াছেন, (গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা। ২।৪।৫১) এবং গোপীদিগের দ্বারা সেবিতা বলিয়াছেন (গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ। ২।৪।১০); ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীরাধা গোপীদিগের অংশীনী। গোপমাতৃকা-শব্দের তাৎপর্য্যও তাহাই।

ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ বা আবির্ভাব-বিশেষ; রূপে ও স্বভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে; এক এক জনের মুখাদি অঙ্গের গঠন এক এক রকম, এক এক জনের অঙ্গের বর্ণও এক এক রকম; এক এক জনের স্বভাবও এক এক রকম—কেহ ধীরা, কেহ প্রখরা, কেহ স্বপক্ষ, কেহ সুহৃৎপক্ষ, কেহ তটস্থপক্ষ, কেহ প্রতিপক্ষ ইত্যাদি। রসপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাই এইরূপ বিচিত্র স্বভাব ও বিচিত্র রূপ বিশিষ্ট বহু গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

অংশিনী শ্রীরাধা হইতে কিরূপে লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের ও গোপীগণের বিস্তার হইল, ৬৬-৬৮ পয়ারে তাহা দেখান হইল।

৬৯। শ্রীরাধা বহু গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিলেন কেন, বিশেষরূপে তাহার হেতু বলিতেছেন। বহু কান্তা ব্যতীত—শৃঙ্গার-রসের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ রাসলীলা সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়াই শ্রীরাধা বহু গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। রূপের, স্বভাবের এবং বৈদগ্ধ্যাদির বিচিত্রতা দ্বারা এই সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণ শৃঙ্গার-রসের অনন্ত বৈচিত্রী উন্মেষিত করিয়া থাকেন। তাহাতেই রসের পুষ্টি সাধিত হয় এবং শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার সহায়তা হইয়া থাকে।

রসের উল্লাস—শৃঙ্গার-রসের অত্যধিক অভিব্যক্তি। **লীলার সহায় লাগি**—শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার আনুকূল্যার্থ। **বহুত প্রকাশ**—বহু কান্তারূপে (বহু ব্রজদেবীরূপে) শ্রীরাধার আত্মপ্রকট।

৭০। **তার মধ্যে**—বহু প্রকাশের মধ্যে। **নানা ভাব-রসভেদে**—বিবিধ ভাবের ও বিবিধ রসের ভেদ অনুসারে। **রাসাদিক লীলাস্বাদে**—রাসাদি-লীলারসের আস্বাদন।

ব্রজে শ্রীরাধা যে সমস্ত ব্রজদেবীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, রূপে, স্বভাবে এবং রস-বৈদগ্ধ্যাদিতে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে; এই সমস্ত বিচিত্র-বৈশিষ্ট্য দ্বারা কান্তারসের অনন্ত উৎস প্রসারিত করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে, রাসাদি-শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

৬২ পয়ারোক্ত “ক্রীড়ার সহায় যৈছে” ইত্যাদি বাক্যের উপসংহার করা হইল। লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ যে যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের অনুরূপ কান্তারূপে আত্ম-প্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে (বিলাসরূপে) লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও লক্ষ্মীরূপে (বিলাসরূপে) তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও প্রকাশরূপে (মহিষীরূপে) সেই ধামে তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও স্বয়ংরূপে এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ব্রজসুন্দরীগণরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন—তাঁহাকে রাসাদি-লীলার রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। এইরূপে লক্ষ্মী-আদি ত্রিবিধ-কান্তাগণরূপেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, রসের পরম-উৎস-প্রসারিণী রাসাদি-লীলায় শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের সহায়তা অপরিহার্য্য; তাই ব্রজ ব্যতীত অন্যান্য ধামে রাসাদি লীলা নাই। রাস-শব্দের অর্থালোচনা করিলে তাহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাহাতে বহু কান্তার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে।

রাস—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন "রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্য-বিশেষঃ—বহু-নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষকে রাস বলে।" অর্থাৎ বহু নর্ত্তকীর একত্র নৃত্যবিশেষকেই রাস বলে। এই নৃত্যবিশেষ-সম্বন্ধে বৈষ্ণব-তোষণীকার বলেন—"নটৈ র্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্ রাসো মণ্ডলী-ভূয়ো নর্ত্তনম্॥—এক এক জন নর্ত্তক এক একজন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন—এমতাবস্থায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস বলে।" ব্রজের রাস-লীলায় যত গোপী, শ্রীকৃষ্ণও ততরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া লীলা সম্পাদন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে, রাসে বহু কান্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল।

রাস-লীলায় কিরূপে রসের উৎস প্রসারিত হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

বৈষ্ণব-তোষণী বলেন, "রাসঃ পরম-রসকদম্ব-ময়ঃ ইতি যৌগিকার্থঃ—শ্রীভা, ১০।৩৩।৩। টীকা॥" অর্থাৎ রাস পরম-রস-সমূহময়; রাসে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রসেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মুখ্য রস পাঁচটী—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার; আর গৌণরস সাতটী—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় (মধ্য লীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত রস-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। রাসে এই সমস্ত রসেরই উৎস প্রসারিত হয়। সকল রস অভিব্যক্ত হইলেও রাসে শৃঙ্গার-রসেরই প্রাধান্য—রাসলীলা-সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিচরণের "কন্দর্প-দর্পহা", "শৃঙ্গার-কথোপদেশেন" ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। শৃঙ্গার-রসই অঙ্গী, অন্যান্য রস তাহার অঙ্গ বা পুষ্টিসাধক। শান্তাদি-রস সাধারণতঃ শৃঙ্গার-রসের বিরোধী হইলেও তাহারা যখন অঙ্গী শৃঙ্গার-রসের পুষ্টিসাধক হয়, তখন বিরোধী হয় না। কাব্য-প্রকাশও এই মতের অনুমোদন করেন। "স্মর্য্যমাণো বিরুদ্ধোঽপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ। অঙ্গিন্যঙ্গত্বমাপ্তৌ যৌ তৌ ন দুষ্টৌ পরস্পরম্॥৭।২৭ কারিকা॥" অপর বিরোধী রস যদি প্রধান রসের পুষ্টিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর বিরোধ হয় না।

রাসে অন্যান্য সমস্ত রস শৃঙ্গার-রসের পুষ্টি-সাধক হইয়া থাকে। গোপালচম্পূ-গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়; "অথ ক্রমবশাদদ্ভুত-ভয়ানক-রৌদ্র-বীভৎস-বৎসল-করুণ-বীর-হাস্য-শান্ত-শৃঙ্গাররসাঃ শৃঙ্গারানুকূলতয়া যথাযোগ্যং রসয়িতুমাসাদিতাঃ। পূ, ২৭।৫৫॥—অনন্তর ক্রমে ক্রমে অদ্ভুত, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, বীর, হাস্য, শান্ত, এবং শৃঙ্গার-রস প্রত্যেকেই আপনাকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শৃঙ্গার-রসের অনুকূলরূপে যথাযোগ্য ভাবে লীলা-শক্তি কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছিল।" (গোপালচম্পূর পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে এই সমস্ত রসের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে।) উক্ত বচনে দাস্য ও সখ্যরসের উল্লেখ নাই; তাহার হেতু এই যে, উল্লিখিত বৎসলাদি-রসের মধ্যেই দাস্য ও সখ্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, (তদ্ব্যতীত বৎসলাদির পুষ্টি অসম্ভব); তাই আর তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয় নাই। "অত্র দাস্য-সখ্যয়োরনুক্তেঃ বৎসলাদিষু তয়োঃ প্রবেশাৎ তে বিনা তেষাং পুষ্টির্ন স্যাৎ—উক্তবচনের টীকা।"

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৭১

তথাহি বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে—
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শৃঙ্গার-রসের পূর্ণতম বিকাশ এবং তাহার অনুকূল ভাবে অন্যান্য সমস্ত রসের অভিব্যক্তি—ইহাই রাস-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য; ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে ইহা অসম্ভব এবং স্বয়ং শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও ধামের কান্তাগণের সাহচর্য্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি অসম্ভব।

৭১। "কৃষ্ণেরে করায় যৈছে' ইত্যাদি ৬২ পয়ারোক্ত বাক্যের সারার্থ ব্যক্ত করিতেছেন।

গোবিন্দানন্দিনী—শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-বিধায়িনী (রাধা)। শ্রীকৃষ্ণকে রসাস্বাদন করায়েন বলিয়া, তাঁহার ক্রীড়ার সহায়কারিণী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ সুখের সম্পাদিকা বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী। **গোবিন্দ-মোহিনী**—শ্রীগোবিন্দের মোহ-সম্পাদিকা। রূপে-গুণে, সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে, বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দ-মোহিনী। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে সমস্ত জগৎ মোহিত হয়; এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিতে মোহিত হইয়া থাকেন। **গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব**—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি-তুল্যা (শ্রীরাধা)। সর্ব্ববিধ সম্পত্তি একই সময়ে লাভ করিলে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, শ্রীরাধার সঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষাও বহুগুণ আনন্দ জন্মিয়া থাকে; আবার সর্ব্বস্ব অপহৃত বা বিনষ্ট হইলে লোকের যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, শ্রীরাধার বিরহেও শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখের উদয় হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, এমন কি আত্মপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও যদি শ্রীরাধার সঙ্গলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কারণে শ্রীরাধাকে গোবিন্দের সর্ব্বস্ব বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ; আনন্দরূপে, আনন্দ-বৈচিত্রীময় রসরূপে তিনি পরম আস্বাদ্য—তাঁর নিজের নিকটেও আস্বাদ্য এবং তাঁর ভক্তদের নিকটেও আস্বাদ্য। কিন্তু হ্লাদিনীর সহায়তাব্যতীত এই আস্বাদন সম্ভব নয়। আবার তিনি রসিকশেখর, ভক্তদের প্রেমরস-আস্বাদনের নিমিত্ত এবং ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি লীলাবিলাসী—লীলাপুরুষোত্তম; কিন্তু হ্লাদিনীর সহায়তাব্যতীত তাঁহার নিজের এবং ভক্তদের পক্ষেও এজাতীয় আস্বাদন সম্ভব নয়। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ১।৪।৫৩॥" এই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীই হইলেন শ্রীরাধা। হ্লাদিনী ব্যতীত শ্রীগোবিন্দের আনন্দস্বরূপত্ব, রসস্বরূপত্ব, রসিকশেখরত্ব, লীলাপুরুষোত্তমত্ব, ভক্তবৎসলত্ব, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ত্বাদি অনুভূত হইতে—সার্থকতা লাভ করিতে—পারে না বলিয়াই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাকে গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব বলা হইয়াছে।

সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজদেবীগণ—এই সমস্তের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্ববিধ কান্তাগণের অংশিনী বলিয়াও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫.৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে "দেবী কৃষ্ণময়ী" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। রাধিকা (শ্রীরাধা) দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিঃ, সম্মোহিনী, পরা [চ] প্রোক্তা।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা দেবী, তিনি কৃষ্ণময়ী, তিনি পরদেবতা, তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, তিনি সর্ব্বকান্তি, তিনি সম্মোহিনী এবং তিনি পরা—এইরূপই তিনি কথিত হয়েন। ১৩।

গ্রন্থকার নিজেই পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে (৭২-৮২ পয়ারে) এই শ্লোকোক্ত শব্দসমূহের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাই এস্থলে আর স্বতন্ত্রভাবে শব্দ-ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

অস্যার্থঃ

দেবী কহি—দ্যোতমানা পরম-সুন্দরী। | কিম্বা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে "রাধিকা" শব্দ বিশেষ্য, আর "দেবী" আদি শব্দ রাধিকার মহিমাজ্ঞাপক বিশেষণ। শ্লোকোক্ত "দেবী"-শব্দ পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত "গোবিন্দানন্দিনী"-শব্দের, "সম্মোহিনী" শব্দ "গোবিন্দ-মোহিনী"-শব্দের, "সর্ব্বকান্তি"-শব্দ "গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব"-শব্দের এবং "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দ "সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি"-শব্দের প্রমাণ।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডেও অনুরূপ একটী শ্লোক আছে। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী ॥৫০।৫৩॥"

৭২। শ্লোকোক্ত "দেবী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। দিব্-ধাতু হইতে "দেবী" শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর অর্থ প্রীতি, জিগীষা, ইচ্ছা, পণ, ব্যবহারকরণ, দ্যুতি, ক্রীড়া, গতি (শব্দ-কল্পদ্রুম)। জিগীষা, ইচ্ছা, আপণ (দোকান), দ্যুতি, ক্রীড়া, গতি (কবিকল্পদ্রুম)। এই সকল অর্থের মধ্যে গ্রন্থকার কেবল দ্যুতি, ক্রীড়া, প্রীতি এবং আপণ অর্থ গ্রহণ করিয়া দেবী-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

দেবী কহি দ্যোতমানা—দেবী-শব্দের অর্থ দ্যোতমানা; এস্থলে দিব্-ধাতুর দ্যুতি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবী। **দ্যোতমানা**—দ্যুতিশালিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী; স্বীয় রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী। **পরম-সুন্দরী**—স্বীয়-রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী বলিয়া পরম-সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী। ইহা হইল দেবী-শব্দের একটী অর্থ। দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে অন্য অর্থ করিতেছেন। **কিম্বা**—অথবা; অন্যরূপ অর্থ করার উপক্রম করিতেছেন। **পূজা**—যাঁহার পূজা করা হয়, তাঁহার প্রীতিবিধানই পূজার তাৎপর্য্য; তাহা হইলে পূজা-অর্থ প্রীতি বা সন্তোষই বুঝায়। (দিব্-ধাতুর প্রীতি-অর্থে পূজা হয়)। **ক্রীড়া**—খেলা, লীলা; (দিব্-ধাতুর ক্রীড়া অর্থে)। **বসতি**—বাসস্থান। **নগরী**—নানাজাতীয় বহু লোকের বাসস্থান এবং নানাবিধ শিল্প-বাণিজ্যের স্থানকে নগর বা নগরী বলে; নগরে বহু প্রকারের প্রাসাদাদিও থাকে (দিব্-ধাতুর আপণ—দোকান—অর্থ)। **কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী**—ইহা দেবী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ; ইহার তাৎপর্য্য এই:—শ্রীরাধা দেবী অর্থাৎ নগরী, নগরতুল্যা—যে নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের (পূজার) এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ অবস্থিত। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাতে কিলকিঞ্চিতাদি নানাবিধ ভাব, মান-প্রণয়াদি নানাবিধ প্রেম-বৈচিত্রী, রূপ-গুণাদিরও অসংখ্য বৈচিত্রী বিদ্যমান; ইহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির (পূজার) হেতু; পূজার নানাবিধ উপকরণ যেমন নগরের দোকানসমূহে পাওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির হেতুভূত নানাবিধ বস্তু শ্রীরাধাতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পূজার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে। আবার রাসাদি-লীলায় যে সমস্ত বৈদগ্ধ্যাদির প্রয়োজন, সে সমস্তও একমাত্র শ্রীরাধাতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত—শ্রীরাধা রাসাদি-ক্রীড়ার অপরিহার্য্য-গুণাবলির বসতিস্থল; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে—নগরে যেমন লোকের চিত্ত-বিনোদন-ক্রীড়নকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শ্রীরাধাতেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-বিনোদন-ক্রীড়াদির উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজিত। আরও—নগরে যেমন নানাজাতীয় বহুলোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত লোকই নগরের শোভা বৃদ্ধি করে, নগরের দোকানাদিতে পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়াদি করে, তাঁহারাও যেমন নগরেরই অঙ্গীভূত; তদ্রূপ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীরাধারই সহায়কারিণী, যেন তাঁহারই অঙ্গীভূতা; নানাজাতীয় লোকের সমাগমে নগর যেমন বিচিত্রতা ধারণ করে, নানাজাতীয় ভাবযুক্তা সখীগণের দ্বারাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অথবা, দীব্যতি ক্রীড়তি অস্যামিতি দেবী, দিব্-ধাতুর ক্রীড়া-অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহাতে ক্রীড়া করা যায়, তাহাকে দেবী বলা যাইতে পারে। গ্রাম অপেক্ষা নগরীতেই ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সমধিকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে;

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে।
যাহাঁ-যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥ ৭৩

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং নগরীকেও দেবী বলা যায়। দেবী—নগরী। শ্রীরাধাকে দেবী বলা হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন ক্রীড়ার স্থানরূপা নগরী। কাহার ক্রীড়ার স্থান? শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়া করেন বলিয়া শ্রীরাধাকে নগরী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির (পূজার) এবং (অপূর্ব্ব-বিলাসাদিময়ী) ক্রীড়ার বসতি (স্থান)-রূপা নগরী (দেবী) বলিয়া শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে।

এই পয়ার হইতে জানা গেল—শ্রীরাধা দেবী; তাই তিনি তাঁহার অসামান্য রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিমতী এবং তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সখীগণ সমভিব্যাহারে তিনি নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ-ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন; অধিকন্তু, তাঁহার রূপলাবণ্য এবং বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাতে অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করেন বলিয়া তিনি গোবিন্দানন্দিনী। সুতরাং শ্লোকস্থ "দেবী" শব্দ হইল পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত "গোবিন্দানন্দিনী" শব্দের প্রমাণ।

৭৩। "কৃষ্ণময়ী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুই পয়ারে। কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণময়ী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণময়ী-শব্দের তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের প্রচুরতা; শ্রীরাধার দৃষ্ট বা অনুভূত সমস্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাচুর্য্য; ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। **কৃষ্ণ যাঁর ইত্যাদি**—শ্রীরাধার ভিতরেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষ্ণ। "ভিতরে কৃষ্ণ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যদি চক্ষু মুদিয়া থাকেন, তাহা হইলেও হৃদয়ে তাঁহার চিত্ত-চোর কৃষ্ণকে দেখেন, কৃষ্ণের সঙ্গ-সুখাদিই অনুভব করেন। "বাহিরে কৃষ্ণ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, **যাঁহা যাঁহা নেত্র** ইত্যাদি—চক্ষু মেলিয়া বাহিরে তিনি যাহা কিছু দেখেন, তৎসমস্তেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপিত (স্ফুরিত) হয়। তমালবৃক্ষের প্রতি বা নবমেঘের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ হয়; ইন্দ্রধনুর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছের কথা স্মরণ হয়; আকাশে বক-পংক্তি দেখিলে কৃষ্ণবক্ষস্থ মুক্তামালার কথা স্মরণ হয়; পুষ্পবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোবিলম্বিত পুষ্পমালার কথা স্মরণ হয়; গোবৎসের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা স্মরণ হয়; দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীতাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের কথা স্মরণ হয়; ইত্যাদিরূপে যে কোনও বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া থাকে। অথবা, বাহিরেও সর্ব্বত্রই তিনি কৃষ্ণকে দেখেন।

৭৪। কৃষ্ণময়ী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। এস্থলে, কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। তাহাতে কৃষ্ণময়ী-শব্দের অর্থ হইল কৃষ্ণ-স্বরূপা; তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। **প্রেমরসময় ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় এবং রসময়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; প্রেম এবং রসের দ্বারাই যেন তাঁহার অঙ্গ গঠিত। **তাঁর শক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; এস্থলে শ্রীরাধাকেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলা হইয়াছে। তিনি মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। **তাঁর সহ হয় একরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত (শ্রীরাধা) একরূপ হয়েন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বশতঃ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীরাধার স্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমরসময়, শ্রীরাধাও তদ্রূপ প্রেমরসময়ী, সুতরাং শ্রীরাধা কৃষ্ণস্বরূপা (অর্থাৎ প্রেমরসময়-স্বরূপা), তাই তিনি কৃষ্ণময়ী।

শ্রীরাধিকা (এবং কৃষ্ণকান্তাব্রজসুন্দরীগণ সকলেই) যে প্রেমরসময়ী এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, ব্রহ্মসংহিতা হইতেও তাহা জানা যায়। "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৩৭॥" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভেদত্বসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড বলেন—"নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৫॥"

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৭৫

তথাহি (ভাঃ ১০।৩০।২৮)—
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পাদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নাম-নিরুক্তিদ্বারা তস্যাঃ সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুঃ অনয়ৈব নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা, ভগবান্নারায়ণঃ, ঈশ্বরোভক্তাভীষ্টদানসমর্থঃ আরাধিতঃ নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়তি ইতি রাধেতি নাম ব্যক্তীবভূবেতি। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয়নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। রূপা নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থম্। যদ্বা হে অনয়াঃ! অতিমহীয়স্যা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ, নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্ত্তিপ্রখ্যাপকো বা "ভগং শ্রীকাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ।" ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ, যৎ যস্মাৎ নো সুন্দরীর্বিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৫। এক্ষণে শ্লোকোক্ত "রাধিকা"-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। রাধ্-ধাতু হইতে রাধিকা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা। যে রমণী আরাধনা করেন, তিনি রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতেই সমস্ত আরাধনার পর্য্যবসান ও সার্থকতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহার আরাধনাই সার্থক এবং তাদৃশী রমণীই আরাধিকা বা রাধিকা। ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। **কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি**—শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পরিপূরণ। কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ **আরাধনা** করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা; শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পূর্ত্তিই (বা পূরণই) যাঁহার আরাধনা। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া যে কার্য্যকে অবলম্বন করা যায়, তাহাই আরাধনা। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করাকেই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণই তাঁহার আরাধনা। শ্রীরাধা এইরূপ আরাধনা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম আরাধিকা বা রাধিকা। **অতএব**—কৃষ্ণ-বাসনা-পূরণ রূপ আরাধনা করেন বলিয়া **রাধিকা নাম** ইত্যাদি—তাঁহার নাম "রাধিকা" বলিয়া পুরাণ-শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তি সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অনয়া (এই রমণী কর্ত্তৃক) হরিঃ (ভক্তজন-দুঃখ-হরণকারী) ঈশ্বরঃ (ভক্তাভীষ্টদান-সমর্থ) ভগবান্ (শ্রীনারায়ণ) নূনং (নিশ্চিত) আরাধিতঃ (আরাধিত হইয়াছেন)। যৎ (যেহেতু) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ) প্রীতঃ (প্রীত) [সন্] (হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) যাং (যে রমণীকে) রহঃ (গোপনীয় স্থানে) অনয়ৎ (আনয়ন করিয়াছেন)।

অথবা, হে অনয়াঃ (হে অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত সাম্যজ্ঞান-রূপ অহঙ্কার-বশতঃ প্রেম-নীতি-জ্ঞান-শূন্যা)! ভগবান্ (**সুন্দর, কামাতুর**) ঈশ্বরঃ (তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ) [অয়ং] (এই) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) **নূনং (নিশ্চিতই)** রাধিতঃ (রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন); যৎ (যেহেতু) নঃ (আমাদিগকে—আমাদের ন্যায় সুন্দরীদিগকে) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ—ইন্দ্রিয় সমূহের রমণকারী; সেই রাধার ইন্দ্রিয়-সমূহের রমণার্থ) প্রীতঃ (প্রীত) [সন্] (হইয়া) যাং (যে রাধাকে) রহঃ (নিভৃত স্থানে) অনয়ৎ (আনয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ। এই রমণীকর্ত্তৃক ভক্তজন-দুঃখ-হর্ত্তা এবং ভক্তজনের অভীষ্ট-বস্তু-প্রদানে সমর্থ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ নিশ্চিতই আরাধিত হইয়াছেন। যেহেতু, গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া সেই রমণীর ও আমাদের পক্ষে তুল্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও তাঁহার প্রতি) প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন।

অথবা, হে অনয়াগণ! (অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত বৃথাই সাম্যাভিমান-পোষণ-কারিণী প্রেম-নীতি-জ্ঞান-শূন্যা রমণীগণ!) তোমাদিগের বঞ্চনে সমর্থ (ঈশ্বর), এবং সুন্দর বা কামাতুর (ভগবান্) এই হরি নিশ্চিতই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেহেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই রমণীর (রাধার) ইন্দ্রিয়-সমূহের রমণার্থ গোবিন্দ প্রীতমনে তাঁহাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

এই শ্লোকটী শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণের উক্তি। শারদীয়-রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসমণ্ডলী হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া সমস্ত গোপসুন্দরীগণ তাঁহার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সকলে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তাঁহারা মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিলেন; শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত, তাই তাঁহারা চিনিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে আরও কতকগুলি লঘু—সুতরাং রমণীর—পদচিহ্ন দেখা গেল; কিন্তু ঐ পদচিহ্নগুলি কাহার, তাহা সকলে চিনিতে পারিলেন না; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন; তাই কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ পদচিহ্নগুলি শ্রীরাধারই; পদচিহ্নের একত্রাবস্থিতি দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধাও আছেন, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা মনে মনে আশ্বস্ত ও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার বিপক্ষ-পক্ষীয়া (চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া) এবং তটস্থ-পক্ষীয়া যে সমস্ত গোপবনিতা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন না বলিয়া তাঁহারা কেহই এই রহস্য বুঝিতে পারিলেন না—কোনও ভাগ্যবতী রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝিলেন; কিন্তু সেই ভাগ্যবতীটী কে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণও তাহা ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু মনের আনন্দাতিশয্যে সেই ভাগ্যবতী রমণীর (শ্রীরাধার) সৌভাগ্য-বর্ণনের লোভও তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাই শ্রীরাধার নামটী ভঙ্গিক্রমে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহারা (শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ) তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন—"অনয়া রাধিতো নূনং" ইত্যাদি। শ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলক্রমে বিপক্ষীয়-গণের দুর্ভাগ্যেরও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, একাধিক রূপে এই শ্লোকটীর অর্থ করা যায়। ক্রমশঃ তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে গোপসুন্দরী-দিগের শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না; ঈশ্বর বলিতে তাঁহারা সাধারণতঃ শ্রীনারায়ণকেই বুঝেন; নারায়ণই নরলীলার ব্রজবাসীদিগের উপাস্য ভগবান্; তাই সমস্ত ব্রজবাসীদিগের ন্যায় গোপসুন্দরীগণও মনে করেন, শ্রীনারায়ণের কৃপাতেই লোকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তাই, তাঁহারা মনে করিলেন, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তাঁহার ভক্তগণের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার একটী নামও হরি; আবার তিনি ঈশ্বরও বটেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তগণের অভীষ্ট দান করিতেও তিনি সমর্থ।

শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ বলিলেন, "যে ভাগ্যবতী রমণীটীর পদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত দৃষ্ট হইতেছে, আমাদের মনে হইতেছে—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণের যোগ্যতা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন; তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়াই শ্রীনারায়ণ—যোগ্যতার অভাবের আশঙ্কা করিয়া সেই রমণী যে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন—তাহা দূর করিয়াছেন (তাহা তিনি করিতে পারেন, যেহেতু তিনি হরি), এবং সেই রমণীর অভীষ্টও দান করিয়াছেন (তাহাও তিনি পারেন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর) এবং সেই রমণীর প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মনেও সেই রমণীর প্রতি সমধিক প্রীতি ও অনুরাগের উদ্রেক করিয়াছেন (ঈশ্বর বলিয়া নারায়ণ ইহাও করিতে সমর্থ)।" এইরূপ অনুমানের হেতুও তাঁহারা বলিতেছেন;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা এই:—"দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই গোবিন্দ বলে; তাহার হেতুও আছে; সমস্ত গোকুলের পালনকর্ত্তা বলিয়া তিনি গোকুলের ইন্দ্র। তাই তাঁহাকে গোবিন্দ বলা হয়। গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া গোকুলবাসী সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি স্বাভাবিক; এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার ব্যতিক্রমও সাধারণতঃ দেখি নাই; তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভবও নয়—সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহও তাঁহার এই সমদর্শিতার ব্যতিক্রম ঘটাইতেও পারেন বলিয়া মনে হয় না। এক্ষণে তাঁহার সমদর্শিতার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে—আমরা সকলে একসঙ্গে রাসস্থলীতে নৃত্য করিতেছিলাম; কিন্তু অন্য সকলকে—যদিও তাঁহারা সকলেই সুন্দরী, সকলেই নবযুবতী, তথাপি অন্য সকলকে—সেই রাসস্থলীতেই পরিত্যাগ করিয়া, সেই গোবিন্দ কেবল এই ভাগ্যবতী রমণীটীকেই সঙ্গে লইয়া বনস্থলীর এমন এক নিভৃত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেস্থানে অপর কাহারও আসা প্রায় অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ঈশ্বর নারায়ণের শক্তি ব্যতীত গোবিন্দের চিত্তে এতাদৃশ পক্ষপাতিত্ব জন্মিতে পারে না, এবং সেই রমণীটীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াই নারায়ণ এইরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দ-সেবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা কেহ নারায়ণের আরাধনা করি নাই; তাই আমাদের কাহারই শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃক নিভৃতস্থানে আনীত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নাই।" এ স্থলে ইঙ্গিতে বলা হইল যে, আমাদের সখী শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতির পাত্রী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী—অপর কোনও রমণীই—(শ্লেষে, শ্রীরাধার বিরুদ্ধপক্ষীয় রমণীগণ)—শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ প্রীতির পাত্রী নহেন, তদ্রূপ সৌভাগ্যবতীও নহেন।

যিনি আরাধনা করেন, সেই রমণীই রাধিকা; ইহাই রাধিকা-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই শ্লোকে "অনয়ারাধিত" ইত্যাদি-বাক্যে কৌশলক্রমে রাধিকার নামও বলা হইল। বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ঈর্ষোদ্রেকের আশঙ্কায় স্পষ্টরূপে শ্রীরাধার নাম বলা হয় নাই।

সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণের যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যেই শ্রীভানুনন্দিনী নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তিই তাঁহার আরাধনের বিষয়; অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ আরাধনাই করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম রাধিকা হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের সমর্থনই করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দেই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে শব্দত্রয়ের অর্থের বৈশিষ্ট্য আছে। হরি-অর্থ সকলের মন প্রাণ হরণ করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর অর্থ—যিনি (বঞ্চনায়) সমর্থ। ভগবান্ অর্থ সুন্দর বা কামাতুর। অমরকোষের মতে ভগ-অর্থ সৌন্দর্য্যও হয়, কামও হয়; ভগ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বা কাম আছে যাঁহার, তিনিই ভগবান্ অর্থাৎ সুন্দর বা কামাতুর অথবা উভয়ই। অনয়াঃ ও রাধিতঃ শব্দদ্বয়ের সন্ধিতে "অনয়ারাধিত" হইয়াছে—এইরূপই মনে করা যাইতেছে। রাধিত-শব্দের অর্থ এ স্থলে আরাধিত নহে; রাধিত—রাধাকে ইত অর্থাৎ প্রাপ্ত। হরি রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনয়া-শব্দের অর্থ নীতিজ্ঞানহীনা।

শ্রীরাধার পক্ষীয় কোনও গোপী অন্যান্য গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে অনয়াঃ! হে নীতিজ্ঞান-হীন-রমণীগণ! যে রমণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, তোমরা মনে করিতেছ, তোমরা সেই রমণীর তুল্য; তোমাদের এতাদৃশ অভিমান সম্পূর্ণরূপে বৃথা; এই বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া আছ বলিয়াই তোমরা প্রেমের নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃত কথা বলি শুন। সকলেই জান, শ্রীকৃষ্ণ পরমসুন্দর; তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারাই তিনি আমাদের সকলের চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই কুলবতী হইয়াও আমরা নিশিথে এই নিভৃত অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহাও তোমরা জান—তিনি অত্যন্ত কামাতুর—প্রেম-পিপাসু (কাম—প্রেম, গোপরামা-গণের প্রেমকেই কাম বলা হয়। প্রেমৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ভ, র, সি, পূ। ২।১৪৩।); সুতরাং আমরা শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে সমবেত হইলেও যাঁহাদ্বারা তাঁহার কামাতুরতা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইতে পারিবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীরাধাব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কাহারও এরূপ যোগ্যতা নাই—যাহাতে কামাতুর

অতএব সর্ব্ব-পূজ্যা পরম দেবতা। | সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের কাম-নির্ব্বাপণ হইতে পারে (শত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ। ২।৮।৮৮)। হরি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিত হইয়াছেন) ; তাই তাঁহাকে লইয়া এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ-সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ; বঞ্চন-বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে (যেহেতু এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর), তাই যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাধার সহিত মিলিত হইলেন, আমরা কেহই তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কত অধিক প্রীতি, এক্ষণে তোমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পার ; এত প্রীতি কি তোমাদের প্রতি আছে ? (বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছেন) যদি থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিতেন না। অথচ, তোমরা মনে কর, তোমরা রাধার তুল্য! তোমাদের অভিমান সম্পূর্ণরূপেই বৃথা। প্রেমের রীতিই এই যে, অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রিয়ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়াকে লইয়া একান্তে গমন করেন—পরস্পরের প্রেমাস্বাদনের উদ্দেশ্যে। বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া তোমরা এই প্রেমরীতির কথা মনেও করিতেছ না—তাই ভাগ্যবতী রাধার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইতেছ।

শ্রীরাধা অত্যন্ত প্রেমবতী, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করার নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, তাঁহার এই প্রেমোৎকণ্ঠাই প্রেমবান্ (ভগবান্—ভগ = কাম = প্রেম) হরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়াছে (আমাদের মধ্যে আর কোনও রমণীর প্রেমই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই) ; তাই শ্রীকৃষ্ণও —যিনি নিজেও প্রিয়ার সুখবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, তিনিও—শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়বর্গের রমণার্থ তাঁহাকে লইয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কাহারও প্রেমই শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই ; তাই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আমারাও সুন্দরী বটি, কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য হীন-কামুকের চিত্তকেই সাময়িকভাবে বিচলিত করিতে পারে—প্রেমিকের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক, কামুক নহেন। তাই, প্রেমবতী শ্রীরাধার প্রেমে তিনি বশীভূত হইয়াছেন।"

শ্লোকস্থ "প্রীতঃ"-শব্দের ধ্বনি এই যে, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন ; ইহাদ্বারা শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তি-বাসনাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোকটী দ্বারা পূর্ব্ব পয়ারের উক্তি প্রমাণিত হইল।

৭৬। শ্লোকস্থ "পরদেবতা"-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

অতএব—শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী বলিয়া (কৃষ্ণের সহিত তিনি অভিন্না এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্না বলিয়া, কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বপূজ্য, শ্রীরাধাও তদ্রূপ) **সর্ব্বপূজ্যা**—সকলের পূজনীয়া। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রেমবতী বলিয়া শ্রীরাধা সকলের পূজনীয়া ; কেননা, জীবের কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী, শ্রীরাধিকার কৃপা অপরিহার্য্য ; তাঁহার সেবা-পূজাদ্বারাই তাঁহার কৃপা স্ফুরিত হইতে পারে ; তাই শ্রীরাধাকে সর্ব্বপূজ্যা বলা হইয়াছে। **পরম-দেবতা**—শ্রেষ্ঠ দেবতা ; যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন তিনি দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিস্তারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সহায়কারিণী বলিয়া শ্রীরাধাকে পরমদেবতা বলা হইয়াছে ; যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী, তিনিও কৃষ্ণবৎ পূজনীয়া। **সর্ব্বপালিকা**—সকলের পালনকর্ত্রী ; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজগতের পালন-কর্ত্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধাও সকলের পালনকর্ত্রী, তাই তিনিও সর্ব্বপূজ্যা। শ্রীরাধা যে সর্ব্বপালিকা, পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও তাহা বলেন। "বহিরঙ্গৈঃপ্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ॥ অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূত্যৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ। গোপনাতুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদ্বারাও প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষা) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী পালনকর্ত্রী) বলা

সর্ব্ব-লক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭

কিম্বা 'সর্ব্ব লক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়। ৫০।৫১-২॥" **সর্ব্বজগতের মাতা**—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব জগতের পিতা (সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা) বলিয়া কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধাকে সর্ব্বজগতের মাতা (মাতার ন্যায় সকলের পূজনীয়া) বলা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বপ্রকারে সকলের পূজনীয়া তাঁহাকেই পরদেবতা বলা যায়; শ্রীরাধা সর্ব্বভাবে সকলের পূজনীয়া বলিয়া তিনি পরদেবতা। এসম্বন্ধে নারদ-পঞ্চরাত্র বলেন—"শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী॥—শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা। পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া এবং শ্রেষ্ঠা। ২।৬।৭॥" জগতের সৃষ্টিসময়ে শ্রীরাধাই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষ্ণু হইতে জগতের সৃষ্টি, তিনিও শ্রীরাধা হইতেই উদ্ভূত। "সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥ না, প, রা ২।৬।২৫॥" মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উদ্ভব এবং শ্রীরাধা হইতে আবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতা বলা যায়। সৃষ্টিকালে শ্রীরাধাকে মূলাপ্রকৃতি বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্পকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম (সাপের খোলস) সর্পের যেরূপ অংশ (বহিরঙ্গ অংশ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইরূপই বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি। "স যদজয়াত্বজামনু-শয়ীতগুণাংশ্চ জুষন্"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৭।৩৮) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থাতদ্‌বিভূতিরেব যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে অস্যা আবরিকা-শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥ ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্যত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ।"

৭৭। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী"-শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে। সমস্ত লক্ষ্মীগণের মূল যিনি, তিনিই সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী। ইহাই প্রথম অর্থ।

পূর্ব্বে—পূর্ব্ববর্ত্তী "লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ" ইত্যাদি পয়ারে। উক্ত পয়ারানুসারে **সর্ব্ব লক্ষ্মী** অর্থ—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **অধিষ্ঠান**—মূল আশ্রয়, অংশিনী। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের মূল আশ্রয় বা অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্ব্বলক্ষ্মী (বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীগণ)-ময়ী বলা হয়।

৭৮। "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি—ইহাই "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ।

লক্ষ্মী—সম্পত্তি (ইতি মেদিনী); ঐশ্বর্য্য। **সর্ব্ব-লক্ষ্মী**—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। "সর্ব্বলক্ষ্মী-স্বরূপা বা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ প, পু পা, ৫০।৫৩॥" **ষড়-বিধ-ঐশ্বর্য্য**—পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস। ২।৬।১৪৭॥" ভগবানের ঐশ্বর্য্যসমূহ তাঁহার বিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপগত বিভূতিসমূহ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়। "এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৫২॥" নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়—"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ॥ শ্রীমহাদেব নারদকে বলিতেছেন,—যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূতা, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ। ২।৩।৬০॥" সুতরাং শ্রীরাধাই হইলেন সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "সর্ব্ব-লক্ষ্মী" শব্দের অর্থ ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য; ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যিনি, তিনিই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। শ্রীরাধা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলিয়া তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সুতরাং তিনিই **সর্ব্বশক্তিবর্য্য**—সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। এইরূপ অর্থে,

সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥ ৭৯

কিম্বা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের গোপসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সুতরাং শ্রীরাধাই যে সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি, তাহাই প্রমাণিত হইল। এইরূপে, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী-শব্দ পূর্ব্ব পয়ারের "সর্ব্বকান্তা-শিরোমণির" প্রমাণ হইল।

শ্রীরাধাকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্ব্বিদ্যাত্মিকা পরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥ কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥ ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিস্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রমিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে॥ মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥—বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরা (প্রধান) শক্তিরূপা, পরা-বিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম আনন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী (তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক—বালক—রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (স্বয়ংভগবানের) যেসকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশস্বরূপ। পদ্ম, পু, পা, ৪০।৫৩-৫৬॥" শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী এবং সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—অংশিনী, শ্রীনারদের বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইল। ১।৪।৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১।৪।৭৬ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ব্বগুণের এবং সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী—একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তির্দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।—যে স্বরূপশক্তির গুণাদিসম্পদ্রূপা অনন্তশক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা বিরাজিত; তাঁহার অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজমূর্ত্তিতে (অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া কেবল শক্তিরূপে), আর বাহিরে লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া, এই স্বরূপশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥"

৭৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সর্ব্বকান্তিঃ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকারের কান্তি যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই সর্ব্বকান্তি। কান্তি-শব্দের এক রকম অর্থ হয়—সৌন্দর্য্য, শোভা। সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য ও শোভার আধার যিনি, তিনি সর্ব্বকান্তি—ইহাই সর্ব্বকান্তি-শব্দের প্রথম অর্থ।

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি—সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্য ও সর্ব্ববিধ শোভা। **সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের** ইত্যাদি—যাঁহার শোভা হইতে সমস্ত লক্ষ্মীগণের শোভার উদ্ভব। লক্ষ্মীগণের শোভা ও সৌন্দর্য্য বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহাদের শোভা এবং সৌন্দর্য্যের মূলও শ্রীরাধার শোভা এবং সৌন্দর্য্য; বস্তুতঃ যে স্থানে যত শোভা ও সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তের মূলই শ্রীরাধার শোভা ও সৌন্দর্য্য; সুতরাং সমস্ত শোভার ও সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া শ্রীরাধাই সর্ব্বকান্তি। শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি বলিয়া (১।৪।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) তাঁহার সৌন্দর্য্যও লক্ষ্মী আদি-অন্যান্য কৃষ্ণকান্তাগণের সৌন্দর্য্যের মূল।

৮০। সর্ব্বকান্তি-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। কম্-ধাতু হইতে কান্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; কম্-ধাতুর অর্থ কামনা বা বাসনা; সুতরাং কান্তি-শব্দেও কামনা বা বাসনা বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনা (কান্তি) যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই সর্ব্বকান্তি। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনার বা কাম্যবস্তুর আধার বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্ব্বকান্তি বলা হইয়াছে—ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
'সর্ব্বকান্তি'—শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৮১
জগত-মোহন কৃষ্ণ,—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৮২
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সব ইচ্ছা—সমস্ত কামনা। **বাঞ্ছা**—ইচ্ছা, কামনা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনা শ্রীরাধাতেই অবস্থিত; তাহা কিরূপে, পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮১। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বাসনা পূর্ণ করেন; সুতরাং সর্ব্ববিধ কামনা-পূরণের যোগ্যতা শ্রীরাধাতেই আছে; তিনি সর্ব্বশক্তিবর্য্যা বলিয়া এই যোগ্যতার অধিকারিণী। শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোনও কামনাই পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীরাধাই তাঁহার মুখ্যকাম্যবস্তু; সুতরাং ইহাও বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনাই শ্রীরাধাতে অবস্থিত।

সর্ব্ববিধ কামনার বস্তুকেই সর্ব্বস্ব বলা যায়; শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনার বা মুখ্য কামনার বস্তু বলিয়া তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। এইরূপে সর্ব্বকান্তি-শব্দ পূর্ব্ব-পয়ারের "গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব"-শব্দের প্রমাণ হইল।

৮২। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সম্মোহিনী" ও "পরা" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সম্যক্‌রূপে সকলকেই মোহিত করেন যে রমণী, তিনিই সম্মোহিনী। রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বমোহন। কিন্তু শ্রীরাধা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন; তাই শ্রীরাধা হইলেন সম্মোহিনী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা পরা ঠাকুরাণী বা শ্রেষ্ঠ ঠাকুরাণী।

জগত-মোহন—সমস্ত জগৎকে (জগদ্বাসীকে) মোহিত করেন যিনি। **তাঁহার**—জগতের মোহন শ্রীকৃষ্ণের। **মোহিনী**—মুগ্ধকারিণী। **পরা**—শ্রেষ্ঠা।

"সম্মোহিনী"-শব্দ পূর্ব্বপয়ারের "গোবিন্দ-মোহিনী" শব্দের প্রমাণ।

এই পয়ার পর্য্যন্ত "দেবী কৃষ্ণময়ী" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ শেষ হইল। ৫২—৮২ পয়ারে, "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থাৎ "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ"-এই অংশের অর্থ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনীর সার-পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ-লক্ষণ; সুতরাং শ্রীরাধাও যে স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি, তাহা ৫২—৬১ পয়ারে দেখান হইয়াছে। যিনি আহ্লাদিত করেন—আনন্দ দান করেন, তাঁহাকেই আহ্লাদিনী বা হ্লাদিনী বলা যায়; শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের লীলোপযোগিনী কান্তারূপে আত্ম-প্রকট করিয়া নানাবিধ রস-বৈচিত্রীর পরিবেশন দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ-বাসনাপূরণের দ্বারা শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ-বিশেষে আনন্দ দান করিয়াছেন—আহ্লাদিত করিয়া স্বীয় হ্লাদিনীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ৬২—৮২ পয়ারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এই কয় পয়ারে শ্রীরাধার তটস্থ-লক্ষণই সূত্ররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিঃ"-শ্লোকের প্রথম চরণের ব্যাখ্যা করিয়া "অস্মাৎ একাত্মানাবপি" ইত্যাদি অংশের অর্থ করিতেছেন—পরবর্ত্তী পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া।

৮৩। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের (হ্লাদিনী-) শক্তি; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সেই শক্তির অধিপতি—শক্তিমান্; সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইল শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বটেন; কিন্তু এই শক্তির পরিমাণ কত? তাহাও এই স্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি হয়েন, শক্তির অংশ মাত্র নহেন; আর শ্রীকৃষ্ণ হয়েন পূর্ণ-শক্তিমান্। ৬৬শ পয়ারের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ধামে যেরূপ স্বরূপে লীলা করেন, তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিও তদনুরূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। ব্রজে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতমস্বরূপে লীলা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার কান্তা শ্রীরাধাও পূর্ণতমস্বরূপে—পূর্ণতমা শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করিতেছেন।

"স্মরতি চ"—এই বেদান্তসূত্রের (২।৩।৪৫) গোবিন্দভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থের ২।২২ অনুচ্ছেদে, অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী নাম্নী শ্রুতির উল্লেপূর্ব্বক শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ" —শ্রীরাধিকাদি পূর্ণশক্তি। টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যা ইতি আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা।" আদিশব্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়। উজ্জলনীলমণি বলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। "তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।" সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু॥"—ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। উক্ত পুরুষবোধিনী-শ্রুতি আরও বলেন—"যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ—যে শ্রীরাধার অংশ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী এবং মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা প্রভৃতি শক্তি; সুতরাং শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তির অংশিনী বলিয়া পূর্ণশক্তি হইলেন। ১।৪।৬৬, ৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), দুইরূপে শক্তির অবস্থিতি; কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত, আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত (ভগবৎ সন্দর্ভ—১১৮॥) শ্রীরাধা হলাদিনী-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ—পূর্ণতমা হলাদিনী (অমূর্ত্তা)-শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কেবল যে হলাদিনীরই অধিষ্ঠাত্রী, একথা বলিলে তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পায় না; সন্ধিনী এবং সংবিৎ শক্তিও তাঁহারই অপেক্ষা রাখে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং আনন্দ-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি সমুৎসুক; হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ ত্রিবিধ চিচ্ছক্তিই তাঁহার আনন্দ-আস্বাদনের হেতু; কিন্তু হলাদিনীই আনন্দাস্বাদনের মুখ্য হেতু; সন্ধিনী ও সংবিৎ তাহার আনুকূল্য করে; সন্ধিনী ও সংবিৎ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত; কিন্তু হলাদিনীর আনুকূল্য ব্যতীত তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতে পারে না; তাহারা হলাদিনীর অপেক্ষা রাখে; সুতরাং ত্রিবিধা চিচ্ছক্তির মধ্যে হলাদিনীকেই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী বলা যায়; আবার সেই কারণেই হলাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাকেও সর্ব্ববিধা শক্তির প্রধানতমা অধিষ্ঠাত্রী বলা যায় এবং তাই বলিয়া তিনি পূর্ণ শক্তি।

পূর্ণশক্তিমান্—পূর্ণ শক্তির অধিকারী; সর্ব্ববিধ-শক্তির পূর্ণতম অধিকারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণশক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্ববিধা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি পূর্ণ-শক্তিমান্। অথবা শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি বলিয়া এবং পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণেরই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্; সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। শক্তির প্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি; একই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতর, আর যখন ব্রজে থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতম। "ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশে পূর্ণতম। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥ ২।২০।৩৩২॥" ইহার কারণ এই যে, দ্বারকায় মহিষীবৃন্দ পূর্ণতরা শক্তি, আর ব্রজে শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি; শ্রীরাধার প্রভাবেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূর্ণতম বিকাশ; তাই শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।

দুই বস্তু—শক্তি ও শক্তিমান্। **ভেদ নাহি**—শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানে কিরূপে ভেদ নাই, পরবর্ত্তী পয়ারে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝানো হইয়াছে। **শাস্ত্র-পরমাণ**—শক্তি ও শক্তিমানের ভেদশূন্যতা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ অভেদ স্বীকার করেন। "শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥—তত্ত্বচিন্তক যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ পরমার্থরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ দেখেন, কেহ কেহ অভেদ দেখেন। সাংখ্যসূত্র ২।৫ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃতবচন॥" সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অভেদও শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব

মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শক্তি ও শক্তিমানের যে অংশে অভেদ, সেই অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থকার এই পয়ারে অভেদের কথা বলিয়াছেন।

৮৪। দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব দেখাইতেছেন।

মৃগমদ—কস্তুরী। **তার গন্ধ**—কস্তুরীর গন্ধ। **যৈছে**—যেরূপ। **অবিচ্ছেদ**—বিচ্ছেদের অভাব; পার্থক্যের অভাব; অভেদ। কস্তুরী হইতে কস্তুরীর গন্ধকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। **অগ্নি-জ্বালাতে**—অগ্নিতে ও অগ্নির জ্বালাতে (দাহিকা শক্তিতে)। **যৈছে** ইত্যাদি—অগ্নিতে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কখনও ভেদ নাই; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করা যায় না।

কস্তুরীতে ও তাহার গন্ধে যেমন ভেদ নাই, অগ্নিতে ও তাহার দাহিকা-শক্তিতে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে এবং শক্তি শ্রীরাধাতেও কোনও ভেদ নাই। ইহাই ৮৩,৮৪ পয়ারের মর্ম্ম।

জ্বালা বা দাহিকা শক্তি হইল অগ্নির শক্তি; কস্তুরীর গন্ধ হইল কস্তুরীর শক্তি; অগ্নি হইতে জ্বালার অভেদ এবং কস্তুরী হইতে গন্ধের অভেদ জ্ঞাপন করিয়া এই পয়ারে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ ১।৪।৪৯॥" আর এস্থলে বলা হইল "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ১।৪।৮৫॥" কিরূপে এবং কেন তাঁহারা "এক আত্মা" বা "একই স্বরূপ", তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—"রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥ ১।৪।৮৩॥" শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-বশতঃ এবং শ্রীরাধা শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। ১।৪।৮৪—৫॥" গন্ধ হইল কস্তুরীর শক্তি; কস্তুরী হইতে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না; দাহিকা শক্তি হইল আগুনের শক্তি; তাহাকেও আগুন হইতে পৃথক্ করা যায় না। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ (অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যত্ব) দেখান হইয়াছে। সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ—এই দুইকে পৃথক্ করা যায় না; তাই তাদের মধ্যে অভেদ বা অবিচ্ছেদ্যত্ব। তদ্রূপ শ্রীরাধায় এবং শ্রীকৃষ্ণেও অভেদ; যেহেতু শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে বা শক্তিমানের আশ্রয়ে; তাই তাহাদের মধ্যে ভেদরাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ব্রহ্মতত্ত্ব, তাই তিনি আনন্দ-স্বরূপ; আনন্দং ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তিও আছে; পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্রুতি। কাপড়ে সুগন্ধি জিনিষ লাগিলে কাপড়ও সুগন্ধি হয়; কিন্তু এই সুগন্ধ কাপড়ের নিজস্ব নয়; ইহা আগন্তুক। লোহা আগুনে রাখিলে উত্তপ্ত হয়; কিন্তু এই উত্তপ্তাও লোহার স্বাভাবিক নয়; ইহা আগন্তুক। যাহা আগন্তুক, তাহা অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মের যে শক্তি, তাহা এইরূপ আগন্তুক নহে; পরন্তু কস্তুরীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক, স্বরূপগত; তাই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের শক্তিকে "স্বাভাবিকী" বলা হইয়াছে। স্বাভাবিকী বলিতে অবিচ্ছেদ্যা বুঝায়, স্বরূপগতা বুঝায়। স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা বলিয়া ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত—আনন্দ এবং তাহার শক্তি এই দুইটী বস্তু লইয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী রাধা ও কৃষ্ণকে "একআত্মা" এবং "একই স্বরূপ"—অর্থাৎ একই তত্ত্ব বলিয়াছেন।

দেখা গেল, স্বাভাবিকী-শক্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই স্বাভাবিকী শক্তি নিষ্ক্রিয়া নহে; ক্রিয়াহীনা শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। এই শক্তি ক্রিয়াশীলা এবং স্বাভাবিকী শক্তির এই ক্রিয়াশীলতাও স্বাভাবিকী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তির ক্রিয়াতে স্বভাবতঃই-আস্বাদ্য-আনন্দ অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া স্বভাবতঃই রসরূপে বিরাজিত। এজন্যই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"রসো বৈ সঃ"—ব্রহ্ম রসস্বরূপ। শক্তি যেমন ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত, শক্তির ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রিয়াশীলতার ফলও ব্রহ্মতত্ত্বেরই অঙ্গীভূত হইবে; তাই রসস্বরূপত্বও ব্রহ্মতত্ত্বেরই অঙ্গীভূত, ইহা ব্রহ্মের মধ্যে কোনও আগন্তুক বস্তু নহে। রসত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য, তাহা রস—যেমন মধু এবং যাহা আস্বাদক, তাহাও রস—যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন রস, তখন তিনি আস্বাদ্যও বটেন এবং আস্বাদকও বটেন। আস্বাদ্য রসরূপে ব্রহ্ম পরম আস্বাদ্য এবং আস্বাদক রসরূপে তিনি পরম রসিক—রসিকশেখর। পরম আস্বাদ্য রসরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান এবং আস্বাদক রসরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান। কারণ, শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক্ করা সম্ভব নয়। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাদের পৃথক্ করা চলে, তাহা হইলেও শক্তিহীন আনন্দের রসিকত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না, রসত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাস্বাদ্য রসরূপ ব্রহ্মে এবং পরমরসিকরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং আনন্দের স্বাভাবিকী শক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে বর্ত্তমান।

ব্রহ্মের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল আনন্দের বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে বৈশিষ্ট্য দান করে। যেমন সরবৎ বা মিষ্ট জল; জল হইল বিশেষ্য, মিষ্টত্ব হইল তার গুণ বা বিশেষণ; মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে; এই মিষ্টজলই সরবৎএর বৈশিষ্ট্য; বিশেষণ মিষ্টত্বই তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাকে সুস্বাদু সরবৎ করিয়াছে; তদ্রূপ আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন—চিদানন্দ; তার স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তিও চেতনাময়ী—চিচ্ছক্তি। তাই এই স্বাভাবিকী বা স্বরূপগতা শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে, নিজেকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে। কিরূপে,—তাহা বিবেচনা করা যাউক। রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী শক্তির (স্বরূপশক্তির) দুইরূপে অভিব্যক্তি (অর্থাৎ দুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি); একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদ্য করে, আর এক রূপে আনন্দকে আস্বাদক করে এবং এই উভয় রূপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনন্ত-বৈচিত্রী সম্পাদনও করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ আস্বাদ্যত্ব-জনয়িত্রীরূপ অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক।

মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী। গুড়ের মিষ্টত্ব, চিনির মিষ্টত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বিবিধ ফল-মূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এসকল মিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু এক রকম মিষ্ট নয়; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক একরূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্র্য। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি—ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এ সমস্ত বিবিধ উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং এসমস্ত বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার বিভিন্ন-পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানযোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ একই স্বরূপতঃ-আস্বাদ্য আনন্দ তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র রসবৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব।

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বাদ্য রসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাহাকে আস্বাদক (রসিক) করিয়া থাকে এবং অনন্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের অনন্ত বাসনাবৈচিত্রী জাগাইয়া সেই আনন্দের মধ্যে অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল অনন্ত আস্বাদক-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদক-রসতত্ত্ব।

আস্বাদ্যরসতত্ত্ব এবং আস্বাদকরসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ-রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রসতত্ত্ব ব্রহ্মে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিরাজিত; যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপশক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ—অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তি-বিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্যরূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তত্ত্বটী বোধগম্য করার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি", "বৈচিত্রীর উদ্ভব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; বস্তুতঃ অভিব্যক্ত, অনন্ত-বৈচিত্র্য, ইত্যাদিরূপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যা, রসও তা। রসও যা ব্রহ্মও তা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটী নাম; জন্ম দান করেন বলিয়া তাঁকে জনক এবং পালন করেন বলিয়া তাঁকে পিতা বলা হয়; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর দুইটী নাম; সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয় এবং পরম আস্বাদ্য ও পরম আস্বাদক বলিয়া তাঁহাকে রস বলা হয়। বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

ব্রহ্মের রসত্বের আলোচনায় দুইটী বস্তুর কথা জানা গেল—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক; উভয়ই ব্রহ্ম। কিন্তু আস্বাদক ব্রহ্ম কি আস্বাদন করেন? এবং আস্বাদ্য ব্রহ্মকেই বা কে আস্বাদন করেন? ব্রহ্ম পরতত্ত্ব—সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ। অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তাঁহার আস্বাদকত্ব এবং আস্বাদ্যত্ব রক্ষার জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা তিনি করিতে পারেন না—অপর কেহ তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারেন না এবং অপর কিছুও তিনি আস্বাদন করিতে পারেন না। তিনি নিজেই নিজের আস্বাদক এবং নিজেই নিজের আস্বাদ্য; তাই তাঁহাকে আত্মারাম এবং আপ্তকাম বলা হয়, স্বরাট্ এবং স্বতন্ত্র বলা হয়। অবশ্য তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও শক্তি দিলে এবং যোগ্যতা দিলে অপরেও তাঁহার আস্বাদক এবং আস্বাদ্য হইতে পারে। যাহাহউক, আস্বাদ্যও যখন তিনি এবং আস্বাদকও যখন তিনি, তখন এক হইয়াও তাঁহাকে দুই—আস্বাদ্য ও আস্বাদক এই দুই—হইতে হইয়াছে। দুই না হইলে তাঁহার রসত্ব সিদ্ধ হয় না। আস্বাদ্য রস থাকিলেই তাহার আস্বাদক চাই এবং আস্বাদক থাকিলেই তাহার আস্বাদ্য রস চাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—সশক্তিক আনন্দই ব্রহ্ম, সশক্তিক আনন্দই রস—আস্বাদ্য-রস এবং আস্বাদক-রস বা রসিক। সুতরাং ব্রহ্মের এই দুইরূপও সশক্তিক আনন্দ; এবং তাঁহার একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি দুই হইয়াছেন। এই দুইরূপই হইল শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে শক্তি মোটেই নাই এবং শ্রীরাধায় যে শক্তিমান্ মোটেই নাই—তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না; যেহেতু, ব্রহ্মে এবং রসে—রসের উভয়রূপেই—মৃগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায় শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছেদ্যরূপে নিত্য বিরাজিত। তথাপি শ্রীরাধাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা এবং শ্রীকৃষ্ণে শক্তিমত্ত্বাবিকাশের পূর্ণতা। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশ এবং পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে শক্তির অনুপ্রবেশ। শক্তি একটী তত্ত্ব, শক্তিমান্‌ও একটী তত্ত্ব। তত্ত্বসমূহের পরস্পরে অনুপ্রবেশ শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুর্ষভ॥" ইত্যাদি ১১।২২।২৭ শ্লোকেও স্বীকৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অনুপ্রবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত প্রমাণবলে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রথমং তাবৎ সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ বশতঃই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতেই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—রাধাকৃষ্ণ "এক আত্মা", "সদা একই স্বরূপ।" এস্থলে উদ্ধৃত পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে জানা যায়—শক্তিমান্ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এবং জীবশক্তি, এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশের ফলে যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই শুদ্ধজীব। শ্রীজীবগোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে অন্যত্রও বলিয়াছেন—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব। তথাপি সাধারণ কথায় শুদ্ধজীবকে যেমন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি বলা হয়, তদ্রূপ আনন্দের অনুপ্রবেশময়ী স্বরূপশক্তিকেও শক্তিই বলা যাইতে পারে; তাই শ্রীরাধাতে শক্তিমান্ আনন্দের অনুপ্রবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে পূর্ণশক্তিই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির তো কোনও রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই; শ্রীরাধার রূপ আছে; সুতরাং শ্রীরাধা কিরূপে পূর্ণশক্তি হইলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—শক্তির অভিব্যক্তি দুইরূপে—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। শক্তির অমূর্ত্ত রূপ সাধারণ, অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকেন শক্তিমানের মধ্যে। আবার মূর্ত্তরূপে শক্তি হইলেন শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অবশ্য এই মূর্ত্ত-অধিষ্ঠাত্রীরূপেও অমূর্ত্ত শক্তি বিরাজিত। শ্রীরাধা হইলেন পূর্ণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্মের সমস্ত শক্তির মূল।

যাহাহউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের একজন যে কেবল আস্বাদক এবং একজন যে কেবল আস্বাদ্য তাহা নহে। উভয়েই উভয়ের আস্বাদ্য এবং উভয়েই উভয়ের আস্বাদক। তাই শ্রীল রায়রামানন্দের গীতে শ্রীরাধার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"ন সো রমণ, ন হাম রমণী।" তাৎপর্য্য এইযে, শ্রীরাধা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আমার রমণ (আস্বাদক) বটেন, আমিও তাঁহার রমণী (আস্বাদ্য) বটি, কিন্তু কেবল তিনিই রমণ (আস্বাদক) নহেন এবং কেবল আমিই রমণী (আস্বাদ্য) নহি; আমিও রমণ (আস্বাদক) এবং তিনিও রমণী (আস্বাদ্য)। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বরহস্য। "রসিকশেখর কৃষ্ণ," "রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥ ১।৪।১০১॥ এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন। যদ্যপি করিল রসনির্য্যাস চর্ব্বণ॥ ১।৪।১০৭॥"—ইত্যাদি বহু উক্তিই শ্রীকৃষ্ণের আস্বদকত্বের প্রমাণ। আর, "এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ ১।৪।১২১॥ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ললিতমাধব। ৮।৩২॥" ইত্যাদি বহু শ্রীকৃষ্ণোক্তিও শ্রীরাধিকার আস্বাদকত্বের প্রমাণ। রসস্বরূপ ব্রহ্ম একেই দুই হইয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, আবার তাঁহারা দুয়েও এক।

কেবলমাত্র যে দুইই হইয়াছেন, তাহা নহে; একই বহুও হইয়াছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই হইল বহুর মূল। শ্রীরাধা শক্তির মূল এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মূল, শক্তিমানের মূল। একটী কল্পবৃক্ষ বলিলে সেই কল্পবৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প—সকলকেই অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের অঙ্গীভূত সকলকেই বুঝায়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ-শব্দেও এস্থলে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকে এবং শ্রীরাধা-শব্দেও এস্থলে অনন্ত কান্তাস্বরূপকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্রহ্মে অনন্তরস বৈচিত্রী নিত্য বিরাজিত। প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই আস্বাদ্য এবং আস্বাদক উভয়ই আছেন। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সমগ্ররসবৈচিত্রীর সমবেত আস্বাদক এবং সমবেত আস্বাদ্য—পরিপূর্ণতম আস্বাদ্য এবং আস্বাদক। স্বরূপশক্তির অবিচিন্ত্য প্রভাবে প্রতিরসবৈচিত্রীতেও এইরূপ আস্বাদ্য এবং আস্বাদকরূপে ব্রহ্ম বিরাজিত। স্বরূপশক্তির আস্বাদকত্বজনয়িত্রী এবং আস্বাদ্যত্বজনয়িত্রী অভিব্যক্তির আলোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বেই ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অনন্তরসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত রূপে প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্তরূপই হইল অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং শ্রীরাধার এই অনন্তরূপই হইল এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের শক্তি বা কান্তা বা লক্ষ্মীগণ। কেবল স্বরূপ এবং স্বরূপের শক্তি নয়, প্রত্যেক স্বরূপের—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরও—অসংখ্য পরিকররূপেও একই রসস্বরূপব্রহ্ম আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। পরিকরগণ তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী, লীলাসঙ্গী। লীলার ধামাদিরূপেও রসস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। ধামাদিই তাঁহার স্বরূপবৈভব। তাঁহার লীলার কথা "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। লীলার ব্যপদেশেই আস্বাদ্য-রসের উৎস উৎসারিত হয় এবং সেই রসই তিনি আস্বাদন করেন। এরূপ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করা সত্ত্বেও তাঁহার একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। বহুমূর্ত্তিতেও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি একমূর্ত্তি, আবার একমূর্ত্তিতেই বহুমূর্ত্তি। এসকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদ নাই; শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয়, অপরাধ। ২।৯।১৪০॥" এই একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব—ইহাই রসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য।

যাহা হউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ে এক, আবার একেই দুই। শক্তি-শক্তিমানের অভেদদৃষ্টিতে তাঁহারা অভিন্ন। আবার আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রস (বা রসিক) এইরূপ দৃষ্টিতে তাঁহারা দুই—ভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ—একই সঙ্গে একই সময়ে—নিত্য বিরাজিত। ব্রহ্ম এবং রস এই দুইটী শব্দের বাচ্য যেমন একই সশক্তিক আনন্দ, তদ্রূপ এই ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ের বিষয়ও সেই একই সশক্তিক আনন্দ। এই আনন্দতত্ত্বটীতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয় এবং এই ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য আছে বলিয়াও মনে হয়।

১।৪।৮৩—৫ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধের কথাই বলিতেছেন। মৃগমদ এবং অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সম্বন্ধের স্বরূপটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মৃগমদের গন্ধ হইল মৃগমদের শক্তি; এই দুইকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় না। দাহিকা শক্তিও হইল অগ্নির শক্তি; দাহিকা শক্তিকেও অগ্নি হইতে ভিন্ন, বা বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত দুইটী দ্বারা বুঝা গেল, শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না—ইহাই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বিদ্যমান একটা সম্বন্ধ; অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অবিচ্ছেদ্যত্ব দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভেদ বুঝায় কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক। মৃগমদ ও তাহার গন্ধকে অভিন্ন মনে করিলে, যেস্থলে গন্ধের অনুভব হইবে, সেস্থলে মৃগমদেরও অনুভব হইবে। কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। অদৃশ্য-গোলাপের গন্ধও আমরা অনুভব করি; দৃষ্টির অগোচর মৃগমদের গন্ধও অনুভূত হয়; কিন্তু তখন মৃগমদ দৃষ্ট হয় না। তদ্রূপ অগ্নি দৃষ্ট না হইলেও কোনও কোনও সময় তার উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই জগতে আমরা ঈশ্বরকে দেখিনা, কিন্তু তাঁর শক্তি যে একেবারে অনুভূত হয় না, একথাও বলা চলে না। ইহাতে মনে হয়—মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি, ব্রহ্ম এবং তার শক্তি যেন সম্যক্‌রূপে অভিন্ন নয়; তাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু ভেদ আছে মনে করিলেও মৃগমদ হইতে তার গন্ধকে, অগ্নি হইতে তার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করার সম্ভাব্যতা জন্মে। কিন্তু তারা অবিচ্ছেদ্য। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তিকে ভিন্ন মনে করিলে আরও একটা আপত্তি জন্মিতে পারে। জলের উপাদান অম্লজান ও উদকজানের মত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকেও অগ্নির উপাদানরূপে মনে করিতে হয়; তদ্রূপ, ব্রহ্ম এবং তাহার শক্তিকেও এইরূপ দুইটী বস্তু মনে করিলে, ব্রহ্মে স্বগতভেদ আছে বলিয়া মনে করিতে হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্; শ্রীভা, ১।২।১১॥ যাহা অদ্বয়তত্ত্ব, তাহা হইবে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মনে করাও দুষ্কর। তাহা হইলে বুঝা গেল—শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে অভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায়না বলিয়া তাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায়না বলিয়াও তাদের মধ্যে অভেদ আছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধটী অত্যন্ত জটীল। তাই বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন। কেহ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে বাস্তবিক ভেদ আছে—যেমন শ্রীমধ্বাচার্য্য। মায়াবাদীরা বলেন—ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র; পরমার্থে তাঁহারা শক্তিই স্বীকার করেন না, সুতরাং ভেদও স্বীকার করেন না—যেমন শ্রীশঙ্করাচার্য্য। আবার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—কেবল তর্কের দ্বারা ভেদবাদ বা অভেদবাদ স্থাপনের চেষ্টার সার্থকতা নাই। যেহেতু কেবল তর্কদ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কেবল ভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। নির্দ্দোষভাবে কেবল ভেদবাদ স্থাপন করাও যেমন দুষ্কর, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করাও তেমনি দুষ্কর। তাই কোনও কোনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বেদান্তী ভেদ বা অভেদ সাধনে চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন। অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯ পৃঃ।" শ্রীজীব বলেন, স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া শক্তির ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। "তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো র্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ। সর্ব্বসম্বাদিনী, ৩৭ পৃঃ॥" এই ভেদাভেদকে অচিন্ত্য বলার হেতু এই যে, একই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ থাকা আমাদের চিন্তার বা ধারণার অতীত; কোনও যুক্তিদ্বারাই আমরা ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি না। যেখানেই শক্তি ও শক্তিমান্, সেখানেই এই অবস্থা। মৃগমদ ও অগ্নি এই দুইটী প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত প্রপঞ্চগত বস্তুতেই যে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান্ এবং সেই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর, তাহা বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন। "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ ১।৩।২॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ" ইত্যাদি ১১।৩।৩৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"লোকে সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি।—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুতেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ভিন্নরূপে বা অভিন্নরূপে চিন্তা করার দুষ্করতাই অচিন্ত্যতা; ইহা কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচর।" কোনও প্রসিদ্ধ ব্যাপারের অন্যথা উপপত্তি না হওয়া রূপ যে প্রমাণ, তাহাই অর্থাপত্তি প্রমাণ। যেমন, মিশ্রী মিষ্ট; কিন্তু কেন মিষ্ট, তাহা কোনও তর্কযুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না; ইহাই মিশ্রীর মিষ্টত্ব সম্বন্ধে অচিন্ত্যত্ব; আর, মিশ্রী যে মিষ্ট, ইহা একটী প্রসিদ্ধ ব্যাপার; ইহা কেবল জানিয়া রাখা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে (অন্যথা) প্রমাণ করা যায় না (উপপন্ন হয়না) বলিয়া ইহাকে অর্থাপত্তি জ্ঞানও বলে। যে জ্ঞান কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা নির্ণয় করা যায় না, যাহাকে কেবল স্বীকার করিয়াই লইতে হয়, মিশ্রীর মিষ্টত্বের ন্যায় অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান বা অর্থাপত্তিজ্ঞান। মিশ্রীর মিষ্টত্ব, নিম্বের তিক্তত্ব, অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি এইরূপ অচিন্ত্যজ্ঞানের বা অর্থাপত্তি জ্ঞানের বিষয়ীভূত। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপ অচিন্ত্যজ্ঞানেরই বিষয়ীভূত; যেহেতু, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, আবার অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ই যুগপৎ নিত্য বিরাজিত বলিয়াও মনে হয়। ইহা সর্ব্বজনবিদিত অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার; অথচ কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা কেবল ভেদও নির্ণয় করা যায় না, কেবল অভেদও নির্ণয় করা যায় না, নির্ণয় করার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক দোষ আসিয়া পড়ে—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ভেদ এবং অভেদও বা কিরূপে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে, তাহাও নির্ণয় করা যায় না; অথচ ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য স্বীকার করিলে কোনও দোষের অবকাশও থাকে না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদকে একটা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রপঞ্চগত বস্তুসমূহের মধ্যে শক্তি ও শক্তিমানে যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি ও শক্তিমানে সেইরূপই সম্বন্ধ।

শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ হইলেও সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী; সুতরাং শক্তিরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করায় সমস্ত শক্তির সহিতই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও দুইটী প্রধান শক্তি আছে—জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তির অংশ; জীব আবার শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ। তাহা হইলে জীবশক্তি এবং চিৎ কি একই অভিন্ন বস্তু?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা না হইলে একই জীব কিরূপে জীবশক্তিরও অংশ হয়, আবার চিৎ-এরও অংশ হয়? এসম্বন্ধে শ্রীজীব বলেন—জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব (কৃষ্ণস্য) অংশঃ, ন তু শুদ্ধস্য—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধ (স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নহে (পরমাত্মসন্দর্ভ)॥ শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ-বশতঃই ইহা সম্ভব হইয়াছে। শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়া ইত্যাদি (পরমাত্মসন্দর্ভঃ)। ব্রহ্মে জীবশক্তির অনুপ্রবেশের কথাই এস্থলে শ্রীজীব বলিয়াছেন। অন্য একস্থলেও তিনি এই অনুপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন। জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শক্তি তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন; তারপর আর একটী বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছেন; এই সিদ্ধান্তটী হইতেছে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে; শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অভেদের কথা এবং কোনও কোনও স্থলে ভেদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে শ্রীজীব বলিতেছেন—তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্‌ব্যতিরেকেণ শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশঃ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ (পরমাত্মসন্দর্ভঃ)।—জীবাত্মা যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের শক্তি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃ (ব্রহ্মের মধ্যে জীবশক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া) শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক হয় বলিয়া (অনুপ্রবেশের ফলে শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া শক্তির ধারণা করা যায় না বলিয়া) এবং চিদংশে জীবশক্তি ও ব্রহ্মে অভেদ বলিয়া শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার একই বস্তুতে শক্তিনিচয়ের নানাত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া (একই ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে; জীবশক্তি হইল তাহাদের মধ্যে একটীমাত্র শক্তি; সুতরাং এই একটীমাত্র শক্তিকে বহুশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না বলিয়া) শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। এই ভেদ ও অভেদের উল্লেখে অসামঞ্জস্য কিছু নাই (শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ বিদ্যমান্ রহিয়াছে বলিয়াই একস্থলে ভেদের এবং অন্যস্থলে অভেদের উল্লেখেও কোনওরূপ অসামঞ্জস্য হয় না)। ব্রহ্ম এবং স্বরূপশক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম এবং জীবশক্তিরও পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃই জীব এবং ব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ২।২০।১০১॥"

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫॥ এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।৩১॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গী, ১০।৪২॥"—ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানিতে পারা যায়। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৯॥" ইত্যাদি প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম মায়াদ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন। যাহাহউক, এইরূপ অনুপ্রবেশের ফলে মায়াশক্তির সহিত এবং মায়ার কার্য্যাদির সহিতও ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধই প্রমাণিত হইতেছে।

একই পরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে স্বীয় স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব এবং প্রধান (মায়া)—এই চারিরূপে নিত্য বিরাজিত, শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে।" কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব কি কি রূপে বিরাজিত, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন—"শক্তিশ্চ সা ত্রিবিধা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয় বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধান-রূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্মম্।—পরতত্ত্বের তিনটী প্রধান শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা

রাধা, কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। | লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি। স্বরূপ-শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ স্বীয় পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করেন এবং বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেও অবস্থান করেন; তটস্থা জীবশক্তিদ্বারা কিরণস্থানীয় চিন্মাত্রস্বরূপ শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশবলতাস্থানীয় বহিরঙ্গবৈভবস্বরূপ জড়াত্মক প্রধানরূপে (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপে) অবস্থান করেন। এইরূপে তাঁহার চতুর্ব্বিধরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়।" স্বরূপে এবং স্বরূপবৈভবে শক্তিমান্ ও শক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ, শুদ্ধজীবে শক্তিমান্ ও জীবশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে শক্তিমান্ ও মায়াশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ। সর্ব্বত্রই শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্য ভেদাভেদসম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের এই **অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বই** শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যদের অপূর্ব্ব দার্শনিক বৈশিষ্ট্য।

৮৫। একই স্বরূপ—স্বরূপতঃ এক, অভিন্ন। **রাধাকৃষ্ণ ঐছে** ইত্যাদি—মৃগমদ ও তাহার গন্ধে যেমন কোনও ভেদ নাই, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতেও স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় ও শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—তাঁহারা অভিন্ন। ১।৪।৪৯ এবং ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দেখাইয়া এই পর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "অস্মাৎ একাত্মানৌ" অংশের অর্থ করা হইল—"রাধা পূর্ণশক্তি" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "একই স্বরূপ" পর্য্যন্ত আড়াই পয়ারে।

লীলারস—রাসাদি-লীলারস। **ধরে দুই রূপ**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করেন, শক্তিমান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহরূপে এবং শক্তি স্বয়ং শ্রীরাধা-বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়েন। সুতরাং শ্রীরাধা পূর্ণতম-শক্তি-বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-শক্তিমদ্-বিগ্রহ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যে অচিন্ত্য-প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহে বিরাজিত আছেন, তাহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল। লীলা অর্থ ক্রীড়া; কেবল মাত্র একজনে ক্রীড়া হয় না বলিয়া অনাদিকাল হইতেই লীলাপুরুষোত্তম—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত।

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইদেহে বিরাজিত। "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ ২।৩।২১॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ২।৩।২৪-২৫॥—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র সেই ঈশ্বর প্রথমে (অনাদিকাল) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—তাঁহার একভাগে স্ত্রীরূপ হইল, ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপেই রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট), এবং নির্গুণ (প্রাকৃত গুণহীন); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত হইলেন।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে স্বরূপতঃ একই, তাহাও নারদপঞ্চরাত্রের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা গেল। আরও অনুকূল উক্তি আছে। "যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্ম-স্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, সেইরূপ শ্রীরাধাও ব্রহ্ম-স্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত। না, প, রা, ২।৩।৫১॥"

কেবল মাত্র শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনেই যে লীলা করিতেছেন, এই দুইজন ব্যতীত আর কোনও লীলা-পরিকর যে নাই—তাহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে—লীলারস-আস্বাদনের মুখ্যা শক্তিই শ্রীরাধা। সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী—সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধা স্বয়ংরূপেও আত্মপ্রকটন করিয়াছেন এবং রস-বৈচিত্রী-সম্পাদনার্থ অন্য যে যে পরিকরাদির প্রয়োজন, শক্তি-বৈচিত্রীর ও শক্তি-বিকাশের তারতম্যানুসারে সেই-সেইরূপেও

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥ ৮৭
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আত্মপ্রকট করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে অনাদিকাল হইতে লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। **"দুইরূপে"** শব্দের তাৎপর্য্য—শক্তিমান্ রূপে এবং শক্তিরূপে। শক্তিমান্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ, আর শক্তিরূপে শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধার উপলক্ষণে সমস্ত ধাম-পরিকরাদি। কারণ, লীলা করিতে হইলে লীলা-পরিকরের প্রয়োজন, ধামের প্রয়োজন এবং লীলার উপকরণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই এই সকলরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"লীলারস আস্বাদিতে" ইত্যাদি অর্দ্ধপয়ারে শ্লোকস্থ "অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৮৬।৮৭। এক্ষণে শ্লোকস্থ "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা ইত্যাদি" অংশের অর্থ করিতেছেন দেড় পয়ারে।

পূর্ণ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শিখাইতে—জগতের জীবকে শিক্ষা দিতে। কোনও কোনও গ্রন্থে "শিক্ষা লাগি" পাঠ আছে। ঝামটপুরের গ্রন্থের পাঠ "শিখাইতে।" **আপনে অবতরি**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া। **রাধা-ভাব-কান্তি**—শ্রীরাধার ভাব (মাদনাখ্য মহাভাব) এবং পীত কান্তি। **দুই**—ভাব ও কান্তি। **অঙ্গীকার করি**—স্বীকার করিয়া, গ্রহণ করিয়া। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাদনাখ্যভাব ছিলনা, পীতবর্ণও ছিলনা; তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। (১।৩।১০ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য)। ৮৬ পয়ারে "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপং" এর অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে**—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার নাম হইল চৈতন্য এবং স্বরূপেও তিনি চৈতন্য (সচ্চিদানন্দ) রহিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সাধারণ মানুষ নহেন, পরন্তু সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌বিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে ব্যঞ্জিত হইল। ৮৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা" অংশের অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার" ইত্যাদি ৫২ পয়ার হইতে এই পর্য্যন্ত "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করা হইল।

৮৮। এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

ষষ্ঠ শ্লোক—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ষষ্ঠ শ্লোক। **আভাস**—পূর্ব্ববাক্য, সূচনা। ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটী বস্তু কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লোভ হওয়ার হেতু কি, তাহা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সেই হেতুর বর্ণনাই উক্ত শ্লোকের আভাস বা পূর্ব্ববাক্য। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটী বস্তুর অদ্ভুত শক্তিই এই যে, তাহাদের আস্বাদনের বা অনুভবের নিমিত্ত পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণেরও লোভ জন্মে—এই কথাই ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে রাধা-প্রেমাদির এই অপূর্ব্ব শক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে "আভাষ" পাঠ আছে—"আভাষ" অর্থ—ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ; "অনর্পিতচরীং" শ্লোকেও শ্রীগৌর-অবতারের কারণ বলা হইয়াছে; আবার "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকেও অবতারের কারণই বলা হইয়াছে। একই কার্য্যের (অবতরণের) দুই শ্লোকে দুই রকম কারণ ব্যক্ত করায় লোকের

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ৮৯
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ ৯০
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১
স্বরূপগোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে; সেই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত দুইটী কারণের বিশেষত্ব ও সার্থকতা দেখান দরকার—আভাসে বা উপক্রমণিকায় তাহা দেখাইয়াছেন ৮৯।৯০ পয়ারে; অনর্পিতচরীং-শ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ বা বাহ্য কারণ; আর "শ্রীরাধায়াঃ"-শ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ।

৮৯। শ্লোকের আভাস বলিতেছেন, দুই পয়ারে। অনর্পিতচরীং-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারের নিমিত্তই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু ইহা (সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার) যে প্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদের ৫ম পয়ারে।

এহো—সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার। **বাহ্যহেতু**—অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, গৌণ কারণ; আনুষঙ্গ কারণ; মুখ্য কারণ নহে। কোন কোন গ্রন্থে "বাহ্যহেতু" স্থলে "গৌণ হেতু" পাঠ আছে।

৯০। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচাররূপ গৌণ কারণ ব্যতীত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের আরও একটী মুখ্য কারণ আছে; রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজের কোনও একটী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন। এই স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহের বাসনাটীই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ।

অবতারের—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার। **আর এক**—নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচাররূপ গৌণ কারণ ব্যতীত আর একটী। **মুখ্যবীজ**—অবতারের মুখ্য কারণ। **সেই কার্য্য নিজ**—যে কার্য্য সিদ্ধির বাসনাটী তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ, সেই কার্য্যটী শ্রীকৃষ্ণের নিজের, তাহা মুখ্যতঃ জগতের জন্য অভিপ্রেত নহে। নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার জগতের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য নহে; কিন্তু যেজন্য মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা জগতের জন্য নহে, তাঁহার নিজেরই জন্য; তাই তাহা তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। "রসিক-শেখর"-বিশেষণ দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে রসাস্বাদনসম্বন্ধীয় কোনও একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যত: অবতারের সঙ্কল্প করেন। "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন" ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪শ পয়ারে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ১।৪।১৪ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। শ্রীকৃষ্ণের নিজ কার্য্যরূপ মুখ্যকারণটী কি, তাহা বলিতেছেন। সেই মুখ্য কারণটী অত্যন্ত গোপনীয়; শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবরসদৃশ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী ব্যতীত অন্য কেহই তাহা জানিত না; স্বরূপ-দামোদর হইতেই অপরে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই মুখ্য কারণটীর তিনটী অঙ্গ—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিনটী বস্তু অনুভব করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী লালসা জন্মে, সেই তিনটী লালসাই অবতারের মুখ্যহেতুর তিনটী অঙ্গ, ঐ তিনটী লালসার সমবায়ই অবতারের মুখ্য কারণ। ইহা স্বরূপ-দামোদর হইতে দাস-গোস্বামী জানিয়াছেন এবং দাস-গোস্বামী হইতে কবিরাজগোস্বামী জানিয়াছেন। অথবা স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজগোস্বামী ইহা জানিতে পারিয়াছেন।

অতিগূঢ়—অত্যন্ত গোপনীয়। **হেতু সেই**—সেই মুখ্য কারণ। **ত্রিবিধ প্রকার**—তিন রকম; সেই কারণের তিনটী অঙ্গ (পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী লালসা)। সেই কারণটী যদি অত্যন্ত গোপনীয়ই হইবে, তাহা হইলে গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন যে তাহা "ত্রিবিধ প্রকার"? তাহার উত্তরে বলিতেছেন-"দামোদর স্বরূপ হইতে" ইত্যাদি। **দামোদর স্বরূপ**—স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী।

৯২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন, তাহা স্বরূপ-দামোদরই বা কিরূপে

রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯৩
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময়বাদ ॥ ৯৪
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিলেন, তাহা বলিতেছেন। তিনি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন। **অন্তরঙ্গ**—মর্ম্মজ্ঞ। **এসব প্রসঙ্গ**—অবতারের মুখ্য-কারণ-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত পয়ারোক্ত প্রসঙ্গ বা বিবরণ।

৯৩। অন্তরঙ্গ হইলেই বা স্বরূপ-দামোদর কি উপলক্ষে প্রভুর অন্তরের কথা জানিতে পারিলেন, তাহা বলিতেছেন—চারি পয়ারে।

শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং সেইভাবে কখনও কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনুভব করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় সুখ অনুভব করিতেন; আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করিয়া অপরিসীম দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন; আবার কখনও বা বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বরূপ-দামোদরের কণ্ঠ ধরিয়া বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথা স্বরূপ-দামোদরের নিকট প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অবতারের মুখ্য কারণ জানিতে পারিয়াছেন।

ভাবমূর্ত্তি—ভাবের মূর্ত্তি। **রাধিকার ভাবমূর্ত্তি** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরই শ্রীরাধার ভাবের মূর্ত্তি ছিল; শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড় ভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হইত, শ্রীরাধার ভাবই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছিল; শ্রীরাধার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে যে ভাব উঠে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তঃকরণেও ঠিক সেই সেই ভাব উঠিত; প্রভুর অন্তঃকরণে ও শ্রীরাধার অন্তঃকরণে কোনও পার্থক্যই ছিল না। **অন্তর**—মন। **সেইভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে (আবিষ্ট হইয়া)। **সুখ-দুঃখ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অনুভবে সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অনুভবে দুঃখ। **উঠে**—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উত্থিত হয়।

৯৪। **কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ**—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত উন্মাদ (দিব্যোন্মাদ)। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার যেমন দিব্যোন্মাদ জন্মিয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করিয়া শেষ-লীলায় তদ্রূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণ-বিরহ" স্থলে "বিরহ" পাঠ আছে। ঝামটপুরের গ্রন্থের পাঠ "কৃষ্ণবিরহ"।

ভ্রমময় চেষ্টা—ভ্রান্তলোকের ন্যায় আচরণ; যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখনও সময়-বিশেষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় স্থিতির কথা ভুলিয়া যাইয়া মনে করিতেন যে, তিনি যেন ব্রজেই আছেন (ভ্রম); তাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত কুঞ্জে অভিসার করিতেন এবং বাসক-সজ্জাদি রচনা করিতেন; আবার কখনও বা আকাশে নীলমেঘ দেখিলে তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে তাহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন। এই জাতীয় আচরণকেই ভ্রমময়-চেষ্টা বলে; ইহা দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রলাপময়-বাদ—ব্যর্থ-আলাপময় বাক্য। ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ (উঃ নীঃ উদ্ভাঃ ৮৭)। **বাদ**—বাক্য। প্রলাপময় বাদ, দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত চিত্রজল্পাদির লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৯৫। প্রলাপময়-বাদাদি কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দূতরূপে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদি-গোপসুন্দরীদিগের নিকটে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত ভাবের প্রভাবে শ্রীরাধা যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (সেই সমস্ত চিত্রজল্পাদি নামে আখ্যাত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমর-গীতায় সে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে।) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অনুভবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেই সমস্ত

রাত্র্যে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥ ৯৬
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই-গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥ ৯৭

এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥ ৯৮
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম—।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম॥৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রভুও তখন নিজের উক্তিতে (প্রলাপময় বাদে) তদ্রূপ চিত্রজল্লাদি ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকায় চিত্রজল্পের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

উদ্ধব-দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দূতরূপে প্রেরিত উদ্ধবকে দেখিয়া। **মত্ত**—উন্মত্ত, দিব্যোন্মাদগ্রস্ত। **রাত্রিদিনে**—সর্ব্বদা।

৯৬—৯৭। স্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন দুই পয়ারে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যেমন প্রাণপ্রিয়-সখী ললিতার কণ্ঠ ধরিয়া বিলাপ করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করিয়া (শেষলীলায়) রাত্রিকালে স্বরূপ-দামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতি দুঃখে বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন। (মহাপ্রভুর এই ব্যবহারেই বুঝা যায়, স্বরূপ-দামোদর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়—অন্তরঙ্গ ছিলেন, নচেৎ তাঁহার নিকটে নিজের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেন না।) স্বরূপ-দামোদরও প্রভুর মনের ভাব জানিতে পারিয়া—যে যে শ্লোক পাঠ করিলে বা যে যে গীত গান করিলে প্রভুর চিত্তে একটু সান্ত্বনা জন্মিতে পারে, সেই সেই শ্লোক পাঠ করিতেন বা সেই সেই গীত গান করিতেন।

রাত্র্যে—রাত্রিতে। দিবাভাগে নানাবিধ লোকের সংসর্গে প্রভুর মনোগতভাব হয়তো একটু প্রশমিত হইয়া থাকিত; কিন্তু রাত্রিকালে বহিরঙ্গ লোক দূরে সরিয়া গেলে এবং স্বরূপ-দামোদরাদির ন্যায় দু'একজন মাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গ পাইলে প্রভুর হৃদয়ের ভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিত; তখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া রাধাভাবে তিনি বিলাপ করিতেন। রাত্রিকালে ভাব প্রবল হওয়ার আরও হেতু এই যে, প্রভু মনে করিতেন—তিনি শ্রীরাধা, আর তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; যখন তিনি ব্রজে ছিলেন, তখন এই রাত্রিযোগে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কত কত মধুর লীলাই তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন সেই বৃন্দাবনও আছে, সেই তিনিও আছেন, সেই রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত—নাই কেবল তাঁহার প্রাণবল্লভ, যাঁহার বিরহ শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশন অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক। রাত্রির আগমনে এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনে প্রভুর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিত। **বিলাপ**—দু' এক খানা গ্রন্থে "প্রলাপ" পাঠ অছে; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষতঃ ঝামটপুরের গ্রন্থের "বিলাপ" পাঠই আমরা গ্রহণ করিলাম। **স্বরূপের**—স্বরূপ-দামোদরের; ইনি ব্রজের ললিতা সখী; রাধাভাবের আবেশে প্রভু নিজেকে যেমন রাধা মনে করিতেন, স্বরূপকেও তেমনি ললিতা বলিয়া মনে করিতেন। **আবেশে**—রাধাভাবের আবেশে। **উঘাড়ি**—খুলিয়া, প্রকাশ করিয়া। **অন্তর**—মনে। **সেই-গীত-শ্লোকে**—প্রভুর ভাবের অনুকূল অথবা ভাব-প্রশমনের অনুকূল শ্লোক পাঠ করিয়া বা গীত গান করিয়া। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর।

৯৮। এবে—এখন। **এসব বিচারে**—মহাপ্রভুর ভাবের কথার এবং স্বরূপ-দামোদরের শ্লোক-গীতাদির কথার বিষয় আলোচনার। **আগে**—ভবিষ্যতে, অন্ত্য লীলায়। **বিবরিব**—বর্ণন করিব।

৯৯। পূর্ব্ববর্তী ৯১ম পয়ারে বলা হইয়াছে, গৌর-অবতারের মুখ্যহেতুটী তিনরকমের। সেই তিন রকম কি কি, তাহা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন

পূর্ব্বে—শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, দ্বাপরে। **ব্রজে**—ব্রজধামে, প্রকট-ব্রজলীলায়। **বয়োধর্ম্ম**—বয়সের ধর্ম্ম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮১ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম**—বয়সের তিনরকম ধর্ম্ম। সেই তিনটী বয়োধর্ম্ম কি কি?—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। পাঁচ বৎসর বয়সের শেষ পর্য্যন্ত **কৌমার**, দশবৎসর

বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল। পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত **পৌগণ্ড** এবং ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত **কৈশোর,** তারপর যৌবন। "বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোর-মিতি তত্রিধা। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ।১।১৫৭-৮॥"

যাহা সময়মত আসে আবার সময়মত চলিয়া যায়, তাহাই দেহাদির ধর্ম্ম। শৈশবে দেহের যে অবস্থা, কৌমারে তাহা থাকে না, আর একরকম অবস্থা আসে; যৌবনে তাহাও চলিয়া যায়, আর একরকম অবস্থা আসে; বার্দ্ধক্যে তাহাও থাকে না। এ সকল বিভিন্ন অবস্থা দেহের ধর্ম্ম, দেহ দেহই থাকে, সেই দেহে বিভিন্ন অবস্থা যথাসময়ে আসে এবং যায়। তাই দেহ হইল ধর্ম্মী, ঐ সকল অবস্থা তাহার ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নিত্য কিশোর। প্রকটলীলায় বাল্য, পৌগণ্ডাদি যথাকালে আসে এবং যথাকালে চলিয়া যায়—লীলাশক্তির প্রভাবে, কিন্তু কিশোরত্ব নিত্য, তাই কৈশোর হইল ধর্ম্মী এবং বাল্য-পৌগণ্ডাদি তাহার ধর্ম্ম। কৈশোর নিত্য বলিয়া কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। "বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ। প, পু, পা, ৪৬.৫১॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য নাই। কৈশোরে দেহের যেরূপ অবস্থা থাকে, সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৫।১১২-শ্লোকস্থ "বয়শ্চ তচ্ছৈশব-শোভয়াশ্রিতং সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্।" অংশের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন "বয়শ্চেতি তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি পরমাশ্চর্য্যমিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্য্যচাপল্য-শ্মশ্রুনুদ্‌গমাদিরূপয়া বাল্যলক্ষ্ম্যা আশ্রিতম্। তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তত্তদুদ্‌ভেদভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ।—শ্রীকৃষ্ণের বয়স পরমাশ্চর্য্য শৈশব-শোভাবিশিষ্ট—অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্‌গম প্রভৃতি বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ-বৈদগ্ধ্যাদিও সর্ব্বদা যৌবনলীলাকর্তৃক আদৃত।"

অতি মর্ম্ম—অতি শ্রেষ্ঠ; বয়সের সার হইল কৈশোর, ইহা অত্যন্ত প্রিয়; এজন্য কৈশোরকে 'অতি মর্ম্ম' বলা হইয়াছে। নিত্য-কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-অবস্থিতি; প্রকট-লীলায় বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন—বাল্যভাবে ও পৌগণ্ড-ভাবে আবিষ্ট হয়েন; কৈশোরেই সমস্ত গুণ বিরাজিত আছে বলিয়া কৈশোরেই বয়োধর্ম্মের পূর্ণতম-আবির্ভাব, সুতরাং কৈশোরই ধর্ম্মী; কৈশোরই সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয় এবং কৈশোরই নিত্য নূতন নূতন বিলাস-বৈচিত্রীপূর্ণ; এজন্য কৈশোরই শ্রেষ্ঠ, "অতি মর্ম্ম"। "বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।২৭।"

১০০। ত্রিবিধ বয়সে কি ভাবে কোন্ বয়সোচিত রস শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিলেন, তাহা বলিতেছেন। কৌমারে বাৎসল্যরস, পৌগণ্ডে সখ্যরস এবং কৈশোরে কান্তারস আস্বাদন করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ বয়সের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

বাৎসল্য-আবেশে—বাৎসল্যভাবের আবেশে; যে ভাবের বশে সম্যক্‌রূপে পিতামাতার লাল্য ও পাল্য হইয়া থাকিতে হয়, নিজে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বথা অসমর্থ বলিয়া (নিজের খাদ্যাদি সংগ্রহ করা তো দূরে, মশামাছি তাড়াইতে পর্য্যন্ত অসমর্থ বলিয়া) পিতামাতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাই বাৎসল্যভাব। শৈশবেই এই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ, যতই বয়স বাড়িতে থাকে, নিজের দেহে একটু একটু করিয়া শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই এই ভাবটী তিরোহিত হইতে থাকে—কৌমারের পরে প্রায়শঃ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কৈশোরে বাৎসল্যের (নিজের অসামর্থ্যনিবন্ধন পিতামাতার উপরে সম্যক্‌রূপে নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তার ও ইচ্ছার) প্রাধান্য মোটেই থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, তাঁহার নিত্যকিশোর-স্বরূপে বাৎসল্য-ভাবের প্রাধান্য সম্ভব নহে; কিন্তু প্রকটক্রমলীলায় কৌমার ও পৌগণ্ড যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে আবির্ভূত হয়, আবার যথাবসরে চলিয়া যায়। যখন কৌমারের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণও তখন কৌমার-বয়সোচিত বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন (বাৎসল্য-আবেশে)। এবং বাৎসল্য-রস নিজেও

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১০১

কৈশোর-বয়স, কাম, জগত সকল।
রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদন করেন, বাৎসল্য-রসের ভক্তবর্গকেও আস্বাদন করান। যে ভাবটী নিত্যস্থায়ী নহে, কিছুকালের জন্য মাত্র আবির্ভূত হয়, সেই ভাবটীই আবেশের ভাব—আবেশ নিত্যস্থায়ী হয় না। ক্রমলীলায় কৌমার নিত্য নহে বলিয়া কৌমারোচিত বাৎসল্যও ক্রমলীলায় নিত্য নহে—আবেশ মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—"বাৎসল্য আবেশে।" পৌগণ্ড-সম্বন্ধেও ঐ কথা; পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য-ভাবের আবেশ।

কৌমার সফল—যে বয়সের যে ভাব, সেই ভাবটীর আস্বাদনেই সেই বয়সের সফলতা। কৌমারের আস্বাদ্য বাৎসল্য—(নিরাশ্রয় শিশুরূপে মাতাপিতার স্নেহ আস্বাদন করা); ক্রমলীলায় কৌমারে তাহা আস্বাদন করিয়া তিনি কৌমারকে সফল বা সার্থক করিয়াছেন। এইরূপে পৌগণ্ডেও সখ্যরস আস্বাদন করিয়া পৌগণ্ডকে সফল ও সার্থক করিয়াছেন। **সখাবল**—সখার সংহতি; সখা-সমূহ। সুবলাদি সখাগণের সঙ্গে সখ্যরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকে সফল করিয়াছেন। বাৎসল্যই যে কৌমার-বয়সোচিত রস এবং সখ্যই যে পৌগণ্ড-বয়সোচিত রস, তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে। পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ॥ দক্ষিণ। ১।১৫৯॥"

১০১। শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণের সঙ্গে রাসাদি-লীলা-বিলাস করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছভাবে রস-নির্য্যাস আস্বাদন পূর্ব্বক তাঁহার কৈশোরকে সফল করিয়াছেন। কান্তাগণের সঙ্গে মধুরভাবই কৈশোর-বয়সোচিত ভাব এবং মধুর-রসে কৈশোর-বয়সই শ্রেষ্ঠ। "শ্রৈষ্ঠমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ। ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১৫৯।"

রাধিকাদি—শ্রীরাধা ললিতা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ। ইঁহারা মধুর-ভাবের পরিকর। **রাসাদি-বিলাস**—শ্রীরাসলীলা প্রভৃতি মধুর-রসাত্মক-লীলাবিলাস। **বাঞ্ছাভরি**—ইচ্ছানুরূপ, যথেচ্ছভাবে। **রসের নির্য্যাস**—রসের সার; অন্যান্য সকল রস হইতে মধুর-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া মধুর-রসকেই রসের নির্য্যাস বলা হইয়াছে।

১০২। অন্যান্য লীলা হইতে কৈশোর-বয়সোচিত-লীলা শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং কৈশোর-বয়সোচিত-লীলার মহিমাবর্ণনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বলিয়া ঐ লীলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, রাসাদি-লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সকে, কামকে এবং সমস্ত জগতকে সফল করিয়াছেন।

রাসাদিলীলায়—পরে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের একটীতে (সোঽপি কৈশোরকবয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকে) রাসলীলার এবং অপরটীতে (বাচা স্থচিতশর্ব্বরী ইত্যাদি শ্লোকে) কুঞ্জক্রীড়ার কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং রাসাদিলীলা-শব্দে রাসলীলা, কুঞ্জক্রীড়া এবং কুঞ্জক্রীড়ার উপলক্ষণে দানলীলা, নৌকাবিহারাদিই সূচিত হইতেছে। এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়স, কাম ও জগৎকে সফল করিয়াছেন।

রাসাদিলীলায় কিরূপে কৈশোরবয়স, কাম ও জগৎ সফল হইল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

কৈশোরবয়স—কৈশোর-বয়স যখন কোনও রমণীকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অনুরাগবান্ রূপগুণসম্পন্ন কোনও বিদগ্ধ যুবকের সঙ্গলাভের নিমিত্ত সেই রমণীর ইচ্ছা হয়। আবার ইহা যখন কোনও পুরুষকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অনুরাগবতী রূপগুণ-সম্পন্না কোনও বিদগ্ধা তরুণীর সঙ্গ-লাভের নিমিত্তই তাহার লালসা জন্মে। তাহা হইলে বুঝা গেল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপগুণসম্পন্ন বিদগ্ধ যুবক-যুবতীর মিলনের স্পৃহা হইল কৈশোর-বয়সের কার্য্য। পরস্পরের সঙ্গসুখ-লাভই এই মিলন-স্পৃহার উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদৃশ যুবক-যুবতীর মিলনের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি যে স্থানে এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের সম্ভাবনা ও সুযোগ যে স্থানে, সেই স্থানেই কৈশোর-বয়সের সফলতা। মিলন-সুখের অসমোর্দ্ধ বৈচিত্রী এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের নিমিত্ত নায়ক ও নায়িকার মধ্যে নায়কোচিত ও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নায়িকোচিত রূপ-গুণাদিরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রাকৃত-জগতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে তাহা অসম্ভব; কারণ, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণাদি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ এবং অচিরস্থায়ী; তাই তাহাদের দেহে কৈশোরের অবস্থিতিও অচিরস্থায়ী; তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাও স্বসুখ-বাসনামূলক এবং মোহজ; স্বাভাবিক নহে। তাহাদের মিলনে কৈশোর সফলতা লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই—নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনে কৈশোর-বয়সের সফলতা অসম্ভব।

অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের এবং তাঁহাদের প্রেয়সীগণের রূপ-গুণাদি নিত্য, তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহে কৈশোরও নিত্য অবস্থান করিতে পারে; তাঁহাদের রূপগুণাদিও অপরাপরের রূপগুণাদি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ; ভগবৎ-প্রেয়সীগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও স্বাভাবিক এবং বিষয়মুখী, আশ্রয়মুখী নহে। সুতরাং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ও ভগবৎপ্রেয়সীগণের আশ্রয়েই কৈশোর-বয়সের সফলতা সম্ভব। ভগবৎস্বরূপ-সমূহের আশ্রয়ে সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ সফলতা সম্ভব হইলেও, সফলতার পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে; যে স্বরূপে রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ-অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপের আশ্রয়েই কৈশোরের পূর্ণতম সাফল্য। অনন্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ অভিব্যক্তি; তাঁহার রূপগুণে নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ তো আকৃষ্ট হইয়াই থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২।২১।৮৬॥" "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। ২।২১।৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা শুনিয়া নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীরও চিত্তচাঞ্চল্যের উদয় হয়। "পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" বৈদগ্ধী-নবতারুণ্যাদি সমস্ত নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে; তাই "ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। ২।২৩,৪৫॥"

আবার সমস্ত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের যে সমস্ত প্রেয়সী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদি সকল বিষয়েই ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ; কারণ, নিখিল-ভগবৎকান্তাগণের মধ্যে একমাত্র ব্রজগোপীগণই "লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখমর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ-আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥ সর্ব্বত্যাগ করি করেন কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥ ১।৪।১৪৩—১৪৫॥" শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অনুরাগ এতই অধিক যে, "আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ ১।৪।১৪৯।৫০॥" তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের, এমন কি দ্বারকা-মহিষীগণের প্রেমও ততদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই; তাই, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য তাঁহারা যেরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, দ্বারকা-মহিষীগণও তদ্রূপ পারেন নাই; তাই "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" ইত্যাদি (ভা, ১০।৪৪।১৪) শ্লোকে দ্বারকা-মহিষীগণও ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সমস্ত ভগবৎপ্রেয়সীগণের মধ্যে একমাত্র গোপীগণের সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ। সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥—সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥ ১।৪।১৭৪॥" যে নায়িকার গুণে নায়ক যত বেশী মুগ্ধ, সেই নায়িকাতেই নায়িকোচিত গুণের তত বেশী অভিব্যক্তি। ব্রজগোপী-দিগের গুণে শ্রীকৃষ্ণ এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, "কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। ১।৪।১৫১-৫২॥" "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং" ইত্যাদি (ভা, ১০।৩২।২২) শ্লোকে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই গোপীদিগের সেবার অনুরূপ সেবায় নিজের অসামর্থ্য খ্যাপন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে "ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। ১।৪।৬৫॥—সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ঠ।" এই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবার "উত্তমা—রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা। ১।৪।১৭৬॥ সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। ল, ভা, উ, ৪০।" সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, বৈদগ্ধীতে শ্রীরাধিকা সমস্ত কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি। "দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" "অনন্ত গুণ শ্রীরাধার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥ ২।২৩।৪৭॥" শ্রীরাধার প্রেম এতই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, সেই প্রেম পূর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত উন্মত্ত করিয়া তোলে; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমি হই রসের নিধান॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৫—১০৮॥" শ্রীরাধিকাতে নায়িকোচিত গুণসমূহের পূর্ণতম বিকাশ; তাই "নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥ ২।২৩।৪৫॥"

শ্রীকৃষ্ণে নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ, আর শ্রীরাধায় নায়িকোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ। "নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন। সেই-দুই-শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ২।২৩।৪৮॥" নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়াই কৈশোর-বয়সোচিত রসের স্ফুরণ হয়; সুতরাং নায়ক-শ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার মিলনে যে কৈশোর-বয়সোচিত রসের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া কৈশোর বয়সও যে পূর্ণতম সাফল্য লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

যাহাহউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, প্রাকৃত জগতের কথা তো দূরে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহেও নিখিল-রমণীগণের মধ্যে ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ; এবং নিখিল পুরুষগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ও তত্তৎপ্রেয়সীগণের লীলার মধ্যে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ ল, ভা, কৃঃ ৫৩১। ধৃত বৃহদ্‌বামনবচন॥—যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মন যে কীদৃগ্ ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না।" রসানাং সমূহো রাসঃ—রাসলীলায় সমস্ত রসের উৎস প্রসারিত হয়, এজন্যই রাসলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রাসলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই (নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি ভা, ১০।৪৭।৬০॥), দ্বারকা-মহিষীদিগের অধিকারের কথাও শুনা যায় না; একমাত্র শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ব্রজদেবীগণেরই এই রাসলীলায় অধিকার (সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ ২।৮।৮৫॥)। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদিতে নিখিল-রমণীকুলের শিরোমণি নিত্যকিশোরী ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে, নিখিল-পুরুষ-কুল-শিরোমণি নিত্যকিশোর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের রাস-লীলাতেই নিখিল-বিলাস-বৈচিত্রীর এবং নিখিল-রস-বৈচিত্রীর নির্ব্বাধ পূর্ণতম অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং কৈশোর-বয়স শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলাতেই সার্থকতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে; অন্য-ধামের অন্য-লীলার (প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আশ্রয়ের কথা তো দূরে) আশ্রয়ে নায়ক-নায়িকার উভয়ের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশের অভাব। আবার রাসলীলা ব্যতীত অন্য লীলায় ব্রজাঙ্গনাদিগের ন্যায় কোটি কোটি রমণীরত্নের সহিত যুগপৎ মিলনের সম্ভাবনা থাকেনা বলিয়াও, কৈশোরের অনুরাগবতী-প্রেয়সী-সঙ্গ-স্পৃহা চরম-চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং রাস-লীলাতেই কৈশোরের সর্ব্ববিধ সার্থকতার পূর্ণতা।

নায়কের মধ্যে ধীর-ললিত নায়কই শ্রেষ্ঠ (বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীর-ললিত বলে; ধীর-ললিত নায়ক প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন)। আর নায়িকাগণের মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাই শ্রেষ্ঠা (কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সতত নিকটে অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে)। কারণ, এরূপ নায়ক-নায়িকার পক্ষেই কৈশোরের একান্ত স্পৃহণীয় স্বচ্ছন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গম সম্ভব হইতে পারে। "বাচা-সূচিত-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শর্ব্বরী" ইত্যাদি কুঞ্জক্রীড়াবিষয়ক-শ্লোকে শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বচ্ছন্দ বিহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কৈশোরের স্বচ্ছন্দ-বিহার-বাসনার চরিতার্থতা দেখাইয়াছেন।

কাম—রাসাদি-লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কামকেও সফল করিয়াছেন। কামের তাৎপর্য্য সুখ-ভোগে; যেখানে সুখভোগের পরাকাষ্ঠা, সেইখানেই কামের পূর্ণ-সফলতা। জগতের প্রাকৃত কাম পশ্বাচার-বিশেষ; তাহাতে আপাততঃ যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহাও দুঃখ-সঙ্কুল, অথবা পরিণামে দুঃখময়। আবার প্রাকৃত জগতে কাহারওই সকল বাসনা পূর্ণ হয় না; যতটুকু পূর্ণ হয়, ততটুকু যথেষ্ট ভোগ করিবার সামর্থ্যও প্রাকৃত জীবের নাই—কারণ, ভোগে প্রাকৃত জীবের অবসাদ আসে। সুতরাং প্রাকৃত-জগতের দুঃখসঙ্কুল ক্ষুদ্র সুখের উপভোগে কাহারও কাম বা সুখভোগের বাসনাই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের লীলায় সুখ-বিধ্বংসি দুঃখের সংঘাত নাই, সুতরাং সেই আনন্দময়ী লীলায় কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। সে সমস্ত লীলার মধ্যেও আবার যে লীলা—অন্যের কথা তো দূরে, পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী, সেই লীলাতেই কামের চরিতার্থতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাসলীলাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী লীলা; এই রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রসের অনন্ত-বৈচিত্রী স্বচ্ছন্দভাবে আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রাসাদিলীলাতেই কাম সাফল্যের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

অথবা—স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম-স্পৃহাই কাম। পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর নিশ্চিন্ত ও নিঃসঙ্কোচ মিলনে কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—যদি সেই মিলনে কাম ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়া উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং ক্রমশঃ ক্ষীণতাই প্রাপ্ত হয়। কারণ, প্রাকৃত জীবের দেহস্থ ধাতুবিশেষই কামের আশ্রয়; সেই ধাতুক্ষয়ে কাম ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, ক্ষীণতা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত জীব বিকার-বিশিষ্ট বলিয়া তাহার দেহের ভোগোপযোগিনী অবস্থা অচিরস্থায়িনী; কাজেই প্রাকৃত জীবকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না; বরং কৃমি-ক্লেদাদিপূরিত দেহের সম্পর্কে কলুষিত হইয়াই যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া কাম, আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা ব্রজদেবীগণের সঙ্গস্পৃহারূপে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-অভিব্যক্তি। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দ-দায়িনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীগণের সম্পর্কে আসিয়া কাম নিজের স্বভাব ফিরাইয়া পবিত্র হইয়াছে—প্রাকৃত জগতে কাম যাহাকে আশ্রয় করে, নিজের সুখের নিমিত্তই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে; কিন্তু যে কেবল নিজের সুখই চাহে, সে কখনও সুখ পাইতে পারে না। তাই প্রাকৃত জগতে কাম সফল হইতে পারে না, বরং স্বসুখানুসন্ধানের সম্পর্কে যাইয়া কলুষিত হইয়াই যায়। কিন্তু আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দদায়িনী শক্তির সংশ্রবে আসিয়া কাম তাঁহার আনন্দ-দায়িকা বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে এবং তাই আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া আনন্দদানের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছে—যাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতেছে, তাঁহার সুখের নিমিত্তই নিজের আশ্রয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের আশ্রয়ে কাম এইরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং চরিতার্থতা লাভেরও যোগ্য হইয়াছে। কারণ, যাহার সুখের জন্য যে ব্যগ্র, তাহার চেষ্টাই থাকিবে তাহাকে সুখী করা; ইহাই স্বাভাবিক। কাম শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ব্রজদেবীগণের সহিত সঙ্গের স্পৃহা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে জাগাইয়া দেয়—কেবল ব্রজদেবীগণের সুখের নিমিত্ত; তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ইচ্ছাই হইবে ব্রজদেবীগণকে সুখী করিতে; আবার ব্রজদেবীগণকে আশ্রয় করিয়াও কাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের স্পৃহা জাগাইয়া দেয়—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত; তাঁহারা আনন্দ-দায়িনী-শক্তি, তাঁহারা যথেচ্ছভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারেন; আবার শ্রীকৃষ্ণও মূর্ত্তিমান্ আনন্দ—রসস্বরূপ; তিনিও যথেচ্ছভাবে ব্রজদেবীগণকে আনন্দ দান করিতে পারেন। এইরূপে উভয়ের আশ্রয়েই কাম স্বীয় সফলতা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৯)—
সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥ ১৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অহিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতম্। চক্রবর্ত্তী।

ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং জগতাং অশুভং যেন সঃ, এতেন জগদপি সফলীচকার ইত্যর্থঃ। **সঃ ঈদৃশঃ মধুসূদনঃ ব্রজাঙ্গনাধরমধু-লুণ্ঠকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ** অপি, "কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ" ইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তবচনানুসারেণ যথা গোপাঙ্গনাঃ কৃষ্ণং রময়ন্তি স্ম তথা মধুসূদনোঽপি কৈশোরক-বয়ঃ কৈশোরং মানয়ন্ সফলীকুর্ব্বন্ স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্ ক্ষপাসু-শারদীয়নিশাসু রেমে॥১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাস্তবিক, ব্রজদেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ যে পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহা কামের কার্য্য নহে—তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি, সেই প্রীতিরই ইহা কার্য্য বা অনুভাব। বাৎসল্যরসের ভক্তগণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি, সেই প্রীতির প্রভাবে নিখিলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও যেমন শ্রীকৃষ্ণ নবনীত-চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, পূর্ণকাম হইয়াও যেমন তাঁহার স্তন্য-পানের ইচ্ছা জন্মে, আবার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে যেমন পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানের নিমিত্তও যশোদামাতার ইচ্ছা জন্মে—তদ্রূপ প্রেয়সীগণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবেই, আত্মারাম হইয়াও প্রেয়সীগণের সহিত রমণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর প্রেমের প্রভাবেই নিজেদের দেহ-সঙ্গমদ্বারা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের স্পৃহা জন্মে। এই সমস্তই প্রীতির কার্য্য—কামের কার্য্য নহে; শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া কামও ঐ প্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ঐ প্রীতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রীতি নিত্যা এবং ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মানা বলিয়া কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্তই হইয়া থাকে; সুতরাং এই প্রীতির আশ্রিত ও তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত কামও কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাসই প্রাপ্ত হইতে থাকে। অধিকন্তু, কাম কৈশোরেরই মুখ্যাবৃত্তি; সুতরাং যাহাতে কৈশোরের সফলতা, তাহাতেই কামেরও সফলতা। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলায় যে যে কারণে কৈশোরের সফলতা, সেই সেই কারণে কামেরও সফলতা। তাই বলা হইয়াছে, রাসাদিলীলায় কাম সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

জগৎ সকল—বিধাতার সমুদয় সৃষ্টি। শ্রীবৃন্দাবনের রাসাদিলীলাদ্বারা বিধাতার সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে।

জীব জগতে আসে সুখের নিমিত্ত; জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্রীও জীবের নিমিত্তই; সৃষ্টি-বৈচিত্রী দ্বারা জগদ্বাসীর সুখসম্পাদিত হইলেই সৃষ্টির সার্থকতা। বিধাতার সৃষ্টি সাধারণতঃ জগতের জীবসাধারণের সুখেরই উপকরণ। কিন্তু জীব স্বরূপে ক্ষুদ্র; জীবের সৌন্দর্য্য-বোধও ক্ষুদ্র, সৌন্দর্য্য উপভোগের সামর্থ্যও ক্ষুদ্র; সুতরাং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সদ্ব্যবহার জীবের হাতে অসম্ভব। প্রাকৃত জীবের হাতে পড়িয়া বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য যেন অনাদৃত ও অবজ্ঞাতই হইতেছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দের আবির্ভাবে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম যখন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল, তখন সর্ব্বপ্রথমে বিধাতার সৃষ্ট পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হইল; আর রাসাদিলীলায়, বিধাতার সৃষ্ট শারদ-পূর্ণিমা, কাব্যকথার আশ্রয়ভূতা রজনীসকল, উৎফুল্ল মল্লিকা-কুসুমাদি, ফল-পুষ্পভারাবনত বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি, ফুল্লকুসুমাস্তীর্ণ কুঞ্জসমূহ—ইত্যাদি যত কিছু বিধাতার সৃষ্ট সুখোপকরণ ছিল, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের স্পর্শে সে সমস্তই স্পর্শমণি-ন্যায়ে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইল, তাঁহাদের রাসাদিলীলার উপকরণরূপে গৃহীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, ব্রজদেবীগণ রসিকা-শিরোমণি; তাঁহাদের লীলার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া বিধাতার সৃষ্ট সুখ-সম্ভার-বৈচিত্রী যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। ক্ষপিতাহিতঃ (অশুভবিনাশকারী) স মধুসূদনঃ (সেই মধুসূদন—শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৈশোরক-বয়ঃ (কৈশোর-বয়সকে) মানয়ন্ (সম্মানিত করিয়া—সফল করিয়া) স্ত্রীরত্ন-কূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নদিগের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া) ক্ষপাসু (রাত্রিসমূহে) রেমে (রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। অশুভ-বিনাশকারী সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও কৈশোর-বয়সকে সফল করিয়া স্ত্রীরত্ন-সমূহের (গোপসুন্দরীদিগের) মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক বহু রাত্রিতে রমণ করিয়াছিলেন। ১৫।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাস-বর্ণনা হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলাদ্বারা যে কৈশোর বয়স এবং জগতকে সফল করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকদ্বারা দেখান হইয়াছে। **কৈশোরক-বয়ঃ**—কৈশোর-বয়স। **মানয়ন্**—সম্মানিত করিয়া (কৈশোর বয়সকে)। যে যাহা চায়, তাহা দিয়া তাহাকে প্রীত করাতেই তাহার সম্মান প্রকাশ পায়। কৈশোর বয়স চায় প্রেয়সীদিগের সঙ্গসুখ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কৈশোর বয়সকে প্রেয়সী-সঙ্গসুখ সম্যক্‌রূপেই দান করিয়াছেন অর্থাৎ কৈশোরে তিনি প্রেয়সীদিগের সঙ্গ-সুখের অনন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া তাঁহার কৈশোর বয়সকে সার্থক করিয়াছেন। কি উপায়ে তিনি এই সুখবৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন—রেমে, স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ, ক্ষপাসু, মধুসূদন ও অপি শব্দসমূহ দ্বারা তাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। **রেমে**—শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায়—স্থান এবং কাল উভয়ই রমণের উপযোগী ছিল—শরৎকাল, নির্ম্মল আকাশ, তাতে পূর্ণচন্দ্র, মনোরম বৃক্ষ-লতাশোভিত বনরাজী, বৃক্ষ-লতায় প্রস্ফুটিত কুসুম, কুমুদ-কহ্লার-পদ্মশোভিত সরোবর, কুসুমিত বনরাজি ও স্বচ্ছ সরোবরের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ গলিত-রজত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ফুল্লকুসুমের সৌরভ বহন করিয়া মৃদুমন্দ পবন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, মধুকর-বৃন্দের মৃদু গুঞ্জনে কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চিত হইতেছে। এ সমস্তের মাধুর্য্য এবং উন্মাদনা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন, সুমধুর বেণুধ্বনিযোগে তিনি গোপসুন্দরীদিগকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—প্রেমোন্মত্তাবস্থায়। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা তাঁহারাই—চন্দ্রের জ্যোৎস্না, স্বর্গের অমৃত, কমলের হাসি—সমস্তই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিকটে পরাভূত॥ তাতে আবার তাঁহারা প্রেমান্ধা—বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ—সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—এরূপ প্রেমবিহ্বলা অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যবতী গোপ-কিশোরী একজন নয়, দুজন নয়, দশজন নয়, বিশজন নয়—শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনন্ত গোপী কান্তারসের অনন্ত বৈচিত্রী উল্লসিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইতে উপস্থিত। এই সমস্ত রমণীরত্নে পরিবৃত হইয়া (**স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ**) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিয়া কৈশোরকে সফল করিতে লাগিলেন। **মধুসূদন**—শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৌন্দর্য্য-সার-বিগ্রহতুল্যা গোপসুন্দরীদিগকে আলিঙ্গনাদিতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অধর-মধু লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। **ক্ষপাসু**—রাত্রিসমূহে; রাত্রিই কান্তাগণের সহিত বিহারের উপযুক্ত সময়; এক রাত্রি দুই রাত্রি নয়, বহু রাত্রি ব্যাপিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। **অপি**—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা। কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ॥—পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১৩।৫৮॥" গোপসুন্দরীগণ যেমন আত্মীয়-স্বজনার্য্যপথাদি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আর্য্যপথাদি ত্যাগ করিয়া গোপসুন্দরীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। গোপসুন্দরীগণ পরকীয়া পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি নহেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর মিলনে উভয় পক্ষেরই আর্য্যপথ ত্যাগ হইয়াছে—এই আর্য্যপথ ত্যাগের একমাত্র হেতু অনুরাগাধিক্য, যাহার ফলে কুলবতী ব্রজবধূগণ পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতির নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় কৌমার-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পরকীয়া রমণীর প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কান্তা-কান্তের মিলনে উভয় পক্ষের প্রেমের উদ্দামতাই যদি হেতু হয়, তাহা হইলেই মিলন-সুখও অসমোর্দ্ধতা লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরী-

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
১ম লহর্য্যাম্ (১২৪)—
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং
হরিঃ॥ ১৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যং ইতি। শ্রীজীব-গোস্বামী॥ ১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগের মিলনে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে—"অপি" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। **ক্ষপিতাহিতঃ**—ইহা মধুসূদনের বিশেষণ। ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাসলীলা সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "ক্ষপিতাহিত" হইয়াছেন—জগতের সমস্ত অশুভ দূর করিয়াছেন। রাসাদিলীলাদ্বারা কিরূপে জগতের অশুভ দূরীভূত হইল? উত্তর—জগতের অশুভের একমাত্র হেতু শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥২।২০।১০৪॥ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীভা- ১১।২।৩৭॥—মায়াবশতঃই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে; দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন।" সুতরাং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই হইল জীবের দুঃখ-নাশের মূল হেতু—এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই তাহা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উন্মুখ হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করা একান্ত দরকার। সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা শ্রবণ করিলেই শ্রীকৃষ্ণে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদ্‌গম হইতে পারে। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভা ৩।২৫।২৪॥" বিশেষতঃ এই রাস-লীলাশ্রবণের বা বর্ণনের একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই লীলা সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত দুঃখের মূল হৃদ্‌রোগ কাম শীঘ্রই বিনষ্ট হয় এবং তিনি অচিরেই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা ১০।৩৩।৩৯॥" বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সমস্ত লীলাই করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জীব প্রলুব্ধ হয় এবং যাহা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎপরায়ণ হইতে পারে। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভা ১০।৩৩।৩৬॥" সুতরাং রাসাদি-লীলাদ্বারা যে জগতের অশুভ-বিনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"স্ত্রীরত্ন-কুটস্থঃ" স্থলে "তাভিরমেয়াত্মা" পাঠও দৃষ্ট হয়। তাভিঃ—সেই সমস্ত গোপীগণের সহিত। অমেয়াত্মা—অপরিমিত-স্বরূপ বা বিভু (শ্রীকৃষ্ণ); ইহার ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অমেয়াত্মা বা বিভু বলিয়া যত গোপী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তত প্রকাশ মূর্ত্তিতে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে—যুগপৎ সকলের সঙ্গে—বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। সখীনাং (সখীগণের) অগ্রে (সমক্ষে) সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া (রাত্রি-কালীন রতি-কৌশলের ঔদ্ধত্য-প্রকাশক) বাচা (বাক্যদ্বারা) রাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং (লজ্জাবশতঃ সঙ্কুচিত-নয়না) বিরচয়ন্ (করিয়া) তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্য-পারং (শ্রীরাধার স্তনযুগলে চিত্র-কেলিমকরী-রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাবধি) গতঃ (প্রাপ্ত) অসৌ (এই) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কুঞ্জে (কুঞ্জমধ্যে) বিহারং কলয়ন্ (বিহার পূর্ব্বক) কৈশোরং (কৈশোর-বয়সকে) সফলীকরোতি (সফল করিতেছেন)।

অনুবাদ। রাত্রিকালীন রতি-কৌশলের ঔদ্ধত্য-প্রকাশক বাক্যদ্বারা সখীগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকে লজ্জাবশতঃ

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্-
মধুরায়াং মধুরাক্ষি! রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥ ১৭॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরিরিতি। ইয়ং বিধিসৃষ্টির্বিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ। বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ ব্যর্থোঽভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তেনাধুনা বিশ্বং কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতিভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্কুচিত-নেত্রা করিয়া তাঁহার (শ্রীরাধার) স্তনযুগলে বিচিত্র-কেলিমকরী নির্ম্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক কুঞ্জে বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৈশোর-বয়সকে সফল করিতেছেন। ১৬।

রাসাদি-লীলার ও কুঞ্জক্রীড়াদির কোনও অন্তরঙ্গা দূতী যজ্ঞপত্নী-সদৃশীগণের নিকটে উক্ত-শ্লোকানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এই। কোনও সময়ে শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিপাশে তাঁহার-অন্তরঙ্গা-সখীগণ রহিয়াছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত রজনী-বিলাস-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন—রতি-কৌশল-বিস্তারে তিনি নিজেই বা কিরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাই বা কিরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন—তৎসমস্তই সখীদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্ভ বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীরাধা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেলেন—সঙ্কোচে তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—শ্রীরাধা যখন ঐরূপ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখনই আবার শ্রীরাধার স্তনযুগলে স্বহস্তে বিচিত্র-কেলিমকরী (কস্তুরী-কুঙ্কুমাদিদ্বারা মকরী-আদির মনোরম চিত্র) অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ চিত্রাঙ্কনে তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানাবিধ রসময়ী লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গের সহিত কুঞ্জে বিহার করিতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াই তিনি তাঁহার কৈশোর-বয়সকে সফল করিলেন।

সূচিত—প্রকাশিত। **শর্ব্বরী**—রাত্রি। **রতিকলা**—রতিক্রীড়ার কৌশল। **প্রাগল্‌ভ্য**—ঔদ্ধত্য; লজ্জা-সঙ্কোচশূন্য প্রকাশ। **সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগলভ্য**—সূচিত (প্রকাশিত) হয় রাত্রিকালের রতিক্রীড়া-কৌশলের ঔদ্ধত্য যদ্দ্বারা, তাহাই হইল সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্য (বাক্য)। এইরূপ বাক্যদ্বারা—**বাচা**। **ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনা**—ব্রীড়া (লজ্জা) দ্বারা কুঞ্চিত (সঙ্কুচিত) হইয়াছে লোচন (নয়ন) যাঁহার, তাদৃশী—শ্রীরাধিকা। **বক্ষোরুহ**—বক্ষে জন্মে যাহা, স্তনযুগল। **চিত্রকেলিমকরী**—কেলির নিমিত্ত (ক্রীড়ার্থ) যে মকরীচিহ্ন-স্তন-যুগলে চিত্রিত হয়, তাহাই কেলি-মকরী। বিচিত্র (অতি সুন্দর) কেলিমকরী—চিত্র-কেলিমকরী, তাহার নির্ম্মাণে **পাণ্ডিত্যের** (কৌশলের) **পার** (পরাকাষ্ঠা)—চিত্র-কেলি-মকরী-পাণ্ডিত্য-পার। **হরি**—হরণ করেন যিনি, তিনি হরি। এস্থলে হরি-শব্দের সার্থকতা এই যে, সখীগণের সাক্ষাতে রতিকলা-বিষয়ক প্রগল্‌ভ-বাক্য দ্বারা এবং শ্রীরাধার স্তনযুগলে বিচিত্র-চিত্রাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন শ্রীরাধার লজ্জা হরণ করিলেন, তেমনি আবার অপর দিকে তাঁহাকে কান্তজন-দেয় পরম-সুখ দান করিয়া তাঁহার প্রাণ-মন হরণ করিলেন। এইরূপ তিনি নিজের কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সীবর্গের কৈশোরকেও সফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ধীর-ললিতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকটী উদাহৃত হইয়াছে। যিনি রসিক, নব-তরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃ প্রেয়সী-বশ—তাঁহাকেই ধীর-ললিত বলা যায়; যে সমস্ত (রসিকতা-নবতারুণ্যাদি) গুণ থাকিলে ধীর-ললিত হওয়া যায়, সেই সমস্ত গুণ থাকিলে প্রেয়সীদিগের সহিত লীলা-বৈদগ্ধী দ্বারা কৈশোর-বয়সকেও সফল করা যায়। উক্ত শ্লোকে দেখান হইল—ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত গুণই আছে; সুতরাং প্রেয়সীদিগের সঙ্গে লীলাবৈদগ্ধীদ্বারা তিনি যে তাঁহার (এবং প্রেয়সীবর্গের) কৈশোরকে সফল করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শ্লো।১৭। অন্বয়। হে মধুরাক্ষি (হে মধুর-নয়নে বৃন্দে)! মধুরায়াং (মথুরামণ্ডলে) এষঃ (এই) হরিঃ

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥ ১০৩
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০৪
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান—।
কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥ ১০৫
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ) চ (এবং) [এষা] (এই) রাধিকা (শ্রীরাধিকা) চেৎ (যদি) ন (না) অবতরিষ্যৎ (অবতীর্ণ হইতেন), তদা (তাহা হইলে) বিসৃষ্টিঃ (বিধাতার সৃষ্টি) বৃথা (ব্যর্থ) অভবিষ্যৎ (হইত), অত্র (এই সৃষ্টি-বিধিতে) মকরাঙ্ক (কন্দর্প) তু (কিন্তু) বিশেষতঃ (বিশেষরূপে) [বৃথা অভবিষ্যৎ] (ব্যর্থ হইত)।

অনুবাদ। দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন—হে মধুর-নয়নে বৃন্দে! এই হরি এবং এই শ্রীরাধা যদি মথুরা-মণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সৃষ্টি বৃথা হইত, আর এস্থলে কন্দর্পই বিশেষরূপে ব্যর্থ হইত। ১৭।

শ্রাবণ-পূর্ণিমা-নিশিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারের আয়োজন-উপলক্ষে দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাদেবীকে উক্ত শ্লোকানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ :—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-মণ্ডলে (ব্রজমণ্ডলে) অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাতেই বিধাতার সৃষ্টি সফল হইয়াছে, কন্দর্পই (কামই) বিশেষরূপে সফল হইয়াছে। (১০২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। উক্ত পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৩। এইমত—এইরূপে; কৌমারাদি সফল করিয়া। **পূর্ব্বে**—শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পূর্ব্বে; পূর্ব্ব-লীলায়; দ্বাপর-লীলায়। **রসের সদন**—শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয়। "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস-কদম্বমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "তত্র শৃঙ্গারাদি-সর্ব্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তি-ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ।" **রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ**—রস-নির্য্যাসের আস্বাদন। **যদ্যপি**—পর-পয়ারের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ।

১০৪। তথাপি—রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিলেও। পূর্ব্ব-পয়ারের "যদ্যপির" সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ। **নহিল**—হইল না। **তিন বাঞ্ছিত**—তিনটী বাঞ্ছা বা বাসনা, শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত। **তাহা**—ঐ তিনটী বাসনার বস্তু। **আস্বাদিতে যদি** ইত্যাদি—ঐ তিনটী বাসনার বস্তু (স্বমাধুর্য্যাদি) আস্বাদন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহার বাসনা তিনটী পূর্ণ হয় নাই। ঐ তিনটী বাসনা-পূরণের ইচ্ছাই যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মুখ্য হেতু তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

১০৫। উক্ত তিনটী বাসনার মধ্যে প্রথম বাসনাটী কি, তাহাই বলিতেছেন। **তাঁহার**—শ্রীকৃষ্ণের। **আমি**—শ্রীকৃষ্ণ। **রসের নিধান**—শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয় (সুতরাং কোনও রস-আস্বাদনের নিমিত্ত আমার চঞ্চলতা জন্মিতে পারে না; যাহার যাহা নাই, তাহা পাওয়ার নিমিত্তই চাঞ্চল্য জন্মে; আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, কোনও রসেরই আমার অভাব নাই, সকল রস আস্বাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ আমার আছে)। "আমি হই রসের" ইত্যাদি হইতে "কভু যদি" ইত্যাদি ১১৭শ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১০৬। পূর্ণানন্দময়—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ; আমিই আনন্দ, পূর্ণতম আনন্দ; সুতরাং আনন্দ-আস্বাদনের জন্য আমার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক নহে। **চিন্ময়**—জড়াতীত নিত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু। আমি আনন্দ-স্বরূপ, কিন্তু আমার এই আনন্দ নশ্বর এবং দুঃখ-সঙ্কুল ক্ষুদ্র জড় আনন্দ নহে—পরন্তু ইহা নিত্য, শাশ্বত, অনাবিল; ইহা স্বপ্রকাশ, নিজকে নিজে অনুভব করায়; আমার আনন্দকে অনুভব করিতে অপরের কোনওরূপ সাহায্যের দরকার হয় না, সুতরাং কোনও সময়ে সাহায্যের অভাবেও আনন্দাস্বাদনার্থ চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না।

পূর্ণতত্ত্ব—আমি পূর্ণতত্ত্ব; সর্ব্ববিষয়েই আমি পূর্ণ, আমায় কোনও অভাবই নাই; সুতরাং অভাব-পূরণের নিমিত্ত চাঞ্চল্যের অবকাশও আমাতে নাই।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১০৭
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭)—
কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎকুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে বৃন্দে! কস্মাৎ আগতা? বৃন্দাহ, হরেঃ পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র? কুণ্ডারণ্যে। কিং কুরুতে? নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ? প্রতিতরুলতং তরুলতাঃ প্রতি, অব্যয়ীভাব-সমাসঃ। দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব **উত্তমনটীব** স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি। ইতি সদানন্দ-বিধায়িনী ॥ ১৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাধিকার প্রেম—কিন্তু আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় এবং পূর্ণতত্ত্ব হইলেও রাধিকার প্রেম (রাধিকার প্রেম-আস্বাদনের বাসনা) আমাকে এতই চঞ্চল করায় যে আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই চাঞ্চল্য বা উন্মত্ততা তাঁহার নিজের অপূর্ণতাবশতঃ নহে; কারণ তিনি পূর্ণতত্ত্ব; শ্রীরাধা-প্রেমের অপূর্ব্ব মহিমাই—শ্রীকৃষ্ণের এই উন্মত্ততার কারণ।

১০৭। আমি পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দময় পুরুষ; আমাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে; কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে—আমার মত পূর্ণানন্দ পুরুষের চিত্তে অদম্য লোভ জন্মাইয়া আমাকে এমন চঞ্চল করিয়াছে যে, আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। রাধার প্রেম কত শক্তিই না জানি ধারণ করে!

কত বল—কত শক্তি; অচিন্ত্যনীয়া শক্তি যাহা পূর্ণতম পুরুষকেও বিচলিত করিতে পারে। **বিহ্বল**—উন্মত্ততাবশতঃ হতজ্ঞান।

১০৮। শ্রীরাধাপ্রেমের শক্তি এতই অধিক যে, তাহা আমাকে সর্ব্বদাই যেন অদ্ভুতরূপে নৃত্য করাইতেছে—নৃত্য-গুরু যেমন ইঙ্গিতক্রমে শিষ্যকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য করায়, শ্রীরাধার প্রেমও আমাকে তদ্রূপ নাচাইতেছে—আমার সমস্ত শক্তি যেন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যেন হতজ্ঞান হইয়াই রাধা-প্রেমের ইঙ্গিতে নৃত্য করিতেছি—বাজিকর-সূত্রধরের ইঙ্গিতে পুতুল যেমন নাচে তদ্রূপ।

প্রেমগুরু—স্বীয় অদ্ভুত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেম আমার পক্ষে আমার গুরুতুল্য—নৃত্য-শিক্ষার গুরু-তুল্য হইয়াছে। **শিষ্য নট**—আর আমি শ্রীরাধাপ্রেমের নিকটে নৃত্য-শিক্ষাকারী শিষ্যতুল্য হইয়াছি। শিষ্য যেমন গুরুর ইঙ্গিতে নিজকে চালিত করে, আমিও তদ্রূপ রাধাপ্রেমের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছি; আমি সর্ব্বশক্তিমান্‌ হইলেও অন্যথাচরণের শক্তি আমার নাই—এমনি অদ্ভুত মহিমা শ্রীরাধাপ্রেমের। **নাচায় উদ্ভট**—উদ্ভটরূপে, অদ্ভুত রূপে নৃত্য করায়। আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও কখনও বা শ্রীরাধার কোটালগিরি করি, আবার কখনও বা "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া শ্রীরাধার চরণ ধারণ করি। সর্ব্বশক্তিমান্‌ এবং সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হইয়াও কখনও বা জটিলার ভয়ে ভীত হই; সত্যস্বরূপ হইয়াও কখনও বা ছদ্মবেশের আশ্রয়ে শ্রীরাধার নিকট গমন করি; ইত্যাদি নানারূপে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় শ্রীরাধার প্রেম আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে। ৩।১৮।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। [শ্রীরাধা পৃচ্ছতি] (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন),—প্রিয়সখি বৃন্দে (হে প্রিয়সখী বৃন্দে)! [ত্বং] (তুমি) কস্মাৎ (কোথা হইতে) [আগতা] (আসিলে)? [বৃন্দা কথয়তি] (বৃন্দা কহিলেন)—হরেঃ (হরির—শ্রীকৃষ্ণের) পাদমূলাৎ (চরণ-প্রান্ত হইতে)। [রাধা আহ] (তখন রাধা বলিলেন) অসৌ (ঐ কৃষ্ণ) কুতঃ (কোথায়)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডের সমীপস্থ বনে)। [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) ইহ (এইস্থানে—কুণ্ডারণ্যে) কিং (কি) কুরুতে (করেন)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—নৃত্যশিক্ষাং

নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(নৃত্যশিক্ষা) [কুরুতে] (করেন)। [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) গুরুঃ কঃ (গুরু কে)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—প্রতিতরুলতং (প্রত্যেক তরুলতাতে) দিগ্‌বিদিক্ষু (দিগ্‌বিদিকে) শৈলূষীইব (উত্তমনটীর ন্যায়) স্ফুরন্তী (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা) ত্বন্মূর্ত্তিঃ (তোমার মূর্ত্তি) তং (তাঁহাকে—শ্রীকৃষ্ণকে) স্বপশ্চাৎ (নিজের পশ্চাতে) নর্ত্তয়ন্তী (নৃত্য করাইয়া) পরিতঃ (চারিদিকে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে)।

অনুবাদ। (শ্রীরাধা কহিলেন), হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? (বৃন্দা বলিলেন), শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত হইতে। (শ্রীরাধা কহিলেন), তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায়? (বৃন্দা বলিলেন, তিনি), শ্রীরাধাকুণ্ড-নিকটবর্ত্তী বনে। (শ্রীরাধা কহিলেন), সেস্থানে তিনি কি করিতেছেন? (বৃন্দা বলিলেন, তিনি সেস্থানে) নৃত্যশিক্ষা (করিতেছেন)। (শ্রীরাধা কহিলেন, তাঁহার নৃত্যশিক্ষার) গুরু কে? (বৃন্দা বলিলেন) দিগ্‌বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তা তোমার মূর্ত্তিই প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় স্বপশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণকে নাচাইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। ১৮।

একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনে উপস্থিত হইয়াছেন। রাধা-প্রেমের প্রভাবে তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছেন যে, যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার রাধা-স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। প্রতি তরুতে, প্রতি লতায়—তিনি যেন শ্রীরাধাকেই দেখিতে লাগিলেন; মৃদু-পবনহিল্লোলে বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ, কি লতার অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে—রাধা-প্রেম-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—শ্রীরাধাই নৃত্য করিতেছেন; সেই নৃত্যের অনুকরণ করিয়া তিনিও আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন—নৃত্যগুরুর নৃত্যের অনুকরণে নৃত্যশিক্ষার্থী নট যেরূপ করে, তদ্রূপ ভাবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত যখন বনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গগন্ধ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিলেন এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ, শীঘ্র তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বৃন্দাদেবীকে পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দার সহিত শ্রীরাধার সাক্ষাৎ হইলে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই উক্ত শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শৈলূষী—উত্তম নটী; প্রধানা নর্ত্তকী; নৃত্য-শিক্ষাদাত্রী নর্ত্তকী। **ভ্রমতি**—শ্রীরাধার মূর্ত্তি ভ্রমণ করে। শ্রীরাধাপ্রেমবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ হয়ত যখন পূর্ব্বদিকে নয়ন ফিরাইলেন, তখন পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বৃক্ষ-লতার অগ্রভাগ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধার মূর্ত্তি সেই স্থানে নৃত্য করিতেছে। আবার যখন হয়ত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন, তখন মনে করিলেন, সেই স্থানেই শ্রীরাধা-মূর্ত্তি নৃত্য করিতেছে—তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্ব দিক্ হইতেই শ্রীরাধা-মূর্ত্তি দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই শ্রীরাধার মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধা-মূর্ত্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে—তাঁহার ধারণার কথাই বৃন্দা বলিয়াছেন।

শ্রীরাধার প্রেম যে গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্ভুতরূপে নৃত্য করায়, এই পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির আনুকূল্যার্থ এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে রাধা-প্রেমের মহিমা কিছুই জানেন না, তাহা তো নয়? শ্রীরাধা প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই সেবা-সুখ আস্বাদন করেন; তাহাতেই তিনি রাধাপ্রেমের আস্বাদন—রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে পারেন; সুতরাং রাধাপ্রেমের আস্বাদনের লোভে তাঁহার চঞ্চল হওয়ার হেতু কি থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন যে—"রাধাপ্রেমের কিছু আস্বাদন আমি পাই বটে; কিন্তু যাহা পাই, তাহা প্রেমের বিষয়রূপেই পাই, আশ্রয়রূপে পাই না। আমার মনে হয়, প্রেমের বিষয়রূপে প্রেমের

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥ ১১০

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনে যেসুখ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রূপে প্রেমের আস্বাদনে কোটি গুণ সুখ বেশী; তাই প্রেমের আশ্রয়রূপে (শ্রীরাধার ন্যায়) রাধা-প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত আমার অদম্য লোভ জন্মিয়াছে।"

নিজ প্রেমাস্বাদে—শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিষয়ক প্রেমের আস্বাদে; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের বিষয়, বিষয়রূপে সেই প্রেমের আস্বাদনে। প্রেম-সেবা পাইয়া যে সুখ, সেই সুখের আস্বাদনে।

রাধা-প্রেমাস্বাদ—আশ্রয়রূপে রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। শ্রীরাধাকর্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। যে প্রেমের সহিত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয়, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বিষয়। আশ্রয়রূপে ঐ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা—বিষয়রূপে ঐ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ পায়েন, তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক।

আশ্রয়-জাতীয় সুখ যে বিষয়-জাতীয় সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক, শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমান করিয়াছিলেন; নচেৎ নবদ্বীপ-লীলার পূর্ব্বে তাহা জানিবার সুযোগ শ্রীকৃষ্ণের হয় নাই।

১১০। রাধা-প্রেমের আরও এক অদ্ভুত মহিমার কথা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়, রাধা-প্রেমও তদ্রূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে রাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছেন।

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়—যে ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহাদের একত্রস্থিতি সম্ভব নহে, তাহাদের একই আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। যেমন অণুত্ব ও বিভুত্ব; যাহা অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র, তাহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাহা সম্ভব; একই সময়ে তিনি অণু হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহান্ হইতেও মহান্ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ (কঠ-১।২।২০; শ্বেতাশ্ব-৩।২০)।" যে সময়ে তিনি বসিয়া আছেন, সেই সময়েই আবার দূরে গমন করিতে পারেন; যেই সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়েই সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কঠ ১।২।২০॥" শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। পূর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও যে রাধা-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের উন্মত্ততা জন্মে, ইহাও তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বেরই পরিচয়। শ্রীরাধার প্রেমও এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়।

১১১। রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছে, তিন পয়ারে।

রাধাপ্রেম বিভু—শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে চিচ্ছক্তির বৃত্তি; চিচ্ছক্তি বিভু—পূর্ণ, অসীম, সর্ব্বব্যাপক বস্তু; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমও বিভু—পূর্ণ, অসীম, সর্ব্বব্যাপক বস্তু। যাহা অসম্পূর্ণ, তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যাহা পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপক, কোনও সময়েই তাহার বৃদ্ধি সম্ভব নহে। তাই বলা হইয়াছে—**যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি**—রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির অবকাশ নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে বিভু বা অসীম, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেও তাহার প্রমাণ দেখা যায় "প্রেমা প্রমাণরহিতঃ। ১১।২০॥" যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভু-প্রেম বলা যায়। মাদনাখ্য-মহাভাবেই প্রেমের চরম বিকাশ, সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবই বিভু-প্রেম। ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের বিশিষ্টতা। **তথাপি**—বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও। **ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি**—রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও প্রতিক্ষণেই কিন্তু তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের একটী উদাহরণ। **বাঢ়য়ে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত ।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১১২
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর ।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১১৩

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাম্ (২)—
বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্ লোকবল্লীলা-কৈবল্যাৎ । অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুত্বপূর্ব্বতয়া অননুভূতত্ব-ভানসমর্পকঃ প্রেম্নঃ পাকরূপভাববিশেষঃ স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১১২ । **যাহা বই**—যাহা (যে রাধাপ্রেম) ব্যতীত বা যাহা হইতে । **গুরু বস্তু**—পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু ।

সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন হ্লাদিনী ; আবার প্রেম হ্লাদিনীরই সার ; প্রেমের সার হইল শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব ; সুতরাং রাধা-প্রেমের তুল্য শ্রেষ্ঠ বা মহৎ বস্তু আর নাই । তাই উজ্জ্বল-নীলমণি বলেন—"মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ । স্থা-১৫৫॥" "গুরু"-শব্দে পরাৎপর মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইতেছে ।

গৌরব-বর্জ্জিত—অহঙ্কারাদি-শূন্য । শ্রীরাধার প্রেম মদীয়তাময়-মধু-স্নেহোত্থ ; সুতরাং ইহা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন । তাই কাহারও নিকটে গৌরব চাহেও না, নিজেও গৌরব করে না ।

রাধাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই ; তথাপি কিন্তু রাধাপ্রেমে অহঙ্কারাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না । শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার থাকে ; কিন্তু রাধাপ্রেমে তাহা নাই । রাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের ইহাও একটী উদাহরণ ।

১১৩ । **যাহা হৈতে**—যে রাধা-প্রেম অপেক্ষা । **সুনির্ম্মল**—বিশুদ্ধ, সরল, নিরুপাধি ; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় । **বাম্য**—বামা নায়িকার ভাব । যে নায়িকা মানবতী হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যুক্তা, মানের শৈথিল্য দেখিলে যে কোপনা হয়, নায়ক যাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যে নায়িকা নায়কের প্রতি প্রায়শঃ ক্রূরা, তাহাকেই বামা নায়িকা বলে । "মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা । অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ উঃ নীঃ সখী প্র । ১৩।" **বক্র**—কুটীল, অসরল । **ব্যবহার**—আচরণ ।

শ্রীরাধার প্রেম অত্যন্ত সুনির্ম্মল—বিশুদ্ধ, সরল এবং কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় ; মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই এই প্রেমের চেষ্টা ; সুতরাং এই প্রেমে বামতা বা কুটীলতা স্থান পাইতে পারেনা (কারণ, মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও সেই মিলনে অনিচ্ছা বা অনাদর প্রকাশই বাম্য ; স্বভাবতঃই ইহা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের বিরোধী) । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাধাপ্রেম সুনির্ম্মল হইলেও তাহাতে বাম্য এবং কুটীলতা দৃষ্ট হয় । ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের আর একটী উদাহরণ ।

লক্ষ্য করিতে হইবে, বাম্য ও বক্র ব্যবহারে রাধাপ্রেমের সুনির্ম্মলতার হানি হয় না ; কোনও বস্তুতে যদি বিজাতীয় বস্তু আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলেই ঐ বস্তুর সুনির্ম্মলতার হানি হয় ; যেমন, জলের সঙ্গে জল হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু কর্দ্দমের যোগ হইলে জলের নির্ম্মলতার হানি হয় । বাম্য ও বক্রতা প্রেম হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে—সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, বাম্য এবং বক্রতাও প্রেমেরই তরঙ্গ-বিশেষ ; ইহাদের মিশ্রণে প্রেম মলিন হয় না ; বরং তাহার ঔজ্জ্বল্য এবং আস্বাদন-চমৎকারিতাই সম্পাদিত হয় ।

শ্লো । ১৯ । অন্বয় । বিভুঃ (ব্যাপক—সম্পূর্ণ) অপি (হইয়াও) সদা (সর্ব্বদা) অভিবৃদ্ধিং (সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিকে) কলয়ন্ (ধারণ করে), গুরুঃ (পরমোৎকৃষ্ট) অপি (হইয়াও) গৌরবচর্য্যয়া (অহঙ্কারাদি দ্বারা)

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম-আশ্রয়'। | সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥ ১১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌরবচর্য্যয়াবিহীনো মদীয়তাময়-মধুরস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায়-বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধায়া অনুরাগোৎকর্ষতামাহ বিভুরিতি মুরদ্বিষি নন্দনন্দনে শ্রীরাধিকায়া অনুরাগো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কথম্ভুতোঽনুরাগঃ বিভুরপি স্বরূপসম্প্রাপ্তোঽপি সদাভিবৃদ্ধিমতিবলিষ্ঠং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ সন্ পুনঃ কথম্ভুতো গুরুরপি সর্ব্বোৎকর্ষোঽপি গৌরবচর্য্যয়া অহঙ্কারতয়া বিহীনঃ রহিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভুতঃ মুহুর্ব্বারম্বারমুপচিত্য উপযুক্তা বক্রিমাপি মহাকৌটিল্যোঽপি শুদ্ধো নির্ম্মলাদতিনির্ম্মলঃ অতএব এতাদৃশানুরাগঃ মথুরাদ্বারকা-গোলোকাদিগত-সৈরিন্ধ্রী-মহিষী-লক্ষ্ম্যাদিষু নাস্তি ইতি ধ্বনিতম্। ইতি শ্লোকমালা।১৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিহীনঃ (শূন্য), মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা (বর্দ্ধিত-কৌটিল্য) অপি (হইয়াও) শুদ্ধঃ (সুনির্ম্মল) মুরদ্বিষি (শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকানুরাগঃ (শ্রীরাধিকার অনুরাগ) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। বিভু (সম্পূর্ণ) হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, গুরু (পরমোৎকৃষ্ট) হইয়াও অহঙ্কারাদি-বর্জ্জিত, সমধিকরূপ কৌটিল্যযুক্ত হইয়াও সুনির্ম্মল—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে শ্রীরাধিকার এবম্বিধ অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে। ১৯।

পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে শ্রীরাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মত্ব-বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

উপচিত-বক্রিম—উপচিতা (বর্দ্ধিতা) হইয়াছে বক্রিমা (বাম্যলক্ষণ কৌটিল্য) যাহাতে, তাদৃশ রাধানুরাগ; যে অনুরাগে সমধিকরূপে কুটিলতা বর্ত্তমান। **শুদ্ধ**—শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মক এবং উপাধিহীন নিজের সুখ-বাসনা-গন্ধশূন্য বলিয়া শুদ্ধ বা সুনির্ম্মল (রাধিকানুরাগ)। যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভু প্রেম বলা যাইতে পারে। প্রেমের চরম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাবে; সুতরাং

বিভু—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সম্পূর্ণ। ইহা শ্লোকস্থ "রাধিকানুরাগের" বিশেষণ। রাধিকার অনুরাগ (শ্রীকৃষ্ণে) বিভু। অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ যতদূর বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত যখন বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাহাকে বিভু (সম্পূর্ণ) বলা যায়। সুতরাং যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগই বিভু অনুরাগ; কিন্তু যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগকেই ভাব বা মহাভাব বলে এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই মহাভাবের বা যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগের চরম উৎকর্ষ; সুতরাং "বিভু অনুরাগ" বলিতে এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীরাধা-প্রেমের বিশিষ্টাবস্থা। ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৪। **সেই প্রেমার**—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত প্রেমের, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় বিভু প্রেমের; মাদনাখ্য মহাভাবের। (১১১ পয়ারের টীকায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "বিভু"—শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। **পরম-আশ্রয়**—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়। যাঁহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাঁহাকে বলে প্রেমের **আশ্রয়।** আর যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয়, বা প্রেমের সহিত যাঁহার সেবা হয়, তাঁহাকে বলে প্রেমের **বিষয়।** বিভু প্রেম বা মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধিকাতে আছে, এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন এই প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাহার বিষয়। শ্রীরাধাকে এই মাদনাখ্য-প্রেমের **পরম** আশ্রয় বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীতেই এই প্রেম নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাই এই মাদনাখ্য (বিভু) প্রেমের অধিকারিণী। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনী-সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উঃ নীঃ স্থা ১৫৫॥" **কেবল বিষয়**—শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য-মহাভাবের কেবল বিষয় মাত্র,

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১১৫
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়? ॥১১৬
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়!
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকী ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয় নহেন। প্রেমবিকাশে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—এই কয়টী স্তর আছে। মহাভাবের আবার মোদন ও মাদন এই দুইটী স্তর আছে। স্নেহ হইতে মোদন পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণে এবং সমস্ত ব্রজ-সুন্দরীগণে আছে; ব্রজসুন্দরীগণ এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রেমের বিষয়। আবার প্রেমের এই সমস্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণেও আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত স্তরের (মোদন পর্য্যন্তের) আশ্রয়ও বটেন। কিন্তু প্রেম-বিকাশের শেষ স্তর যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা শ্রীকৃষ্ণে নাই (শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই); সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় নহেন—কেবল বিষয় মাত্র; কারণ, মাদনাখ্য প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

১১৫। **বিষয়-জাতীয় সুখ**—মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় হইলে, মাদনাখ্য-মহাভাবের সেবা পাইলে যে সুখ হয়, তাহা। **আশ্রয়ের আহ্লাদ**—মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যে আহ্লাদ বা আনন্দ পায়েন, তাহা (ঐ সেবা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক)।

১১৬। **আশ্রয়-জাতীয় সুখ**——মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়-জাতীয় সুখ। মাদনাখ্য-মহাভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ পায়েন, তাহা পাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। সেবা পাইলে যে সুখ জন্মে, তাহা (বিষয়-জাতীয় সুখ) শ্রীকৃষ্ণ জানেন। কারণ, তিনি শ্রীরাধিকার সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেবা করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা (আশ্রয়-জাতীয় সুখ) তিনি জানেন না; (কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-প্রেম দ্বারা সেবা করেন না); তাই সেই সুখ লাভের নিমিত্ত তাঁহার বলবতী লালসা জন্মে; এই লালসার বশীভূত হইয়া ঐ সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার **মন ধায়**—ধাবিত হয়, ঐ সুখের দিকে; সেই সুখ পাইবার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, চঞ্চল হয়।

যত্নে আস্বাদিতে নারি—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; কারণ, যে বস্তুর সাহায্যে তাহা আস্বাদন করা সম্ভব, সেই বস্তুটী আমার (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) নাই, তাহা একমাত্র শ্রীরাধারই আছে। **কি করি উপায়**—তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিব? ইহাদ্বারা আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের দুর্দ্দমনীয়া লালসা ও বলবতী উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল (১০৪ পয়ার দ্রষ্টব্য), মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের বাসনাই তাহাদের মধ্যে প্রথম; ইহাই ১০৫ম পয়ারোক্ত প্রথম বাঞ্ছা।

১১৭। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, যদি কখনও তিনি মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি এই প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের অনুভবে সমর্থ হইবেন, অন্যথা তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

এই প্রেমার—মাদনাখ্য প্রেমের; শ্রীরাধার প্রেমের। **এই প্রেমানন্দের**—মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার।

এই পয়ার পর্য্যন্ত, প্রথম বাঞ্ছা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১১৮। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাঞ্ছা সম্বন্ধে উপসংহার।

এই এক শুন আর লোভের প্রকার-- ।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার— ॥ ১১৯
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা ।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥ ১২০
এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এতচিন্তি—পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া। **পরম কৌতুকী**—অত্যন্ত কৌতুহলযুক্ত; আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠিত। **প্রেমলোভ**—প্রেমাস্বাদনের লোভ; প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের লোভ।

ধকৃধকী—ধকৃধক্ করিয়া; ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলগতিতে। ঘৃত বা অন্য ইন্ধন পাইলে আগুন যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে ধকৃধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, রাধাপ্রেমাস্বাদনের উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়াও প্রেমাস্বাদনের লোভ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে বলবান্ হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত উপায় অবলম্বনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই পর্য্যন্ত শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি প্রথমবাঞ্ছার কারণ বলা হইল।

১১৯। ১০৪ পয়ারোক্ত তিন বাঞ্ছার মধ্যে প্রথম বাঞ্ছার কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বাঞ্ছার কথা বলিতেছেন।

এই এক—এই (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে যাহা বলা হইল, তাহা) এক—একটী বাঞ্ছা (প্রথম বাঞ্ছার হেতু)। **আর লোভের কারণ**—অন্য লোভের হেতু; দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ। এই পয়ার হইতে পরবর্ত্তী ১২৬ পয়ার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ বলা হইয়াছে।

স্বমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য; নিজের সৌন্দর্য্যাদির মনোহারিত্ব। নিজের সৌন্দর্য্যাদির মনোহারিত্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে (পরবর্ত্তী পয়ারসমূহের উক্তি অনুরূপ) বিচার করিতেছেন। শেষ পয়ারার্দ্ধে দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ-বর্ণনের সূচনা করা হইয়াছে।

১২০। স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের যে বৈচিত্র্য আস্বাদন করেন, সেই বৈচিত্র্য-আস্বাদনের লোভই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছার হেতু। সেই বৈচিত্র্য কি, তাহাই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কথায় বর্ণিত হইতেছে।

অদ্ভুত—অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য, যাহা অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। **অনন্ত**—অপরিসীম। **পূর্ণ**—যাহাতে কোনও অংশে বিন্দুমাত্রও অভাব নাই। **মোর মধুরিমা**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **ত্রিজগতে** ইত্যাদি—আমার মাধুর্য্য অদ্ভুত এবং অনন্ত বলিয়া ত্রিজগতে কেহই ইহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। বাস্তবিক, যে মাধুর্য্যের অন্ত নাই, সীমা নাই, তাহার সম্যক্ আস্বাদন সম্ভবও নহে।

এই পয়ার হইতে ১২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১২১। অনন্ত ও অদ্ভুত বলিয়া আমার মাধুর্য্যের সম্যক্ আস্বাদন অসম্ভব হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিত্যই আমার মাধুর্য্যামৃত সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতেছেন। কেবল মাত্র (একলি) শ্রীরাধাই এইরূপ আস্বাদনে সমর্থা, অন্য কেহ নহে।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অপূর্ব্বত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও ব্যক্ত হইল। যাহা কেহই আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে, এমন কি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও যাহা আস্বাদন করিতে অসমর্থ, রাধাপ্রেম তাহাও (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য) সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ।

এই প্রেমদ্বারে—শ্রীরাধিকার যে প্রেমের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেমের (মাদনাখ্য প্রেমের) দ্বারা। **নিত্য**—সর্ব্বদা, অনবরত। **রাধিকা একলি**—একমাত্র শ্রীরাধা, অপর কেহ নহে। একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য-প্রেমের অধিকারিণী, তাই একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের অধিকারিণী।

যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণেক্ষণ॥ ১২২

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকলি—সম্পূর্ণরূপে। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পরিকরবর্গও তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা মাধুর্য্যের আংশিক আস্বাদন মাত্র পাইতে পারেন; শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনে সমর্থ নহেন। (ইহার হেতু পরবর্ত্তী ১২৫শ পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

রাধাপ্রেম বিভু (অনন্ত) বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ।

১২২-১২৩। প্রশ্ন হইতে পারে—যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণই ভোজনে রুচি থাকে; ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া গেলে ভোজনে আর প্রীতি থাকে না। আবার, ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ ভোজ্যবস্তু থাকে, ততক্ষণই প্রীতি; কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির পূর্ব্বেই যদি ভোজ্যবস্তু নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেবল কষ্টময়ী ভোজনোৎকণ্ঠাই মাত্র সার হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিলে আস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তিতে আস্বাদনে শ্রীরাধার বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে; আবার আস্বাদন-স্পৃহার (প্রেমের) নিবৃত্তি না হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া গেলেও কেবল জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা মাত্র থাকিয়া যাইতে পারে। ইহারই উত্তরে, পূর্ব্ববর্ত্তী ১১১শ পয়ারেরই প্রতিধ্বনিরূপে ১২২শ পয়ারে বলিতেছেন—শ্রীরাধার পক্ষে কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদন-স্পৃহা-নিবৃত্তির কোনও আশঙ্কা নাই; কারণ, প্রেমের নিবৃত্তিতেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তি; শ্রীরাধার প্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় না; ইহা বিভু হইলেও প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, প্রতিক্ষণেই ইহার কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনের যোগ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; তাই, ভোজ্যবস্তু-গ্রহণের সঙ্গে তীব্রবেগে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যেমন ভোজন-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতাই বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদন করিতে করিতে প্রেম এবং প্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদনযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাধুর্য্যের আস্বাদন-চমৎকারিতাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং মাধুর্য্যাস্বাদন করিতে করিতে শ্রীরাধার আস্বাদন-তৃষ্ণার শান্তি তো হয়ই না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।১।৪।১৩০॥" আবার, এইরূপে আস্বাদন-তৃষ্ণার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, মাধুর্য্যের নবনব বৈচিত্রী প্রতিক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং আস্বাদ্যবস্তুর অভাবে বর্দ্ধনশীলা তৃষ্ণার জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠারও অবকাশ নাই (১২৩শ পয়ার)। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এইরূপে প্রতিক্ষণে নবনব বৈচিত্রী ধারণ করে বলিয়া তাহার আস্বাদনের স্পৃহা এবং আস্বাদনে প্রীতিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নির্ম্মল—মলিনতাশূন্য, স্বচ্ছ। **সৎপ্রেম**—উত্তম প্রেম, কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময় কামগন্ধহীন প্রেম; কেবলা প্রীতি। **দর্পণ**—যাহাতে নিকটবর্ত্তী বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে দর্পণ বলে। দর্পণের আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর সম্মুখে স্থাপিত হইলে দর্পণও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে এবং দর্পণ হইতে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান্ বস্তুতে পতিত হইয়া তাহাকে অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। দর্পণের নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই এই সমস্ত গুণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। **সৎপ্রেমদর্পণ**—সৎপ্রেমরূপ দর্পণ। শ্রীরাধিকার কামগন্ধহীন প্রেমকে দর্পণের তুল্য বলা হইয়াছে। দর্পণ যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ, শ্রীরাধিকার নির্ম্মল প্রেমও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ; সুনির্ম্মল দর্পণ যেমন বস্তুর অবিকল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রতিবিম্বের কোনও স্থানেই যেমন কিছুমাত্র ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে—নিখুঁতরূপে গ্রহণ (বা আস্বাদন) করিতে সমর্থ। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য চাকচিক্যময়—তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্যোতির্ম্ময়; এই মাধুর্য্যোন্মুখ-রাধাপ্রেম-রূপ নির্ম্মল দর্পণে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের চাকচিক্য, শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া প্রেমরূপ দর্পণকে অধিকতর চাকচিক্যময়, অধিকতর জ্যোতিষ্মান, যেন অধিকতর স্বচ্ছ করিয়া তোলে। আবার এই প্রেমরূপ দর্পণের প্রতিফলিত জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যকে

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণেক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেন অধিকতর চাকচিক্যময়—প্রতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে উদ্ভাসিত—করিয়া তোলে। এই সমস্তই দর্পণের সঙ্গে রাধা-প্রেমের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

স্বচ্ছতা—নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতা (দর্পণ-পক্ষে); শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদন-যোগ্যতা (রাধাপ্রেম-পক্ষে)।

রাধাপ্রেমরূপ দর্পণের অদ্ভুত মহিমা এই যে, যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, যদিও ইহার স্বচ্ছতার ও নির্ম্মলতার আর বৃদ্ধির অবকাশ নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে যেন ইহার স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতা প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মর্ম্মার্থ এই যে, রাধাপ্রেমের কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বলিয়া যদিও আর বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রতিক্ষণে এই মাধুর্য্যাস্বাদন-যোগ্যতা এবং মাধুর্য্যাস্বাদন-স্পৃহা বর্দ্ধিতই হইতেছে।

আমার মাধুর্য্যের ইত্যাদি—যদিও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যদিও আমার মাধুর্য্যের বৃদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই, তথাপি রাধাপ্রেমরূপ দর্পণের সাক্ষাতে এই মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে; রাধাপ্রেমের পক্ষে আমার মাধুর্য্য কখনও পুরাতন হয় না, সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন—অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে (সুতরাং শ্রীরাধা শত সহস্র বার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিলেও যখনই আবার দেখেন, তখনই মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ মাধুর্য্য যেন পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই, যেন এই মাত্র সর্ব্বপ্রথমে তিনি দেখিতেছেন। তাই দর্শনোৎকণ্ঠা এবং দর্শনজনিত আনন্দ-চমৎকারিতা কোনও সময়েই স্তিমিত হইতে পারে না; দর্শন-তৃষ্ণারও কখনও শান্তি হয় না)। **নব নব রূপে ভাসে**—নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" ইত্যাদি ১০।৪৪।১৪। শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীটীকাতে লিখিত হইয়াছে "ননু এবং সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদা নাসকৃৎ চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুরনুসবেতি—সর্ব্বদা একই রূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্ব থাকে না; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনুসবাভিনবং' শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্ব্বদা একইরূপে দৃষ্ট হয় না, ইহা প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে দৃষ্ট হয়।" অনুসবাভিনবং শব্দের টীকায় শ্রীরাধাস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "এবম্ভূতং নিত্যং নবীনংরূপং—শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিত্য নবীন।"

১২৪। পূর্ব্বপয়ারদ্বয়ে বলা হইল, কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে শ্রীরাধার প্রেমও বর্দ্ধিত হয়, আবার রাধাপ্রেমের সাক্ষাতে কৃষ্ণমাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উভয়ে এমন এক সীমায় উপনীত হইতে পারে, যেস্থান হইতে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে—ঐ স্থানেই তাহাদের বৃদ্ধি স্থগিত থাকিবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানেই মাধুর্য্যাস্বাদনের তৃষ্ণা শান্তিলাভ করিবে এবং আস্বাদন-চমৎকারিতাও নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—মন্মাধুর্য্য ইত্যাদি। রাধাপ্রেম এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য উভয়েই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, কোনও সীমাতেই ইহাদের একটীরও বৃদ্ধি স্থগিত থাকে না; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে—এইরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার চেষ্টায় কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না।

মন্মাধুর্য্য—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **দোঁহে**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম। **হোড় করি**—হুড়াহুড়ি করিয়া; জেদাজেদি করিয়া; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া। রাধাপ্রেম যেন কৃষ্ণমাধুর্য্য অপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইতে চাহে, আবার কৃষ্ণ-মাধুর্য্যও যেন রাধাপ্রেম অপেক্ষা বেশী বর্দ্ধিত হইতে চাহে, সর্ব্বদাই উভয়ের এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে। **কেহ নাহি হারি**—কেহই হারে না, পরাজিত হয় না; বৃদ্ধির ব্যাপারে কেহই কাহারও পাছে পড়ে না। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বর্দ্ধিত

আমার মাধুর্য্য নিত্য নবনব হয়। | স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়; রাধাপ্রেমের বৃদ্ধি দেখিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়, আবার কৃষ্ণমাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বর্দ্ধিত হয়: এই ভাবে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত কাল পর্য্যন্তই চলিবে।

ঝামটপুরের গ্রন্থে ১২৩।১২৪ পয়ার দৃষ্ট হয় না; সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই বাদ পড়িয়াছে।

১২৫। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে সকলেই প্রায় সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। দশজন লোকের সাক্ষাতে একটা ঘট উপস্থিত করিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ঘটটীর সম্পূর্ণাংশ দেখিতে পারে—কেহ কম, কেহ বেশী দেখেনা। শ্রীকৃষ্ণ—ব্রজবাসী সকলেরই প্রত্যক্ষের বস্তু; সুতরাং ব্রজবাসীদের সকলেই এবং যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন, তিনিও—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি, পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১ পয়ারে কেন বলা হইল—একমাত্র শ্রীরাধাই (অপর কেহ নহেন) কৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করেন? অন্য কেহ তাহা পারিবেন না কেন? এই পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন।

বস্তুর অস্তিত্বই বস্তু-গ্রহণের কারণ নহে; ইন্দ্রিয়ের শক্তিই বস্তু-গ্রহণের কারণ। আকাশে চন্দ্র উদিত হইলেই সকলে তাহা দেখিতে পায় না; যাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনিই চন্দ্র দেখিতে পারেন, যাঁহার দৃষ্টি-শক্তি নাই, যিনি অন্ধ, তিনি দেখিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রের দর্শন-ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিই কারণ, আকাশে চন্দ্রের অস্তিত্ব তাহার কারণ নহে। আবার যাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাই, শ্রবণ-শক্তি বা ঘ্রাণ-শক্তি আছে, আকাশে চন্দ্র থাকিলেও তিনি চন্দ্র দেখিতে পারেন না—ইহাতে বুঝা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের শক্তিই দর্শন কার্য্যের কারণ; অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয় না। এইরূপে ইন্দ্রিয়-বিশেষ দ্বারাই বস্তু-বিশেষের গ্রহণ সম্ভব হয়; যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনও বস্তুর গ্রহণ সম্ভব হয় না। আবার যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর গ্রহণ সম্ভব, সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি যত বিকশিত হইবে, বস্তুর গ্রহণও ততই পূর্ণতা লাভ করিবে। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন আছে, তিনি আকাশস্থ চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যাদি যতটুকু দেখিবেন, যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি ততটুকু দেখিবেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদনের কারণ কি? কিসের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়? প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ। "প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ ১।৪।৪৪॥" প্রেম না থাকিলে কেবল চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপনীত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রেম আছে, তাঁহারাই তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন, যাঁহাদের প্রেম নাই, তাঁহারা কিছুই আস্বাদন করিতে পারিবেন না—বধির ব্যক্তি যেমন কোকিলের স্বর-মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ। যাঁহাদের প্রেম আছে, তাঁহাদের সকলেও সমানভাবে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন না—যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারিবেন; যাঁহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন। ব্রজবাসীদের সকলের প্রেম সমানভাবে বিকশিত নহে—বিভিন্ন ব্রজবাসীর প্রেম বিভিন্ন স্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত আর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই পূর্ণতমরূপে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই বলা হইয়াছে—"কেবল মাত্র—শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন।" শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় অপর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই, হইবেও না—সুতরাং অপর কেহ কোনও সময়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতমাস্বাদনে সমর্থও হইবেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই যেমন স্বয়ংভগবান্, অপর কেহ যেমন কোনও সময়েই স্বয়ংভগবান্ হইতে পারে না; তদ্রূপ, শ্রীরাধাই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী স্বরূপ-শক্তি, তাঁহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (রাধায়ামেব যঃ সদা), অপর কেহ কোনও সময়েই সর্ব্বশক্তি-

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥১২৬

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গরীয়সী স্বরূপ-শক্তি হইতে পারেন না, অপর কাহারও মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অপর কেহই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারে না।

আমার মাধুর্য্য নিত্য—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য নিত্য বস্তু, অনাদিসিদ্ধ বস্তু। আবার ইহা **নিত্য নব নব হয়**—প্রতিক্ষণেই (নিত্য) নূতন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে। দেহলি-দীপিকা-ন্যায়ে "মাধুর্য্য" ও "নবনব" এই উভয় শব্দের সহিতই—"নিত্য" শব্দের সম্বন্ধ। (চৌকাঠের নীচের কাঠটাকে বলে দেহলি। দেহলিতে প্রদীপ রাখিলে, তদ্দ্বারা ঘরের মধ্যও আলোকিত হয়, বাহিরের দিকও আলোকিত হয়—প্রদীপটী মধ্যস্থলে আছে বলিয়া উভয় দিকেই প্রদীপের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ, "মাধুর্য্য" ও "নব নব" এই উভয় শব্দের মধ্য স্থলে "নিত্য" শব্দ আছে বলিয়া উভয় শব্দের সঙ্গেই "নিত্য" শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে)। অন্বয় হইবে এইরূপ ঃ—আমার মাধুর্য্য নিত্য; এবং আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। আমার নিত্য (অনাদিসিদ্ধ) মাধুর্য্য নিত্য (প্রতিক্ষণে) নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু মাধুর্য্য নিত্য হইলেও সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, যাঁহার প্রেম নাই, তিনি আমার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন না; তিনি যদি বলেন আমার মাধুর্য্য নাই, তাহা হইলে কেহ যেন মনে না করেন যে, বাস্তবিকই আমার মাধুর্য্য নাই; আমার মাধুর্য্য আছে—অনাদিকাল হইতেই আছে। যাঁহার প্রেম আছে, তিনিই আমার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন। যাঁহাদের প্রেম আছে, তাঁহারাও **স্বস্ব প্রেম-অনুরূপ** ইত্যাদি—নিজের নিজের প্রেমের বিকাশানুরূপ ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন; যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন।

ভক্তে আস্বাদয়—ভক্তব্যতীত অন্যে কখনও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। পারিবার কথাও নয়; কারণ, কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ হইল প্রেম, ভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে এই প্রেম নাই।

১২৬। ১১৯ পয়ারে বলা হইয়াছে "স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।" শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য কোথায় দেখিলেন এবং কিরূপেই বা নিজের মাধুর্য্য আস্বাদনে তাঁহার লোভ জন্মিল, তাহা বলিতেছেন। দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে।

দর্পণাদ্যে—দর্পণ, মণিভিত্তি প্রভৃতিতে নিজের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে, তাহাতে। **আস্বাদিতে নারি**—নিজের মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ জন্মে বটে, কিন্তু আস্বাদন করিতে পারিনা; কারণ, আস্বাদনের উপায় আমার নাই।

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা, তাহা বলা হইল।

১২৭। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে যদি বিবেচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, শ্রীরাধার প্রেমই আমার মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায়; ইহা বুঝিলেই শ্রীরাধার প্রেম গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা-স্বরূপ হইতে মন উৎকণ্ঠিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছাপূরণের উপায় যে রাধাভাব-গ্রহণ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

রাধিকা-স্বরূপ—শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার তুল্য (হইতে ইচ্ছা হয়)।

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥২০

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥১২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপরীতি। পূর্ব্বমপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ। যং মাধুর্য্যপূরং সরভসং সকৌতুকম্॥ ইতি শ্রীরূপ-গোস্বামী॥ অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলব্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মান-তন্মাধুর্য্যত্বাৎ॥ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামী॥ অয়মহমপি নির্ব্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধোঽহমপি॥ ইতি চক্রবর্ত্তী ॥২০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অননুভূতপূর্ব্ব) চমৎকারকারী (চমৎকার-জনক) কঃ (কি অনির্ব্বচনীয়) গরীয়ান্ (অধিকতর) এষঃ (এই) মম (আমার) মাধুর্য্যপূরঃ (মাধুর্য্য-সমূহঃ) স্ফুরতি (প্রকাশ পাইতেছে)—যং (যাহা—যে মাধুর্য্য সমূহ) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অয়ং (এই) অহমপি (আমিও—শ্রীকৃষ্ণও) লুব্ধচেতাঃ (লুব্ধচিত্ত) [সন্] (হইয়া) রাধিকাইব (শ্রীরাধার ন্যায়) সরভসং (ঔৎসুক্য-সহকারে) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে) কাময়ে (অভিলাষ করি)

অনুবাদ। মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিতেছেন—"অহো! অননুভূতপূর্ব্ব চমৎকার-জনক এবং গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) কি অনির্ব্বচনীয় আমার এই মাধুর্য্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে—যাহা দর্শন করিয়া এই আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য-সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি"।২০

অপরিকলিতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই, এইরূপ। ইহা "মাধুর্য্যপূরের" বিশেষণ; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি একটি অসাধারণ গুণ যে, যখনই তাহা দেখা যায়, তখনই মনে হয় যেন, এমন মাধুর্য্য পূর্ব্বে আর কখনও দেখা হয় নাই; এইরূপ মনের ভাব অপরের তো হয়ই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও হয়। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নিত্যনব-নবায়মান বলিয়াই এইরূপ হয়। **চমৎকারকারী**—চমৎকার-জনক; বিস্ময়জনক; যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই, চিন্তার অতীত এমন কোনও বস্তু দেখিলে লোকের বিস্ময় জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য দর্শন করিলেও এইরূপ বিস্ময় জন্মে—অপরের তো জন্মেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মে। **গরীয়ান**—অন্য সকলের মাধুর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। **অহমপি**—আমিও। যিনি পূর্ণ, আত্মারাম, নির্ব্বিকার, কোনও কিছু দেখিয়া বিচলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে, ইহা পূর্ণ ভগবান, নির্ব্বিকার শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করে। ইহাই অপি-শব্দের সার্থকতা। **হন্ত**—বিষাদ (অমরকোষ); খেদ (মেদিনী)। স্বীয় মাধুর্য্য দর্শন করিয়া সম্যক্‌রূপে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এতই লোভ জন্মিল যে তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদ বা খেদ জন্মিল। ইহাই হন্ত-শব্দের তাৎপর্য্য। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারার হেতু এই যে, মাদনাখ্য-মহাভাবের (শ্রীরাধিকার ভাবের) আশ্রয় না হইতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যক্-আস্বাদন করা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় মাত্র—আশ্রয় নহেন; তাই তাঁহার খেদ।

রাধিকেব—শ্রীরাধার ন্যায়, শ্রীরাধা ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যেরূপে আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেইরূপেই আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হয়েন। "রাধিকেব" শব্দের ধ্বনি এই যে, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল।

পূর্ব্ব পয়ারদ্বয়ের প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১২৮। সাধারণতঃ দেখা যায়, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অপরকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই লোকের ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু নিজের মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ কাহারও ইচ্ছা হইতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায়

শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥১২৯
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥১৩০
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন—।
'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা—সাধারণ ইচ্ছা নহে, বলবতী লালসা—কেন জন্মিল, তাহাই বলিতেছেন ১২৮—১৩৫ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহা সকলকেই—এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত—প্রলুব্ধ করিয়া আস্বাদন-লালসায় চঞ্চল করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এই স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন।

স্বাভাবিক বল—স্বাভাবিকী শক্তি, স্বরূপগত ধর্ম্ম। **কৃষ্ণ আদি নর-নারী**—কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নরনারীকে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য অন্য সমস্ত নর-নারীকে তো আকর্ষণ করেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও এই আকর্ষণে বাধা দিতে পারেন না—তাঁহার মাধুর্য্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি; স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারেন না—এমনই লোভনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় তাঁহার মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ; পুরুষের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত রমণীরই লোভ জন্মে, সাধারণতঃ পুরুষের লোভ জন্মে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পুরুষকেও প্রলুব্ধ করে—কেবল যে ভাগ্যবান্ জীবগণকে প্রলুব্ধ করে, তাহা নহে—"কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮ ॥" যে কাষ্ঠ হইতে আগুন জন্মে, কিংবা যে কাষ্ঠে আগুন রাখা হয়, আগুন যেমন সেই কাষ্ঠকেও দগ্ধ করে—যেহেতু, দগ্ধ করাই আগুনের স্বভাব—তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য স্বীয় আধারীভূত শ্রীকৃষ্ণকেও প্রলুব্ধ করে, যে হেতু আস্বাদনার্থ প্রলুব্ধ করাই কৃষ্ণমাধুর্য্যের স্বভাব—স্বভাব পাত্রাপাত্রের, দেশকালের অপেক্ষা রাখেনা। **করয়ে চঞ্চল**—আস্বাদনার্থ লালসার আধিক্য জন্মাইয়া চঞ্চল বা অস্থির করিয়া তোলে।

১২৯। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য দর্শন করিলে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভতো জন্মেই, ঐ মাধুর্য্যের কথা অন্যের মুখে শুনিলেও লোভ জন্মে। ইহা কৃষ্ণ-মাধুর্য্যেরই স্বভাব, কোনও রূপে যে কোনোও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেই নিজেকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ইহা বলবতী লালসা জন্মাইয়া থাকে। তাই দর্পণাদিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া এবং সেই প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এতই চঞ্চল হইলেন যে, আস্বাদনের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে তিনি চেষ্টিত হইলেন।

শ্রবণে—কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলে। **দর্শনে**—কৃষ্ণমাধুর্য্য নিজে কেহ দর্শন করিলে। **আকর্ষয়ে**—আকর্ষণ করে, আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করে। **সর্ব্বমন**—সকলের চিত্ত। **আপনা আস্বাদিতে**—নিজকে (নিজের মাধুর্য্যকে) আস্বাদন করিতে।

১৩০। যে জিনিসের জন্য কাহারও লোভ জন্মে, তাহা আস্বাদন করিলেই সাধারণতঃ ঐ লোভ প্রশমিত হইয়া যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লোভ কমেনা, বরং বাড়ে; সর্ব্বদা আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লালসা প্রশমিত হয়না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া যায়—ইহাও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।

এ-মাধুর্য্যামৃত—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ অমৃত—অনির্ব্বচনীয় স্বাদুবস্তু। **তৃষ্ণা-শান্তি**—মাধুর্য্য আস্বাদনের তৃষ্ণার (বলবতী লালসার) শান্তি (উপশম) হয় না। **তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর**—আস্বাদনের লালসা সর্ব্বদা (ক্ষণে ক্ষণে) বাড়িতে থাকে; যতই আস্বাদন করা যায়, আস্বাদনের লালসা ততই বাড়িতে থাকে।

১৩১। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে লুব্ধ ভক্ত সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিলেও আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; যতই তিনি কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ততই তাঁর আস্বাদন-লালসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে;

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥' ১৩২

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৫)—
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাস্ত্বং তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমুচুঃ—অটতীতিদ্বয়েন। যদ্ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রত্যটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবৎ ভবতি এবম্ দর্শনে দুঃখমুক্তং পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তে তব শ্রীমন্মুখং উৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং কোনও সময়েই তাঁহার তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা থাকেনা—তখন তিনি অতৃপ্তিবশতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারই নিন্দা করিতে থাকেন—যেন বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে নৈপুণ্যের অভাববশতঃই তিনি ইচ্ছানুরূপভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না।

বিধির নিন্দন—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার নিন্দা। কিরূপে বিধির নিন্দা করা হয়, তাহা শেষপয়ারার্দ্ধে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

অবিদগ্ধ—অনিপুণ; সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতাশূন্য। **বিধি**—বিধাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

অতৃপ্ত হইয়া ভক্ত বলেন :—"সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতার কোনও রূপ দক্ষতাই নাই; বিধি নিতান্ত অনিপুণ, তাই উপযুক্ত রূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।"

বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে কি কি অনিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইতেছে।

১৩২। "পলকহীন কোটি কোটি চক্ষু থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—যাহা প্রতিক্ষণেই নবনব রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা—আস্বাদন করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে; কিন্তু বিধাতা আমাকে কোটি নয়ন তো দিলেনই না,—দিলেন মাত্র দুইটী নয়ন; দিলেন দিলেন দুইটী নয়ন, তাহাও যদি পলকহীন করিতেন, তাহা হইলেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঐ দুই নয়নের দ্বারাই যতটুকু মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভব হইত, তাহাতেও না হয়, নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম; কিন্তু ঐ দুইটী নয়নেও আবার পলক দিয়া দিলেন। আমি কিরূপে কৃষ্ণ দেখিব? কিরূপে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিব? বুক-ফাটা পিপাসা লইয়া নির্ম্মল, সুস্বাদু ও সুগন্ধি জলপূর্ণ সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে উহা যেমন এক গণ্ডুষেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এক গণ্ডুষে সমস্ত পান করার কথাতো দূরে—যদি মুখ ভরিয়া একটী গণ্ডুষও একবারে পান করা না যায়, যদি কতক্ষণ পরে পরে কুশাগ্রে মাত্র দুইএক বিন্দু জল জিহ্বায় স্পর্শ করাইতে মাত্র পারা যায়,—তাহাতে যেমন তৃষ্ণাশান্তির পরিবর্ত্তে, ঘৃতস্পর্শে অগ্নিশিখার ন্যায়, তৃষ্ণার উৎকণ্ঠাময়ী দাহিকা শক্তিই বর্দ্ধিত হয়—মুহুর্ম্মুহু পলকযুক্ত মাত্র দুইটী চক্ষু লইয়া অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়াতেও আমার ন্যায় হতভাগ্য মাধুর্য্য-পিপাসুর পিপাসার উৎকণ্ঠা এবং তীব্রজ্বালা তদ্রূপ—বরং তদপেক্ষা কোটিগুণে অধিকরূপেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মূর্খ বিধাতা সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু উপযুক্ত সৃষ্টিকার্য্য সে জানেনা—জানিলে কথনও এরূপ করিত না; যে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবে, তাহাকে কোটিনেত্রই দিত, দুইটী মাত্র নেত্র দিতনা, দুইটী মাত্র নেত্র দিলেও তাহাতে পলক দিতনা।"—এই রূপই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদন-লিপ্সু অতৃপ্ত ভক্তের খেদোক্তি।

নেত্র—নয়ন, চক্ষু। **দুই**—দুইটী মাত্র চক্ষু। **তাহাতে**—সেই দুইটী চক্ষুতে। **নিমিষ**—পলক।

এই পয়ারের প্রমাণ রূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যৎ (যখন) অহ্নি (দিবসে) ভবান্ (তুমি) কাননং (বনে, বৃন্দাবনে) অটতি (গমন কর), [তদা] (তখন) ত্বাম্ (তোমাকে) অপশ্যতাং (যাঁহারা দেখিতে পায় না, তাঁহাদের) ত্রুটিঃ

তত্রৈব (১০।৮২।৩৯)—
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃদিকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উচ্চৈরীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্‌ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহ্যমিতি দর্শনে সুখমুক্তম্। শ্রীধরস্বামী।২১।

অভীষ্টত্বে লিঙ্গং যত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায়কং পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি দৃগ্‌ভির্নেত্রদ্বারৈ হৃর্দিকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ অপি নিত্যযুজামারূঢ় যোগিনামপি। শ্রীধরস্বামী। ২২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ক্ষণার্দ্ধসময়ও) যুগায়তে (যুগ বলিয়া মনে হয়)। তে (তোমার) কুটিলকুন্তলং (কুটিলকুন্তল-শোভিত) শ্রীমুখং (শ্রীমুখ) চ উদীক্ষতাং (যাঁহারা ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করে, তাঁহাদের) দৃশাং (নয়নের) পক্ষ্মকৃৎ (পক্ষ্ম-রচনাকারী) [ব্রহ্মা] (ব্রহ্মা—বিধাতা) জড়ঃ (জড়) এব (ই)।

অনুবাদ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"তুমি যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে প্রাণিদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধ সময়ও একযুগ বলিয়া মনে হয়। কুটিলকুন্তল-শোভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ষ্মরচনা করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় বস্তু হইবেন।" ২১।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ বিলাপ করিয়া করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। মহাভাবের অনেকগুলি লক্ষণের মধ্যে ক্ষণকল্পতা (কৃষ্ণবিরহে ক্ষণমাত্র সময়কেও এক কল্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়া) এবং নিমেষাসহতা (নিমিষের অদর্শনও অসহ্য হওয়া) এই দুইটী এই শ্লোকে উদাহৃত হইয়াছে।

ত্রুটি—ক্ষণার্দ্ধসময় (শ্রীধরস্বামী); এক ক্ষণের সাতাইশভাগের একভাগ সময় (চক্রবর্ত্তী)। অতি অল্পমাত্র সময়। গোপীগণ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-সময়ে ত্রুটি-পরিমিত অতি অল্পসময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় (ক্ষণকল্পতা)। একযুগ-ব্যাপী বিরহে যে পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মে, ত্রুটি-পরিমিত সময়ের কৃষ্ণবিরহেও যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ফলকথা, অতি অল্প সময়ের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহও গোপীদিগের পক্ষে অসহ্য। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের অনির্ব্বচনীয় আকর্ষকত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগের উৎকণ্ঠার আতিশয্য সূচিত হইয়াছে। এই উৎকণ্ঠাতিশয্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়েও, চক্ষুর পলক পড়িবার কালে দর্শনের যে সামান্য ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও গোপীদিগের সহ্য হয় না (নিমেষাসহতা); তখন পলকের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ জন্মে—চক্ষুর পক্ষ্ম যদি না থাকিত, পলক পড়িত না, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু চক্ষুর পক্ষ্ম থাকাতেই তাহা হইতেছে না; তাই পক্ষ্মের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ হয়—সর্ব্বশেষে পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতার প্রতিও ক্রোধ হয়; বিধাতা যদি পক্ষ্ম নির্ম্মাণ না করিতেন, তাহা হইলে তো চক্ষুর পলক পড়িত না—অবাধে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন। তাই তাঁহারা বিধাতার নিন্দা করিয়া বলিলেন—"বিধাতা জড়—জড়বস্তুর ন্যায় ভালমন্দ-বিচার-শূন্য; অবিদগ্ধ—সৃষ্টিকার্য্যে অনিপুণ। যদি তাঁহার বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—যাঁহারা কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবেন, তাঁহাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম দেওয়া উচিত নহে। অথবা জড়—রসজ্ঞান-শূন্য। বিধাতার যদি রসজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ যাঁহারা দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনি কোটি নয়ন দিতেন—দুইটী মাত্র নয়ন দিতেন না, দুইটী নয়ন দিলেও তাহাতে পক্ষ্ম দিতেন না।" "না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য সৃজন। ২।২১।১১২॥"

শ্লো। ২২। অন্বয়। [যাঃ গোপ্যঃ] (যে সমস্ত গোপী) যৎপ্রেক্ষণে (যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে) দৃশিষু (চক্ষুতে)

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। | যেই জন কৃষ্ণ দেখে সে-ই ভাগ্যবান্॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পক্ষ্মকৃতং (পক্ষ্ম-নির্ম্মাণকারী বিধাতাকে) শপন্তি (শাপ দিয়া থাকেন), [তাঃ] (সেই) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) গোপ্যঃ (গোপীগণ) অভীষ্টং (অভীষ্ট) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) চিরাৎ (বহুকাল পরে) উপলভ্য (নিকটে প্রাপ্ত হইয়া) দৃগ্‌ভিঃ (নেত্র দ্বারা) হৃদিকৃতং (হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া) অলং (অত্যধিকরূপে) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) নিত্যযুজাং (আরূঢ় যোগীদিগের, অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিষীদিগের) অপি (ও) দুরাপং (দুর্ল্লভ) তদ্ভাবং (তন্ময়তা) আপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকেও অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, সেই সকল গোপী অনেক দিন পরে (কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া নিবিড়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আরূঢ়-যোগিগণেরও (অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিষীগণেরও) দুর্ল্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। ২২।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের ভাব অনুভব করিয়া শ্রীলশুকদেব-গোস্বামী এই শ্লোকে তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় যায়, সেই অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনও সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকেও যাঁহারা নিন্দা করেন, বহুদিনব্যাপী অদর্শনে তাঁহাদের যে কিরূপ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়া অবধি গোপীগণ তাঁহার দর্শন পায়েন নাই—সুতরাং অবর্ণনীয় দর্শনোৎকণ্ঠার সহিতই তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন—যদি বা ভাগ্যক্রমে তাঁহার দর্শন মিলে এই ভরসায়। যখন দর্শন মিলিল, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হইল—এক নিমিষেই যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সুধা সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া বহুদিনের তীব্র পিপাসার শান্তি করেন; তাঁহারা অপলকনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন—গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বন্ধু যেমন বন্ধুকে গৃহে লইয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করে, চিরবিরহার্ত্তা গোপীগণও তদ্রূপ যেন তাঁহাদের অপলক-নেত্ররূপ উন্মুক্ত দ্বার দ্বারাই তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের হৃদয়-গুহায় নিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিলেন, অর্থাৎ তদ্রূপ অবস্থাই প্রেমাতিশয্যবশতঃ তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণবিরহ হইলেও, গোপীগণ অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিতেন। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যেন দৃষ্টিদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সতৃষ্ণ ও সপ্রেম নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে করিতে গোপসুন্দরীগণ এমন একটা প্রগাঢ় আনন্দ (তদ্ভাবং) প্রাপ্ত হইলেন, যাহা যোগীন্দ্র-শিরোমণিদিগেরও দুর্ল্লভ। অথবা পরম-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া মহাভাববতী গোপীগণ রহঃক্রীড়া-জায়মান চিত্তবৃত্তি-বিশেষরূপ প্রেমের এমন এক পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, যাহা—শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে তাঁহার সহিত নিত্য সংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের দুঃখের যেমন তুলনা নাই, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাঁহাদের যে আনন্দ জন্মে, তাহারও তেমনি তুলনা নাই।

গোপীগণ যে চক্ষুর পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকেও নিন্দা করেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখান হইল।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "গোপ্যশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্ব্বে এবং "অটতি" ইত্যাদি শ্লোকটী পরে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের আদর্শ গ্রন্থে এবং ঝামটপুরের গ্রন্থেও যে ক্রম আছে, আমরা তাহাই রাখিলাম।

১৩৩। কৃষ্ণমাধুর্য্যের আর একটী স্বভাবের কথা বলিতেছেন—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শন করেন,

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্যন্ন বিদামো ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ। তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়তো রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং যৈর্নিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং বক্ত্রং? অনুবেণু বেণুমনুবর্ত্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষ-বিসর্গম্। অথবা যৈর্নিপীতং তয়োবক্ত্রং তৈর্যজ্জুষ্টং ইদমেব অক্ষণ্বতামক্ষ্ণোঃ ফলমিতি। শ্রীধরস্বামী। ২৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে—শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য কোনও সার্থকতা নাই এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করেন, তিনিই ভাগ্যবান্।

কৃষ্ণাবলোকন—কৃষ্ণের অবলোকন (বা দর্শন)। **নেত্রে**—চক্ষুর বিষয়ে। **ফল**—সার্থকতা। আন্—অন্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদভাগবতের তুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। সখ্যঃ (হে সখীগণ)! বয়স্যৈঃ (বয়স্যগণের—সখাগণের সহিত) পশূন্ (গবাদি পশুদিগকে) অনুবিবেশয়তোঃ (পশ্চাতে থাকিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশনকারী) ব্রজেশসুতয়োঃ (ব্রজেন্দ্র-নন্দনদ্বয়ের—রাম-কৃষ্ণের) অনুবেণুজুষ্টম্ (নিরন্তর বেণুবাদনরত) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরক্ত জনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষ-মোক্ষণকারি) বক্ত্রং (বদন) যৈঃ (যাঁহাদিগকর্ত্তৃক) নিপীতং (নিঃশেষে পীত হইয়াছে—সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছে) [তেষামেব] (সেই) অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের) ইদং বৈ (ইহাই—ঐ দর্শনই) ফলং (ফল—চক্ষুর সার্থকতা), পরং (অন্য) ন বিদামঃ (জানিনা)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! বয়স্যগণের সহিত, গবাদি-পশুসকলকে বৃন্দাবন-মধ্যে প্রবেশনকারী ব্রজরাজতনয়-রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত ও অনুরক্তজনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষ-নিক্ষেপান্বিত বদনমণ্ডল যাহারা সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্রাদির সাফল্য; নেত্রাদির অপর কিছু সফলতা আছে কিনা জানিনা। ২৩।

শরতের প্রথম ভাগে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গাভী-আদিকে লইয়া গোচারণার্থ বনে যাইতেছেন; সঙ্গে তাঁহাদের বয়স্য সখাগণও চলিয়াছেন। নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন; পল্লীনিকটে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত স্বজনাদি এবং একটু অন্তরালে কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের বনযাত্রা দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর স্বরে বেণু বাজাইতেছেন—বলদেবের পশ্চাতে থাকিয়া অপরের অসাক্ষাতে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছেন; তাহাতে ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে ভাব-বিশেষের উদয় হওয়ায় তাঁহারা এই শ্লোকের মর্ম্মে পরস্পরের নিকটে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন—সখি! বেণুবাদনরত এবং অনুরক্তজনের প্রতি কটাক্ষ-নিক্ষেপকারী যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বদনকমলের সুধা যাঁহারা নেত্রদ্বারা সম্যক্‌রূপে পান করিতে পারেন, তাঁহাদের চক্ষুই সফল; শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন ব্যতীত নয়নের অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নাই।

সেস্থানে, কিঞ্চিদ্দূরে যশোদা-রোহিণী-আদিও দণ্ডায়মান ছিলেন; তাই, পাছে তাঁহারা শুনিতে পায়েন, এই সঙ্কোচবশতঃ ব্রজসুন্দরীগণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মুখদর্শনের কথা না বলিয়া সাধারণ ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনদ্বয়ের (ব্রজেশসুতয়োঃ) অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাই বলিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ উভয়ের কথা বলিলেও তাঁহাদের অভীষ্ট একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শনই—শ্লোকস্থ "অনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং"-এই একবচনান্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই বেণু বাজাইয়া থাকেন; বলদেব বেণু বাজান না। তাঁহারা বেণুবাদনরত মুখের কথাই বলিয়াছেন। অথবা—ব্রজেশসুতয়োঃ মধ্যে—ব্রজেন্দ্র-

তত্রৈব (১০।৪৪।১৪)—
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হন্ত হন্ত মহাসুকৃতিন এব ব্রজভূমিষূৎপদ্যন্তে তেষ্বপি গোপীজনাঃ অতিশ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ গোপ্যইতি। কিমচরন্নিতি। ভোঃ সখ্যঃ। তৎ তপঃ যদি যূয়ং সর্ব্বজ্ঞস্য কস্যচিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রূত যথা তদেবাস্মিন্ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমৌ গোপ্যো ভবেম, যৎ যতস্তা অমুষ্য রূপং সৌন্দর্য্যামৃতং পিবন্তি, বয়ন্তু মথুরাস্থা অস্য পরাভববিষং পীত্বা আনখ-শিখং জ্বলাম ইতি ভাবঃ। তাসাং দৃগ্ভিঃ পানস্যৈব তাদৃশ-তপঃফলত্বমুক্ত্বা স্বাঙ্গৈরালিঙ্গনাদেস্তুনির্ব্বাচ্যাহেতুকত্বং জ্ঞাপিতং কিঞ্চাস্য রূপে লাবণ্যমধিকং বর্ত্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং কিন্তু লাবণ্যসারং লাবণ্যস্যাপি যঃ সারস্তৎস্বরূপমেবৈতৎ, নন্বু স্বর্ল্লোকাদিভ্যোঽপি ন্যূনে ভূর্লোকেঽস্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্যতে তর্হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠলোকে ইতোঽপ্যধিকমধুরং শ্রীনারায়ণস্য রূপং ভবেদিতি তত্রাহুঃ—অসমোর্দ্ধম্ এতদ্রূপস্য সমমেব রূপং ক্বাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি কৃষ্ণেনৈতদ্রূপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং তত্রাহুঃ—অনন্যসিদ্ধমস্মিন্নেতৎ স্বাভাবিকমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপ্যেতদ্রূপং তাঃ সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসকৃচ্চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুঃ—অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণে নূতনম্ এবং চেত্তর্হি তত্রৈবং গত্বা অন্যদেশীয়াভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃশ্যতামিত্যত আহুর্দ্দুরাপং লক্ষ্ম্যাপি দুর্ল্লভং নন্বু ভবতু নামাস্য সৌন্দর্য্যোপাধিক এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ শ্রীনারায়ণাদৌ তু ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্য্যমধিকং বর্ত্ততে তত্রাহুঃ—একান্তেতি। যশ আদ্যুপ-লক্ষিতানাং ষণ্ণামেব ভগানাম্ একান্তধাম অতিশয়িতমাস্পদং ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যস্য "ঈশ্বরস্যে" ত্যপি পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতদ্বয়ের মধ্যে বেণুজুষ্টং বক্ত্রং—বেণুবাদনরত (শ্রীকৃষ্ণের) মুখদর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা। অথবা—ব্রজেশসুতয়োঃ মধ্যে অনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং—ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে যিনি (অনু) পশ্চাতে থাকিয়া বেণু বাজাইতেছেন, তাঁহার মুখদর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা।

শ্রীবলদেব ব্রজেন্দ্র-শ্রীনন্দ-মহারাজের তনয় না হইলেও (তিনি বসুদেবের তনয়), ব্রজেন্দ্র-সুত বলিয়াই বলদেবের প্রসিদ্ধি ছিল; তাই ব্রজেন্দ্রসুতদ্বয় বলাতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। গোপ্যঃ (গোপীগণ) কিং তপঃ (কি তপস্যা) অচরন্ (করিয়াছিলেন)? যৎ (যে তপের প্রভাবে তাঁহারা) দৃগ্ভিঃ (নয়নদ্বারা) অমুষ্য (ঐ শ্রীকৃষ্ণের) লাবণ্যসারং (লাবণ্যের সার-স্বরূপ) অসমোর্দ্ধং (অসমোর্দ্ধ) অনন্যসিদ্ধং (অনন্যসিদ্ধ—স্বাভাবিক) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং) যশসঃ (যশের) শ্রিয়ঃ (শোভার—বা লক্ষ্মীর) ঐশ্বরস্য (ঐশ্বর্য্যের) একান্তধাম (একমাত্র আশ্রয়রূপ) দুরাপং (দুর্ল্লভ) রূপং (রূপ) পিবন্তি (পান করিতেছেন)।

অনুবাদ। গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন—যাহার প্রভাবে তাঁহারা নয়নদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান (দর্শন) করিতেছেন—যে রূপ লাবণ্যের সার-স্বরূপ, যাহার সমান বা অধিক রূপ আর কোথাও নাই, যাহা ভূষণাদিদ্বারা সিদ্ধ নহে, পরন্তু অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যাহা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ, শোভা এবং ঐশ্বর্য্যের একমাত্র চরম-আশ্রয় এবং যাহা (লক্ষ্মী-আদির পক্ষেও) দুর্ল্লভ। ২৪।

কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিস্মিত ও তাহার আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া কতিপয় মথুরা-নাগরী পরস্পরকে বলিতেছেন—সখি! এই পুরুষ-রতন শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রজে যাঁহাদের জন্ম হয়, তাঁহারাই মহাসুকৃতী; তাঁহাদের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যামৃত নয়নের দ্বারা পান করিতেছেন। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ **অসমোর্দ্ধং**—ইহার সমান রূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক রূপ আর কোথাও নাই—জগতে তো নাই-ই, বৈকুণ্ঠাদি ধামেও নাই—বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের রূপও এই রূপের তুল্য নহে; কারণ, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও নাকি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লালসাবতী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটী **লাবণ্যসারং**—লাবণ্যের সারস্বরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সমগ্র-লাবণ্যের নিদানীভূত। ইহা **অনন্যসিদ্ধং**—অন্য হইতে সিদ্ধ নহে; সাধারণতঃ ভূষণাদিদ্বারা রূপের মাধুরী বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না; শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য স্বাভাবিক, ভূষণের দ্বারা ইহার রূপ বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা, ইহার অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণেরই বরং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহাদের পক্ষে এইরূপের চমৎকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; কোনও সময়েই শ্রীকৃষ্ণরূপের চমৎকারিতা নষ্ট হইতে পারে না, দর্শকের দর্শন-লালসাও কোনও সময়ে প্রশমিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ **অনুসবাভিনবং**—প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; তাই যত বারই দর্শন করা যাউক না কেন, সর্ব্বদাই মনে হয় যেন এই মাত্র দর্শন করিলাম, (পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিলেও) এমন মাধুর্য্য আর কখনও দেখি নাই। আর সখি! যে কোনও নারী ইচ্ছা করিলেই যে এই রূপ-সুধা পান করিতে পারে, তাহা নহে; ইহা **দুরাপং**—দুর্ল্লভ, অন্যরমণীর কথা তো দূরে, স্বয়ং লক্ষ্মীর পক্ষেও নাকি ইহা দুর্ল্লভ। তোমরা হয়তো বলিতে পার—নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহার বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী কেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য লালায়িতা হইবেন? কিন্তু সখি! নারায়ণের যশঃ-আদি ষড় বিধ ঐশ্বর্য্যের মূল—চরম-আশ্রয়ই তো এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ; সুতরাং লক্ষ্মী কেনই বা শ্রীকৃষ্ণরূপ আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত হইবেন না? কিন্তু লালায়িত হইয়াও তিনি আস্বাদনের সৌভাগ্য পায়েন নাই; ইহা একমাত্র গোপীদিগেরই সম্পত্তি। আচ্ছা সখি! তোমরা কেহ কোনও সর্ব্বজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার কি, গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন? কোন্ তপস্যার ফলে তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি তাহা জানা যায়, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিতাম; যেন গোপী হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলেই হয়তো শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিবার সৌভাগ্য হইত। (শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সুধা আস্বাদন-সৌভাগ্যের দুর্ল্লভতা-জ্ঞাপনার্থই ইহা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, গোপীগণ এমন কোনও তপস্যাই করেন নাই, যাহার ফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্ রূপে আস্বাদন করিতে পারিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই মাধুর্য্যামৃত পান করিয়া আসিতেছেন; এমন কোনও তপস্যাও নাই, যাহার প্রভাবে কেহ তাঁহাদের সমান সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।)

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৩শ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শনেই চক্ষুর সফলতা। চক্ষুর কাজ দর্শন করা; যাহার দর্শনে প্রাণমন তৃপ্ত হয়, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতা। সুন্দর বস্তু দর্শনেই লোক প্রীতিলাভ করে; সুতরাং যাহাতে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা।

১৩৪। "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল" ইত্যাদি ১২৮শ পয়ারোক্তির উপসংহার করিতেছেন। (১২৮শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।"

অপূর্ব্ব মাধুরী—অদ্ভুত মাধুর্য্য (কৃষ্ণের) যাহা অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। **তার বল**—তাহার (কৃষ্ণমাধুরীর) বল (শক্তি); শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের শক্তিও অদ্ভুত, অচিন্ত্য। যেহেতু, **যাহার শ্রবণে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলেও মন **টলমল** করে, অর্থাৎ ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়া পড়ে।

১৩৫। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব-শক্তি এই যে, আস্বাদনের লালসা জন্মাইয়া ইহা অন্যকে তো চঞ্চল করেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও প্রলুব্ধ করিয়া চঞ্চল করে; শ্রীকৃষ্ণরূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ। শ্রীভা, ৩।২।১২॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিয়া যায়।

এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭
যেবা কেহো অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥১৩৮
গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপজায় লোভ—লোভ জন্মায়; আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মায়। **সম্যক্ আস্বাদিতে নারে**—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না; কারণ, মাদনাখ্য-মহাভাবই সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র হেতু; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে মাদনাখ্য-মহাভাব নাই। **ক্ষোভ**—খেদ, দুঃখ; স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া ক্ষোভ-নিবৃত্তির নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যাবতারের দ্বিতীয় হেতুর উৎপত্তি।

১৩৬। তিনটী বাসনাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা; তন্মধ্যে ১১৮শ পয়ার পর্য্যন্ত প্রথম বাসনার কথা এবং ১৩৫শ পয়ার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাসনার কথা বলিয়া এক্ষণে তৃতীয় বাসনার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

এইত—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে। **দ্বিতীয় হেতুর**—শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা দ্বিতীয় বাসনার (শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্য কিরূপ, তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-বাসনার)।

তৃতীয় হেতু—শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা তৃতীয় বাসনা (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা কি রকম সুখ পায়েন, তাহা জানিবার বাসনা—সৌখ্যঞ্চাস্যাঃ কীদৃশং বা মদনুভবতঃ)।

১৩৭।৩৮। তৃতীয় হেতুর রহস্য গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন; তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারের তৃতীয় হেতুবিষয়ক সিদ্ধান্তটী অত্যন্ত গোপনীয়; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না; স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মর্ম্ম-কথা সমস্তই জানেন, তাই একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারিয়াছেন; অন্য যে কেহ ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও ঐ স্বরূপ-দামোদর হইতেই। শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী বহু বৎসর যাবৎ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ছিলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তিনি দাস-গোস্বামীর নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীও দাস-গোস্বামীর নিকটেই প্রভুসম্বন্ধীয় অনেক কথা—অবতারের তৃতীয় হেতু বিষয়ক সিদ্ধান্তও—জানিতে পারিয়াছেন। "চৈতন্য-লীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেঁটে॥২।২।৭৩॥" শ্রীরূপাদি গোস্বামীও স্বরূপ-দামোদরের অনেক কথা জানিতেন; তাঁহাদের নিকটেও কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান পাইয়াছেন। "স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥২।২।৮২॥" সুতরাং অবতারের তৃতীয় কারণ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও কবিরাজ-গোস্বামী অনুমানের বা কল্পনার আশ্রয়ে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই; বিশ্বস্তসূত্রে তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতেও তিনি অনেক বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন।

নিগূঢ়—গোপনীয়; অপরের অজ্ঞাত। **এই রসের সিদ্ধান্ত**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে রস বা সুখ পায়েন, সেই রস-বিষয়ক সিদ্ধান্ত; "গোপীগণের প্রেম" ইত্যাদি পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে উক্ত—অবতারের তৃতীয় হেতু-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। **একান্ত**—সম্পূর্ণরূপে। **তাঁহা হইতে**—স্বরূপ-গোসাঞির নিকট হইতে। **অত্যন্ত মর্ম্ম**—অত্যন্ত মর্ম্মী; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **যাতে**—যেহেতু; স্বরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-গোসাঞির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে জানেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে "যাতে" স্থলে "যাঁতে" পাঠ আছে; যাঁতে—যাঁহাতে, যে স্বরূপদামোদরে; শ্রীচৈতন্য-গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম্ম বা গোপনীয় কথাও স্বরূপ-দামোদরে আছে (স্বরূপ-দামোদরের নিকটে প্রভু প্রকাশ করেন) বলিয়া তিনি সমস্তই জানেন।

১৩৯। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম (বা নিজের সুখের ইচ্ছা) হইতেই সুখের উৎপত্তি হয়; কাম হইল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, আর সুখ হইল তাহার কার্য্য। সাধারণতঃ কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যানুভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই সুখরূপ কার্য্যটীর কোনও কারণ নাই—নিজের সুখের নিমিত্ত শ্রীরাধার কোনও রূপ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শ্রীরাধা অনির্ব্বচনীয় সুখ পাইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বভাবে স্বতঃই এইরূপ সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তজ্জন্য স্বসুখ-বাসনারূপ কারণের প্রয়োজন হয় না (স্বসুখ-বাসনারূপ কারণ বিদ্যমান থাকিলে বরং শ্রীকৃষ্ণানুভবজনিত সুখের উদয় অসম্ভব হইয়াই পড়ে)—ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তই অবতারের তৃতীয় হেতুর বর্ণনের প্রারম্ভে গোপীগণের প্রেমের কথা বর্ণন করিতেছেন—"গোপীগণের প্রেম" ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীরাধার সুখের বিষয় বলিতে যাইয়া গোপীগণের প্রেমের কথা বলার হেতু এই যে, গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং গোপীগণের প্রেমেই যদি কাম বা স্বসুখ-বাসনা না থাকে, শ্রীরাধার প্রেমে যে তাহা নাই—ইহা বলাই বাহুল্য এবং সাধারণ গোপী-প্রেমের স্বভাবেই যদি শ্রীকৃষ্ণানুভবজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আসিতে পারে, গোপীকুল-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাবে যে আরও অধিক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইবে, তাহাও বলা বাহুল্য। কৈমুত্য-ন্যায়ে শ্রীরাধা-প্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষাধিক্য দেখাইবার নিমিত্ত সাধারণ-গোপীপ্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।

অধিরূঢ়ভাব—অনুরাগ যখন শেষ সীমার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বা ভাব বলে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই মহাভাবের দুইটী অবস্থা—প্রথম অবস্থার নাম রূঢ়, দ্বিতীয় অবস্থার নাম অধিরূঢ়। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয় (অধিকরূপে প্রকাশ পায়), তাহাকে বলে রূঢ়। "উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৪॥" রূঢ় মহাভাবে—চক্ষুর পলক পড়িলে যে অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ঘটে, প্রেমবতীদের পক্ষে তাহাও অসহ্য; রূঢ়-ভাববতী গোপীদিগের অনুরাগ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তকেও আক্রমণ করিয়া বিলোড়িত করিয়া থাকে; মিলন-সময়ে কল্পপরিমিত সময়কেও একক্ষণ মাত্র অল্পপরিমিত বলিয়া মনে হয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকালকেও কল্প-পরিমিত সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয়; শ্রীকৃষ্ণের সুখেও তাঁহার আর্ত্তির আশঙ্কা করিয়া রূঢ়ভাববতীদের খেদ উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির অবিচ্ছেদবশতঃ মোহাদির অভাব-সত্ত্বেও দেহাদি-সমস্ত বিষয়ে রূঢ়ভাববতীদিগের বিস্মৃতি জন্মে। এই সমস্তই রূঢ়মহাভাবের অনুভাব বা বাহ্য লক্ষণ। আর মহাভাবের যে অবস্থায়, সাত্ত্বিকভাবসকল রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল হইতেও কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় বলে। রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১২৩॥"

গোপীগণের ইত্যাদি—ব্রজগোপীদিগের প্রেম অধিরূঢ়-মহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু প্রেম-শব্দের অর্থ কি? প্রেম=প্রিয়+ইমন্; সুতরাং প্রেম-অর্থ প্রিয়ের ভাব, প্রিয়তা; কিন্তু প্রিয়তা কাকে বলে? প্রিয়=প্রী+ক; প্রী-ধাতুর অর্থ কামনা, ইচ্ছা; প্রী-কান্তৌ (কবি-কল্পদ্রুম); তাহা হইলে প্রেম-শব্দের অর্থ হইল—ইচ্ছা, প্রীতির ইচ্ছা। কিন্তু কম্-ধাতুর উত্তর অন্—প্রত্যয় যোগে যে "কাম"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থও ইচ্ছা; প্রীতির ইচ্ছা (কারণ, কম্-ধাতুর অর্থও ইচ্ছা, কম্ কান্তৌ ইতি কবিকল্পদ্রুম)। এইরূপে দেখা গেল, প্রেম-অর্থও যাহা, কাম-অর্থও তাহা—উভয়ের অর্থই ইচ্ছা,—প্রীতির ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা (কারণ, সুখের ইচ্ছা ব্যতীত সাধারণতঃ কাহারই দুঃখের জন্য ইচ্ছা হয় না)। তাহা হইলে প্রেম ও কাম কি একই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"বিশুদ্ধ নির্ম্মল" ইত্যাদি; কাম ও প্রেম—এই উভয়ের অর্থই "প্রীতির ইচ্ছা" হইলেও ভক্তসম্বন্ধে এই "প্রীতির ইচ্ছা" দুই রকমের হইতে পারে—নিজের প্রীতির ইচ্ছা এবং কৃষ্ণের প্রীতির ইচ্ছা। রূঢ়ি-অর্থে "নিজের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা," তাহাকে বলে কাম; আর "কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা" তাহাকে বলে প্রেম (পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। এই দুই রকমের প্রীতি-ইচ্ছার মধ্যে নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা যে সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার, সুতরাং নিন্দনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। আর কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহা যে অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (২।১৪৩)
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশংসনীয়, তাহাও সহজেই বুঝা যায়—একটী ইচ্ছা (কাম) কেবল নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরটী (প্রেম) বিভু-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের—সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত জগতে ও অপ্রাকৃত ধামে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের—সুখে পর্য্যবসিত। সুতরাং প্রেম হইল প্রীতি-ইচ্ছার উজ্জ্বলতম পরিণতি, আর কাম হইল প্রীতি-ইচ্ছার নিন্দনীয় দিক্, প্রীতি-ইচ্ছার মলিনতা। প্রেমে এই মলিনতা নাই বলিয়া প্রেম নির্ম্মল। আরও একটী কথা। ইচ্ছা মনের বৃত্তি-বিশেষ; নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা প্রাকৃত মনের বৃত্তিও হইতে পারে; প্রাকৃত মনের বৃত্তিও প্রাকৃত; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছা (-রূপ কাম) ও প্রাকৃত বস্তু হইতে পারে; যখন তাহা হইবে, তখন কাম অবিশুদ্ধ বস্তু হইবে, কারণ ইহা প্রাকৃত। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতির ইচ্ছারূপ প্রেম—প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে, ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়—তাই বিশুদ্ধ। তাই কাম ও প্রেম এক নহে—প্রেম বিশুদ্ধ, কিন্তু কাম বিশুদ্ধ নহে। প্রেম নির্ম্মল, কিন্তু কাম নির্ম্মল নহে; প্রেম কখনও কাম নহে।

বিশুদ্ধ—বিশেষরূপে শুদ্ধ; প্রাকৃতত্বরূপ অশুদ্ধিশূন্য; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। প্রেম বিশুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। **নির্ম্মল**—মলিনতাশূন্য; স্ব-সুখ-বাসনারূপ মলিনতাশূন্য; প্রেম নির্ম্মল অর্থাৎ প্রেমে স্ব-সুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই; ধ্বনি এই যে, কাম নির্ম্মল নহে অর্থাৎ কামে স্ব-সুখবাসনা আছে। তাই প্রেম কখনও কাম হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীদের প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাবকে "গোপ্যঃ কামাৎ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ৭।১।৩০।) শ্লোকে "কাম"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইতেছে যে, গোপীদিগের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনামূলক) কাম নহে; যদি ইহা কামই হইত, তাহা হইলে শ্রীউদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় নিষ্কাম ভক্তগণ কখনও গোপীপ্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—গোপী-প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাহাকে "কাম" বলাই বা হয় কেন? ইহার উত্তর—"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ২। ৮। ১৭৪ ॥" কাম-ক্রীড়ার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার অনেকটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়—কিন্তু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও কাম-ক্রীড়ার এবং গোপীদিগের প্রেম-ক্রীড়ার উদ্দেশ্য এক নহে—প্রেম স্বরূপতঃ কাম নহে।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। গোপরামাণাং (গোপ-রমণীদিগের) প্রেমা (প্রেম) এব (ই) কামঃ (কাম) ইতি (এই) প্রথাং (খ্যাতি) অগমৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে)। ইতি (এই) [হেতোঃ] (জন্য) উদ্ধবাদয়ঃ (উদ্ধবাদি) ভগবৎপ্রিয়াঃ (ভগবদ্ ভক্তগণ) অপি (ও) এতং (এই প্রেমকে) বাঞ্ছন্তি (বাঞ্ছা করেন)।

অনুবাদ। ব্রজগোপরামাগণের প্রেমই "কাম" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে; (কিন্তু উহা স্বরূপতঃ কাম নহে); এজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্‌ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন। ২৫।

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সান্ত্বনা বিধানের উদ্দেশ্যে যদুরাজের মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজ এবং যশোদামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণবিরহজনিত সন্তাপ লাঘব করার চেষ্টা করিলেন। পরে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের গাঢ়তা, অসমোর্দ্ধতা এবং অপূর্ব্বতা দেখিয়া উদ্ধব বিস্মিত হইলেন। উদ্ধব কয়েকমাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন যে,

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৪০
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম ॥১৪১
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে গোপীদিগের চরণরেণুর স্পর্শ লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে লতাগুল্মরূপে জন্মলাভের প্রার্থনা জানাইলেন। "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি লতাগুল্মৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতিগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজন করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবতী গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ লতাগুল্মৌষধিদিগের মধ্যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি। শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥ তাহা হইলে আমার (উদ্ধবের) পক্ষে গোপীদিগের চরণরেণু প্রচুর পরিমাণে লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে; কারণ, ইঁহাদের চরণরেণুর স্পর্শেই ইঁহাদের আনুগত্য লাভের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে এবং ইঁহাদের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণচরণে ইঁহাদের সমজাতীয় প্রেম লাভ সম্ভব হইতে পারে।" উদ্ধব আরও বলিয়াছিলেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥ এই ব্রজরমণীগণের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে; আমি সর্ব্বদা ইঁহাদের চরণরেণুর বন্দনা করি। শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥" পরমভাগবত উদ্ধবও যে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন, উক্ত শ্লোকসমূহ হইতে তাহাই জানা যায়।

১৪০। কাম ও প্রেম একার্থবাচক-শব্দ হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা যে অভিন্ন নহে, বস্তুতঃ বিভিন্নই—তাহাদের বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

লক্ষণ—যদ্দ্বারা কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে ঐ বস্তুর লক্ষণ বলে। লক্ষণ দুই রকমের—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। "আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ॥ ২।২০।২৯৬॥" দ্বিভুজত্ব মানুষের একটী স্বরূপ-লক্ষণ—ইহা তাহার আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বিশিষ্টতা। বস্তুর উপাদানও তাহার একটী স্বরূপ-লক্ষণ—যেমন মাটী মৃন্ময়পাত্রের একটী স্বরূপ লক্ষণ। লবণ ও মিছরী দেখিতে প্রায় এক রকম হইলেও তাহাদের স্বাদের বিভিন্নতা দ্বারা কোন্‌টী লবণ এবং কোন্‌টী মিছরী তাহা জানা যায়; এই স্বাদটী হইল তাহাদের তটস্থ-লক্ষণ—ইহা কেবল কার্য্য দ্বারা জানা যায়, মুখে দিলেই জানা যায়, তৎপূর্ব্বে নহে।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ইহাদের স্বরূপ-লক্ষণও (উপাদানও) বিভিন্ন এবং তটস্থ-লক্ষণও (ক্রিয়াও) বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রথমে স্বরূপ-লক্ষণের পার্থক্য বুঝাইতেছেন—লৌহ এবং স্বর্ণ যেমন স্বরূপতঃ বিভিন্ন, কাম এবং প্রেমও তদ্রূপ স্বরূপতঃ বিভিন্ন। **হেম**—স্বর্ণ। **স্বরূপে**—স্বরূপতঃ, স্বরূপ-লক্ষণে, বর্ণ ও উপাদানাদিতে। **বিলক্ষণ**—পৃথক্, বিভিন্ন। লৌহ এবং স্বর্ণের উপাদান এবং বর্ণাদি যেমন এক নহে, তদ্রূপ কাম ও প্রেমের উপাদানাদিও এক নহে। কাম প্রাকৃত মায়াশক্তির বৃত্তি, আর প্রেম অপ্রাকৃত স্বরূপ-শক্তির (চিচ্ছক্তির) বৃত্তি। ইহাই কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ।

১৪১। স্বরূপ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া একার্থবাচক হইলেও কাম ও প্রেমের গতি বিভিন্ন দিকে। যেহেতু, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া কামের গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাহিরের দিকে—জীবের নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে। আর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমের গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের দিকে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির দিকে। তাই, কাম ও প্রেম এই উভয়-শব্দে একই প্রীতির ইচ্ছা বুঝাইলেও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাকে বলে কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাকে বলে প্রেম। তাহাই এই পয়ারে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

১৪২। পূর্ব্ব-পয়ারের মর্ম্মই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। নিজের সুখেই কামের পর্য্যবসান, আর শ্রীকৃষ্ণের সুখেই প্রেমের পর্য্যবসান।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ ১৪৩
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৪৪
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজসম্ভোগ—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। **কেবল**—নিজের তৃপ্তিই কামের একমাত্র উদ্দেশ্য; আনুষঙ্গিক ভাবে অপরের সুখ তাহাতে হইলেও, অপরের সুখ-বিধানই কামের উদ্দেশ্য নহে; সময় সময় যে অপরের সুখবিধানের চেষ্টা দেখা যায়, তাহাও নিজের সুখের ইচ্ছামূলক—অপরের সুখ নিজের সুখের অনুকূল বা নিজের সুখের সাধন বলিয়াই তন্নিমিত্ত চেষ্টা। এইরূপে যে ইচ্ছাটীর মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ, তাহাকে বলে কাম। **কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য**—কৃষ্ণের সুখই তাৎপর্য্য (উদ্দেশ্য) যাহার (যে ইচ্ছার), (তাহাকে বলে প্রেম)। **প্রেম ত প্রবল**—এই প্রেম অত্যন্ত বলীয়ান্; কারণ, ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ। ভক্তিরেব গরীয়সী।—শ্রুতিঃ।

১৪০ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, স্বরূপ-লক্ষণে কাম ও প্রেমের পার্থক্য আছে। এই পয়ারে দেখান হইল যে, তটস্থ-লক্ষণেও তাহাদের পার্থক্য আছে। যে লক্ষণটী কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে তটস্থ লক্ষণ। নিজের সম্ভোগ হইল কামের কার্য্য, আর কৃষ্ণের সুখ হইল প্রেমের কার্য্য; ইহাই কাম ও প্রেমের তটস্থ-লক্ষণ।

১৪৩—১৪৫। কাম ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন।

লোকধর্ম্ম—লোকাচার; লোক-সমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ, সৌজন্য ও মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত আচারের পালন করিতে হয়, সে সমস্তই লোকধর্ম্ম। যেমন কেহ আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার আপদে-বিপদে সহায়তাদি করিলে, আমারও কর্ত্তব্য হইবে, তাহার আপদে-বিপদে তাহার সহায়তাদি করা। ইহা যদি না করি, তাহা হইলে আমার আপদে-বিপদে কেহই হয়তো আমার তত্ত্ব-তল্লাস করিবে না, আমাকে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে, আমার দুর্নামও হইবে; আর যদি করি, তাহা হইলে সকলের আদর-যত্ন পাইবারও সম্ভাবনা, আমার অনেক সুবিধারও সম্ভাবনা। সমস্ত লোকাচার সম্বন্ধেই এইরূপ; সুতরাং লোকধর্ম্মের পালনে নিজেরই সুবিধা এবং তাহার অপালনে নিজেরই অসুবিধা; কাজেই লোকধর্ম্ম-পালন কামেরই (আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই) অন্তর্ভুক্ত।

বেদধর্ম্ম—বেদবিহিত কর্ম্মাদি; যজ্ঞানুষ্ঠানাদি; বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিলে পরকালে স্বর্গাদি-সুখভোগ এবং ইহকালে ধনসম্পদাদি লাভের সম্ভাবনা জন্মে। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বলিয়া বেদধর্ম্মও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **দেহধর্ম্ম কর্ম্ম**—দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্ম; ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম (দেহের ধর্ম্ম); ক্ষুধা-পিপাসাদি নিবৃত্তির নিমিত্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহাই দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বা দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। ক্ষুৎপিপাসাদি দূরীভূত করিয়া নিজের সুখসম্পাদনই এই সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া, দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্মও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **লজ্জা**—লাজ; লজ্জা রক্ষা না করিলে, লোকসমাজে নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করিলে কলঙ্ক হয়, দুঃখ হয়; সুতরাং লজ্জা রক্ষা দ্বারা আত্মসুখের পোষণ হয় বলিয়া ইহাও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **ধৈর্য্য**—সহিষ্ণুতা; ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে, অসহিষ্ণু হইলে লোকে কলঙ্ক হইতে পারে, অনেক সময় অনেক বিপদ আসিয়াও উপস্থিত হইতে পারে; ধৈর্য্য রক্ষা আত্মসুখের পোষণ করে বলিয়া ইহাও কামের অন্তর্ভুক্ত। দেহসুখ—দেহের বা শরীরের সুখজনক কার্য্য; যেমন পাদ-সম্বাহনাদি, গ্রীষ্মে বীজনাদি, শীতে অগ্নি-রৌদ্র-সেবনাদি। আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক বলিয়া দেহসুখ-চেষ্টাও কামের অন্তর্ভুক্ত। **আত্মসুখ মর্ম্ম**—আত্মসুখই মর্ম্ম (তাৎপর্য্য) যাহার তাহাই আত্মসুখ-মর্ম্ম; শব্দটী লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদির বিশেষণ। তাৎপর্য্য এই যে, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য এবং দেহসুখ—এই সমস্তই আত্মসুখ-মর্ম্ম অর্থাৎ এই সমস্তের মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যই আত্মসুখ (নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি); এজন্য এই সমস্তই কাম। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে আত্মসুখ অর্থ মনের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখ; কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, সুখ মাত্রই মনের—দেহের সুখসাধন শুশ্রূষাদিও যদি মনে সুখজনক বলিয়া অনুভূত না হয় (যেমন, শীতে বীজনাদি), তবে তাহাও সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। লোক-ধর্ম্মাদি-শব্দে যে সমস্ত আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও মনেরই সুখ উৎপাদন করে; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে "মনের সুখ" অর্থে "আত্মসুখ" বলার প্রয়োজন থাকে না। বিশেষতঃ "মনের সুখ" অর্থে "আত্মসুখ"-শব্দকে পৃথক্ করিয়া লইলে "মর্ম্ম"-শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে, বুঝা যায় না। যাঁহারা "আত্মসুখ" অর্থ "মনের সুখ" করিয়াছেন, তাঁহারা "মর্ম্ম"-শব্দের কোনও অর্থবিচারই করেন নাই। কিন্তু পরমপণ্ডিত গ্রন্থকার নিরর্থক কোনও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

দুস্ত্যজ—দুস্ত্যাজ্য; যাহা সহজে ত্যাগ করা যায় না। ইহা আর্য্যপথের বিশেষণ। **আর্য্যপথ**—আর্য্যগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ বা আচরণ। আর্য্য কাহাকে বলে? "কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥—কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাচরণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রকৃত আচার পালন করেন, তিনি আর্য্য।" এইরূপ সদাচারপরায়ণ আর্য্যগণ যে আচার সদাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আর্য্যপথ—সদাচার; যেমন, কুলরমণীর পক্ষে পাতিব্রত্যাদি আর্য্যপথ। যাহারা লোকসমাজে বাস করে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ আর্য্যপথ (সদাচার) ত্যাগ করা দুষ্কর; কুলরমণীগণ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পাতিব্রত্য-ত্যাগ করিতে পারে না; করিলে লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। পরন্তু যাহারা আর্য্যপথে অবস্থিত, তাহারা লোকসমাজে সুখ্যাতি, সম্মান ও সুখ ভোগ করিয়া থাকে; এইরূপে আত্ম-সুখ পোষণ করে বলিয়া আর্য্যপথ-রক্ষাও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **নিজপরিজন**—নিজের পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি। যে সমস্ত কুলরমণী পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের অবাধ্য হয়, লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক, অবমাননা হইয়া থাকে, তাহাদের দুঃখেরও অবধি থাকে না। নিজপরিজনের বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকটে থাকা আত্মসুখই পোষণ করে, তাই ইহাও কামেরই অন্তর্গত। **স্বজনে**—আত্মীয় পরিজনে। **তাড়ন-ভৎর্সন**—তাড়ন (প্রহারাদি) ও ভৎর্সন (তিরস্কার)। **স্বজনে করয়ে যত ইত্যাদি**—আর্য্যপথাদি ত্যাগ করার জন্য পিতামাতাদি যে তাড়না বা তিরস্কার করেন। তাড়না ও তিরস্কারের ভয়ে আর্য্যপথাদিতে অবস্থান করিলে আত্মসুখেরই পোষণ করা হয়, এজন্য তাহাও কামের অন্তর্ভুক্ত।

লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম হইতে স্বজনকৃত তাড়ন-ভৎর্সনের ভয় পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মসুখ পোষণ করে বলিয়া কাম; লোকধর্ম্মাদি কামের তটস্থ লক্ষণ; কারণ, যাহারা লোকধর্ম্মাদির সমাদর করে, আত্মসুখের প্রতি যে তাহাদের লিপ্সা আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ পর্য্যন্ত কামের তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে প্রেমের তটস্থ লক্ষণ পরিস্ফুট করিতেছেন।

সর্ব্বত্যাগ—লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ। **সর্ব্বত্যাগ করি ইত্যাদি**—ব্রজগোপীগণ লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি সমস্তে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন (সেবা) করেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আত্মসুখের নিমিত্ত তাঁহাদের কোনওরূপ লালসা নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন না। লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদিই আত্মসুখ-সাধন অনুষ্ঠান; আত্মসুখের সামান্য বাসনাও যাহাদের চিত্তে থাকে, তাহারা লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদির কোনও কোনও অংশ কোনও কোনও সময়ে ত্যাগ করিলেও সমস্ত কখনও ত্যাগ করিতে পারে না; ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, আর্য্যপথাদি ত্যাগের দরুণ স্বজনকৃত তাড়ন-ভৎর্সনাদিকেও অম্লানবদনে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত; সেবা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত। **কৃষ্ণসুখ হেতু** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই নিজেদের সুখসাধন সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া এবং নিজেদের পক্ষে পরমদুঃখকর স্বজনকৃত তাড়ন-ভৎর্সনাদি অঙ্গীকার করিয়া এবং মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখজনক স্বজনার্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। **প্রেমসেবা**—

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন; স্বজনার্য্যপথাদি-পরিত্যাগপূর্ব্বক, আত্মীয়স্বজনের তাড়নভৎর্সন অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইতেছে বলিয়া যে তাঁহারা মনে মনে দুঃখিত, তাহা নহে। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিতেছেন বলিয়া তাঁহারা বরং আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাঁহারা লোকধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। লোকসমাজে দেখা যায়, কেহ কেহ নিজের সুখানুসন্ধানের আশায় (কোনও অনুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া) বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করে, কোনও কুলটা রমণী পরপুরুষের সঙ্গ-সুখের লালসায় আর্য্যপথাদি ত্যাগ করে; ইহাদের বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদি ত্যাগের মূলে স্বসুখানুসন্ধান আছে বলিয়া তাহাও কাম—প্রেম নহে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন—কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে; তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণসুখ হেতু" ইত্যাদি। সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণের আচরণ প্রেম (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা)-মূলক—কাম (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা)-মূলক নহে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত তাঁহাদের যে লোকধর্ম্মাদির ত্যাগ, তাহাই প্রেমের তটস্থ লক্ষণ।

১৪৬। **ইহাকে**—গোপিকাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারকে; যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজনার্য্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই ভাবকে। **দৃঢ়**—সান্দ্র; ঘনীভূত; যাহার মধ্যে অন্য কোনও বস্তু প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না এবং যাহা কিছুতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই দৃঢ় বলে।

অনুরাগ—রাগের উৎকর্ষাবস্থার নাম অনুরাগ। প্রণয়ের উৎকর্ষ বশতঃ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনা থাকে, এমন অত্যধিক দুঃখও যাহা হইতে সুখরূপে প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৪॥" এই রাগ আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে রাগ নিজেও সর্ব্বদা যেন নূতন নূতন রূপ ধারণ করে এবং রাগযুক্ত ব্যক্তির নিকটে তাঁহার প্রিয়জনের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা আস্বাদিত হইয়া থাকিলেও যেন পূর্ব্বে আর কখনও আস্বাদিত হয় নাই, এরূপ বোধ করায় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ জন্মাইয়া প্রিয়ের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিকে প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন রূপে প্রতিভাত করায়,—তখন সেই রাগকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১০২॥" ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত স্বজনার্য্যপথাদি ত্যাগের তীব্র দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন, স্বজনকৃত তাড়ন-ভৎর্সনের দুঃখও অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই সমস্ত দুঃখ-স্বীকারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করাতে তাঁহারা ঐ সমস্ত দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া মনে করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতির এমনই প্রভাব যে, শ্রীকৃষ্ণসেবার সুযোগ পাওয়াতে তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠা প্রশমিত তো হয়ই নাই, বরং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলেও, সর্ব্বদা তাঁহার রূপগুণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিলেও, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠা দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন পূর্ব্বে কখনও আর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন নাই; প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের তীব্র লালসা দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন পূর্ব্বে আর কখনও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পায়েন নাই। তাঁহাদের এই উৎকণ্ঠা ও লালসা এতই নিবিড় যে, তাহার মধ্যে অন্য কিছু—স্বসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও—প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। শ্রীকৃষ্ণানুরাগের জন্য আত্মীয়স্বজনাদিকৃত তাড়ন-ভৎর্সনাদিও তাঁহাদিগের সেবোৎকণ্ঠাকে তরল করিতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের দৃঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। অনুরাগই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। অনুরাগ হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি।

স্বচ্ছ—নির্ম্মল। যাহাতে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে স্বচ্ছ বলে; যেমন দর্পণ। **ধৌত**—পরিষ্কৃত, শুভ্র। **দাগ**—চিহ্ন। **স্বচ্ছ ধৌত** ইত্যাদি—যেমন বস্ত্রকে (কাপড়কে) যদি এমন ভাবে ধৌত করা হয় যে,

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ ১৪৭

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাতে কোনওরূপ মলিনতার চিহ্নমাত্রও থাকেনা, তাহা নির্ম্মল শুভ্র হইয়া যায়, তাহাতে যেমন শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের দৃঢ় অনুরাগময় প্রেমে কৃষ্ণসুখৈক-বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না, স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও তাহাতে দৃষ্ট হয় না।

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "স্বচ্ছ ধৌত" স্থলে "নির্ম্মল" পাঠ আছে।

১৪৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপীদিগের প্রেম স্বসুখবাসনামূলক কাম নহে; ১৪০-১৪৬ পয়ারে প্রেমের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক এক্ষণে উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—কাম ও প্রেমের অনেক পার্থক্য।

অতএব—স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া; স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বৃত্তি এবং কাম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি; আর তটস্থ-লক্ষণে প্রেম হইল কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় এবং কাম হইল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-তাৎপর্য্যময়; ইহার ফল হইল এই যে, প্রেম হইল দৃঢ় অনুরাগময় অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রীতি-হেতুক পরম দুঃখও প্রেমে পরম সুখ বলিয়া প্রতীত হয় এবং সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি যেন নিত্য-নবায়মান বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু কামে এরূপ হওয়া অসম্ভব; কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বলিয়া পরম দুঃখ কখনও পরম সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; আবার অনুভূত বস্তুও কখনও অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণেই কাম ও প্রেমে বহুত (অনেক) অন্তর (পার্থক্য)।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধকার ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করা হইতেছে। অন্ধতম—গাঢ় অন্ধকার; অন্ধকার (তমঃ) যেরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে অবস্থিত চক্ষুষ্মান্ লোকের অবস্থাও অন্ধের মত হইয়া যায়, অর্থাৎ অন্ধ যেমন নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, যে অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও তদ্রূপ নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, তাহাকে অন্ধতম বলে। নির্ম্মল—মলিনতাশূন্য; সমুজ্জ্বল। ভাস্কর—সূর্য্য। সমুজ্জ্বল সূর্য্য ও গাঢ়তম অন্ধকারের যেরূপ পার্থক্য, প্রেম এবং কামেরও সেইরূপ পার্থক্য। সূর্য্য এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তু। অন্ধকার ও সূর্য্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে—যে স্থানে গাঢ় অন্ধকার, সেই স্থানে যেমন সূর্য্য থাকিতে পারে না, তেমনি যে হৃদয়ে কাম আছে, সেই হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে না। আবার যে স্থানে সমুজ্জ্বল সূর্য্য আছে, সে স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, সূর্য্যের আগমনেই যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে—তদ্রূপ যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, সে হৃদয়ে কাম থাকিতে পারে না—প্রেমের আবির্ভাবেই চিত্ত হইতে কাম দূরে পলায়ন করে। যে স্থানে কাম আছে, সে স্থানে প্রেমের অত্যন্তাভাব; আবার যে স্থানে প্রেম আছে, সে স্থানে কামের অত্যন্তাভাব। তাই গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম আছে বলিয়া কামের অত্যন্তাভাব—গোপী-প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই।

১৪৮। অতএব—কাম ও প্রেমে বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়া; কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধতম ও নির্ম্মল ভাস্করের পার্থক্যের ন্যায় বলিয়া। গোপীগণে ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে স্বসুখবাসনামূলক কাম তো নাই-ই, কামের গন্ধমাত্রও নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, গোপীগণের মধ্যে যদি কামের গন্ধমাত্রও না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করেন কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে। কৃষ্ণ-সুখ লাগি—কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত। কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ—কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বা সঙ্গাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ সর্ব্বাঃ স্বাসাং প্রিয়সুখৈকপরতাং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রিয়স্যাপ্রেক্ষ্যকারিত্বেন স্বব্যামোহমাহুর্যদিতি। তে তব যৎ সুজাতমতিকোমলং চরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ সত্যো দধীমহি। ভীতৌ হেতুঃ কর্কশেষ্বিতি কঠোরেষ্বিত্যর্থঃ। তর্হি কিমিতি ধত্থে তত্রাহুঃ—হে প্রিয়েতি। তেষু স্বচ্চরণে নিহিতে ত্বং প্রীণাসীতি ত্বৎসুখার্থমিত্যর্থঃ। তেন ত্বৎসুখেঽনুভূতেঽপি স্তনানাং কর্কশত্বাবগমাৎ সুকোমলে চরণে পীড়া মাভূদিতি শনৈর্দধীমহীতি, যস্যৈবং সংরক্ষণমস্মাভিঃ ক্রিয়তে তেন চরণাম্বুরুহেণ ত্বমটবীমটসি, তত্রাপি রাত্রৌ তৎ কিং কূর্পাদিভিঃ পাষাণকণকুশাগ্রাদিভির্ন ব্যথতেঽপি তু ব্যথেতৈব। নন্ন যথেচ্ছমহং করোমি বঃ কিং তত্রাহ—তেন নো ধীর্ভ্রমতি ব্যামোহমেতি, কুতো ব্যামোহস্তত্রাহ—ভবদিতি। ভবানেবায়ুর্যাসামিতি ত্বয়ি সুস্থেঽস্মাকং জীবনমিতি॥ বিদ্যাভূষণঃ ২৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। প্রিয় (হে প্রিয়)! তে (তোমার) যৎ (যে) সুজাত-চরণাম্বুরুহং (পরমকোমল চরণকমল) কর্কশেষু (কঠিন) স্তনেষু (স্তনে) ভীতাঃ (ভীতা হইয়া) শনৈঃ (আস্তে আস্তে) [বয়ং] (আমরা) দধীমহি (ধারণ করি), তেন (সেই চরণ-কমলদ্বারা) অটবীং (বন) অটসি (ভ্রমণ করিতেছ); তৎ (তাহাতে, বা সেই চরণ) কূর্পাদিভিঃ (তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাদি দ্বারা) কিংস্বিৎ (কি) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না)? ভবদায়ুষাং (ত্বদ্গতজীবনা) নঃ (আমাদের) ধীঃ (বুদ্ধি, চিত্ত) ভ্রমতি (ঘূর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। হে প্রিয়! তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনমণ্ডলে (আমরা সম্মর্দ্দন-শঙ্কায়) ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণকমলদ্বারা (এই রজনীতে) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি? (অবশ্যই ব্যথিত হইতেছে, এই ভাবিয়া) আমাদের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; কারণ, তুমিই আমাদের জীবন; (সুতরাং অতঃপর বনভ্রমণে বিরত হইয়া আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও)। ২৬।

শারদীয় মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার অন্বেষণার্থ ব্রজসুন্দরীগণ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে, বনে অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তখন—ঐরূপ বনে ভ্রমণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদনা আশঙ্কা করিয়া প্রেমভরে আর্ত্তা হইয়া তাঁহারা রোদন করিতে করিতে উক্ত শ্লোকানুরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

সুজাত-চরণাম্বুরুহং—সুজাত অর্থ পরম-কোমল। অম্বুরুহ অর্থ—কমল। চরণাম্বুরুহ—চরণরূপ কমল। কমল স্বভাবতঃই অত্যন্ত কোমল; কমলের সঙ্গে চরণের উপমা দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব সূচিত হইতেছে; তথাপি আবার সুজাত-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল হইতেও পরম কোমল। তাই ব্রজ-তরুণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিজেদের স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতেও ভয় পায়েন; কারণ, তাঁহাদের স্তনমণ্ডল **কর্কশ**—কঠিন; তাহার সহিত সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে আঘাত লাগিতে পারে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইতে পারে—তাই তাঁহাদের ভয়। প্রশ্ন হইতে পারে, কঠিন স্তনমণ্ডলের সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই যদি থাকে, তাহা হইলে ব্রজসুন্দরীগণ ঐ চরণ বক্ষে ধারণ করেনই বা কেন? শ্লোকস্থ প্রিয়-শব্দেই তাহার উত্তর নিহিত আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়; তিনি যাহাতে সুখী হয়েন, তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য; তাঁহাদের কঠিন স্তনে চরণ স্থাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন; তাই তাঁহারা তাহা না করিয়া পারেন না—কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্তনমণ্ডলে চরণস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতেছে—ইহা সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও স্তনের কঠিনত্ব

আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং চরণের কোমলত্ব অনুভব করিয়া ব্যথার আশঙ্কায় তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়েন; তাই **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে তাঁহারা স্তনমণ্ডলে চরণ স্থাপন করেন—সুকোমল চরণযুগলকে কঠিন স্তনমণ্ডলের সংশ্রবে আনিয়া চরণে ব্যথা দিতে যেন তাঁহাদের মন সরিতেছে না। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের সুখের সম্ভাবনায় স্তনমণ্ডলে চরণ-স্থাপনের নিমিত্ত বলবতী ইচ্ছা, অপর দিকে চরণ-পীড়ার আশঙ্কায় চরণ-স্থাপনে বলবতী অনিচ্ছা; বলবতী ইচ্ছা যেন চরণকে টানিয়া স্তনের দিকে লইয়া যায়, আর অনিচ্ছা যেন তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহে—ইচ্ছা ও অনিচ্ছার এই দ্বন্দ্ব বশতঃই যেন চরণকমলকে তাঁহারা ধীরে ধীরে স্তনমণ্ডলে স্থাপন করিতেছেন।

এরূপ সুকোমল চরণে শ্রীকৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করিতেছেন—যে বনে সর্ব্বত্র কণ্টক, কণ্টকতুল্য তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম প্রস্তরকণা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা—যাহারা সর্ব্বদা বনভ্রমণে অভ্যস্ত, তাহাদের চরণেও বিদ্ধ হইয়া অসহ যন্ত্রণার সঞ্চার করিয়া থাকে। তরুণীগণের স্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মসৃণ, তাহাতে কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোন বস্তু নাই, যাহা চরণে বিদ্ধ হইতে পারে; তথাপি ব্রজসুন্দরীগণ স্তনমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন—কঠিন স্তনের সংঘর্ষে কোমলচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সেই ব্রজসুন্দরীগণই যখন ভাবিলেন—তাদৃশ সুকোমল চরণে শ্রীকৃষ্ণ কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডময় বনদেশে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের আশঙ্কায় তাঁহাদের মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন; তখন তাঁহাদের **ধীর্ভ্রমতি**—চিত্ত অনবস্থিত, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণের চরণে কূর্পাদির আঘাতজনিত তীব্রবেদনা যেন তাঁহাদের প্রাণেই, তাঁহাদের মর্ম্মস্থলেই তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন; সেই তীব্র বেদনায় তাঁহারা যেন প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন—যে হেতু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের আয়ুঃ—জীবন, প্রাণ (ইহাই ভবদায়ুষাং নঃ বাক্যের তাৎপর্য্য)।

উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদের কঠিন স্তনমণ্ডলে তাঁহার চরণ ধারণ করিতেও ভীত হইতেন; ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্রজসুন্দরীগণ তরুণী, শ্রীকৃষ্ণও তরুণ নাগর; তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও অত্যধিক; এমতাবস্থায় যদি ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে কাম বা স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্তনমণ্ডলে চরণ ধারণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত হইতেন না; নিজেদের স্তনমণ্ডলে প্রেষ্ঠ নাগরের চরণ-সম্মর্দ্দনজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যাইতেন; কারণ, কান্তদ্বারা বক্ষোরুহ-সম্মর্দ্দন কামুকা-তরুণীগণের একান্ত অভীপ্সিত, কান্ত-সঙ্গ-ভোগের ইহাই একতম প্রকৃষ্ট উপায়; কোনও কামুকা তরুণীই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং এই কার্য্যে কান্তের দুঃখ অনুভব করিয়া ব্যথিত হয় না। কঠিন স্তনের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণে ব্যথার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু—তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা নহে, পরন্তু কৃষ্ণ-সুখ-বাসনা; কৃষ্ণ তাহা ইচ্ছা করেন, কৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন, তাই। এজন্য বলা হইয়াছে "কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ।"

১৪৯। লোক সাধারণতঃ নিজের সুখ-দুঃখের বিচার করিয়াই কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয়, বা কোনও কাজ হইতে নিবৃত্ত হয়; গোপিকাদের অবস্থা কিন্তু তদ্রূপ নহে; নিজেদের সুখ-দুঃখের ভাবনা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় না; তাঁহারা যাহা কিছু করেন বা যাহা কিছু ভাবেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত; তাই তাঁহারা অনায়াসে বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

আত্ম-সুখ-দুঃখ—নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখ। কিসে আমার সুখ হইবে, কিসে আমার দুঃখ দূরে যাইবে ইত্যাদি বিষয়ে গোপীদিগের **নাহিক বিচার**—কোনও ভাবনাই মনে স্থান পায় না। **চেষ্টা**—শারীরিক-

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২১)—
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাস্বয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থে উজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ, স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষমদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতমন্তর্দ্ধানেন স্থিতম্। তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ। হে প্রিয়াঃ! মা মামসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ২৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কার্য্য; হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত কার্য্য। **মনোব্যবহার**—মানসিক কার্য্য; চিন্তাভাবনা-অভিলাষাদি।

১৫০। **কৃষ্ণ-লাগি**—কৃষ্ণের নিমিত্ত, সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত। **আর সব**—অন্য সমস্ত; যাহা কৃষ্ণের সুখের অনুকূল নহে এরূপ সমস্ত; বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি। **শুদ্ধ অনুরাগ**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য অনুরাগ (প্রীতি)।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অবলাঃ (হে অবলাগণ)! এবং (এই প্রকারে) মদর্থোজ্ঝিত-লোক-বেদ-স্বানাং (আমার নিমিত্ত লোক, বেদ এবং আত্মীয়-স্বজনাদি যাহারা ত্যাগ করিয়াছে, এমন যে) বঃ (তোমাদের) ময়ি (আমাতে) অনুবৃত্তয়ে হি (পুনরুৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই) পরোক্ষং (পরোক্ষভাবে) ভজতা (তোমাদের প্রেমালাপ-শ্রবণ-পরায়ণ) ময়া তিরোহিতং (আমি অন্তর্দ্ধানে ছিলাম); তৎ (সেহেতু) প্রিয়াঃ (হে প্রিয়াগণ)! প্রিয়ং (তোমাদের প্রিয়) মা (আমাকে) অসূয়িতুং (দোষারোপ করিতে) মার্হথ (তোমাদের উচিত হয় না)।

অনুবাদ। হে অবলাগণ! তোমরা এইরূপে আমার নিমিত্ত (যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষা না করিয়া) লোক-ব্যবহার, (ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীক্ষা না করিয়া) বেদ এবং (স্নেহ ত্যাগে) আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ; আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুবৃত্তির (পুনরুৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির) নিমিত্তই তিরোহিত হইয়াছিলাম; তিরোহিত হইয়াও অদৃশ্য থাকিয়া আমি (তোমাদের প্রেমালাপাদি শ্রবণ করিতে করিতে) তোমাদের ভজনা করিতেছিলাম; হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদের প্রিয়; সুতরাং তজ্জন্য আমার প্রতি অসূয়াপ্রকাশ (দোষারোপ) করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। ২৭।

এবং—এইরূপে; রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণমাত্র গৃহকর্ম্মরতা গোপীগণ যেরূপে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপে; কেহ দোহন করিতেছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন; কেহ শ্বাশুড়ী-আদির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন; ইত্যাদি রূপে, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি সেই অবস্থা হইতেই কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসন্নিধানে ধাবিত হইলেন। **মদর্থোজ্ঝিতলোক-বেদ-স্বানাং**—মদর্থ (আমার—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত) উজ্ঝিত (পরিত্যক্ত) হইয়াছে লোক, বেদ এবং স্ব (আত্মীয়-স্বজন-ধনাদি) যাঁহাদিগকর্তৃক, তাঁহাদের। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্যে গোপীগণ ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া **(লোক)**—লোকধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া **(বেদ)**—বেদধর্ম্ম এবং আত্মীয়-স্বজনের স্নেহাদির বিষয় চিন্তা না করিয়া **(স্ব)**—আত্মীয়-স্বজনাদিকেও ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অনুরাগবতী, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে—।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৫১

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্ু কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতে অন্তর্হিত হইলেন ; তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাঁহাকে পুনরায় পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। এই অনুযোগের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথা উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অবলাগণ! লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করা বলবান্ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে ; তোমরা অবলা হইয়াও তাহা করিয়াছ—কেবল মাত্র আমার নিমিত্ত। তথাপি আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছি ; সুতরাং আমার যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা ঠিকই ; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। কি জন্য আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছি, তাহাও বলি শুন। তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যাই নাই—তোমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিও না। অনেকক্ষণ তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি ; তাহাতে তোমরাও নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছ ; কৃতার্থতাজ্ঞানে উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা—তাই, নির্ধন ব্যক্তি ধন পাইয়া তাহা হারাইলে সেই ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার উৎকণ্ঠা যেরূপ পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমাদেরও সেইরূপ উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির নিমিত্ত (**অনুবৃত্তয়ে**) আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অন্তর্হিত হইয়াও কিন্তু আমি দূরে যাই নাই, তোমাদের নিকটে নিকটেই ছিলাম, অবশ্য তোমরা আমাকে দেখিতে পাও নাই। আবার অন্তর্হিত থাকিয়াও আমি তোমাদিগেরই ভজনা করিতেছিলাম—আমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমরা যে সমস্ত প্রীতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি শুনিতেছিলাম, শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছিলাম এবং তোমাদের প্রেমালাপ অনুমোদন করিতেছিলাম। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের সঙ্গত হয় হয় না (মাসূয়িতুং মার্হথ) ; বিশেষতঃ আমি তোমাদের প্রিয়, তোমরা আমার প্রিয়া ; প্রিয়া প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করিয়াই থাকে।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। গোপীগণের প্রেমে যে কামগন্ধ নাই, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারাও তাহা প্রমাণ করিতেছেন দুই পয়ারে।

অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফল দিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন (কৃতার্থ) করিবেন। কিন্তু গোপীদিগের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি গোপীদিগকে তাঁহাদের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন নাই ; কারণ, গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোন বাসনা না থাকায়, বাসনানুরূপ ফল প্রদানের সম্ভাবনাই থাকে না ; বাসনানুরূপ ফল প্রদান করিতে না পারিলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

পূর্ব্ব হৈতে—অনাদিকাল হইতে। **যে যৈছে ভজে**—যিনি যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবেন। **কৃষ্ণ তারে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই প্রকারে ভজন করেন ; অর্থাৎ ভজনকারীর বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। ভজনকারীর বাসনানুরূপ ফল-দানই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তের ভজন।

শ্রীকৃষ্ণের যে এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা আছে, গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। যে (যাহারা), মাং (আমাকে), যথা (যে প্রকারে), প্রপদ্যন্তে (ভজন করে),

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৫২

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুগৃহ্লামি, ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈ রিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ স্বামী ॥ ২৮ ॥

আস্তামিদং পরমার্থন্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বো বিবুধানামায়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্লোমি। কথম্ভূতানাং যা ভবত্যো দুর্জ্জরা অজরা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথৈব (সেই প্রকারেই—তাহাদের বাসনানুরূপ ফল দান করিয়াই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। পার্থ (হে পার্থ, অর্জ্জুন)! মনুষ্যাঃ (মানুষ সকল) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেই—ইন্দ্রাদি দেবতার ভজন করিয়াও) মম (আমার) এব (ই) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। যাহারা যে ভাবে (যে ফল কামনা করিয়া) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে **সেইভাবে** (তাহাদের **বাসনানুরূপ** ফল দান করিয়া) ভজন করি (অনুগ্রহ করি)। হে পার্থ! মনুষ্যসকল **সর্ব্বপ্রকারে** (ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের উপাসনা করিয়াও) আমারই পথের (ভজনমার্গের) অনুসরণ করে। ২৮।

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—যে যেই বাসনা করিয়া আমার ভজন করে, আমিও তাহার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে আমার ভজন না করিয়া কোনও ফল-কামনায় ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের ভজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে? তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ নাই; যাহারা কোনও ফলসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের উপাসনা করে, ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আমিই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! কেহ ইন্দ্রের উপাসনা করে, কেহ ব্রহ্মার উপাসনা করে, কেহ শিবের উপাসনা করে, কেহ নারায়ণের উপাসনা করে, কেহ পরমাত্মার উপাসনা করে, কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে; এই প্রকারে লোকের রুচি-অনুসারে অসংখ্য ভজন-মার্গ প্রচলিত আছে; কিন্তু এই সমস্ত ভজন-মার্গই আমারই ভজনমার্গ; কারণ, ইন্দ্রাদিরূপে আমিই উপাসকদের অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া থাকি—আমিই সকলের মূল। সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরোক্ষভাবে সকলে আমারই ভজন করিয়া থাকে, আমিই সকলের অভীষ্ট দান করি।

১৫২। সে প্রতিজ্ঞা—বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া সমস্ত ভজনকারীকে কৃতার্থ করার প্রতিজ্ঞা। **ভঙ্গ হৈল**—বৃথা বা মিথ্যা হইল; পালন করিতে অসমর্থ হইলেন (শ্রীকৃষ্ণ)। **গোপীর ভজনে**—গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোনও বাসনা নাই বলিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন না; গোপীদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ; তাহা পূর্ণ করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই কিছু পাওয়া হইল, গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না; কাজেই তিনি গোপীদিগের ভজন করিতে অসমর্থ হয়েন। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গবাসনা যে কামগন্ধহীন, তাহাই প্রমাণিত হইল।

তাহাতে—গোপীর ভজনে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সেই বিষয়ে। **কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গোপীদিগের সেবার অনুরূপ সেবা করিতে তিনি অসমর্থ; পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। নিরবদ্যসংযুজাং (অনিন্দ্য-সংযোগবতী) বঃ (তোমাদিগের) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয় সাধুকৃত্য—প্রত্যুপকার) অহং (আমি) বিবুধায়ুষাপি (সুচিরকালেও) ন পারয়ে (সাধন করিতে সমর্থ হইব না)—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্ত্বা মা মাম্ অভজংস্তাসাম্। মচ্চিত্তস্ত বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈকনিষ্ঠম্। তস্মাদ্বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ২৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঃ (যে তোমরা) দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুশ্ছেদ্য-গৃহশৃঙ্খল-সমূহকে) সংবৃশ্চ্য (সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া) মা (আমাকে) অভজন্ (ভজন করিয়াছ)। বঃ (তোমাদের) সাধুনা (সাধুকৃত্যদ্বারাই) তৎ (তোমাদের সাধুকৃত্য) প্রতিযাতু (প্রতিকৃত হউক)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিলেন—হে গোপীগণ! দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। অনিন্দ্য-ভজনপরায়ণা তোমাদিগের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার—দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হউক। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য—অনিন্দনীয়; কারণ, তাহাতে ইহকালের বা পরকালের নিমিত্ত কোনওরূপ স্বসুখ-বাসনা নাই, তাহাতে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম প্রভৃতির কোনও অপেক্ষা নাই; সুতরাং ইহা নিরুপাধিক; এই সংযোগ সাধারণ-দৃষ্টিতে কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহা নির্ম্মল প্রেমবিশেষময়; এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য—আমার প্রীতিবিধান; এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত কুলবধূ হইয়াও তোমরা—কুলবধূগণের পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব, সেই গৃহসম্বন্ধি ঐহিক ও পারলৌকিক লোকমর্য্যাদা-ধর্ম্মমর্য্যাদাদি নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমার সেবা করিয়াছ। প্রেয়সীগণ! এইরূপে তোমরা আমার প্রতি যে সৌশীল্য ও সাধুত্ব দেখাইয়াছ, দেবতার ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুঃ পাইলেও তোমাদের প্রতি তদনুরূপ প্রতিকৃত্য করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব হইবে; কারণ, তোমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আমার সুখের নিমিত্ত আমাতে আত্ম-নিবেদন করিয়াছ; আমার পক্ষে কিন্তু পিতামাতা ভ্রাতাদিগকে ত্যাগ করা অসম্ভব—আবার তোমাদের মধ্যেও অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল একজনের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব—সুতরাং তোমাদের ন্যায় একনিষ্ঠ হওয়া আমার ক্ষমতার অতীত; তাই বলিতেছি প্রেয়সীগণ! তোমাদের সাধুকৃত্য-দ্বারাই তোমাদের সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক, আমাদ্বারা তদনুরূপ প্রত্যুপকার অসম্ভব—আমি তোমাদের নিকট ঋণীই রহিলাম।

যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদনুরূপ ভাবে ভজন করেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা; কিন্তু তিনি যে গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ, সুতরাং গোপীদিগের নিকট তিনি যে চিরঋণী, গোপীর ভজনেই যে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইল—একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই "ন পারয়েঽহং"-শ্লোকে স্বীকার করিলেন।

১৫৩। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি গোপীদিগের কোনও অনুসন্ধান নাই; কিন্তু তাঁহাদের নিজের দেহের প্রতি তো প্রীতি দেখা যায়—তাঁহারা যত্নের সহিত স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে গোপীদের স্বসুখবাসনার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গোপীগণ যে স্বস্বদেহে প্রীতি দেখান, তাহা কেবল কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের চিত্তের প্রসন্নতার নিমিত্ত নহে। ১৪৯ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়।

'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন॥ ১৫৪
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।'
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন-ভূষণ॥ ১৫৫

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪০)
আদিপুরাণবচনম্—
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥ ৩০

আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৪-৫৫। **স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণে কিরূপে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহা বলিতেছেন।** প্রত্যেক **ব্রজসুন্দরীই** মনে করেন—"আমার এই দেহ আমি সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি; এই দেহে এখন আর আমার কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি; এই দেহ দর্শন করিয়া, এই দেহ স্পর্শ করিয়া, এই দেহকে সম্ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন; এই দেহকে যদি মার্জ্জিত ও ভূষিত করি, তাহা হইলে দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, সম্ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ পাইবেন।" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখবুদ্ধির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়াই গোপীগণ **স্বস্বদেহের** মার্জ্জন-ভূষণ করিয়া থাকেন, নিজেদের তৃপ্তির নিমিত্ত নহে; সুতরাং **স্বস্বদেহের** মার্জ্জন-ভূষণেও তাঁহাদের কামগন্ধ নাই।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই পয়ারদ্বয়ের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ)! যাঃ (যে সমস্ত) গোপ্যঃ (গোপীগণ) নিজাঙ্গং (**স্বস্বদেহকে**) অপি (ও) মম (আমার—শ্রীকৃষ্ণের) ইতি (এইরূপ জ্ঞান করিয়া) সমুপাসতে (যত্ন করেন), তাভ্যঃ (তাঁহাদিগ হইতে) পরং (ভিন্ন) মম (আমার) নিগূঢ়-প্রেম-ভাজনং (নিগূঢ়-প্রেমের পাত্র) ন (নাই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—হে অর্জ্জুন! যে গোপীগণ **স্বস্ব** দেহকেও আমার (আমাতে সমর্পিত আমার সুখসাধন) বস্তু জ্ঞানে (মার্জ্জন-ভূষণাদি দ্বারা) যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই। ৩০।

এই শ্লোকের **মর্ম্ম** এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ **স্বজন**-আর্য্যপথাদি সমস্ত তো ত্যাগ করিয়াছেনই, তাঁহাদের দেহ পর্য্যন্তও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে **সমর্পণ** করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহাদের নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণের **সুখসাধন** বস্তু জ্ঞানেই তাঁহারা **স্ব স্ব** দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন।

১৫৬। ১৪০—১৫৫ পয়ারে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া গোপীপ্রেমের **কামগন্ধহীনত্ব** দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুখের বাসনা না থাকিলে কাহারও সুখ জন্মে না—ইহাই সাধারণ প্রতীতি; গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তাহাতে তাঁহারা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের যে **স্বসুখবাসনা** নাই—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখের বাসনাও যে নাই, তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সত্য; কিন্তু এই আনন্দ গোপীদিগের স্বসুখবাসনার ফল নহে, ইহা গোপীপ্রেমের **স্বভাব**। প্রেমের **ধর্ম্মই** এই যে, সুখলাভের বাসনা না থাকিলেও, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলে আপনা-আপনিই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে; ইহা কোনওরূপ বাসনার অপেক্ষা রাখেনা—ইহা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির বা শ্রীকৃষ্ণসেবার **বস্তুগত ধর্ম্ম**; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না। ভিজিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জলে নামিলে কাপড় ভিজিবেই, ইহা জলের **বস্তুগত ধর্ম্ম**। হাত পোড়াইবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই—ইহা আগুনের বস্তুগত **ধর্ম্ম**। তদ্রূপ সুখবাসনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সুখ দান করিয়া থাকে—ইহা প্রেমের বা সেবার **ধর্ম্ম**; গোপীদিগের ভাগ্যে এই সুখ-ভোগ হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধ আরোপ করা যায় না; কারণ এই সুখের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই, ইহা **স্বতঃ-আগত, ইহা** প্রেমের **ধর্ম্ম,**—স্বসুখ-বাসনার চরিতার্থতা নহে।

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥১৫৭
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৫৮
তাঁসভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥১৫৯
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান—
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অদ্ভুত—আশ্চর্য্য। **গোপী-ভাবের স্বভাব**—গোপীপ্রেমের ধর্ম্ম। সুখবাসনা না থাকিলেও প্রেম স্বীয় ধর্ম্মবশতঃ অনির্ব্বচনীয় সুখ দান করিয়া থাকে, ইহাই গোপী-ভাবের অদ্ভুত স্বভাব। **যাহার প্রভাব**—যে গোপীপ্রেমের শক্তি বা মহিমা। **বুদ্ধির গোচর নহে**—বুদ্ধি দ্বারা যাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না; বুদ্ধিমূলক বিচার দ্বারা যাহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্থির করা যায় না; অচিন্ত্য। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; কিন্তু কেন পোড়ে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা যায় না।

১৫৭। গোপীপ্রেম-স্বভাবের বুদ্ধির অগোচরত্ব কি তাহা বলিতেছেন। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন দর্শন-জনিত সুখের নিমিত্ত তাঁহাদের কোনওরূপ বাসনা না থাকা সত্ত্বেও কোটিগুণ সুখ জন্মিয়া থাকে—ইহাই গোপীভাবের অদ্ভুতত্ব। ইহা প্রেমের স্বভাব, প্রেমের বস্তুগত ধর্ম্ম; কিন্তু প্রেমের এরূপ স্বভাবের হেতু কি, সুখবাসনা না থাকিলেও কেন কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা বুদ্ধির অগোচর।

কোটিগুণ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদের চিত্তে কোটিগুণ সুখ জন্মে; কাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৫৮। গোপীগণকে দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে গোপীদের তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ জন্মে।

১৫৯। **তাঁসভার**—গোপীদিগের। **নিজ-সুখ-অনুরোধ**—নিজের সুখের অনুসন্ধান বা লালসা। নিজের সুখের নিমিত্ত কোনও গোপীরই লালসা নাই; তথাপি তাঁহার অত্যধিক সুখ জন্মে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই সমস্যার সমাধান কি? **বিরোধ**—১৫৭ পয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-বিষয়ে গোপীদের সুখবাঞ্ছা নাই। ১৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপিকারা কোটিগুণ সুখ আস্বাদন করেন। সুখের বাঞ্ছা না থাকিলেও প্রেমের ধর্ম্মবশতঃ সুখ হয়তো আসিতে পারে; কিন্তু তাহা আস্বাদনের ইচ্ছা না থাকিলে আস্বাদন কিরূপে সম্ভব হয়? আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেহ হয়তো আমার সাক্ষাতে মিশ্রী আনিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু আমার ইচ্ছা না থাকিলে তাহার আস্বাদন আমাদ্বারা কিরূপে হইতে পারে? আস্বাদন করাতেই বুঝা যায় আস্বাদনের ইচ্ছা ছিল; অথচ বলা হইতেছে—সুখবাঞ্ছা, আস্বাদন-বাসনা ছিল না। এই দুইটী উক্তি পরস্পর-বিরোধী; ইহাই বিরোধ।

১৬০। উক্ত বিরোধের একমাত্র সমাধান এই যে—গোপীদিগের সুখ কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদের সুখের স্বতন্ত্র কোনও পরিণতি নাই, উহাও কৃষ্ণসুখেই পরিণতি লাভ করে।

কৃষ্ণকে সুখী দেখিলে কৃষ্ণপ্রেমের ধর্ম্মবশতঃ গোপীদের চিত্তে সুখের উদয় হয়; আবার গোপীদিগকে সুখ-প্রফুল্ল দেখিলে কৃষ্ণেরও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। সুখের আস্বাদন ব্যতীত সুখ-প্রফুল্লতা জন্মিতে পারে না, আবার ইচ্ছা না থাকিলেও সুখের আস্বাদন সম্ভব নহে; তাই কৃষ্ণ-সুখের পুষ্টির উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই গোপীদের চিত্তে—সম্ভবতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই—কৃষ্ণসুখদর্শনজাত আনন্দ আস্বাদনের স্পৃহা জাগাইয়া দেয় এবং তাঁহাদের দ্বারা ঐ আনন্দ আস্বাদন করায়—যাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রফুল্লতার একটা উজ্জ্বল তরঙ্গ খেলা করিতে থাকে, যে তরঙ্গ দেখিয়া কৃষ্ণের সুখও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, গোপীদের চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় কৃষ্ণের সুখদর্শনে—নিজেদের সুখবাসনা হইতে নহে; আবার লীলাশক্তি তাঁহাদের চিত্তে সেই সুখ আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মায়—কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের পুষ্টির নিমিত্ত, গোপীদের সুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত নহে; গোপীগণ কর্তৃক সেই সুখাস্বাদনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে—যার নাহিক সমতা॥ ১৬১
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥ ১৬২
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥১৬৩
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥ ১৬৪
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ ১৬৫
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং গোপীদের সুখও কৃষ্ণের সুখেই পরিণতি লাভ করে। গোপীদের পক্ষে কৃষ্ণদর্শনজনিত সুখ আস্বাদনের প্রবর্ত্তক হইল কৃষ্ণসুখপুষ্টির বাসনা,—স্বসুখপুষ্টির বাসনা নহে; সুতরাং সুখবাঞ্ছার অভাবেও সুখাস্বাদনে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না—আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা বিরোধ বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে।

গোপীকার সুখ—গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত সুখের আস্বাদন। **কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান**—কৃষ্ণের সুখে পর্য্যবসিত হয় বা পরিণতি লাভ করে, যেহেতু গোপীদিগের সুখ দেখিলে কৃষ্ণের সুখ বর্দ্ধিত হয়।

১৬১। গোপীদিগের সুখ কিরূপে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন ছয় পয়ারে।

গোপিকা-দর্শনে—গোপীদিগকে দর্শন করিলে। প্রেমবতী গোপীদিগকে দর্শন করিলে আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রফুল্ল বা উল্লসিত হইয়া উঠে; এই উল্লাসের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আরও যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। **প্রফুল্লতা**—উল্লাস। **সে মাধুর্য্য**—কৃষ্ণের মাধুর্য্য। **যার নাহিক সমতা**—শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যের সমান মাধুর্য্য অন্য কোনও স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না; অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য।

১৬২। শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রফুল্লতা দেখিয়া গোপীদের কি অবস্থা হয়, তাহা বলিতেছেন। গোপীগণ মনে করেন—"আমাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এত সুখী হইলেন, এত আনন্দ পাইলেন! আমরা কৃতার্থ হইলাম।" এই কৃতার্থতার বোধে তাঁহাদের চিত্তে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে; তাহাতেই তাঁহাদের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

অঙ্গ-মুখ—অঙ্গ এবং মুখ; মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ।

১৬৩। গোপীদিগের শোভা দেখিয়া কৃষ্ণের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়; আবার শ্রীকৃষ্ণের এই প্রফুল্লতা ও বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া গোপীদিগের প্রফুল্লতা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়; তাহা দেখিয়া আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্লতা এবং মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপে গোপীর সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে গোপীর সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

১৬৪। এইরূপে পরস্পরের শোভাদর্শনে গোপীর শোভা এবং কৃষ্ণের শোভা যেন জেদাজেদি করিয়াই বাড়িতে থাকে, কেহই যেন কাহাকেও হারাইতে পারে না।

হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি; জেদাজেদি করিয়া অগ্রসর বা বর্দ্ধিত হওয়ার চেষ্টা। **মুখ নাহি মুড়ি**—মুখ ফিরায় না; পশ্চাৎপদ হয় না; পরাজয় স্বীকার করে না।

১৬৫-৬৬। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে শ্রীকৃষ্ণ-শোভাদর্শনে গোপীদের সুখের কথা বলা হইল, সেই সুখটী তো গোপীদের আত্মসুখের জন্য আস্বাদিত হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া যে সুখ জন্মে, সেই সুখের লোভেই তো গোপীরা শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তাহাই যদি হয়, তবে তো গোপীভাবে স্বসুখবাসনামূলক কাম-দোষই থাকিয়া গেল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গোপীদিগের রূপ-গুণ আস্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সুখ; শ্রীকৃষ্ণের এই সুখ দেখিয়া কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ (স্বসুখবাসনাবশতঃ নহে)—গোপীদের চিত্তে যে সুখ জন্মে, সেই সুখও শ্রীকৃষ্ণের সুখকেই বর্দ্ধিত করে (কারণ, সুখে গোপীদের প্রফুল্লতা ও শোভা বর্দ্ধিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং

কেশবাষ্টকে (৮)

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্। ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তীব্রানুরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিস্তু সাক্ষাৎকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি। উপেত্যেতি। সুন্দরীততি-ভির্যুবতীশ্রেণীভির্হর্ম্ম্যাবলীমুপেত্যারুহ্য পথি মার্গ এব নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্যর্চ্চিতং পূজিতং আভিরিতি কবেস্তৎসাক্ষাৎকারো ব্যজ্যতে তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ স্মিতেতি। মন্দহাসবদ্ভিরিত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি। তাসাং স্তনং বিচিত্রকঞ্চুকীভূষিতত্বাৎ স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্তনস্তবকাস্তেষু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞ্চরী-কয়োর্ভৃঙ্গয়োরিবাঞ্চলঃ প্রান্তভাগো যস্য সঃ। লুপ্তোপমেয়ং ন চ রূপকম্। নয়নাঞ্চলসঞ্চারস্য তদ্বাধকত্বাৎ॥ বিদ্যাভূষণঃ॥ ৩১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন); সুতরাং গোপীদের এই সুখ কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্তই, স্ব-সুখবাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে ; তাই গোপীভাবে কাম-দোষ থাকিতে পারে না। ১৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোপী-রূপ-গুণে—গোপীদিগের রূপ ও গুণ আস্বাদন করিয়া। **তাঁর সুখে**—কৃষ্ণের সুখে। **সেই সুখে**—গোপীদের সুখে। **কৃষ্ণ-সুখ পোষে**—কৃষ্ণসুখের পুষ্টি করে ; কৃষ্ণের সুখের বৃদ্ধির হেতুই হয়, নিজেদের সুখবৃদ্ধির হেতু নয়। **এই হেতু**—স্বসুখবৃদ্ধির হেতু না হইয়া কৃষ্ণসুখ-পুষ্টির হেতু হয় বলিয়া। **কাম-দোষ**—স্বসুখ-বাসনা-মূলক দোষ।

গোপীদিগের দর্শনে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় এবং তদ্দর্শনে গোপীদিগের সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। আভিঃ (এই সকল) সুন্দরীততিভিঃ (সুন্দরী-যুবতী-শ্রেণীকর্তৃক) [হর্ম্ম্যাবলিম্] (অট্টালিকা সমূহে) উপেত্য (আরোহণ করিয়া) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাস্য এবং রোমাঙ্কুর যুক্ত) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নৃত্যশীল কটাক্ষভঙ্গীশত দ্বারা) পথি (পথিমধ্যে) অভ্যর্চ্চিতং (পূজিত), স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং (গোপী-দিগের স্তনরূপ কুসুমস্তবকে যাঁহার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয়ের প্রান্তভাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাদৃশ) বিপিনদেশতঃ (বনপ্রদেশ হইতে) ব্রজে (ব্রজে) বিজয়িনং (আগমনকারী) কেশবং (কেশবকে) ভজে (আমি ভজন করি)।

অনুবাদ। বনপ্রদেশ হইতে (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজে আগমন-কালে, হর্ম্ম্যাবলী আরোহণ পূর্ব্বক এই সুন্দরীব্রজযুবতী-শ্রেণী মন্দ হাস্য ও রোমাঙ্কুরযুক্ত শত শত নর্ত্তনশীল কটাক্ষভঙ্গী দ্বারা পথিমধ্যেই যাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং যাঁহার নয়নরূপ ভৃঙ্গদ্বয় সেই ব্রজসুন্দরীগণের স্তনরূপ পুষ্পস্তবকে বিচরণ করিতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি। ৩১।

এই শ্লোকটী শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত ; তিনি লীলাবেশে সাক্ষাৎ যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। গোচারণান্তে শ্রীকৃষ্ণ গাভীগণকে লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন ; অনেকক্ষণ অদর্শনের পরে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ অট্টালিকাদি আরোহণ করিয়াছেন। (শ্রীরূপ-গোস্বামীও আবেশে সেই স্থানে আছেন, তাই গোপীগণকে যেন সাক্ষাতে দর্শন করিয়াই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বকই বলিলেন, **আভিঃ সুন্দরী ততিভিঃ**—এই সমস্ত সুন্দরীগণ কর্তৃক)। অট্টালিকার উপর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল (প্রেমের স্বভাববশতঃ) ; তাই তাঁহাদের মুখে মন্দ হাস্য, গাত্রে রোমাঞ্চ দেখা দিল, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত শত সপ্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন—ভ্রমর যেমন মধুলোভে কুসুমের গুচ্ছে গুচ্ছে ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ও তদ্রূপ গোপীদিগের রূপ-মাধুর্য্যের লোভে তাঁহাদের একজনের স্তনযুগল হইতে অপর জনের স্তনযুগলে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৬৭
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥১৬৮
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহাঁ নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লাগিল (**স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চল**—স্তনরূপ স্তবকে সঞ্চরণ করে যাঁহার নয়নরূপ চঞ্চরীক বা ভ্রমরের অঞ্চল বা প্রান্ত ভাগ)।

গোপীদিগের সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল।

১৬৭। গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন, তাহা অন্য রকমে দেখাইতেছেন। পরবর্ত্তী ১৬৯ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

আর এক—গোপী-প্রেমের একটী ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে ১৫৭ পয়ারে, আর একটী ধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে পরবর্ত্তী ১৬৯ পয়ারে।

স্বাভাবিক চিহ্ন—স্বাভাবিক বা স্বরূপগত লক্ষণ। **যে প্রকারে**—যে স্বাভাবিক লক্ষণের ফলে। **প্রেম**—গোপীপ্রেম।

১৬৮। গোপীদিগের প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধন করে, মাধুর্য্যকে বর্দ্ধিত করে। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও গোপীদিগের প্রেমকে বর্দ্ধিত করে।

এই পয়ারের অন্বয়ঃ—গোপীপ্রেম কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি (সাধন) করে; (আবার শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য (গোপী-প্রেমে) মহাতুষ্ট হইয়া (গোপীদের) প্রেমকে বাঢ়ায় (বর্দ্ধিত করে)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যদর্শনে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও সম্বর্দ্ধিত হয়, ইহাই গোপীপ্রেমের স্বভাব।

হঞা মহাতুষ্টি—গোপীপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়ায়, মাধুর্য্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া (প্রেমকে বর্দ্ধিত করে)।

১৬৯। গোপী-প্রেমের যে স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ গোপী-প্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

যাহার প্রতি প্রীতি করা হয়, তাহাকে বলে প্রীতির **বিষয়**; আর যে ব্যক্তি প্রীতি করে, তাহাকে বলে প্রীতির **আশ্রয়**। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ হইলেন প্রীতির আশ্রয়। মাতা পুত্রকে স্নেহ করেন; পুত্র হইল স্নেহের বিষয়, আর মাতা হইলেন স্নেহের আশ্রয়।

প্রীতি-বিষয়ানন্দে—প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহার আনন্দে; যাঁহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই। **তদাশ্রয়ানন্দ**—তাহার (প্রীতির) আশ্রয়ের আনন্দ; যিনি প্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ।

প্রীতি-বিষয়ানন্দে ইত্যাদি—যাঁহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই, যিনি প্রীতি করেন তাঁহার আনন্দ জন্মে—এই আনন্দের নিমিত্ত, যিনি প্রীতি করেন তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। ইহাই প্রীতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ সেই প্রীতির আশ্রয়; প্রেমের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ, গোপীদের প্রেমের ফলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিলে, আপনা-আপনিই গোপীদের চিত্তে আনন্দ জন্মে, তজ্জন্য গোপীদের কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। **তাহাঁ**—আশ্রয়ের আনন্দে। **নাহি নিজ** ইত্যাদি—প্রীতির বিষয়ের (যেমন শ্রীকৃষ্ণের) আনন্দ জন্মিলে আপনা-আপনিই প্রীতির আশ্রয়ের (যেমন গোপীদের) যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দের সঙ্গে আশ্রয়ের (গোপীদের) স্বসুখবাসনার কোনও সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখ দেখিয়া গোপীদের যে সুখ জন্মে, গোপী-প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই তাহা জন্মে, গোপীদের স্বসুখবাসনার ফলে নহে। এই সুখের জন্য গোপীদের কোনওরূপ বাসনাই নাই; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে গোপীগণ আনন্দিত হইলেও তাঁহাদের প্রেম কামগন্ধহীন।

নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ—তাহাঁ এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৭০
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥১৭১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে।
২য়-লহর্য্যাম্ (২৪)—
অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ৩২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অঙ্গস্তম্ভেতি প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যম্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। প্রেমা তাবদ্ দ্বিধা বিশেষণভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়াচ। তত্র দাসাদীনামানুকূল্যেচ্ছৈবাতিহৃদ্যা সেবারূপা স্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ। স্তম্ভাদিকং ত্বহৃদ্যমেব তদ্বিঘাতকত্বাৎ। তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ। কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাভ্যনন্দদিতি। সবিশেষেণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অঙ্গ-স্তম্ভাসঙ্গমিতি বা পাঠঃ ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের সহিত যে গোপীদের স্বসুখবাসনার কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, পরবর্ত্তী ১৭১ পয়ারে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

১৭০। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ সম্বন্ধেই যে কেবল এই রীতি, তাহা নহে; যেখানে যেখানে কামগন্ধহীন প্রেম, সেখানে সেখানেই প্রীতির বিষয়ের আনন্দে, প্রীতির আশ্রয়ের আনন্দ জন্মে; ইহাই প্রীতির ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখিলে দাস্যের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদির সুখ হয়, সখ্যের আশ্রয় সুবল-মধুমঙ্গলাদির সুখ হয় এবং বাৎসল্যের আশ্রয় নন্দ-যশোদাদির সুখ হয়; ফলকথা শ্রীকৃষ্ণের সুখে নিখিল ভক্তমণ্ডলীর সুখ হয়, ইহাই নির্ম্মল প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

নিরুপাধি—কামগন্ধহীন। **যাহাঁ**—যে স্থানে। **তাহাঁ**—সেই স্থানে। **এই রীতি**—এই নিয়ম। নিয়মটী কি? তাহা এই—**প্রীতি-বিষয়-সুখে** ইত্যাদি—প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহার সুখেই, প্রীতির যিনি আশ্রয় তাঁহার সুখ হয়।

১৭১। কৃষ্ণের সুখে গোপী-আদি-ভক্তগণ যে আনন্দ পায়েন, তাহার সহিত যে তাঁহাদের স্বসুখবাসনার কোনও সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সুখে ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ যদি এতই প্রবল হয় যে, তজ্জনিত অঙ্গস্তম্ভাদি বা বাহ্যজ্ঞানলোপাদি বশতঃ কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মে, তাহা হইলে ভক্তগণ কৃষ্ণসেবার বাধক বলিয়া সেই আনন্দের প্রতিও অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য, সেবাজনিত নিজেদের আনন্দের প্রতি তাঁহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই: তাহাই যদি থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক প্রচুর আনন্দকে নিন্দা না করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই তাঁহারা উপভোগ করিতেন।

নিজ প্রেমানন্দে—প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের নিজের যে প্রেম, সেই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ, ভক্তের চিত্তে আপনা-আপনিই যে আনন্দ জন্মে, তাহার ফলে। **কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে**—শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মান যায়, সেই আনন্দের যদি বিঘ্ন জন্মায়; নিজের সুখে যদি কৃষ্ণসেবার বাধা হয়। **সে আনন্দের প্রতি**—ভক্তের সেই (কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক) নিজের আনন্দের প্রতি। **হয় মহা ক্রোধে**—কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হয়।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক) অঙ্গস্তম্ভারম্ভং (অঙ্গ সমূহের জড়ীভাব) উত্তুঙ্গয়ন্তং

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ৩য়-লহর্য্যাম্ (৩২)—
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥ ৩৩

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥ ১৭২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতং ন তু স্বরূপং সবিশেষণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী॥ ৩৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(বর্দ্ধনকারী) প্রেমানন্দং (প্রেমানন্দকে) ন অভ্যনন্দৎ (অভিনন্দন করেন নাই, ইচ্ছা করেন নাই)—যেন (যদ্দ্বারা—যে প্রেমানন্দ দ্বারা) কংসারাতেঃ (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) বীজনে (চামর-সেবনে) সাক্ষাৎ (সাক্ষাদ্ ভাবে) অক্ষোদীয়ান্ (অধিকতর) অন্তরায়ঃ (বিঘ্ন) ব্যধায়ি (বিহিত হইয়াছিল)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের (অঙ্গে) চামর-সেবনে সাক্ষাদ্ভাবে অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া দারুক অঙ্গের জড়ীভাব-বর্দ্ধনকারী প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই। ৩২।

দারুক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সারথি; দ্বারকায় একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর বীজন করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে দারুকের চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল, তাহার ফলে তাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হওয়াতে তাঁহার হস্তাদিতে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে চামরবীজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মিল; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া দারুক স্বীয় প্রেমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অরবিন্দলোচনা (পদ্মনয়নী—রুক্মিণী বা অন্য কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী) গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপি (শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে বিঘ্ন উৎপাদক) বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (নেত্রজলবর্ষণকারী) আনন্দং (আনন্দকে) উচ্চৈঃ (অত্যধিক) অনিন্দৎ (নিন্দা করিয়াছেন)।

অনুবাদ। পদ্মলোচনা রুক্মিণী (বা অন্য কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী) শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের বিঘ্ন উৎপাদক অশ্রুসমূহের বর্ষণকারী আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন। ৩৩।

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন; দর্শন জনিত আনন্দে অশ্রুনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া গেল, তিনি আর ভালরূপে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারিলেন না; তাই তিনি সেই আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মাইলে সেবাজনিত স্বীয় আনন্দকেও যে ভক্ত নিন্দা করেন, তাহারই প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

এস্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে যে আনন্দ আপনা-আপনিই ভক্তদের চিত্তে উদিত হয়, সেই আনন্দমাত্রকেই যে তাঁহারা নিন্দা করেন, তাহা নহে। যতটুকু আনন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্য বিধান করে, ততটুকু আনন্দকে তাঁহারা প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন—কারণ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখ পুষ্টিলাভ করে (১৬০-১৬৬ পয়ার দ্রষ্টব্য); কিন্তু ঐ সুখ বর্দ্ধিত হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্য বিধানে অসমর্থ হয়, বরং অঙ্গস্তম্ভাদি জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বিঘ্নই জন্মায়, তখন তাহাকে তাঁহারা নিন্দা করেন।

১৭২। ভক্তগণ যে কৃষ্ণসেবা-বিঘ্নকারী প্রেমানন্দকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ এই যে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের কাম্য নহে। ব্রজপরিকরগণের কথা তো দূরে, অন্য শুদ্ধভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা না পাইলে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য মুক্তিও গ্রহণ করেন না। অন্যসুখের কথা তো তুচ্ছ। ঐশ্বর্য্যমার্গে ভজন করিয়া যাঁহারা সাল্যেক্যাদি মুক্তির অধিকারী হয়েন, ভগবল্লোক-স্বভাবেই ভগবানের সমান রূপ বা ঐশ্বর্য্য আপনা-আপনিই তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্তু নিজের নিজের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা ঐ মুক্তি বা রূপ-ঐশ্বর্য্যাদি গ্রহণ করেন না—তাহা গ্রহণ করেন, কেবল ভগবৎ-সেবার অনুরোধে। সেবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য;

তথাহি (ভাঃ ৩.২৯।১১—১৩)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ৩৪

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং তামসাদিভক্তিষু ত্রয়স্ত্রয়ো ভেদাঃ তাসু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্। এবঞ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো নবাপি প্রত্যেকং নব নব ভেদাঃ, তদেবং সগুণা ভক্তিরেকাশীতি ভেদা ভবতি। নির্গুণা ভক্তিরেকবিধৈব তামাহ মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি দ্বাভ্যাম্। অবিচ্ছিন্না সন্ততা। অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা। অব্যবহিতা ভেদদর্শনরহিতা চ। মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি পুরুষোত্তমে। মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ। লক্ষণং স্বরূপম্॥ স্বামী ॥৩৪।৩৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবৎ-কৃপায় যখন তাঁহাদের ভাবানুরূপ সেবা পাওয়ার যোগ্যতা তাঁদের লাভ হয়, তখন তাঁহারা বৈকুণ্ঠে যায়েন—সেবা করিবার নিমিত্ত; সে স্থানে গেলে ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্যেই তাঁহাদের ভগবানের তুল্য রূপ ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইয়া থাকে; সারূপ্যাদি লাভ তাঁহাদের আনুষঙ্গিক—সেবাই মুখ্য কাম্য। কেবল মাত্র নিজের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সালোক্যাদি অঙ্গীকার করেন না; ভগবৎসেবা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, সালোক্যাদি তাঁহারা অঙ্গীকারও করেন না। সুতরাং এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণেরও স্বসুখ-বাসনা নাই; তাঁহাদেরই যখন স্বসুখ-বাসনা নাই, তখন শুদ্ধ মাধুর্য্যমার্গের ভক্ত ব্রজদেবীগণের ভাবে যে স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও থাকিতে পারেনা, তাহা বলাই বাহুল্য।

আর—ব্রজপরিকর ব্যতীত অন্য। **শুদ্ধভক্ত**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য ভক্ত। **কৃষ্ণ-প্রেমসেবা**—প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা; শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা। **স্বসুখার্থ**—নিজের সুখের নিমিত্ত। **সালোক্যাদি**—মুক্তি পাঁচ রকমের, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (১।৩।১৬ টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পাঁচ রকমের মুক্তির মধ্যে কোনও ভক্তই সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না (১।৩।১৬)। সুতরাং এই পয়ারে সালোক্যাদিশব্দে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারি রকমের মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৪-৩৫। **অন্বয়**। মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (আমার গুণশ্রবণমাত্রে) সর্ব্বগুহাশয়ে (সকলের অন্তঃকরণে অবস্থিত) ময়ি পুরুষোত্তমে (পুরোষত্তম আমাতে), অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসঃ (গঙ্গা-জলের) যথা (যেরূপ) [তথা] (সেইরূপ) অবিচ্ছিন্না (বিষয়ান্তর দ্বারা ছেদশূন্যা) [যা] (যে) মনোগতিঃ (মনের গতি) সা হি (তাহাই) নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য (নির্গুণ ভক্তিযোগের) লক্ষণং (লক্ষণরূপে) উদাহৃতং (উদাহৃত হয়)—যা ভক্তিঃ (যে ভক্তি) অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা)।

অনুবাদ। কপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, মা! আমার গুণশ্রবণমাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমাতে—সমুদ্রে গঙ্গা-সলিলের ন্যায়—অবিচ্ছিন্না যে মনোগতি এবং যাহা ফলাভিসন্ধানশূন্যা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা বা স্বরূপসিদ্ধা, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ ।৩৪।৩৫।"

এই শ্লোকে নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম ভগবানে যে মনের গতি, তাহার নাম ভক্তি; এই মনোগতি যদি ভগবদ্‌গুণশ্রবণমাত্রে জাতা, গঙ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা হয়, তাহা হইলেই তাহাকে নির্গুণা ভক্তি বলা হয়। তাহা হইলে নির্গুণা ভক্তির চারিটী লক্ষণ হইল; প্রথমতঃ ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণাদি হইতে ইহার উন্মেষ হইবে, অন্য কোনও কারণ হইতে ইহা জন্মিবেনা; কারণ, ভক্তি হইতেই ভক্তির জন্ম, ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদি। ভগবদ্‌গুণশ্রবণাদি ভক্তির অঙ্গ; তাহা হইতে উন্মেষিত হইলেই ইহা অন্যকারণশূন্যা বা নির্গুণা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অবিচ্ছিন্না হইবে; গঙ্গার জলধারা যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের দিকে গমন করে, কোথাও তাহার একটুও ফাঁক থাকেনা, ভক্তের মনের গতিও যদি তদ্রূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুরুষোত্তম ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, অন্য বিষয়ের চিন্তাদ্বারা যদি ইহা কোন সময়েই ভেদপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই তাহা নির্গুণা হইতে

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩৬

তথাহি (ভাঃ ৯।৪।৬৭)—
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শয়তি। জনা মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্লন্তি মৎসেবনং বিনেতি। গৃহ্লন্তিচেত্তর্হি মৎসেবনার্থমেব গৃহ্লন্তি, নতু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন মৎসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ। শ্রীজীব-গোস্বামী ॥৩৬।

তেষাং নিষ্কামত্বস্য পরমকাষ্ঠামাহ মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোঽন্যদিতি সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্লুতত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারে। তৃতীয়তঃ ইহা অহৈতুকী হইবে—কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া, নিজের নিমিত্ত কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই মনোগতি প্রবৃত্তি হইবে না ; ইহা হইবে—নিজের জন্য কোনও রূপ ফলের অনুসন্ধানশূন্যা। চতুর্থতঃ, ইহা অব্যবহিতা হইবে অর্থাৎ ইহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইবে না, পরন্তু স্বরূপ-সিদ্ধা বা সাক্ষাৎ-ভক্তিরূপা হইবে—একমাত্র ভগবানের প্রীতির আনুকূল্যার্থই ইহা প্রয়োজিত হইবে। এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই ভক্তির নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইবে।

নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহাকেই শুদ্ধভক্ত বলা যায় ; পূর্ব্ব পয়ারে শুদ্ধভক্তের কথা থাকায়, তাহার প্রমাণ দিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই শ্লোকদ্বয়ে শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি যাঁহাদের আছে, সেই শুদ্ধভক্তগণ যে ভগবৎসেবাশূন্যা সালোক্যাদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই শ্লোক দুইটী কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না ; ঝামটপুরের হস্তলিখিত গ্রন্থে থাকাতেই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বস্তুতঃ এই শ্লোক দুইটী না থাকিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না।

শ্লো। ৩৬ অন্বয়। জনাঃ (আমার ভক্তগণ) মৎসেবনং (আমার সেবা) বিনা (ব্যতীত) দীয়মানং (আমি দিতে উদ্যত হইলে) উত (ও) সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (আমার সমান রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান), একত্বমপি (আমার সঙ্গে সাযুজ্যও) ন গৃহ্লন্তি (গ্রহণ করেন না)।

অনুবাদ। কপিলদেব বলিলেন—মা ! আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। ৩৬।

সালোক্যাদি মুক্তির লক্ষণ ১।৩।১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ১৭২ পয়ারের টীকা দেখিলেই এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যাইবে। ১৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

ক্বচিৎ দু'একখানা মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে "স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৪।" এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয় ; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এবং ঝামটপুরের গ্রন্থেও এই শ্লোকটী না থাকায়, বিশেষতঃ এস্থলে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করার কোনও সার্থকতাও দৃষ্ট না হওয়ায় আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। সেবয়া (আমার সেবাদ্বারা) পূর্ণাঃ (পরিপূর্ণ—পূর্ণমনোরথ) তে (তাঁহারা—আমার ভক্তগণ) মৎসেবয়া (আমার সেবার প্রভাবে) প্রতীতং (আপনা-আপনি সমাগত) সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং (সালোক্যাদি

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুক্তি-চতুষ্টয়কে) [অপি] (ও) ন ইচ্ছন্তি (গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেনা) ; কালবিপ্লুতং (কালপ্রভাবে যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এরূপ) অন্যৎ (অন্য কিছু—স্বর্গাদি) কুতঃ (কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবে) ?

অনুবাদ। শ্রীভগবান্-বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমার সেবাসুখে পরিপূর্ণ আমার ভক্তসকল—আমার সেবাপ্রভাবে অনায়াসে যাহা পাওয়া যায়, সেই সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়কেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তখন—যাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, এমন স্বর্গাদি অন্য কিছু তাঁহারা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন ? ৩৭।

যাহার যে বিষয়ে অভাব আছে, সেই বিষয়-প্রাপ্তির জন্য তাহারই বাসনা জন্মে ; যাহার কোনও অভাব নাই, তাহার চিত্তে কোনও বাসনাই জন্মিতে পারে না। ভগবদ্‌ভক্তগণের চিত্ত ভগবৎ-সেবা-সুখেই পরিপূর্ণ, তাঁহাদের কোনও বিষয়েই কোনও অভাব নাই ; তাই তাঁহাদের চিত্তে কোনও কিছুর জন্যই কোনও বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এজন্যই ভক্তগণ সালোক্যাদি-মুক্তি-চতুষ্টয় অনায়াসে হাতের কাছে পাইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না—কারণ, তজ্জন্য তাঁহাদের কোনও প্রয়োজন-বোধ নাই। সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় নিত্য, অবিনশ্বর ; তাহাই যখন তাঁহারা চাহেন না, তখন ইহকালের সুখ-সম্পদ্ বা পরকালের স্বর্গাদি—যাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা কেনই বা তাঁহারা ইচ্ছা করিবেন ? স্থূলকথা এই যে, সেবাসুখে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া ভক্তগণের স্বসুখ-বাসনার আর অবকাশ নাই।

সালোক্যাদিচতুষ্টয়—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারি রকমের মুক্তি। "কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্"-বাক্যে—সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় যে কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে।

শুদ্ধভক্তদের চিত্তে স্বসুখবাসনার স্থান কেন নাই, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। সেবাসুখে তাঁহাদের চিত্ত সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়া আছে বলিয়া অন্য কিছুর স্থানই তাহাতে নাই।

শুদ্ধভক্তদিগের ভাব যে স্বসুখবাসনামূলক কামগন্ধহীন, তাহাই এই কয় শ্লোকে প্রমাণিত হইল।

১৭৩। পূর্ব্বপয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব্ব পয়ারে এবং ৩৬শ শ্লোকে ভগবৎকর্ত্তৃক দীয়মান সালোক্যাদি-গ্রহণের অনিচ্ছা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বপয়ারোক্ত শুদ্ধভক্তগণ সাধনসিদ্ধ ভক্ত। সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হইতে হয়, সুতরাং সালোক্যাদি-রূপ কোনও স্থায়ী সুখের প্রতি তাঁহাদের লোভ হওয়া অসম্ভব নহে ; কিন্তু সাধন দ্বারা প্রকটিত প্রেমের প্রভাবে তাঁহাদেরই যখন স্বসুখ-বাসনা থাকিতে পারে না, তখন যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, যাঁহাদের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ—স্বাভাবিক, স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যে তাঁহাদের থাকিবেনা, ইহা বলাই বাহুল্য।

ষষ্ঠশ্লোকের আভাস-বর্ণনে উপলক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে—গোপীদিগের প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, ইহা কাম নহে। তারপর ১৪০—১৭২ পয়ারে গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় গোপীপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পয়ারের অন্বয় :—গোপীপ্রেম স্বাভাবিক, কামগন্ধহীন এবং দগ্ধহেমের ন্যায় শুদ্ধ, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল।

স্বাভাবিক—নিত্যসিদ্ধ ; অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান ; কোনওরূপ সাধন দ্বারা প্রকটিত নহে। **কাম-গন্ধহীন**—স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই যাহাতে। **দগ্ধহেম**—আগুনে পোড়ান সোনা। সোনাকে আগুনে পোড়াইলে তাহা হইতে সমস্ত খাদ—বা মলিনতা (বাজে জিনিস) বাহির হইয়া যায় ; তখন তাহাতে সোনা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই থাকে না ; এরূপ সোনা অত্যন্ত নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হয়। গোপীদিগের প্রেমেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকাতে তাহা দগ্ধস্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল।

কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ ১৭৪

তথাপি গোপীপ্রেমামৃতে—
সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সহায়া ইতি। হে পার্থ! তে তুভ্যং সত্যং নিশ্চিতং বদামি কথয়ামাহম্। গোপ্যঃ গোপাঙ্গনাঃ মে মম কিমিতি বিস্ময়ে ন ভবন্তি সর্ব্বযোগ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। সহায়াঃ প্রিয়মিত্রবৎ সাহায্যং কুর্ব্বন্তি, গুরবঃ মাং গুরুবৎ উপদেশং কুর্ব্বন্তি, শিষ্যাঃ শিষ্যবৎ মদাজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়ন্তীত্যর্থঃ, ভুজিষ্যাঃ দাসীবৎ মৎসেবাং কুর্ব্বন্তি, বান্ধবাঃ বন্ধুবৎ প্রেমাচারং আচরন্তীত্যর্থঃ, স্ত্রিয়ঃ স্বস্ত্রীবৎ ব্যবহারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ৩৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কেহই গোপীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—গোপীগণ তাঁহার প্রাণাধিক-প্রিয়তম। "ভক্তাঃ সমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মতঃ ॥ ল, ভা, ভক্তামৃত। ৩৬ ॥" ইহার হেতু এই যে তাঁহাদের প্রেম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় এবং সর্ব্ববিধ অপেক্ষা-রহিত, যে উপায়েই হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সব হইতে পারিয়াছেন—তাঁহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, প্রেয়সী বলুন, শিষ্যা বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন—যে কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকের নিকট হইতে যে কোনওরূপ প্রীতি এবং সেবা পাওয়া যায়, তৎসমস্ত প্রীতি এবং সেবাই গোপীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ, মান, অপমান, সম্পর্ক-প্রভৃতির কোনও রূপ অপেক্ষা নাই বলিয়াই, যে কোনও ভাবেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন।

সহায়—গোপীগণ রাসক্রীড়াদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করিয়া থাকেন। **গুরু**—গোপীগণ গুরুর ন্যায় হিতোপদেশ দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ প্রেমশিক্ষাদিব্যাপারে (শ্রীকৃষ্ণকে)। **বান্ধব**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বন্ধুর ন্যায় প্রীতিমূলক আচরণ করিয়া থাকেন। **প্রেয়সী**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেয়সীবৎ আচরণ করেন, নিজাঙ্গ দ্বারাও তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করেন। **শিষ্যা**—গোপীগণ শিষ্যার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য করিয়া থাকেন, কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন না। **সখী**—যাহারা নিরুপাধি-প্রীতিপরায়ণা, সুখ-দুঃখে তুল্য-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী, বয়স্যভাববশতঃ পরস্পরের হৃদয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই সখী। "নিরুপাধি-প্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ। বয়স্যভাবাদন্যোঽন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ।৫।৬৩॥" ইহারা প্রেম-লীলা-বিহারাদির সম্যক্‌রূপে বিস্তার সাধন করেন। "প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। উঃ নীঃ। সখীপ্রকরণ।২॥" শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের একপ্রাণতা আছে, তাঁহার সুখসাধক লীলা বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই যত্নবতী। **দাসী**—গোপীগণ দাসীর ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। **প্রিয়া**—পতিব্রতা পত্নী (তত্তুল্য একনিষ্ঠত্ব)।

এই সমস্ত কারণে অন্য ভক্ত অপেক্ষা গোপীদিগের শ্রেষ্ঠত্ব। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। পার্থ (হে অর্জ্জুন)! তে (তোমার নিকটে) সত্যং বদামি (সত্য করিয়া বলিতেছি), গোপ্যঃ (গোপীগণ), মে (আমার), সহায়াঃ (সহায়), গুরবঃ (গুরু), শিষ্যাঃ (শিষ্যা), ভুজিষ্যাঃ (ভোগ্যা), বান্ধবাঃ (বান্ধব), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) [স্যুঃ] (হয়েন); [অতঃ] (অতএব) [তাঃ] (তাঁহারা) মে (আমার) কিং (কি), ন ভবন্তি (না হয়েন)?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপিকারা আমার

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট-সমীহিত ॥ ১৭৫

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯)
আদিপুরাণবচনম্—
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মন্মাহাত্ম্যমিতি। হে পার্থ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মম মহিমানং মৎসপর্য্যাং মম সেবাং মৎশ্রদ্ধাং মম স্পৃহণীয়ং মন্মনোগতং মম মনোঽভিপ্রায়ং জানন্তি, অন্যে এতদ্ভিন্নাঃ অন্যে ভক্তাঃ তত্ত্বতঃ স্বরূপতো ন জানন্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা ॥ ৩৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হয়েন; অতএব তাঁহারা যে আমার কি নহেন, তাহা আমি বলিতে পারি না, অর্থাৎ তাঁহারা আমার সকলই। ৩৮।

ভুজিষ্যাঃ—রস-নির্য্যাস-আস্বাদনাদি-বিষয়ে ভোগ্যা স্ত্রী। **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী, স্বপত্নী; গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা; প্রকটলীলায় পরকীয়া-কান্তারূপে প্রতীয়মানা হইলেও পতিব্রতা স্ত্রীর পত্যেকনিষ্ঠত্বের ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের একনিষ্ঠত্ব ছিল। অন্যান্য শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৭৫। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার সুযোগও গোপিকাদের আছে; যেহেতু, কোন্ সময় শ্রীকৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় কিরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত না করিলেও প্রেমবলে তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন। প্রেমসেবার পরিপাটীও তাঁহাদের জানা আছে; এবং কিরূপ শারীরিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন, তাহাও তাঁহারা জানেন।

মনের বাঞ্ছিত—মনের অভিপ্রায় (যাহা মনেই থাকে—ব্যক্ত করা হয় না, তাহাও গোপীগণ জানিতে পারেন)। **প্রেমসেবা-পরিপাটী**—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার পরিপাটী বা কৌশল; কোন্ সেবা কিরূপ ভাবে করিলে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহাও গোপীগণ জানেন॥ **ইষ্ট সমীহিত**—ইষ্ট অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন। সমীহিত অর্থ শারীরিক ব্যবহার। যেরূপ শারীরিক ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাই হইল ইষ্ট-সমীহিত। গোপীদের কিরূপ শারীরিক চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাও তাঁহারাই জানেন।

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা এ সমস্ত জানিতে পারেন; অন্যের তদ্রূপ প্রেম না থাকাতে অন্যে তাহা জানিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যবশতঃ সর্ব্ববিধ সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার সুযোগ গোপীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। পার্থ (হে অর্জ্জুন)! গোপিকাঃ (গোপীগণ), মন্মাহাত্ম্যং (আমার মহিমা), মৎসপর্য্যাং (আমার সেবা), মৎশ্রদ্ধাং (আমার স্পৃহার বিষয়), মন্মনোগতং (আমার মনোগত ভাব), তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জানন্তি (জানেন); অন্যে (তাঁহারা ব্যতীত অন্য ভক্ত), ন জানন্তি (তাহা জানেন না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগতভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না। ৩৯।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব এবং স্পৃহণীয় বিষয় জানেন এবং তদনুরূপ সেবার পরিপাটীও তাঁহারা জানেন; অন্য কোনও ভক্তই এ সমস্ত সম্যক্‌রূপে জানেন না।

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা—রাধিকা ।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ১৭৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)
পদ্মপুরাণবচনম্—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ম্ তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৪০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬)
আদিপুরাণবচনম্—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থঃ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যথা রাধা ইতি । যথা যেন প্রকারেণ বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রিয়া প্রাণাধিকা রাধিকা এব তথা তস্যাঃ রাধায়াঃ প্রিয়ং কুণ্ডমেব । একা সা রাধিকা সর্ব্বাসু গোপিকাসু মধ্যে বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য অত্যন্তবল্লভা সর্ব্বোত্তমা প্রেয়সীত্যর্থঃ । মহাভাবস্বরূপত্বেন পরপ্রিয়ত্বাং সর্ব্বগুণান্বিতত্বাচ্চাতিশয়েন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ । অত্র বিষ্ণুশব্দস্য সামান্যতো বৃত্তিঃ যশোদাস্তনন্ধয় ইতি রূঢ়িতঃ । শ্লোকমালা ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্য ইতি । হে পার্থ ! ত্রৈলোক্যে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাললোকে পৃথিবী ধন্যা সর্ব্বমান্যা যতঃ যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং পুরী মথুরা চাস্তে, তত্রাপি বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ধন্যাঃ ভবন্তি, যত্র গোপিকাসু মধ্যে মম প্রিয়া রাধাভিধা রাধানামাস্তে । শ্লোকমালা ॥ ৪১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৭৬ । নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

সৌভাগ্য—বশীভূতকান্তত্ব ; যাঁহার কান্ত যত বশীভূত, সেই রমণীকে তত সৌভাগ্যবতী বলে । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার যত বেশী বশীভূত, তত আর কাহারও নহেন ; তাই সৌভাগ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা ।

শ্লো । ৪০ । অন্বয় । রাধা (শ্রীরাধা), যথা (যেরূপ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের), প্রিয়া (প্রিয়া), তস্যাঃ (তাঁহার—শ্রীরাধার), কুণ্ডং (কুণ্ড), তথা (সেইরূপ) প্রিয়ং (প্রিয়) । সর্ব্বগোপীষু (সমস্ত গোপীগণের মধ্যে), একা (একা) সা এব (সেই শ্রীরাধাই) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) অত্যন্তবল্লভা (অত্যন্ত প্রিয়া) ।

অনুবাদ । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয় । সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী । ৪০ ।

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ।

শ্লো । ৪১ । অন্বয় । হে পার্থ ! ত্রৈলোক্যে (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে—এই ত্রিলোকী মধ্যে) পৃথিবী ধন্যা ; যত্র (যে পৃথিবীতে) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবন) [নাম] (নামক) পুরী [বিরাজতে] (বিরাজিত) ; তত্র অপি (সেই বৃন্দাবনেও) গোপিকাঃ (গোপীগণ) ধন্যাঃ (ধন্যা), যত্র (যে গোপীগণের মধ্যে) মম (আমার) রাধাভিধা (রাধানাম্নী) [গোপিকা] (গোপী) [বর্ত্ততে] (আছেন) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল—এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা ; যেহেতু, এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন-নামক পুরী আছে ; সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা-নাম্নী আমার গোপিকা আছেন । ৪১ ।

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় । "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপং ততো বরম্ । তত্রাপি ভারতং বর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী ॥ তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদম্বকম্ । তত্র রাধাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা ॥ প, পা, খ, ৫০ । ৫৯—৬০ ॥"

রাধা-সহ ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ১৭৭
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৭৮

তথাহি গীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনান্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্মুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বক-শারদীয়রাসান্তর্দ্ধিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং রাধাম্? পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত-বিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়াং বন্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তু-নিশ্চয়াৎ তদেকনিষ্ঠস্তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মিত্যর্থঃ। বালবোধিনী ॥ ৪২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধার প্রাধান্যে গোপীগণের প্রাধান্য; সুতরাং শ্রীরাধাই গোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "ন রাধিকা সমা নারী। প, পা, খ, ৪৬'৫১ ॥"

উক্ত দুই শ্লোক পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ।

১৭৭-১৭৮। রসপুষ্টি-বিষয়ে অন্য গোপীদের উপযোগিতা দেখাইয়া শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন, দুই পয়ারে। **কৃষ্ণ-প্রাণধন**—কৃষ্ণের প্রাণধন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মমেষ্টা হি সদা রাধা। প, পু, পা, ।৪২।২৭॥"

মধুর-রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিতই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া; শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই মুখ্যতঃ রস উদ্ভূত হয়; অন্যান্য গোপীগণ সেই রসপুষ্টির সহায়তা মাত্র করেন—বিবিধ-ভাববৈচিত্রী দ্বারা ঐ রসের বৈচিত্রী সম্পাদন করেন মাত্র। নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা যেমন অন্নের রস-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বিবিধ ভাবযুক্তা গোপীগণের দ্বারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াজনিত রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়। কিন্তু অন্ন ব্যতীত কেবল ব্যঞ্জন যেমন আস্বাদনের যোগ্য হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতীত কেবলমাত্র অন্য গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া—এমন কি তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কান্তারস সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন না। ভোজনরসে অন্ন ও ব্যঞ্জনের যে সম্বন্ধ, কান্তারসে শ্রীরাধা ও গোপীগণেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ—শ্রীরাধা অন্ন-স্থানীয়া, গোপীগণ ব্যঞ্জনস্থানীয়া। অথবা, দেহধারণ-বিষয়ে প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, কান্তারস-পুষ্টি-বিষয়ে শ্রীরাধা ও অন্য গোপীগণের মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ। প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সমূহ স্বতন্ত্রভাবে যেমন দেহের সুখ সম্পাদন করিতে পারেনা, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন ইন্দ্রিয়গণ দেহের সুখ বিধান করিতে পারে—তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণও স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সুখের হেতু হইতে পারেন না; যতক্ষণ শ্রীরাধা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা মধুর-রস-পুষ্টির সহায়তা করিতে পারেন। ইহাতেই অন্যান্য গোপীগণ হইতে শ্রীরাধার প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।

১৭৭ পয়ারের মর্ম্ম:—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত (সেই রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত) অন্য সকল গোপীগণ রসোপকরণ (রসপুষ্টির সহায়কারিণী) মাত্র।

আর সব—শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপী। **রসোপকরণ**—রসের উপকরণ বা উপকারক, সহায়কারিণী।

১৭৮ পয়ার:—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা (প্রিয়া), শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য-প্রিয়া; শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতে পারেন না।

তাঁহা বিনু—শ্রীরাধা ব্যতীত। **সুখহেতু**—সুখের হেতুভূত; সুখ-বিধায়ক।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও) সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং (সম্যক্‌রূপে সার-বাসনার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপা)। রাধাং (শ্রীরাধাকে) হৃদয়ে (হৃদয়ে) আধায় (সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া) **ব্রজসুন্দরীঃ** (ব্রজসুন্দরীগণকে) তত্যাজ (ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। কংসারি শ্রীকৃষ্ণও (রাসলীলাভিলাষরূপ) তাঁহার সম্যক্ সারভূতবাসনার দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪২।

এই শ্লোকটী শ্রীজয়দেবকৃত বসন্ত-রাস-বর্ণনার শ্লোক। শ্রীরাধা যখন দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান, তদ্রূপ তাঁহার নিজের নিকটেও একরূপে বিদ্যমান—"শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ। সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ২।৮।৮২-৮৩"—শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিতেছেন—দেখিয়া, তাঁহার সহিত কোনওরূপ বিশেষ ব্যবহার করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীরাধার বাম্যভাব উপস্থিত হইল; তিনি রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন।

অপি—ও। গীতগোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর এই শ্লোকে দেখাইতেছেন—কেবল যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, তাহা নহে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত; ইহাই অপি-শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত বলিয়া শ্রীরাধার অন্তর্ধানে সমস্ত গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন।

সংসার—সম্+সার=সংসার। সম্যক্‌রূপে সার (বা হার্দ্দ); সারভূত; সংসারশব্দটী বাসনার বিশেষণ। **সংসার-বাসনা**—সম্যকরূপে সার যে বাসনা; সারভূত-বাসনা। রসাস্বাদন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যত সব বাসনা আছে, তাহাদের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ বাসনা হইতেছে রাসলীলার বাসনা। এস্থলে সংসার-বাসনা-শব্দে সমস্তসারভূত সেই বাসনার—রাসলীলার বাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, এমন কোনও বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহা ভোগ করিবার ইচ্ছাকে বলে বাসনা (পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত-বিষয়স্পৃহা বাসনা)। ইতঃপূর্ব্বে শারদ-পূর্ণিমায় যে রাসলীলারস শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিয়াছেন, সেই লীলারসের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় পুনরায় তাহা আস্বাদনের সঙ্কল্প করিয়া তিনি বসন্তরাসে উদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং এই বসন্তরাসলীলার বাসনাই হইল এক্ষণে তাঁহার সম্যক্ সারভূত বাসনা বা সংসার-বাসনা। **বদ্ধ-শৃঙ্খলা**—বন্ধন (দৃঢ়ীকরণ) বিষয়ে শৃঙ্খলরূপা; কোনও কিছুকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে (বাঁধিতে) হইলে শৃঙ্খলের (শিকলের) দরকার। শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই ঐ জিনিষটী ঠিক থাকে, নচেৎ তাহা ছুটিয়া দূরে চলিয়া যায়। **সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা**—ইহা রাধা-শব্দের বিশেষণ; রাধাই সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলস্বরূপা। সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাশব্দের অর্থ—রাসলীলাভিলাষরূপ সারভূত যে বাসনা, তাহার বন্ধন (দৃঢ়ীকরণ)-বিষয়ে শৃঙ্খল-স্বরূপা (শ্রীরাধা)। শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী; অন্য শত কোটি গোপী উপস্থিত থাকিয়াও শ্রীরাধা যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে রাসলীলা নিষ্পন্ন হইতে পারে না; শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা। সুতরাং শ্রীরাধা না থাকিলে রাসলীলা অসম্ভব বলিয়া রাসলীলার বাসনাও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে থাকিতে পারে না। রাসলীলার বাসনাকে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ (বন্ধন) করিতে হইলে শ্রীরাধার উপস্থিতি প্রয়োজন; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন—হৃদয়ে রাসলীলার বাসনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিবার পক্ষে শৃঙ্খলসদৃশা। অর্থাৎ রাসলীলার পরাশ্রয়ভূতা। **রাধামাধায় হৃদয়ে**—রাধাকে হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া—চিন্তা দ্বারা, সাক্ষাদ্ভাবে নহে; কারণ, শ্রীরাধা পূর্ব্বেই রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া।

শ্রীরাধা যখন রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন অন্য সমস্ত গোপীই রাসমণ্ডলে ছিলেন; তথাপি রাসলীলাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকিনী-শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শত কোটি গোপীদ্বারাও রাসলীলা-সম্পন্ন হইতে পারে না—পারিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯
সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ ॥ ১৮০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লইয়াই রাসলীলা করিতে পারিতেন। শ্রীরাধা যখন "ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবানে খিন্ন হৈয়া ॥ শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ২।৮।৮৪-৮৮ ॥"

শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপীগণও যে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতে পারেন না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। ইহা হইতেই সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

১৭৯-৮০। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস বর্ণনার (৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য) উপসংহার করিতেছেন। অথবা উক্ত শ্লোকস্থিত "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি" অংশের আভাস প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে।

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীরাধার ভাবেই তিনি স্বীয় তিনটী বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় বাসনাত্রয় পূর্ণ করাতে উক্ত বাসনাত্রয়ই হইল তাঁহার অবতারের মূলকারণ।

সেই রাধার—রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বাধিকা শ্রীরাধার। **চৈতন্যাবতার**—শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। **যুগধর্ম্ম নাম** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম এবং ব্রজপ্রেম প্রচার করিয়াছেন (আনুষঙ্গিক ভাবে)। **সেই ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা বলিয়া তাঁহার ভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব) ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; শ্রীরাধার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিলেন। **নিজ বাঞ্ছা**—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, সেই প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ—এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের তিনটী বাসনা জন্মে; শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপেই ঐ তিনটী বাসনা পূর্ণ করিলেন।

যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হইত না; স্বীয় বাসনা-তিনটীর পূরণের নিমিত্তই তাহা অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; সুতরাং ঐ তিনটী বাসনাই হইল শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য কারণ।

অবতারের ইত্যাদি—এই তিনটী বাসনাই অবতারের মূল বা মুখ্য কারণ।

১৮১-৮২। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারই শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ; আবার পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের বাসনাত্রয়ের পূরণই অবতারের কারণ। এই দুই উক্তির সমাধান করিতেছেন—দুই পয়ারে।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার; মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার বলিয়া শৃঙ্গার-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যান্য সকল রসের ন্যায় শৃঙ্গার-রসও দুই ভাবে আস্বাদন করিতে হয়—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপেই শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিয়াছেন, আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই; কারণ, ব্রজে তিনি শৃঙ্গার-রসের বিষয়ই ছিলেন, আশ্রয় ছিলেন

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ
ক্রীড়তি ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্? বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাং প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্? অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ? নীলকমল-শ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমল-শব্দেন সুকুমারত্বং সূচিতম্। ননু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ, নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাৎ? অত আহ—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোঽন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরিপাকোদ্‌গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরস স্তিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ। নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ ন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ; ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিত-ক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথংস্যাৎ? তত্রাহ—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্ ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি। বালবোধিনী ॥ ৪৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধিকাদি। ব্রজে আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রসের আস্বাদন বাকী ছিল; তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল বলিয়াই রসের আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। (আশ্রয়-জাতীয় ভাব ব্যতীত আশ্রয়-জাতীয় রসের আস্বাদন অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে রসের আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে)। তিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার বলিয়াই শৃঙ্গার-রসের অবশিষ্ট (আশ্রয়-জাতীয়) অংশটুকু আস্বাদনের নিমিত্ত বাসনা জন্মে—ইহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি বাসনা; সুতরাং ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। এই আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি নাম ও প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং নাম-প্রেমপ্রচার হইল আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত কারণ গৌণ কারণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদোক্ত কারণই মুখ্য কারণ।

রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—যিনি সমস্ত রসের নিধান, রস-স্বরূপ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই (স্বাংশ কৃষ্ণ নহেন) শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **সাক্ষাৎ শৃঙ্গার**—মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার (শ্রীকৃষ্ণ); তাই শৃঙ্গার-রসের আস্বাদন-বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিকী স্পৃহা।

সেই রস—যে শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, সেই শৃঙ্গার-রস, অর্থাৎ সেই শৃঙ্গার-রসের অবশিষ্টাংশ (আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রস, ব্রজলীলায় যাহা আস্বাদিত হইতে পারে নাই)। **আনুষঙ্গে**—আনুষঙ্গিক ভাবে (মুখ্যভাবে নহে); শৃঙ্গার-রসের আশ্রয়-জাতীয় অংশ আস্বাদন করিতে করিতে আনুসঙ্গিক ভাবে। **সব রসের প্রচার**—অন্য সমস্ত রসের, বিশেষতঃ নাম-প্রেমাদির প্রচার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। সখি (হে সখি)! অনুরঞ্জনেন (প্রীতি-সম্পাদন দ্বারা) বিশ্বেষাং (সমস্ত গোপীগণের) আনন্দং (আনন্দ) জনয়ন্ (জন্মাইয়া) ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈঃ (নীলপদ্ম-শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল) অঙ্গৈঃ (অঙ্গ-সমূহ দ্বারা) অনঙ্গোৎসবং (অনঙ্গোৎসব) উপনয়ন্ (প্রাপ্ত করাইয়া) স্বচ্ছন্দং (অসঙ্কোচে) ব্রজসুন্দরীভিঃ (ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক) অভিতঃ (সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা) প্রত্যঙ্গং (প্রতি অঙ্গে) আলিঙ্গিতঃ (আলিঙ্গিত) [সন্] (হইয়া)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩
সেই-দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ১৮৪

অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ ॥ ১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুগ্ধঃ (মুগ্ধ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মধৌ (বসন্ত কালে) মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার ইব (মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস স্বরূপে) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা সমস্ত গোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপদ্ম-শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গ-সমূহের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করাইয়া এবং অসঙ্কোচে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গদ্বারা প্রতিঅঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন। ৪৩।

অনুরঞ্জনেন—গোপীগণ যে পরিমাণ রসাস্বাদন আশা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অনেক অধিক রস আস্বাদন করাইয়া। **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কি রকম? না—**ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল-কোমল**—নীলপদ্ম-সমূহ হইতেও শ্যামল এবং কোমল। ইন্দীবর-শব্দে অঙ্গের শীতলত্ব, শ্রেণী-শব্দে মাধুর্য্যের নবনবায়মানত্ব, শ্যামল-শব্দে সুন্দরত্ব এবং কোমল-শব্দে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুকুমারত্ব সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ অঙ্গসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদিত করাইলেন। এইরূপেই নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ব্যক্ত করিলেন। আবার ব্রজসুন্দরীগণও সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। নায়ক-নায়িকার পক্ষে এই ভাবে পরস্পরের প্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টায় প্রেম-পরিপাকোদ্গত পূর্ণ রসের আবির্ভাব হইল; আর মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বসন্তকালে প্রেয়সী-বর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, শৃঙ্গার-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার বলা হইয়াছে; তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৩। রসের সদন—সর্ব্বরসের আলয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সমস্ত রসের নিধান। তাই সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত তিনি রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন। **অশেষ-বিশেষে**—সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত; কোনওরূপ বিশেষেরই (বৈচিত্রীরই) আর শেষ (অবশেষ) রাখিয়া যান নাই, সমস্তই আস্বাদন করিয়াছেন। সমস্ত ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয়—এই উভয়-জাতীয় ভাবই বর্ত্তমান। সুতরাং মধুররসের বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় আস্বাদনই সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। **রস আস্বাদন**—মধুর-রসের আস্বাদন। মধুর-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর আস্বাদনই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৪। সেই-দ্বারে—অশেষ-বিশেষে মধুর-রসের আস্বাদন দ্বারা; আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে। **কলিযুগ-ধর্ম্ম**—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। অশেষ-বিশেষে রস-বৈচিত্রী-আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন।

চৈতন্যের দাসে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত। বাঞ্ছাত্রয়-পূরণই যে শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ এবং বাঞ্ছাত্রয় পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া নাম-প্রেম প্রচার যে অবতারের গৌণ কারণ—ইহাই বিজ্ঞের অনুভব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তবৃন্দই তাঁহার মনোগত ভাব এবং তাঁহার লীলার রহস্য অবগত আছেন; তাঁহার অবতারের কারণ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইহা তাঁহাদেরই অনুভব-লব্ধ সত্য, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য।

১৮৫-৮৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তগণের কৃপাতেই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উল্লিখিত অবতার-কারণ

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূলশ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৪৪

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৮৮
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥১৮৯
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥১৯০
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥১৯১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহার ভক্তগণকে প্রণতি জানাইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, দুই পয়ারে।

১৮৭। **ষষ্ঠ শ্লোকের**—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকের। **মূল শ্লোকের অর্থ**—শ্লোকের মূল অর্থ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের মূল-কারণরূপ সিদ্ধান্ত। শ্লোকের আভাস-বর্ণনা-উপলক্ষ্যেই পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ার-সমূহে শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে; এক্ষণে সার-সিদ্ধান্তটী ব্যক্ত করা হইতেছে।

শ্লো। ৪৪। এই শ্লোকের অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৮। **এ সব সিদ্ধান্ত**—ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, সে সমস্ত। **গূঢ়**—গোপনীয়; যাহা গোপনে রাখা উচিত। **কহিতে না জুয়ায়**—প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিব বলিয়া মনে করিতেছি, সে গুলি অত্যন্ত গোপনীয়, প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়। কিন্তু কিছু না বলিলেও এসব বিষয়ে কেহ কিছু কূল কিনারা পাইবেনা।"

১৮৯। "তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু বলিতেছি; যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারাই প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতেও বিষয়টী বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু যাঁহারা অভক্ত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।"

করিয়া নিগূঢ়—গোপন করিয়া; আবরণ দিয়া; প্রচ্ছন্ন ভাবে; ইঙ্গিতে। **রসিক ভক্ত**—রসিক ভক্তের লক্ষণ পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **মূঢ়**—মায়ামুগ্ধ অভক্ত।

১৯০। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহারাই রসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারাই রসিক ভক্ত। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে তাঁহারাই আনন্দ পাইবেন; কারণ, তাঁহারা রসজ্ঞ।

হৃদয়ে ধরয়ে ইত্যাদি—যিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি প্রাণের সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন। ইহাই পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত রসিক ভক্তের লক্ষণ। যিনি রসজ্ঞ, রস-আস্বাদনে পটু, তিনিই রসিক। যিনি প্রাণের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার রসাস্বাদন-পটুতা জন্মিতে পারে, তিনি তখন রসিক-ভক্ত হইতে পারেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ঈদৃশী কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহারাই অরসিক। **এ সব সিদ্ধান্তে** ইত্যাদি—যে সকল সিদ্ধান্তের কথা বলা হইবে, সে সমস্ত ব্রজরস-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে; শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপায় রসাস্বাদন বিষয়ে যাঁহারা পটুতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন।

১৯১। ভক্তগণকে কোকিলের সঙ্গে এবং বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তকে আম্র-পল্লবের সঙ্গে তুলনা করিয়া পূর্ব্ব পয়ারের মর্ম্মই অন্যরূপে প্রকাশ করিতেছেন। আম্র-পল্লবের (আম-পাতার) রস যেমন কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, তদ্রূপ এ সব সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় রসও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥১৯২
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥১৯৩
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥ ১৯৪
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে—।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তগণ-কোকিলের—ভক্তগণরূপ কোকিলের! **বল্লভ**—প্রিয়, আদরণীয়, আস্বাদনীয়।

১৯২। অভক্তকে উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া আবার বুঝাইতেছেন। উষ্ট্র আম্র-পল্লব ভালবাসেনা; দৈবাৎ আম্র-পল্লব মুখে পড়িলে তাহার রস গ্রহণ করেনা, বরং তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়। তদ্রূপ, অরসজ্ঞ অভক্তগণও এ সকল সিদ্ধান্তে কোনও রূপ আনন্দ পাইবেনা; তাহাদের সাক্ষাতে এ সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিলে বরং তাহারা এ সকলের কদর্থ বুঝিয়া অপরাধে পতিত হইবে।

অভক্ত উষ্ট্রের—অভক্তরূপ উষ্ট্রের। **ইথে**—এ সকল সিদ্ধান্তের রসে (যাহা আম্রপল্লব-রসের তুল্য)। **তবে চিত্তে হয়** ইত্যাদি—অভক্তগণ যদি আমার নিগূঢ় বর্ণনার আবরণ ভেদ করিয়া এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কদর্থ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা।

১৯৩। অভক্তগণ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কদর্থ করিয়া অপরাধী হইবে বলিয়াই তাহাদের নিকট কোনও নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আমার ভয় হয়। আমার প্রচ্ছন্ন বর্ণনার ফলে তাহারা যদি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানিতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কদর্থ করার অপরাধ হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে।

অভক্তগণ কোনওরূপ কুতর্ক করিবে বলিয়া গ্রন্থকারের ভয় নহে; কুতর্ক তিনি খণ্ডন করিতে পারিবেন। তাঁহার ভয়—পাছে তাহারা কদর্থ করিয়া অপরাধী হয়। পরম নিগূঢ় রহস্য অভক্তদের নিকট প্রকাশ করা যে উচিত নহে, শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সর্ব্বগুহ্যতম ভজন-রহস্য অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥—যে ব্যক্তি তপোহীন, অভক্ত, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং আমার প্রতি অসূয়াযুক্ত, তাহাকে ইহা বলিবেনা।১৮।৬৭॥"

১৯৪। **অতএব**—অভক্তগণ বুঝিতে পারিবে না বলিয়া। **নিঃশঙ্কে**—নির্ভয়ে; কদর্থ দ্বারা অভক্তগণের অপরাধী হওয়ার শঙ্কা নাই বলিয়া। **তার হউক চমৎকার**—সিদ্ধান্ত শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দ চমৎকারিতা জন্মুক।

১৮৮—১৯৪ পয়ার সিদ্ধান্ত-বর্ণনের স্বরূপ। ১৯৫ পয়ার হইতে সিদ্ধান্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইবে।

১৯৫। ষষ্ঠ শ্লোকের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ১৯৫—২২৩ পয়ার শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন:—"তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে পূর্ণানন্দ-স্বরূপ এবং পূর্ণরস-স্বরূপ বলেন।"

পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ এবং পূর্ণ রস-স্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন "রসো বৈ সঃ।২।৭॥ তিনি রস-স্বরূপ" শ্রুতি আরও বলেন "আনন্দং ব্রহ্ম।" শ্রীমদ্‌ভাগবতে বসুদেব-বাক্য—"কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ। ১০।৩।১৩॥—কেবলশ্চাসাবনুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বরূপং যস্য ইত্যেষা। শ্রীস্বামিটীকা॥" "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে॥ গোপাল-তাপনী পূ ১॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১।" শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ-রস-স্বরূপ এবং পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ উক্ত বচনসমূহই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ রস-রূপে আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক এবং আস্বাদনরূপে তিনি আনন্দ। আবার স্বরূপেও তিনি আনন্দ—আনন্দঘন-বিগ্রহ। **কহে**—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন।

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥১৯৬
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ ১৯৭
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ ১৯৮
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার॥ ১৯৯
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ ২০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়-পয়ারার্দ্ধ স্থলে "পূর্ণানন্দরস-স্বরূপ সবে কহে মোরে॥" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৯৬। "আমি আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া আমিই সকলকে আনন্দিত করি; আমাকে আবার আনন্দিত করিতে কে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না।"

আমা হইতে ইত্যাদি—রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দিত হয়। "রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দয়াতি।—তিনি রসস্বরূপ; সেই রসকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বমূল ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ না হইলে কে-ই বা আনন্দিত হইত, কে-ই বা প্রাণ ধারণ করিত? এই ভগবানই সকলকে আনন্দিত করেন বা আনন্দ দান করেন। তৈত্তিরীয়। ২।৭॥" অথবা পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছেন, সেই আনন্দের কিঞ্চিদংশ পাইয়াই সকলে আনন্দিত। **আমাকে আনন্দ** ইত্যাদি—আমাকে কে আনন্দ দিবে? অর্থাৎ আমাকে কেহ আনন্দ দিতে পারেনা; কারণ আনন্দের উৎসই আমি, অপর কেহ নহেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কেবল আস্বাদ্য এবং আস্বাদন অংশের কথাই বলা হইতেছে; কিন্তু আস্বাদক-অংশের কথা বলা হইতেছে না। আস্বাদ্য এবং আস্বাদন রূপেই তিনি সকলকে আনন্দিত করেন; কিন্তু আস্বাদকরূপে তিনি নিজেও যে আনন্দিত হয়েন, "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন। ২।৮।১২১॥"—তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে।

১৯৭। "আমা (শ্রীকৃষ্ণ) অপেক্ষাও যাঁহাতে শত শত অধিক গুণ আছে, এক মাত্র তিনিই আমার মনকে আনন্দিত করিতে পারেন।" **শত শত**—অসংখ্য।

১৯৮। "কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক গুণী জগতে থাকা অসম্ভব; কিন্তু আমার অনুভব হইতেছে, একমাত্র শ্রীরাধাতেই আমা অপেক্ষা অধিক গুণ আছে; কারণ, তিনিই আমাকে আনন্দিত করিতে পারেন।" গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। ১।৪।৭১॥ রাধাগুণানাং গণনাতিগানাং বাণীবচঃসম্পদগোচরাণাম্। ন বর্ণনীয়ো মহিমেতি যূয়ং জানীথ তত্তৎ কথনৈরলং নঃ॥—শ্রীরাধার অগণনীয় গুণের কথা কখনই বর্ণনা করা যাইতে পারে না, ইহা তোমরা অবগত হও; অতএব সেই গুণের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই; অন্যের কথা কি, এই সকল গুণ স্বয়ং সরস্বতীরও বাক্য-সম্পত্তির অগোচর। গোবিন্দলীলামৃত। ১১।১৪৫॥ স্বীয়-গুণ-বৈভবে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করিতে সমর্থা, তাহার প্রমাণও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণৈরুদারা শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকৈব।—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-গুণ-ভূষিতা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকারই ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ১১।১১৮॥"

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট্ (একমাত্র স্বীয়শক্তির সহায়ে বিরাজিত) বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে না। শ্রীরাধা তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী (১।৪।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বাতিশায়িরূপে আনন্দিত করিতে সমর্থা।

১৯৯-২০০। শ্রীরাধাতে যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গুণের আধিক্য আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে অনুভব করিলেন, তাহা বলিতেছেন—সাত পয়ারে। "শ্রীরাধার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং কর্ণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে আনন্দিত করিয়া থাকে ; ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিতেছেন যে, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি হইতে অধিকতর আনন্দদায়ক ; তত্তদ্‌গুণে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক গুণবতী। প্রথমে দুই পয়ারে রূপের কথা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষাও মনোরম ; আমার রূপমাধুর্য্যের অধিক মাধুর্য্যতো কাহারও নাই-ই, সমান মাধুর্য্যও কাহারও নাই ; আমার রূপে ত্রিভুবন আনন্দিত হয় ; অর্থাৎ রূপমাধুর্য্য দ্বারা আমিই সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকি ; ইহাতেই বুঝা যায়, আমার রূপ সকলের রূপ অপেক্ষা অধিকতর মনোরম ; কিন্তু এতাদৃশ আমিও যদি শ্রীরাধার রূপ দর্শন করি, তাহা হইলে আমার নয়ন পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহাতেই অনুমান হয়, রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীরাধিকা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। নচেৎ, তাঁহার রূপে আমার নয়ন তৃপ্তিলাভ করিবে কেন ?"

কোটিকাম জিনি ইত্যাদি—এক কন্দর্পের (কামের) রূপেই সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ; এরূপ কোটি কন্দর্পের রূপ যদি একত্র করা যায়, অর্থাৎ এক কন্দর্পের যত রূপ, তাহার কোটি গুণ রূপও যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহাও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপের নিকটে পরাজিত হইবে। **অসমোর্দ্ধ**—সম এবং ঊর্দ্ধ নাই যাহার ; যাহা অপেক্ষা বেশীও নাই, যাহার সমানও নাই ; যাহা নিজেই সকলের উপরে ; **অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য** ইত্যাদি—আমার মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ আমার মাধুর্য্যের অধিক মাধুর্য্যও কাহারও নাই, সমান মাধুর্য্যও কাহারও নাই। **মোর রূপে** ইত্যাদি—কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষাও আমার রূপ অধিকতর মনোরম বলিয়া এবং আমার রূপ-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ বলিয়া, আমার রূপেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। **রাধার দর্শনে** ইত্যাদি—কিন্তু রাধাকে দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায়—পরিতৃপ্ত হয়। ইহাতেই বুঝা যায়—রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

এই দুই পয়ারের প্রথম দেড় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সম্বন্ধে ; শেষ অর্দ্ধ পয়ার শ্রীরাধার রূপ-সম্বন্ধে। কেহ কেহ মনে করেন, পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারের প্রত্যেকটীতেই যখন প্রথম পয়ারার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এবং শেষ পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধা-সম্বন্ধে, তখন এই দুই পয়ারের প্রত্যেকটীরও প্রথম পয়ারার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধাসম্বন্ধে হইবে। বোধ হয় এজন্যই তাঁহারা বলেন "অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধাসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে। তাঁহাদের মতে এই দুই পয়ারের অর্থ এইরূপ হইবে ;—"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপকেও পরাজিত করে ; কিন্তু শ্রীরাধার মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ। আমার রূপের পরিমাণের একটা অনুমান করা চলে—ইহা কোটী-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী ; কিন্তু শ্রীরাধার মাধুর্য্যের কোনও অনুমানও চলেনা—কারণ, ইহার সমান মাধুর্য্য তো কাহারও নাই-ই, ইহার অধিক মাধুর্য্যও কাহারও নাই। আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়, কিন্তু শ্রীরাধার রূপ-দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়।"

যাহা হউক, "অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য" ইত্যাদি উক্তি শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার হেতু এই :—(১) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন ; প্রত্যেকটী বিষয়ে শ্রীরাধার আধিক্য অনুমান করার হেতুই তিনি বলিয়াছেন—যেমন, শব্দসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।" গন্ধ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ।" ইত্যাদি। আলোচ্য দুইটী পয়ারই রূপ-সম্বন্ধে ; এবং সর্ব্বশেষ পয়ারার্দ্ধেই শ্রীরাধারূপের আধিক্যের হেতু দেখান হইয়াছে—"রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।" সুতরাং পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, প্রথম দেড় পয়ারই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এবং শেষ পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধা সম্বন্ধে। (২) "অসমোর্দ্ধ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে শ্রীরাধার নাম নাই ; এবং মাধুর্য্যে যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার কোনও আধিক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা অনুমান করিবার কোনও হেতুও উল্লিখিত হয় নাই। (৩) প্রকরণ-অনুসারে এস্থলে মাধুর্য্য-শব্দে রূপ-মাধুর্য্যকেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় পয়ারের শেষার্দ্ধে যখন শ্রীরাধার রূপের আধিক্যের কথা বলা হইয়াছে, তখন প্রথম পয়ারের শেষার্দ্ধেও তাহা আবার বলিলে পুনরুক্তি-দোস ঘটে।

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥ ২০২
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস ।
রাধার অধর-রস আমা করে বশ ॥ ২০৩
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল ।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(৪) প্রথম পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধেরই পরিস্ফুট বিবরণ; প্রথমার্দ্ধ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণরূপের অসমোর্দ্ধতাই সূচিত হয়; উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের পরিমাণের কোনও অনুমানই চলে না—রূপ-পরিমাণের নিম্নতম সীমাই বলা হইয়াছে কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী। তাহা অপেক্ষা কত বেশী রূপ কৃষ্ণের, তাহা বলা হয় নাই; জগতে কন্দর্পের রূপই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহা অপেক্ষাও বেশী রূপ কৃষ্ণের; সুতরাং কৃষ্ণের রূপ যে কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা—সুতরাং সকলের রূপ অপেক্ষাই বেশী—সুতরাং অসমোর্দ্ধ—তাহাই বলা হইল। এই পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহাই দ্বিতীয় পয়ারের "মোর রূপে অপ্যায়িত" ইত্যাদির হেতু।

২০১। শব্দের কথা বলিতেছেন। "আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে আমার কর্ণ আকৃষ্ট হয়। আমার শব্দ ত্রিভুবনের কর্ণানন্দদায়ক, কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠশব্দ আমারও কর্ণানন্দ-দায়ক। সুতরাং শব্দমাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আকর্ষয়ে—শব্দমাধুর্য্যে আকর্ষণ করে, ত্রিভুবনের সকলের চিত্ত হরণ করে। **রাধার বচনে**—রাধার বাক্যের মাধুর্য্যে—কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে। **হরে আমার শ্রবণ**—আমার কর্ণকে হরণ করে, মুগ্ধ করে।

২০২। গন্ধের কথা বলিতেছেন। "আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গগন্ধের কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াই জগতের সমস্ত সুগন্ধি বস্তুর সুগন্ধ—যে সুগন্ধিবস্তুর ঘ্রাণে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত ও আনন্দিত। কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মণ-প্রাণ হরণ করে। আমার অঙ্গগন্ধে জগতের আনন্দ। কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে আমার আনন্দ। সুতরাং গন্ধমাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

চিত্ত-প্রাণ—চিত্ত ও প্রাণ; মন-প্রাণ। প্রায় সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই "চিত্ত-ঘ্রাণ" পাঠ দৃষ্ট হয়। ঘ্রাণ অর্থ ঘ্রাণ লওয়া যায় যদ্দ্বারা, নাসিকা। চিত্ত-ঘ্রাণ অর্থ চিত্ত ও নাসিকা। শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার চিত্তকে ও নাসিকাকে হরণ করে বা মুগ্ধ করে। ঝামটপুরের গ্রন্থে "চিত্ত-প্রাণ" পাঠ আছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

২০৩। রসের কথা বলিতেছেন। "আমার অধর-রসে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; কিন্তু রাধার অধর-রসে আমি মুগ্ধ। সুতরাং অধর-রস-মাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আমার রসে—দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে অধর-রস আছে বলিয়া এস্থলেও রস-শব্দে অধর-রসই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভক্তগণ ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যে অন্ন-পানাদি নিবেদন করেন, তৎসমস্ত অঙ্গীকার করার সময়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস সঞ্চারিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ-গ্রহণ-সময়ে ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিয়া সরস বা ভক্তিরসময় হয়েন, **রাধার অধর-রস**—চুম্বনাদি-সময়ে গৃহীত শ্রীরাধার অধর-রস।

অথবা, প্রথম-পয়ারার্দ্ধের রস-শব্দে সর্ব্ববিধ আস্বাদ্যত্বও লক্ষিত হইতে পারে। **সরস**—আস্বাদময়। "জগতে যতকিছু আস্বাদ্য বস্তু আছে, তৎসমস্তের আস্বাদ্যত্বের হেতুই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আস্বাদ্যত্ব; আমার আস্বাদ্যত্বের এক কণিকা পাইয়া জগতের সমস্ত সুস্বাদ বস্তুর স্বাদ—যাহা আস্বাদন করিয়া জগৎ মুগ্ধ; কিন্তু, শ্রীরাধার অন্য-স্বাদ্যতার কথা দূরে থাকুক, এক অধর-রসের স্বাদেই আমি তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং স্বাদ্যত্ব-বিষয়েও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

২০৪। স্পর্শের কথা বলিতেছেন। স্পর্শের স্নিগ্ধত্ব এবং শীতলত্বই আস্বাদনীয়। "আমার স্পর্শ কোটিচন্দ্রের শীতলত্ব অপেক্ষাও শীতল; সুতরাং আমার স্নিগ্ধ-স্পর্শে সমস্ত জগৎই আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু শ্রীরাধার স্পর্শের স্নিগ্ধতায় আমিও আনন্দ অনুভব করি। সুতরাং স্পর্শের মাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি,—সব বিপরীত ॥ ২০৬
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭
পরস্পরবেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ ২০৮
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোটীন্দু-শীতল—কোটিচন্দ্র হইতেও শীতল।

২০৫। রূপ-রসাদি-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয় হইতেই জীব চক্ষু, কর্ণ. নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির কণিকামাত্র পাইয়াই জগতের যাবতীয় বস্তুর রূপ-রসাদি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিই জগতের জীবগণের চক্ষুকর্ণাদির অনন্দের হেতু; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি অন্য সকলের রূপ-গুণাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয় পয়ারের শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার রূপ-রসাদিই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক; সুতরাং রূপ-রসাদি-বিষয়ে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই অনুমিত হইতেছে।

এইমত—পূর্ব্ব পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুসারে। **সুখে**—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি হইতে জাত সুখ-বিষয়ে। **জীবাতু**—জীবনৌষধি; জীবনধারণের উপায়; যে আনন্দ না পাইলে জীবন ধারণ অসম্ভব, শ্রীরাধার রূপ-রসাদি হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন; তাই তিনি শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিকে তাঁহার জীবাতু বলিয়াছেন।

২০৬। **এইমত**—পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপাদি জগতের সুখের হেতু, কিন্তু—শ্রীরাধার রূপাদি আমার সুখের হেতু—এইরূপ। **প্রতীত**—বিশ্বাস। **বিপরীত**—উল্টা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"শ্রীরাধার রূপ দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়, শ্রীরাধার কথা শ্রবণে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয়, ইত্যাদি আমি নিজে অনুভব করিয়াছি এবং এসমস্ত অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির মাধুর্য্যে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; কোনওরূপ বিচার না করিয়া কেবল অনুভব হইতেই আমার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু তটস্থ হইয়া যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সমস্তই বিপরীত—আমার রূপ-রসাদির মাধুর্য্যই শ্রীরাধার রূপ-রসাদির মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, আমার রূপ-রসাদির মাধুর্য্যেই শ্রীরাধার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপরিসীম আনন্দ লাভ করে—শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যত আনন্দ অনুভব করি, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করেন।" পরবর্ত্তী ২০৭-২১৫ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের এই তটস্থ বিচারের কথা বলা হইয়াছে।

২০৭। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ বিচারের কথা বলা হইতেছে। এই পয়ারে রূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"শ্রীরাধার রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায় (২০০ পয়ার দ্রষ্টব্য), আমার আনন্দ হয়; কিন্তু এত বেশী আনন্দ হয় না, যাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। কিন্তু আমার রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীরাধা এতই আনন্দ পান যে, তিনি সুখাধিক্যে একেবারে অজ্ঞান—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।"

২০৮। শব্দ-সম্বন্ধে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—"পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার মুখের কথা শুনিলে তাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয় (২০১ পয়ার); কিন্তু সেই তৃপ্তি এত বেশী নয়, যাতে সুখাধিক্যে আমি অচেতন হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর শুনা তো দূরে,—দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে, অথবা বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনিবৎ যে শব্দ হয়, তাহা শুনিয়াই আমার বংশীধ্বনি মনে

'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।'
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২০৯
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ ॥ ২১০
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে—মগ্ন কিছুই না জানে ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া শ্রীরাধা সুখাধিক্যে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন—সাক্ষাদ্ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর বা আমার বংশীধ্বনি শুনিলে তাঁহার কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।"

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০১ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **বেণু**—এক রকম বাঁশ। **পরস্পর-বেণুগীতে**—বায়ু দ্বারা চালিত হইলে বেণু-নামক দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে বংশীধ্বনির ন্যায় যে শব্দ হয়, তাহাতে। কেহ কেহ বলেন, বেণুনামক বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনির ন্যায় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনিলে। আবার কেহ বলেন—দু'চার জন বসিয়া যখন আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বেণু-গীতের কথা আলোচনা করেন, তখন সেই আলোচনা হইতে। "বেণুগীত" শব্দটী মাত্র শুনিলেই (শ্রীরাধা হত-চেতন হইয়া পড়েন)।

২০৯। স্পর্শের কথা বলিতেছেন, তিন পংক্তিতে; পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলে আমি সুশীতল হই (২০৪ পয়ার); কিন্তু অন্য কিছু দেখিয়া রাধা-ভ্রমে তাহা স্পর্শ করিলে আমার অঙ্গ তদ্রূপ শীতল হয় না। কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার অঙ্গ-স্পর্শের কথা তো দূরে, তরুণ-তমালের সঙ্গে আমার বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তরুণ-তমাল দেখিয়াও শ্রীরাধা সময় সময় আমাকে দেখিলেন বলিয়া ভ্রম করেন এবং সেই ভ্রমের বশবর্ত্তিনী হইয়া ঐ তমালকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন—আমার আলিঙ্গন পাইয়াছেন মনে করিয়া নিজকে সার্থক-জন্মা জ্ঞান করেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ অনুভব করেন যে, ঐ তমালকে কোলে করিয়াই সুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন—যেন তাঁহার আর বাহ্যস্মৃতি থাকে না। তমালকে আলিঙ্গন করিয়াই তিনি আমার আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করেন।"

২১০। গন্ধের কথা বলিতেছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২ পয়ারের সহিত ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—"সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মন-প্রাণকে হরণ করে, সর্ব্বদা সেই গন্ধ পাওয়ার নিমিত্ত আমার বাসনা জন্মে (২০২ পয়ার)। কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে আমার অঙ্গগন্ধ না পাইলেও দূর হইতে অনুকূল বাতাস যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে, তবে সেই বাতাসের গন্ধ অনুভব করিয়াও শ্রীরাধা আমার নিকটে যেন উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন—যেন অন্ধের ন্যায় সোজাসুজি ভাবে ছুটিয়া চলেন, সোজাসোজি ভাবে চলিবার রাস্তা আছে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিবার যোগ্যতা যেন তখন আর তাঁহার থাকে না।"

অনুকূলবাতে—যে দিকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) থাকি, সেই দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া যদি শ্রীরাধার দিকে আসে, তবে তাহাকে অনুকূল বায়ু বলা যায়। **উড়িয়া পড়িতে চাহে**—আমার সহিত মিলনের জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হয়েন, যে চলিয়া যাইবার বিলম্বও যেন সহ্য হয় না, পাখীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। **প্রেমে অন্ধ হঞা**—অন্ধ যেমন কোন স্থান দিয়া পথ আছে না আছে, কিম্বা যে দিকে রওয়ানা হইল, সেই দিক দিয়া কণ্টকাদি আছে কিনা কিছুই জানিতে পারে না, শ্রীরাধাও তদ্রূপ আমার অঙ্গগন্ধে প্রেমোন্মত্তা হইয়া এই ভাবে ধাবিত হয়েন যে, পথে কি বিপথে চলিতেছেন, কাঁটার উপর দিয়া কি সর্পের উপর দিয়া চলিতেছেন, তৎপ্রতি অনুসন্ধান থাকেনা, কেবল গন্ধ লক্ষ্য করিয়াই ধাবিত হয়েন।

২১১। রসের কথা বলিতেছেন; ২০৩ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার অধর-সুধা (চুম্বনাদি-কালে) পান করিলে আমি তাঁহার বশীভূত হই অর্থাৎ তাঁহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি (২০৩ পয়ার)। কিন্তু সাক্ষাদ ভাবে আমার (চুম্বনাদি-কালে) অধর-সুধার কথা তো দূরে—আমার চর্ব্বিত তাম্বূল মাত্র আস্বাদন করিলেই শ্রীরাধা যেন সুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥ ২১২
লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥২১৩
দোঁহার যে সম রস—ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥ ২১৪
অন্যোন্যসঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনে তিনি এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, অন্য কোনও বিষয়েই যেন তিনি তখন আর কিছু জানিতে পারেন না।"

তাম্বুল—পান। **কিছুই না জানে**—চর্ব্বিত তাম্বূলের রসাস্বাদনে এতই তন্ময় হইয়া যায়েন যে, অন্য কোনও বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন না।

২১২। শ্রীরাধার রূপ-রসাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় যে সুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয় যে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কয় পয়ারে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার রূপ-রসাদির আস্বাদনে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের কথা তবুও কোনও রকমে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম; কিন্তু আমার সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহা শত মুখে বর্ণন করিয়াও আমি শেষ করিতে পারিব না।"

আমার সঙ্গমে—আমার সহিত সম্ভোগে; রহোলীলায়।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "আমার সঙ্গমে" স্থলে "আমার অঙ্গস্পর্শে" পাঠ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে এই পয়ারটী স্পর্শ-গুণ-বিষয়ক হইবে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয় হইবে। আর, ২০৯ পয়ারের তিন পংক্তির ২০৮ পয়ারের সঙ্গে অর্থ করিতে হইবে—"পরস্পর-বেণুগীতে হত-চেতন হইয়া শ্রীরাধা আমার ভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করেন, ইত্যাদি।" ঝামটপুরের গ্রন্থে এবং কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও "আমার সঙ্গমে" পাঠ আছে; আমরা এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

২১৩। "আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহা বর্ণন করা তো দূরে, সেই আনন্দের ফলে—সম্ভোগান্তে শ্রীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব্ব মাধুরী দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করার শক্তিও আমার নাই—তাহা বর্ণন করিব কি, তাহা দেখিয়াই আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি।"

শ্রীকৃষ্ণের এই আত্মবিস্মৃতির কারণ—শ্রীরাধার মাধুরী দর্শনে তাঁহার সুখাধিক্য এবং ইহারও হেতু শ্রীরাধার সুখ; সুতরাং সম্ভোগে, শ্রীরাধার সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

লীলা-অন্তে—রহোলীলার অন্তে; সম্ভোগের শেষে। **ইহার**—শ্রীরাধার।

২১৪। "রস-শাস্ত্রবিৎ ভরত-মুনি বলিয়াছেন, সম্ভোগ-কালে নায়ক ও নায়িকা এতদুভয়েরই সমান আনন্দ জন্মে; কিন্তু লৌকিক-সম্ভোগ-রসেই এই উক্তি খাটে; তাই লৌকিক-সম্ভোগ-সুখের কথাই ভরত-মুনি লিখিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আমার সঙ্গমে আমাদের কাহার কিরূপ সুখ জন্মে, ভরত-মুনি তাহা জানেন না-; জানিলে নায়ক-নায়িকার সমান সুখের কথা লিখিতেন না।"

দোঁহার—উভয়ের; নায়ক ও নায়িকার। **সম রস**—সম্ভোগে সমান সুখ। **ভরত মুনি মানে**—রস-শাস্ত্রকার ভরত মুনি স্বীকার করেন। **ব্রজের রস**—ব্রজে গোপসুন্দরীদিগের সহিত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গমে আমাদের কাহার কি রকম সুখ হয়, তাহা। **সেহো**—সেই ভরতমুনি, যদিও তিনি রসশাস্ত্র-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া থাকুন।

২১৫। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমে কাহার কি রকম সুখ হয় তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"শ্রীরাধার সহিত আমার সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই, শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন।" এস্থলে শ্রীরাধার উপলক্ষণে অন্য গোপীদের সুখাধিক্যও সূচিত হইতেছে।

অন্যোন্য সঙ্গমে—শ্রীরাধা ও আমি, এই উভয়ের পরস্পরের সঙ্গমে। **শত অধিকাই**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের)

তথাহি ললিতমাধবে (৯।৯)

নির্দ্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্ম্মোদতে ॥ ৪৫

শ্রীরূপগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ।—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণ ইতি। রসনা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বক্-নেত্ররূপং ত্বামাস্বাদ্য মুহুর্ম্মোদতে ইত্যন্বয়ঃ। কুহুরুতং কোকিলধ্বনিঃ তস্য শ্লাঘাং ভিন্দতীতি তাঃ। বিম্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়োজ্ঞেয়ঃ ॥ শ্রীরূপগোস্বামী ॥ ৪৫ ॥

তাং রাধাং স্মরামি। কথম্ভূতাং তদাহ রূপে ইতি। কংসহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে রূপদর্শনে লুব্ধে লোভযুক্তে নয়নে যস্যাস্তাম্। স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গসঙ্গে অতিশয়ং হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাস্তাম্। বাণ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য বচনশ্রবণায় উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাম্। পরিমলে শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গসৌরভে সংহৃষ্টে প্রফুল্লে নাসাপুটে যস্যাস্তাম্। অধরপুটে অধররসপানে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা যস্যাস্তাম্। ন্যঞ্চৎ ন্যমৎ মুখমেবাম্ভোরুহং যস্যাস্তাম্। দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যয়া তাম্। বহিরপি প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণাকুলা যা তাম্। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধায়াং মহাভাবনিবিড়ত্বমিতি ধ্বনিতমিতি ॥ ৪৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখ অপেক্ষা শ্রীরাধার সুখ শতগুণে বেশী। বিলাসান্তে শ্রীরাধার অঙ্গমাধুরী দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমান করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকে শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। কল্যাণি (হে কল্যাণি)! তে (তোমার) বিম্বাধরঃ (বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর) নির্দ্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (অমৃতের মাধুর্য্যও সুগন্ধের পরাভবকারী) [তে] (তোমার) বক্ত্রং (বদন) পঙ্কজসৌরভং (পদ্মের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত)। [তে] (তোমার) গিরঃ (বাক্য সকল) কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ (কোকিল-ধ্বনির গর্ব্ব-খর্ব্বকারী)। [তে] (তোমার) অঙ্গং (অঙ্গ) চন্দনশীতলং (চন্দন হইতেও শীতল)। [তে] (তোমার) ইয়ং (এই) তনুঃ (দেহ) সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বভাগী)। রাধে (হে রাধে)! ত্বাং (তোমাকে—তোমার অধরাদি সমস্তকে) আস্বাদ্য (আস্বাদন করিয়া—উপভোগ করিয়া) মম (আমার) ইদং (এই) ইন্দ্রিয়কুলং (ইন্দ্রিয়-সমূহ—পঞ্চেন্দ্রিয়) মুহুঃ (বারম্বার) মোদতে (আনন্দিত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন :—হে কল্যাণি! বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার অধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে (সুগন্ধকে) পরাজিত করিয়াছে; তোমার বদন পদ্মগন্ধের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত; তোমার বাক্য কোকিলের ধ্বনির গর্ব্ব হরণ করে; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল (স্নিগ্ধ); তোমার এই তনু সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বভাগিনী (সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আধার)। হে রাধে! তোমাকে (তোমার অধরাদি সমস্তকে) উপভোগ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-সমূহ মুহুর্মুহু হর্ষযুক্ত হইতেছে। ৪৫।

শ্রীরাধার অধর-রসপানে শ্রীকৃষ্ণের রসনা, মুখের সুগন্ধে নাসিকা, বাক্যশ্রবণে কর্ণ, অঙ্গস্পর্শে ত্বক্ এবং অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছে। শ্রীরাধার রূপাদি দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। কংসহরস্য (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) রূপে (রূপ-মাধুর্য্যে) লুব্ধনয়নাং (লুব্ধনয়না), স্পর্শে (শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে) অতিহৃষ্যত্বচং (হর্ষযুক্তত্বক—রোমাঞ্চিতগাত্রা), বাণ্যাং (শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে) উৎকলিত-শ্রুতিং

তাতে জানি, মোতে আছে কোন্ এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৬

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(উৎকণ্ঠিত-কর্ণা), পরিমলে (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং (প্রফুল্ল-নাসাপুটা), অধরপুটে (অধর-সুধাপানে আরজ্যদ্রসনাং (অনুরাগযুক্ত-রসনা), ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (লজ্জানম্রমুখপদ্মা) দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং (কপটমহাধৈর্য্যশালিনী) বহিরপি (কিন্তু বাহিরে) প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (স্পষ্ট বিকার দ্বারা আকুলা) [রাধাং] (শ্রীরাধাকে) [অহং স্মরামি] (আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণরূপে যাঁহার নয়নযুগল লোভযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে যাঁহার ত্বগিন্দ্রিয় অতিশয় পুলকিত, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে যাঁহার কর্ণদ্বয় উৎকণ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভে যাঁহার নাসাপুট প্রফুল্লিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে যাঁহার রসনা অনুরাগবতী এবং কপটতাপূর্ব্বক মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইলেও বাহিরে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারে যিনি আকুল হইয়াছেন, সেই লজ্জাবনতবদনা শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি। ৪৬।

এই শ্লোকে দেখান হইল যে শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীরাধার চক্ষু, স্পর্শে ত্বক্, বাক্যে কর্ণ, অঙ্গগন্ধে নাসিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে শ্রীরাধার রসনা আনন্দিত হয়; এবং এই আনন্দ এত অধিক যে লজ্জায় শ্রীরাধার বদন অবনত হইয়া রহিয়াছে; আর তাঁহার এই অত্যধিক আনন্দের কোনও লক্ষণ যাহাতে অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট ধৈর্য্যধারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না—সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারগুলি সুদ্দীপ্তভাবে তাঁহার অঙ্গে প্রকটিত হইয়া তাঁহার গোপনতার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির অনুভবে শ্রীরাধার মধ্যে মহাভাবের বিকার সকল উদিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ হয় না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় যে রকম সুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয় তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়।)

দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতি—শ্রীরাধিকা এমন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যেন তিনি মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আনন্দবিকারকে গোপন করার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে—ধৈর্য্যের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, অথচ বাস্তবিক ধৈর্য্য নাই; এজন্য ইহাকে কপট ধৈর্য্য বলা হইয়াছে। ধৈর্য্যের অভাব কিসে প্রকাশ পাইল? **প্রোদ্যদ্বিকারাকুলা**—আনন্দাধিক্যবশতঃ সাত্ত্বিক-বিকারগুলি তাঁহার দেহে জাজ্বল্যমান হইয়া উদিত হইয়াছে; এই বিকারগুলিকে তিনি দমন করিতে পারেন নাই।

২১৬। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন। **তাতে জানি**—পূর্ব্বোক্ত কারণে মনে হয়। **মোতে**—আমাতে, শ্রীকৃষ্ণে। **এক রস**—কোনও এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ্য বস্তু। **আমার মোহিনী রাধা**—যিনি সমস্ত জগৎকে—এমন কি স্বয়ং কন্দর্পকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করেন, সেই যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ), সেই আমাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করেন যেই শ্রীরাধা।

শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীরাধার রূপাদির মাধুর্য্যেই যখন আমার পঞ্চেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, তখন রূপাদিতে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এক্ষণে আমার রূপাদির প্রভাবে শ্রীরাধার যে অবস্থা হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যে আনন্দ পাই, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ পায়েন; ইহা হইতেই মনে হইতেছে, আমার মধ্যে এমন কোন একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য (রস) আছে, যাহা—অন্যের কথা তো দূরে, আমাকে পর্য্যন্ত যিনি মোহিত করিতে পারেন, সেই—শ্রীরাধাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলে।

২১৭। পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই যে লোভ জন্মে, তাহাই বলিতেছেন।

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে-সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥ ২১৮
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধপ্রকার॥২১৯
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণদ্বারে॥২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমা হৈতে—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় রস (মাধুর্য্য) আছে, তাহার আস্বাদন হইতে। **সদাই উন্মুখ**—সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন ব্যতীত, সেই জাতীয় সুখের অনুভব অসম্ভব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিজের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্তই যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

২১৮। **নানা যত্ন করি আমি**—রাধিকা যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি নানাভাবে চেষ্টা করি। **নারি আস্বাদিতে**—নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। আস্বাদন করিতে না পারার হেতু ২২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে ইত্যাদি—সেই সুখের মধুরতার আঘ্রাণে চিত্তে আস্বাদনের লোভ আরও বর্দ্ধিত হয়। কোনও সুস্বাদু এবং সুগন্ধি জিনিষ আস্বাদনের লোভ জন্মিলে শত চেষ্টাতেও যদি তাহা আস্বাদন করা না যায়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আস্বাদনের লোভ বর্দ্ধিত হয়; তাহার উপর আবার যদি ঐ জিনিসটীর সুগন্ধ আসিয়া নাসিকায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা আস্বাদনের লোভ আরও অনেক বেশী বর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ শ্রীরাধার সুখাধিক্য দেখিয়া সেই সুখের (অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যের) আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে; কিন্তু নানাবিধ চেষ্টা দ্বারাও তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না; তাই বাধা পাইয়া অমনিই তাঁহার লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে আবার প্রতিনিয়তই তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত সুখাধিক্যে শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় অঙ্গ-মাধুরীর অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব শ্রীকৃষ্ণের লোভরূপ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছে; তাই তাঁহার লোভ অতি দ্রুতবেগেই বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠ শ্লোকের নিগূঢ় সিদ্ধান্তটী ২১৬-২১৮ পয়ারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা এই:—শ্রীরাধার অপরিমিত সুখাধিক্য দেখিয়া, শ্রীরাধা যে জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিল— স্বীয় আস্বাদন-চেষ্টার বিফলতায়— বাধা প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেরই সাক্ষাতে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তাহা আস্বাদিত হইতে দেখিয়া তাঁহার লোভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই লোভটীই হইল তাঁহার শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-সমূহের মধ্যেও মুখ্যতম। এই লোভের বস্তুটী (শ্রীরাধার সুখ) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার নিজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে, যাঁহার আস্বাদনে শ্রীরাধার এত অপরিমেয় আনন্দ। তাই স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদনের লোভ জন্মিল; কারণ, স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন ব্যতীত তাঁহার লোভনীয় সুখটী পাওয়া যায় না। সুখটীই হইল শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য লক্ষ্য—স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন হইল ঐ সুখ-প্রাপ্তির একটা উপায়-স্বরূপ। আবার শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুর্য্যেরও সম্যক্ আস্বাদন হইতে পারে না; তাই শ্রীরাধাভাবের অঙ্গীকার; সুতরাং ইহাও হইল মুখ্য লোভনীয় বস্তু সুখ-প্রাপ্তির একটী উপায়-স্বরূপ।

২১৯-২০। ব্রজলীলায় তিনি অনেক সুখই আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার লীলারস-আস্বাদনের প্রকারও তিনি নিজের লীলাদ্বারা দেখাইয়াছেন।

রস আস্বাদিতে—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। **কৈল অবতার**—অবতীর্ণ হইলাম (ব্রজে; প্রকট ব্রজলীলার কথা বলিতেছেন)। **বিবিধ প্রকার**—নানারকমের। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের নানাবিধ বৈচিত্রীই প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছেন। **ভক্ত**—ব্রজের পরিকর-ভক্তগণ; রক্তক-

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২২১
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২২২
রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্রকাদি দাসগণ, সুবলাদি সখাগণ, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য-রসের পাত্রগণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ। **রাগমার্গে**—স্বসুখবাসনাশূন্য শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত লীলায়—তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়াছেন—তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন, যেন তাহা দেখিয়া এবং তাহার কথা শাস্ত্রাদিতে শুনিয়া জগতের জীবও সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে শিখে।

২২১। প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। বিষয়-জাতীয় ভাবে আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন সম্ভব নহে বলিয়াই তাঁহার ঐ তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

এই তিন তৃষ্ণা—ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লিখিত তিনটী বাসনা; শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কিরূপ এবং ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ, এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্ত তিনটী বাসনা।

এই তিনটী বাসনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখ-প্রাপ্তির বাসনাটীই মুখ্য; অন্য দুইটী বাসনা এই মুখ্য বাসনাটী পূরণের উপায় মাত্র (২১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ব্রজলীলায় এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা বলিতেছেন। **বিজাতীয় ভাবে**—ভিন্ন জাতীয় ভাবে। যেই ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, সেই ভাবের বিষয়, আর শ্রীরাধা তাহার আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা আশ্রয়-জাতীয় সুখ ভোগ করেন। আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদ সম্ভব; শ্রীকৃষ্ণের ভাব হইতেছে বিষয়-জাতীয়; বিষয়-জাতীয় ভাবে বিষয়-জাতীয় সুখভোগই সম্ভব, আশ্রয়-জাতীয় সুখভোগ সম্ভব নহে। সেবা করিয়া সেবক যে সুখ পায়, তাহাই আশ্রয়-জাতীয় সুখ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা দ্বারা এই সুখ পান; আর সেবা পাইয়া যে সুখ, তাহাই বিষয়-জাতীয় সুখ—শ্রীরাধাকর্তৃক সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সুখ পায়েন। সেবা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেবকের ভাব—আশ্রয়-জাতীয় ভাব—নাই; তাই তাহা তিনি পাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আছে সেব্যের ভাব—বিষয়-জাতীয় ভাব; কিন্তু আশ্রয়-জাতীয় সুখের পক্ষে বিষয়-জাতীয় ভাব হইল বিজাতীয় ভাব, আশ্রয়-জাতীয় ভাবই সজাতীয় ভাব। চক্ষু দ্বারা যেমন ঘ্রাণ লওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাও আশ্রয়-জাতীয় সুখ অনুভব করা যায় না। সেবা পাইয়া কি সুখ, সেব্য ব্যক্তি তাহাই জানেন; কিন্তু সেবা করিয়া কি সুখ, তাহা তিনি জানিতে পারেন না।

২২২। শ্রীরাধিকার আশ্রয়-জাতীয় সুখ অনুভব করিতে হইলে তাঁহার আশ্রয়-জাতীয় ভাবই অঙ্গীকার করিতে হইবে; নতুবা উক্ত তিনটী সুখের আস্বাদন অসম্ভব হইবে।

রাধিকার ভাব-কান্তি—শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি (বর্ণ)। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু তৎসঙ্গে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি; এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ১।৩।১০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৩। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি ব্যতীত ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধরিয়া এবং শ্রীরাধার কান্তি দেহে ধারণ করিয়া উক্ত তিনটী সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইবেন।

সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতারসময়॥ ২২৪
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥ ২২৫
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥ ২২৬
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥ ২২৭
এই ত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপগোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৪। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ব্বপয়ারোক্তরূপ সঙ্কল্প করিলেন, তখনই যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। **সর্ব্বভাবে**—সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক। **এইত নিশ্চয়**—পূর্ব্ব পয়ারোক্তরূপ সঙ্কল্প। **যুগাবতারসময়**—যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময়।

২২৫। যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন এবং যুগাবতারের সময়ও উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার আরাধনা শ্রীকৃষ্ণের চরণে গিয়া পৌঁছিল; অদ্বৈতের আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন (অবশ্য মুখ্যতঃ নিজের সঙ্কল্প-সিদ্ধির নিমিত্ত)। ১৷৩৷২০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এবং ১৷৩৷৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৬-২৭। স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহার অনাদি-ভাবসিদ্ধ পিতা-মাতা-আদি গুরুবর্গকে অবতীর্ণ করাইলেন; পরে নিজে শ্রীশ্রীশচীদেবীর গর্ভ হইতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকটিত হইলেন।

পিতা-মাতা ইত্যাদি—লীলা-প্রকটন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মই এই যে—"প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে॥ ২৷২০৷৩১৩-১৪॥" নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত পিতা-মাতাদির প্রকটন প্রয়োজন। **অবতারি**—অবতীর্ণ করাইয়া। শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতাদিও নিত্য, অনাদিসিদ্ধ; অনাদিসিদ্ধ ভাবের প্রভাবেই তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃত্বের অভিমান। ১৷৩৷৭৩ এবং ১৷৪৷২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভাব-বর্ণ**—ভাব এবং বর্ণ। **নবদ্বীপে**—ভাগীরথীর তীরস্থ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে। **শচী**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাতা। **শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধ-সিন্ধু**—শচীগর্ভরূপ বিশুদ্ধ দুগ্ধ-সমুদ্র। শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে) পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুগ্ধসিন্ধুতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। শ্রীশচীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে বলিয়া শচীগর্ভকেও দুগ্ধসিন্ধু বলা হইয়াছে। দুগ্ধসিন্ধু হইলেও ইহা প্রাকৃত-দুগ্ধসিন্ধু নহে, ইহা বিশুদ্ধ—পবিত্র—চিন্ময় দুগ্ধসিন্ধু; কারণ, প্রাকৃত দুগ্ধসিন্ধুতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃত জীবের ন্যায় শ্রীশচীদেবীর গর্ভে শুক্র-শোণিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও জন্মই হয় নাই; অনাদি অজ নিত্য ভগবানের বাস্তবিক জন্ম থাকিতেও পারে না—নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত জন্মলীলার অভিনয়মাত্র করা হইয়াছে। আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ৮১৷৮২ পয়ারে জন্মলীলা-প্রকটনের প্রকার বলা হইয়াছে; এবিষয় তত্তৎ টীকায় আলোচিত হইবে।

এই দুই পয়ার ষষ্ঠ শ্লোকের "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ" অংশের অর্থ।

২২৮। **স্বরূপ গোঁসাইর** ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঃ" ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে। (১৷৩৷৯ এবং ১৷৩৷১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তির বিশদ্ বিবরণ সহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে স্বরূপদামোদর-গোস্বামীই জগতে প্রচারিত করেন; ষষ্ঠ শ্লোকটীও তাঁহারই কড়চা হইতে সংগৃহীত। তাঁহারই প্রচারিত তত্ত্ব-মূলক তাঁহার শ্লোকের ব্যাখ্যা একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সম্ভব; এজন্য গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন "শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম।"

এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।

শ্রীরূপগোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ ॥ ২২৯

তথাহি স্তবমালায়াং ২য়-চৈতন্যাষ্টকে (৩)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী

রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।

রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪৭

গ্রন্থকারস্য।—

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।

প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্। ৪৮

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যা-
বতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম
চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৯। **এই দুই শ্লোকের**—পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের।

শ্রীরূপ গোসাঞির ইত্যাদি—গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উক্ত দুই শ্লোকের যে অর্থ করা হইল, অর্থাৎ স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই অর্থ শ্রীরূপগোস্বামিচরণেরই অভিপ্রেত; পরবর্ত্তী অপারং কস্যাপি ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।"

শ্লো।৪৭। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো।৪৮। অন্বয়। মঙ্গলাচরণং (মঙ্গলাচরণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বলক্ষণ) অবতারে (অবতারের) প্রয়োজনঞ্চ (প্রয়োজনও) শ্লোকষট্কৈঃ (ছয়টী শ্লোকে) নিরূপিতম্ (নিরূপিত হইল)।

অনুবাদ। মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব এবং অবতারের প্রয়োজন এ সমস্ত—ছয়টী শ্লোকে নিরূপিত হইল। ৪৮।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টী শ্লোকের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে সামান্য-মঙ্গলাচরণ, "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ মঙ্গলাচরণ, "যদদ্বৈতং" ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব, "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্যপ্রয়োজন এবং "রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি ও "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন প্রকাশ করা হইয়াছে।